স্টিফেন কিং-এর

দ্য

শাইনিং

অনুবাদ : তানজীম রহমান

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য শাইনিং

মূল : স্টিফেন কিং

অনুবাদ : তানজীম রহমান

The Shining

copyright©2011 by Stephen King

অনুবাদস্বত্ব © মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ : দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ :
জো হিল কিং

"It'll shine when it shines."

মুখবন্ধ

চাকরি'র ইন্টারভিউ

হারামজাদা মাতব্বর : জ্যাক টরেন্স মনে মনে বলল।

আলম্যান লম্বায় প্রায় ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি, তবে সে হাঁটলে তাকে হাস্যকর রকমের খাটো আর মোটা দেখায়। তার চুলে যত্ন করে সিঁথি কাটা, এবং পরনে সুটটা আরামদায়ক হলেও তার মধ্যে একটা ভারিক্কী ভাব এনে দিয়েছে। সুটটা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাস্টমারদের এটা বোঝানো যে এই সুটের মালিক এমন একজন লোক যার ওপর আস্থা রাখা যায়। একই সুট আবার কর্মচারিদের ব'লে উপযুক্ত কারণ ছাড়া আমার সময় নষ্ট করবে না।

আলম্যানের কথা শুনতে শুনতে জ্যাক ভাবছিল যে দোষ আসলে আলম্যানের নয়, ডেস্কের ওপাশে যেই থাকতো জ্যাক তার ওপর বিরক্ত হত। ওর এই বিরক্তির আসল কারণ হচ্ছে ওর করুণ দশা, যার চাপে বাধ্য হয়ে ওকে এখানে আসতে হয়েছে।

ও আলম্যানের একটা প্রশ্ন খেয়াল করে নি। কাজটা করা উচিত হয় নি ওর। আলম্যান হচ্ছে সে ধরণের মানুষ যে এসব ভুল নিজের মাথায় নোট করে রাখে।

"জি?"

"আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনার বউ কি জানে আপনাদের এখানে কি ধরণের দায়িত্ব সামলাতে হবে? আপনার ছেলের কথাও তো ভাবতে হবে।" ও সামনে রাখা চিঠিটার দিকে এক ঝলক তাকালো। "ড্যানিয়েল ওর নাম, তাই না? আপনি কি শিওর আপনার বউ ঘাবড়ে যায় নি ব্যাপারটা শুনে?"

"ওয়েন্ডি আর দশটা মেয়ের মত নয়।"

"আর আপনার ছেলেও কি আর দশটা ছেলের মত নয়?"

জ্যাক বড় দেখে একটা মন গলানো হাসি দিল। "আমাদের কাছে তো অবশ্যই। অন্য পাঁচ বছর বয়সি বাচ্চাদের তুলনায় ও অনেক বুদ্ধিমান।"

আলম্যানের তরফ থেকে কোন হাসি ফেরত এল না। ও জ্যাকের চিঠিটা ফাইলের ভেতর পাঠিয়ে দিল। তারপর ফাইলটা চলে গেল একটা ড্রয়ারের ভেতর। ডেস্কের ওপর এখন একটা ব্লটার, টেলিফোন, একটা টেন্সর ল্যাম্প

আর একটা ইন-আউট ব্যাস্কেট বাদে আর কিছু নেই। এমন কি ইন-আউট ব্যাস্কেটটা পর্যন্ত খালি।

আলম্যান উঠে রুমের কোণায় রাখা একটা ফাইল ক্যাবিনেটের কাছে গেল। "এদিকে আসুন, মিঃ টরেন্স। আপনাকে ফ্লোর প্ল্যানগুলো দেখাই।"

ও পাঁচটা বড় বড় কাগজের শীট এনে চকচকে ওয়ালনাট কাঠের ডেস্কটার ওপর রাখল। জ্যাক এসে তার কাঁধের কাছে দাঁড়াল। আলম্যানের কড়া সেন্টের গন্ধে ওর অস্বস্তি লাগছিল। পুরনো ইংলিশ লেদারের জুতো থেকে একই ধরনের গন্ধ বের হয়। এ কথাটা মনে হতে কোন কারণ ছাড়াই জ্যাকের প্রচণ্ড হাসি পেল, কিন্তু ও নিজের জিভ কামড়ে হাসিটাকে হজম করে নিল। দেয়ালের ওপাশ থেকে ওভারলুক হোটেলের রান্নাঘরে কাজ করার শব্দ ভেসে আসছিল।

"ওপরের তলা।" আলম্যান দ্রুত বলে যাচ্ছিল। "এখন চিলেকোঠাটা পুরনো জিনিসপত্র জমিয়ে রাখা বাদে আর কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওভারলুক হোটেলের মালিকানা বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়েছে, এবং দেখে মনে হয় প্রত্যেক ম্যানেজারই তাদের সমস্ত হাবিজাবি জিনিস চিলেকোঠায় জমিয়েছে। আমি ওখানে ইঁদুরমারা বিষ আর ফাঁদ চাই। চারতলার কয়েকজন কর্মচারি বলেছে যে তারা ওপর থেকে খসখস আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। আমি এ কথা মোটেও বিশ্বাস করি না, তবে ওভারলুক হোটেলে ইঁদুর-ছুঁচো'র আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি এক পার্সেন্টও ঝুঁকি নিতে রাজি নই।"

যদিও জ্যাকের ধারণা যে দুনিয়ার সব হোটেলেই দু'-একটা ইঁদুর পাওয়া যাবে, ও চুপ থাকাই নিরাপদ মনে করল।

"অবশ্যই আমার এটা বলে দিতে হবে না যে আপনার ছেলেকে কোন কারণেই চিলেকোঠায় উঠতে দেবেন না।"

"না।" জ্যাক আবার ওর মন গলানো হাসিটা হাসলো। এই হারামজাদা কি আসলেই মনে করে যে ও ওর ছেলেকে পুরনো আবর্জনা আর ইঁদুরের বিষে ভর্তি একটা চিলেকোঠায় খেলতে দেবে?

আলম্যান চিলেকোঠার ফ্লোরপ্ল্যানটা সরিয়ে অন্য কাগজগুলোর নিচে রাখল। "ওভারলুকে ১১০ জন অতিথি থাকার মত রুম আছে।" ও লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বলল। "তাদের মধ্যে ৩০টা সুইট এখানে, চারতলায়। ১০টা হচ্ছে পশ্চিম উইং এ (ওখানেই প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটটা রয়েছে), ১০টা মাঝখানে, আর আরও ১০টা হচ্ছে পূর্ব উইং এ। সবগুলো থেকেই অসাধারণ ভিউ পাওয়া যায়।"

আমার সাথে তোমার সেলসম্যানগিরি করতে হবে না, মনে মনে বললেও জ্যাক নিজের মুখ বন্ধ রাখল। ওর চাকরিটা দরকার।

আলম্যান চারতলার প্ল্যানটাকেও নিচে চালান করে দিল আর তিনতলাকে সামনে নিয়ে এল।

"৪০টা রুম।" আলম্যান বলল। "৩০টা ডাবল আর ১০টা সিঙ্গেল। আর দোতলায় দুই ধরনেরই ২০টা করে। প্লাস প্রত্যেকতলাতেই ৩টা করে লিনেন ক্লজেট আছে। আর স্টোররুম দু'টোর মধ্যে একটা হচ্ছে দোতলা'র একদম পূর্বদিকে আর অন্যটা হচ্ছে তিনতলার একদম পশ্চিমদিকে। আর কিছু জানতে চান?"

জ্যাক মাথা নাড়লো। আলম্যান দোতলা আর তিনতলাকে কাগজের স্তূপের নিচে চালান করে দিল।

"এটা হচ্ছে লবি লেভেল : এর মাঝখানে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক। তার পেছনে রয়েছে অফিসগুলো। ডেস্ককে ঘিরে লবিটা প্রায় ৮০ ফিট জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এর পশ্চিম উইং এ হচ্ছে ওভারলুক ডাইনিং রুম আর কলোরাডো লাউঞ্জ। আর পূর্ব উইং এ হচ্ছে ব্যাংকোয়েট হল এবং বলরুম। কোন প্রশ্ন?"

"শুধু বেসমেন্টের ব্যাপারে," জ্যাক বলল। "শীতের মৌসুমের কেয়ারটেকারের জন্যে ওটাই সবথেকে জরুরি লেভেল। যা কিছু ঘটার ওখানেই ঘটে।"

"ওয়াটসন আপনাকে ওখানের সবকিছু দেখিয়ে দেবে। বেসমেন্টের ফ্লোরপ্ল্যান বয়লার রুমের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে।" আলম্যান ভ্রু কুঁচকাল, যেন দেখাবার জন্য যে সে একজন ম্যানেজার, বয়লার রুম আর বেসমেন্ট নিয়ে তার মাথা ঘামাবার সময় নেই। "ওখানেও কয়েকটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ দিয়ে দিলে খারাপ হয় না। এক মিনিট..." ও নিজের পকেট থেকে একটা প্যাড বের করে খসখস শব্দ তুলে কি যেন লিখে নিল (সবগুলো কাগজে মোটা, কাল অক্ষরে ছাপা ছিল : স্টুয়ার্ট আলম্যানের ডেস্ক থেকে) তারপর ছিঁড়ে কাগজটাকে ফেলল ইন-আউট ব্যাস্কেটের আউট অংশে। ওখানে আর কিছু না থাকায় কাগজের টুকরোটাকে একলা একলা দেখাচ্ছিল। তারপর আলম্যান ম্যাজিকের মত প্যাডটাকে এত দ্রুত সুটের পকেটে ফেরত পাঠিয়ে দিল যে জ্যাকের সেটা চোখেই পড়ল না। চিচিং ফাঁক, জ্যাকি।

ওরা আবার প্রথমের জায়গায় ফিরে গেল, আলম্যান ডেস্কের পেছনে আর জ্যাক ডেস্কের সামনে। বিচারক আর আসামী, অনিচ্ছুক দয়াদাতা এবং দয়াপ্রার্থি। আলম্যান নিজের পরিপাটি হাত দু'টো ডেস্কের ব্লটারের ওপর রেখে জ্যাকের দিকে সরাসরি তাকাল। একজন ছোটখাটো, মাথার চুল কমে আসা লোক, পরনে তার একখানা ব্যাংকার সুট আর ধুসর টাই। তার বুকের একপাশে লাগানো ফুলটাকে যেন ব্যালেন্স করবার জন্যে অন্যপাশে একটা

ছোট ল্যাপেল পিন লাগান। পিনটায় ছোট্ট, সোনালি অক্ষরে লেখা : কর্মচারি।

"আমি আপনার সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাই, মিঃ টরেন্স। মিঃ অ্যালবার্ট শকলি একজন ক্ষমতাবান মানুষ এবং উনি ওভারলুক হোটেলের মালিকদের মধ্যে একজন, যা নির্মাণের পর এই প্রথমবার লাভ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। যদিও মিঃ শকলি ওভেরলুকের বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সে আছেন, তিনি হোটেলের ব্যাপারে তেমন কিছু জানেন না, এবং এ কথাটা উনি নিজেও স্বীকার করবেন। কিন্তু উনি কেয়ারটেকিংএর ব্যাপারটায় নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। উনি চান যে আপনাকে হায়ার করা হোক। আমি তাই করব। তবে জেনে রাখুন যে এ ব্যাপারে আমার কিছু করার থাকলে হয়তো আমি তা হতে দিতাম না।"

জ্যাকের কোলের ওপর রাখা হাতগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল। ওর হাত ঘামতে শুরু করেছে।

মাতব্বর কোথাকার, মাতব্বর

"আপনি হয়তো আমাকে এই মুহূর্তে পছন্দ করছেন না, মিঃ টরেন্স–"

হারামজাদা মাতব্বর–

"–কিন্তু সত্যি বলতে আমার তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যাথা নেই। আপনি আমার ব্যাপারে কি মনে করেন না করেন তার সাথে আমার আপনাকে এই চাকরির জন্যে অনুপযুক্ত মনে করার কোন সম্পর্ক নেই। প্রতি বছর ১৫ই মে থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ওভারলুক ১১০ জন কর্মচারি হায়ার করে, ধরে নিতে পারেন প্রত্যেক রুমের জন্যে একজন করে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে পছন্দ করে না, আর তারা কেউ কেউ বলে যে আমি একটা হারামী। ওরা আমাকে চিনতে ভুল করেছে তা বলবো না। হোটেলটাকে ঠিকভাবে চালাবার জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে হারামীপণা করতে হয়।"

আলম্যান জ্যাকের দিকে তাকাল ও কিছু বলে কিনা দেখবার জন্যে। জ্যাক ওর সবগুলো দাঁত বের করে একটা কৃতার্থ হাসি দিল।

আলম্যান বলল "ওভারলুক হোটেল বানাতে সময় লেগেছে ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত। হোটেল থেকে সবচেয়ে কাছের শহরের নাম হচ্ছে সাইডওয়াইনডার। শহরটা এখান থেকে ৪০ মাইলের মত পূর্বদিকে। শহরে যাবার রাস্তা অক্টোবরের শেষের দিক থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকে প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে। হোটেলটা রবার্ট টাউনলি ওয়াটসন নামে এক লোক বানিয়েছে, যিনি আমাদের বর্তমান মেইনটেনেন্স ম্যানের সম্পর্কে দাদা হতেন। অনেক অভিজাত পরিবার এখানে এসে থেকেছে, যাদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে ভ্যান্ডারবিল্ট, রকাফেলার, অ্যাস্টর এবং দু'পঁ পরিবার। চারজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ওভারলুকের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে এসে থেকেছেন : উইলসন,

হার্ডিং, রুজভেল্ট আর নিক্সন।"

"হার্ডিং বা নিক্সনের মত চোরকে নিয়ে এত গর্ব করার কিছু নেই।"

জ্যাক বিড়বিড় করে বলল।

আলম্যান ভ্রু কুঁচকালেও কিছু বলল না। সে তার বক্তৃতায় ফিরে গেল। "মিঃ ওয়াটসন হোটেলের দায়িত্ব আর সামলাতে পারছিলেন না, এবং তিনি ১৯১৫ সালে হোটেলটা বিক্রি করে দেন। পরে তা আরও তিনবার হাতবদল হয় : ১৯২২ এ একবার, ১৯২৯ এ একবার এবং আরেকবার ১৯৩৬ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত হোটেল খালি পড়ে ছিল, তারপরে তা কিনে নেন হোরেস ডারওয়েন্ট, কোটিপতি পাইলট, ব্যবসায়ী, ফিল্ম প্রডিউসার ও ডাইরেক্টর। উনি বিল্ডিংটা ঠিকঠাক করে আগের অবস্থায় নিয়ে আসেন।"

"ওনার নাম আমি শুনেছি।"

"হ্যা, উনি যা ছুঁতেন তাতেই লাভ করতেন, শুধু ওভারলুক হোটেল বাদে। যুদ্ধের পর কোন গেস্ট হোটেলে পা রাখার আগেই উনি হোটেলের পেছনে ১ মিলিয়ন ডলারের মত ঢালেন। হোটেলটাকে ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাসাদে রুপান্তরিত করে ফেলা হয়। ডারওয়েন্টই ওই রোকে খেলার কোর্টটা বানিয়েছেন যেটার দিকে আপনি ঢুকবার সময় তাকিয়ে ছিলেন।"

"রোকে?"

"আমাদের ক্রোকে খেলার ব্রিটিশ সংস্করণ, মিঃ টরেন্স। ক্রোকে হচ্ছে রোকে খেলার পরিবর্তিত, বিকৃত রূপ। গুজব অনুসারে, ডারোয়েন্ট তাঁর সোশাল সেক্রেটারির কাছ থেকে প্রথম খেলাটা শেখেন, তারপর রোকের প্রেমে পড়ে যান। আমাদের রোকে কোর্টটা আমেরিকার সবচেয়ে ভালো রোকে কোর্ট।"

"আমার কোন সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে," জ্যাক গম্ভীরমুখে বলল। রোকে কোর্ট, জন্তু জানোয়ারের শেপে কাটা বাগানের ঝোপ, আরো কি কি আছে ঈশ্বরই জানেন। ওর আলম্যানের সাথে কথা বলতে আর ভাল লাগছিল না, কিন্তু ও বেশ বুঝতে পারছিল যে আলম্যানের বকরবকর এখনো শেষ হয় নি। আলম্যান আরো টানবে, যতক্ষন ওর বক্তৃতা শেষ না হচ্ছে।

"তিন মিলিয়নের ক্ষতি হবার পর ডারওয়েন্ট হোটেলটা বিক্রি করে দেয় ক্যালিফর্নিয়ার একদল ব্যবসায়ীর কাছে। ওরাও ওভারলুক থেকে কোন লাভ তুলতে পারে নি। এরা কেউই আসলে হোটেল চালাবার মত লোক নয়।

১৯৭০ সালে মিঃ শকলি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী মিলে হোটেলটা কিনে নেন এবং আমাকে নিয়োগ করে ম্যানেজার হিসাবে। আমরাও বেশ কয়েকবছর লোকসানে চলেছি, কিন্তু আমি গর্ব নিয়ে বলতে পারব যে হোটেলের নতুন মালিকরা কখনই আমার ওপর বিশ্বাস হারান নি। গত বছর

আমরা লস ঠেকাতে সক্ষম হয়েছি। আর এ বছর প্রথমবারের মত ওভারলুক হোটেল লাভ করতে পেরেছে, নির্মাণের প্রায় ৭০ বছর পরে।"

এক মুহূর্তের জন্যে জ্যাকের মনে হল যে আলম্যানের তাহলে গর্ব করার অধিকার আছে, কিন্তু তারপরই আগের বিরক্তি আবার জ্যাকের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

সে বলল "আমি ওভারলুকের বৈচিত্রময় ইতিহাস আর আপনার ধারণা যে আমি আমার চাকরির জন্যে অনুপযুক্ত এ দু'টোর মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না, মিঃ আলম্যান।"

"ওভারলুকের এতদিনের লসের একটা কারণ হচ্ছে প্রত্যেক শীতের সময় যে ক্ষয়ক্ষতি হয় সেটা। লাভের অনেকখানি অংশ খেয়ে ফেলে এই সময়টা, মিঃ টরেন্স। এখানকার শীত অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর। এই সমস্যাকে সামাল দেবার জন্যে আমি শীতের সিজনে একজন ফুলটাইম কেয়ারটেকার হায়ার করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বয়লার চালিয়ে হোটেলের বিভিন্ন অংশ গরম রাখবে। কোন ক্ষয়ক্ষতি রিপেয়ার করাও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে, যাতে লম্বা শীতের মাঝে সেই ক্ষতি হোটেলের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে না যেতে পারে। তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। আমি প্রথম শীতের সিজনে একটা পরিবারকে হায়ার করেছিলাম। তাদের সাথে এখানে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। খুবই দুঃখজনক।"

আলম্যান ঠাণ্ডা চোখে জ্যাকের দিকে তাকাল।

"ভুলটা আমারই, অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। আমি জানতাম না যে পরিবারের কর্তার মদ্যপানের নেশা ছিল।"

জ্যাকের মুখে আস্তে আস্তে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠল-ওর আগের মন গলানো হাসির ঠিক উলটো। "এটা নিয়েই আপনার যত সমস্যা? আমি অবাক হলাম এটা দেখে যে অ্যাল আপনাকে জানায় নি। আমি তো মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

"হ্যা, মিঃ শকলি বলেছেন যে আপনি আর মদ খান না। উনি আমাকে আপনার আগের চাকরির ব্যাপারেও বলেছেন...শেষ যেবার আপনার ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আপনি ভারমন্টের একটা স্কুলে ইংলিশ পড়াতেন। ওখানে আপনার বদমেজাজের কারণে একটা ঘটনা ঘটে, এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় যে গ্রেডির ব্যাপারটা থেকে কিছু জিনিস শেখার আছে, এজন্যেই আপনার...আহ...পূর্ব ইতিহাস টেনে আনলাম। ১৯৭০-৭১ এর শীতের সময়, যখন ওভারলুকের পুনঃনির্মাণ শেষ তবে ব্যবসা পুরোদমে শুরু হয় নি, আমি ডেলবার্ট গ্রেডি নামে এক...হতভাগাকে হায়ার করি। আপনি এবং আপনার

পরিবার যে কোয়ার্টারে থাকবেন সে ওখানেই এসে ওঠে। তার সাথে তার স্ত্রী এবং তার দুই মেয়ে ছিল। আমার ব্যাপারটা বেশ কিছু কারণে পছন্দ হচ্ছিল না, যার মধ্যে একটা কারণ ছিল শীতের প্রবলতা আর গ্রেডিরা যে পাঁচ-ছয় মাস বাইরের দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকবে এই ব্যাপারটা।"

"কিন্তু আসলে তো অবস্থা এরকম থাকে না, তাই না? যদি বাইরে যোগাযোগ করতে হয় তাহলে এখানে টেলিফোন আছে, তাছাড়া একটা সিটিজেন ব্র্যান্ডের রেডিও ও বোধহয় আছে। আর রকি মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্কও হেলিকপ্টার রেঞ্জের মধ্যে আছে, আর অত বড় জায়গায় দু'-একটা হেলিকপ্টার তো অবশ্যি থাকে।"

"আমি তা বলতে পারব না।"আলম্যান বলল। "হোটেলে আসলেই একটা সিবি রেডিও আছে যেটা আপনাকে মিঃ ওয়াটসন দেখিয়ে দেবে, ওই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোও জানিয়ে দেবে যেগুলোতে আপনি সাহায্য চাইতে পারবেন। এখান থেকে সাইডয়াইন্ডার পর্যন্ত যে টেলিফোন লাইনগুলো গেছে সবগুলোই মাটির ওপর দিয়ে, এবং প্রতি শীতেই তুষারপাতের কারণে লাইনগুলো এক-দেড় মাসের মত নষ্ট থাকে। আমাদের ইকুইপমেন্ট শেডে একটা স্নো-মোবিলও পাবেন।"

"তার মানে আসলে আমাদের বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে না।"

মিঃ আলম্যানের চেহারায় যন্ত্রণার একটা ছাপ পড়ল। "ধরুন আপনার ছেলে অথবা বউ সিঁড়ি থেকে পড়ে নিজের মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে, মিঃ টরেন্স। আপনার কি তখনো মনে হবে না যে আপনি বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা আছেন?"

জ্যাক ব্যাপারটা বুঝতে পারল। একটা স্নো-মোবিল ফুল স্পীডে চললেও তার সাইডওয়াইন্ডারে যেতে প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে। আর ন্যাশনাল পার্ক থেকে হেলিকপ্টার আসতে কম করে হলেও তিন ঘণ্টা লাগবে, যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তাহলে। তুষারঝড়ের সময় একটা হেলিকপ্টার মাটি থেকে উঠতেই পারবে না, আর সে সময় ফুল স্পীডে স্নো-মোবিল চালান অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর একজন আহত মানুষকে যদি নিয়ে যেতে হয় তাহলে তাকে মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বাতাস ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।

"গ্রেডির ব্যাপারটায়," আলম্যান বলল, "আমি তাই ভেবেছিলাম যা এখন মিঃ শকলি আপনার ব্যাপারে ভাবছে। একাকীত্ব একজন মানুষের জন্য খুব খারাপ, তাই পুরো পরিবার নিয়ে থাকাই ভাল। কোন বিপদ হলেও হয়তো মাথা ফাটা বা হার্ট অ্যাটাকের মত সিরিয়াস কিছু হবে না। হয়তো ফ্লু,

নিউমোনিয়া, হাত-পা ভাঙ্গা, এমনকি অ্যাপেন্ডিসাইটিস পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এধরনের কিছু হলে ব্যবস্থা নেবার যথেষ্ট সময় থাকত।"

"কিন্তু শেষপর্যন্ত যা ঘটল তার কারণ ছিল সস্তা হুইস্কি, কোন অসুখ নয়। গ্রেডি প্রচুর পরিমাণে মদ নিয়ে এসেছিল আমাকে না জানিয়ে, এবং তার সাথে যোগ হয়েছিল কেবিন ফিভার নামে এক রোগ। আপনি কি এ রোগটার নাম শুনেছেন?" আলম্যান ছোট্ট করে একটা সবজান্তা হাসি দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করল যাতে জ্যাক "না" বলার সাথে সাথে সে নিজের জ্ঞান জাহির করতে পারে। জ্যাক তাকে নিরাশ না করে দ্রুত মাথা নাড়ল।

"এটা হচ্ছে একধরণের ক্লস্ট্রোফোবিয়া যা কিছু মানুষ একসাথে অনেকদিন বন্দি থাকলে মাথাচাড়া দিতে পারে। এটা চরম পর্যায়ে গেলে হ্যালুসিনেশান এবং হাতাহাতি ঘটাতে পারে-রান্না পুড়ে যাওয়া বা প্লেট ধোয়ার মত ছোটখাট জিনিস নিয়ে খুনোখুনির ঘটনাও বিরল নয়।"

আলম্যানের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে, যা দেখে জ্যাক ভেতরে ভেতরে খুশি হল। ও সিদ্ধান্ত নিল ও আলম্যানকে আরেকটু খোঁচাবে, তবে মনে মনে ওয়েন্ডিকে কথা দিল যে ও বসকে রাগিয়ে তুলবে না।

"আমি একমত, ভুলটা বোধহয় আপনারই ছিল। গ্রেডি কি হাতাহাতি পর্যন্ত এসেছিল নাকি?"

"সে তার পুরো পরিবারকে খুন করে, মিঃ টরেন্স, তারপর আত্মহত্যা করে। সে নিজের ছোট মেয়েকে একটা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মারে, আর বউকে মারে একটা শটগান দিয়ে।পরে সে একই

শটগান দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করে। তার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিশ্চয় এত মাতাল ছিল যে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।"

আলম্যান নিজের হাত দু'পাশে ছড়িয়ে জ্যাকের দিকে দাম্ভিকভাবে তাকাল।

"ও কি শিক্ষিত ছিল? হাইস্কুল শেষ করেছে?"

"না, তা সে করে নি" আলম্যান একটু শক্তসুরে বলল। "আমি ভেবেছিলাম যে... অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ নয় এমন একজন লোককে একাকীত্ব সহজে কাবু করতে পারবে না..."

"ওখানেই আপনার ভুলটা।" জ্যাক বলল। "একজন মূর্খ মানুষের কেবিন ফিভারে ভোগার সম্ভাবনা বেশি, ঠিক যেমন তার জুয়া খেলার সময় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়বার বা ছিনতাই করবার সম্ভাবনা বেশি। সে দ্রুত বোর হয়ে যায়। তুষারপাত হবার পর হোটেল থেকে বের হবার সুযোগ না থাকলে তার টিভি দেখা আর নিজের সাথে তাস খেলা বাদে আর কিছু করার থাকে না। কিছু করার থাকে না নিজের বউয়ের সাথে চেঁচামেচি করা,বাচ্চাদের

বকাবকি করা আর মদ খাওয়া বাদে। সবকিছু নিস্তব্ধ থাকে বলে রাতে তার সহজে ঘুম আসে না। তাই সে প্রতি রাতে মদ খেয়ে ঘুমাতে যায় আর সকালে ওঠে তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে। সে বদমেজাজী হয়ে যায়। হয়তো এর মধ্যে একদিন টেলিফোন বা টিভির অ্যান্টেনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর সারাদিন তার মদ খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। তার মেজাজ এতে আরও খিঁচড়ে যেতে থাকে। আর শেষে...বুম, বুম, বুম।"

"আর ওখানে আপনার মত শিক্ষিত লোক থাকলে কি হত?"

"আমি আর আমার স্ত্রী দু'জনই বই পড়তে ভালবাসি। আর মিঃ শকলি খুব সম্ভবত আপনাকে বলেছে যে আমি একটা নাটক লিখবার চেষ্টা করছি। ড্যানির জন্যে আছে ওর ধাঁধার বই, ওর রঙ করবার খাতা আর ওর কৃস্টাল রেডিও। আমি ওকে এরমধ্যে পড়তে আর বরফের ওপর হাঁটতে শেখাতে চাই। ওয়েন্ডিও তা শিখতে চেয়েছিল আমার কাছে। হ্যা, আমার মনে হয় যে টিভি নষ্ট হয়ে গেলেও নিজেদের ব্যস্ত রাখতে আমাদের সমস্যা হবে না।" ও একটু থামল। "আর অ্যাল আপনাকে সত্যি কথাই বলেছে, আমি এখন আর মদ খাই না। একসময় খেতাম, আর আস্তে আস্তে তা অভ্যাসে বদলে গিয়েছিল। কিন্তু গত ১৪ মাসে আমি এক গ্লাস বিয়ার পর্যন্ত ছুঁই নি। আমার এখানে অ্যালকোহল নিয়ে আসার কোনরকম ইচ্ছা নেই, আর তুষারপাত শুরু হবার পর আমি চাইলেও মদ জোগাড় করতে পারব না।"

"তা আপনি ঠিকই বলেছেন।" আলম্যান বলল। "কিন্তু যত বেশি মানুষ এখানে থাকবে, ঝামেলা হবার সম্ভাবনা তত বেশি। আমি মিঃ শকলিকে সেটা বলেছি, আর উনি বলেছেন যে উনি সেটার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এখন আমি আপনাকে বলছি, আর আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনিও দায়িত্বটা সামলাতে প্রস্তুত আছেন–"

"জি, আমি প্রস্তুত।"

"বেশ। আমার এটা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার এখনো মনে হচ্ছে যে পিছুটান ছাড়া কোন কলেজের ছাত্র এ চাকরিটা নিলে ভাল হত। যাই হোক, আশা করি আপনি সবকিছু ঠিকভাবে সামলাতে পারবেন। এখন আমি আপনাকে মিঃ ওয়াটসনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি যে আপনাকে বেসমেন্ট আর হোটেলের আশেপাশে ঘুরিয়ে দেখাবে। আপনার কি আর কোন প্রশ্ন আছে?"

"না, নেই।"

আলম্যান উঠে দাঁড়াল। "আশা করি আপনি রাগ করছেন না, মিঃ টরেন্স। আপনাকে আমি যা বলেছি তা পার্সোনালি নেবেন না [illegible] তাই করতে

চাই যা ওভারলুকের জন্য ভাল। এটা একটা চমৎকার হোটেল। আমি চাই এটা তেমনি থাকুক।"

"না, না। রাগ করবার প্রশ্নই ওঠে না।" জ্যাক আবার ওর হাসিটা হাসল। কিন্তু আলম্যান হ্যান্ডশেক করবার জন্যে হাত বাড়াল না দেখে ও মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অবশ্যই ও রাগ করেছে। রাগ না করার কোন কারণ নেই।

অধ্যায় ২

বোল্ডার

ওয়েন্ডি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল যে ওর ছেলে বসে আছে উঠোনে, নিজের ট্রাক বা ওয়্যাগন কোনটা নিয়েই খেলছে না, এমনকি ওই কাগজের গ্লাইডারটা নিয়েও নয় যেটা নিয়ে ও সারা সপ্তাহ পড়ে ছিল। ও শুধু নিজের কনুইদু'টো দু'হাঁটুর উপর রেখে বসে বসে অপেক্ষা করছে ওদের পুরনো ভোক্সওয়্যাগনটার জন্যে। একটা পাঁচ বছর বয়সী ছেলে যে অপেক্ষা করছে বাবা কখন বাসায় ফিরবে।

ওয়েন্ডির হঠাৎ করে খুব কান্না পেল।

ডিশ টাওয়েলটা সিঙ্কের ওপর রেখে নিজের জামার বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে ও নিচতলায় এল। জ্যাকের অহংকার নিয়ে আর পারা গেল না! না,না, অ্যাল, আমার কোন অ্যাডভান্স লাগবে না! আমি বেশ ভাল আছি! এদিকে বাসার হলওয়ের দেয়ালগুলো রঙ পেন্সিল, স্প্রে-পেইন্ট আর কলমের কাটাকুটিতে ছেয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির ধাপগুলো এত উঁচু যে একটু অসাবধানে পা ফেললেই আছাড় খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। পুরো বিল্ডিংটাতেই সময়ের নির্মম ছাপ পড়ে গেছে। স্টোভিংটনের সুন্দর বাসাটার পর এখানে ড্যানিকে নিয়ে আসা একদমই ঠিক হয় নি। ওদের ওপরের তলায় যে দম্পত্তি থাকে ওরা বিয়ে করে নি। ওয়েন্ডির তা নিয়ে সমস্যা নেই, ওর সমস্যা হচ্ছে ওদের মধ্যে যে চব্বিশঘণ্টা ঝগড়া লেগে থাকে তা নিয়ে। সারা সপ্তাহ ওদের মাঝে কথা কাটাকাটি লেগেই থাকে, কিন্তু আসল ঝগড়াগুলো হয় ছুটির দিনে, যখন বার বন্ধ থাকে। জ্যাক ঠাট্টা করে এই ঝগড়াগুলোকে নাম দিয়েছে শুক্রবারের সংগ্রাম, কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টার নয়। ওপরের ছেলেটার নাম হচ্ছে টম। মেয়েটা-যার নাম ইলেইন-প্রত্যেক ঝগড়ার শেষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আর বার বার বলতে থাকেঃ "প্লিজ টম, আমি আর পারছি না। আর পারছি না।" আর ছেলেটা তখনও গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে। একবার ওরা ড্যানিকে পর্যন্ত জাগিয়ে দিয়েছিল, আর ড্যানি মরার মত ঘুমায়। তার পরদিন টম যখন বাসা থেকে বের হচ্ছিল জ্যাক তাকে থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বোঝায়। টম গর্জে

ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কিন্তু তখনি জ্যাক তাকে নিচু গলায় কিছু একটা বলে যা ওয়েন্ডি শুনতে পায় নি। কিন্তু টম সেটা শুনে চুপচাপ মাথা নীচু করে চলে যায়। এ ঘটনাটা ঘটেছে এক সপ্তাহ আগে, আর এরপর কিছুদিন পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু তারপর সবকিছু আবার আগের মত হয়ে যায়। ওর বাচ্চার সামনে প্রত্যেকদিন এসব ঝগড়া-বিবাদ মোটেও ভাল নয়।

ওয়েন্ডির আবার প্রচণ্ড কান্না পেল, কিন্তু ও উঠোনে বেরিয়ে এসেছে দেখে সেটা চেপে রাখল। ও নিজের ড্রেস ঝাড়তে ঝাড়তে ড্যানির পাশে বসে জিজ্ঞেস করল : "কি অবস্থা, ডক?"

ও ওয়েন্ডির দিকে তাকিয়ে একটা দায়সারা হাসি দিল। "ভালো, আম্মু।"

গ্লাইডারটা ওর ছোট্ট দুই জুতোপড়া পায়ের মাঝখানে পড়ে ছিল। ওয়েন্ডি খেয়াল করল যে তার একটা পাখা এর মধ্যেই ছিঁড়তে শুরু করেছে।

"তুমি কি চাও মা ওটা ঠিক করে দিক, সোনা?"

ড্যানি এর মধ্যে আবার রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। "না। বাবা আসলে ঠিক করে দেবে।"

"তোমার বাবা মনে হয়না রাতের খাবারের আগে ফিরতে পারবে, ডক। ওই পাহাড়গুলো থেকে নামতে অনেক সময় লেগে যায়।"

"গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে না তো?"

"না, আমার মনে হয় না।" কিন্তু কথাটা শুনে ওর মাথায় নতুন একটা দুশ্চিন্তা যোগ হল। ধন্যবাদ, ড্যানি।

"বাবা বলেছিল যে গাড়িটা ঝামেলা করতে পারে।" ড্যানি কিছুই-হয়-নি এমন একটা ভঙ্গিতে বলল : "ফুয়েল পাম্পের নাকি বালের অবস্থা।"

"ওটা বলতে হয় না, ড্যানি।"

"ফুয়েল পাম্প?" ড্যানি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

ওয়েন্ডি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "না, বালের অবস্থা। ওটা আর বলবে না।"

"কেন?"

"ওটা একটা অশ্লীল কথা।"

"অশ্লীল মানে কি, আম্মু?"

"যেমন যখন তুমি খাবার টেবিলে নাক খোঁচাও বা বাথরুমের দরজা খুলে হিসি কর, বা বালের অবস্থার মত বাজে কথা বল। বাল একটা অশ্লীল কথা, ভদ্র মানুষেরা ওটা বলে না।"

"বাবা তো বলে। যখন বাবা গাড়ির ইঞ্জিন চেক করছিল, তখন সে বলল 'ইস্ এই ফুয়েল পাম্পটার তো বালের অবস্থা।' বাবা কি ভদ্র মানুষ নয়?"

তুমি নিজেকে এসব তর্কে কিভাবে জড়াও উইনিফ্রেড? নিয়মিত প্র্যাকটিস কর?

"হ্যা, বাবা ভদ্র, কিন্তু সে তো বড়, তাই না? তাছাড়া তোমার বাবা কখনও অন্যদের সামনে এসব বাজে কথা বলে না।"

"অ্যাল আঙ্কেলের সামনেও নয়?"

"হম্‌ম্‌, তার সামনেও নয়।"

"আমি বড় হলে কি এসব কথা বলতে পারব?"

"তুমি তো মনে হচ্ছে বলবেই, আমার যদি পছন্দ না হয় তাহলেও।"

"কত বড় হলে?"

"বিশ বছর হলে চলবে?"

"বিশ বছর হতে তো অনেকদিন লাগবে।"

"তা লাগবে, কিন্তু তুমি কি চেষ্টা করবে ততদিন বাজে কথা না বলার?"

"ঠিক আছে।"

ও আবার ঘুরে রাস্তার দিকে তাকাল। ও একটু নড়ে উঠল, যেন উঠে দাঁড়াবার জন্যে, কিন্তু তারপর দেখতে পেল যে ভোক্সওয়্যাগন বিটলটা আসছে ওটা অনেক নতুন, আর উজ্জ্বল লাল রঙের। ও আবার বসে পড়ল। ওয়েন্ডি ভাবছিল ওদের কলোরাডো চলে আসাতে ড্যানির কত কষ্ট হয়েছে। ড্যানি অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুই বলে না, কিন্তু ওয়েন্ডির এটা দেখতে খারাপ লাগে যে ড্যানির বেশীরভাগ সময় একলা থাকতে হয়। ভারমন্টে থাকতে জ্যাক যে স্কুলে পড়াতো সেখানকার আরও তিনজন টিচারের ড্যানির বয়সী ছেলেমেয়ে ছিল-আর ড্যানি ওখানে একটা প্রি-স্কুলেও যেত-কিন্তু এখানে ওর সাথে খেলবার মত কেউ নেই। এখানে বেশীরভাগ ফ্ল্যাটেই থাকে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা, আর গুটিকয় যেসব দম্পত্তি আছে তাদের প্রায় কারোই বাচ্চা নেই। ওয়েন্ডি হয়তো সবমিলিয়ে বারো-তের জন জুনিয়র হাইস্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়ে দেখেছে, আর কিছু বাচ্চা যারা এখনও কথা বলতে পারে না। ব্যস এটুকুই।

"আম্মু, বাবা এখন আর পড়াতে যায় না কেন?"

ওয়েন্ডি এক ঝটকায় ওর চিন্তার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে একটা উত্তর খুঁজতে লাগল। জ্যাক আর ও আগেও আলোচনা করেছে ড্যানি এধরণের প্রশ্ন করলে কি উত্তর দিবে সে ব্যাপারে। সবধরণের উত্তরের কথাই ওরা ভেবে দেখেছে, প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সরাসরি সত্যি কথা বলে দেয়া পর্যন্ত। কিন্তু ড্যানি আগে কখনই জিজ্ঞেস করে নি। ও প্রশ্নটা করেছে এখন, যখন ওয়েন্ডির এমনিতেই মন খারাপ আর ওর এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তারপরও ড্যানি তাকিয়ে ছিল ওর চেহারার দিকে, হয়তো মায়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে নিজেই একটা উত্তর ভেবে নিচ্ছিল। ওয়েন্ডি চিন্তা করল যে একটা বাচ্চার কাছে নিশ্চয় বড়দের কাজকর্ম আর চিন্তাভাবনা

অন্ধকার জঙ্গলের ভয়ংকর পশুদের মতই অচেনা আর বিপজ্জনক বলে মনে হয়। বাচ্চাদের কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না, শুধু বড়রা যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকে যাওয়া ছাড়া। এই মন খারাপ করা চিন্তাটা মাথায় আসতেই ওয়েন্ডির আবার প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা হল। ও কান্না চাপতে চাপতে নিচু হয়ে গ্রাইডারটা তুলে হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখতে লাগল।

"তোমার মনে আছে ড্যানি, তোমার বাবা যে স্কুলের ডিবেট টিমের কোচ ছিলেন?"

"হ্যা। ওটা হচ্ছে তর্ক তর্ক খেলা, তাই না?"

"ঠিক।" ওয়েন্ডি সিদ্ধান্ত নিল যে ও ওর ছেলেকে সত্যি কথাই বলবে।

"সেখানে জর্জ হ্যাফিল্ড নামে এক ছেলে ছিল যাকে তোমার বাবা টিম থেকে বাদ দিয়ে দেয়। তার মানে ও অন্যদের চেয়ে খারাপ করছিল। কিন্তু জর্জ মনে করে যে তোমার বাবা ওকে ইচ্ছে করে বাদ দিয়ে দেয়, তোমার বাবা ওকে পছন্দ করে না দেখে। তারপর জর্জ খুব খারাপ একটা কাজ করে। তুমি বোধহয় জানো সেটা কি।"

"ও'ই কি আমাদের গাড়ির চাকা ফুটো করে দিয়েছিল?"

"হ্যা, ও'ই। ও স্কুলের পরে কাজটা করছিল আর তোমার বাবা তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে।" ওয়েন্ডি আবার আটকে গেল। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। হয় ওর পুরো সত্যি কথা বলতে হবে নয়তো মিথ্যা কথা বলতে হবে।

"তোমার বাবা...মাঝে মাঝে এমন কিছু কাজ করে যার জন্যে তাকে পরে পস্তাতে হয়। ওর কখনও কখনও মাথা কাজ করে না।"

"আমি কাগজপত্র এলোমেলো করবার পর বাবা আমাকে যেভাবে মেরেছিল জর্জ হ্যাফিল্ডকে কি ওভাবেই মেরেছে?"

মাঝে মাঝে...

(ড্যানির ভাঙ্গা হাত একটা ব্যান্ডেজে ঝোলানো)

তোমার বাবা মাঝে মাঝে এমন কিছু কাজ করে যার জন্যে তাকে পরে পস্তাতে হয়।

ওয়েন্ডি জোরে চোখ মুদল, যাতে ওর কান্না বেরিয়ে না আসে।

"অনেকটা ওভাবেই, ড্যানি। জর্জকে গাড়ির চাকা ফুটো দেখে তোমার বাবা ওকে মারতে শুরু করে, আর তখন একটা ঘুসি জর্জের মাথায় যেয়ে লাগে। তারপর স্কুলটা যারা চালায় তারা ঠিক করে যে যে জর্জ ওখানে আর পড়তে পারবে না, আর তোমার বাবাও সেখানে পড়াতে পারবে না।" ওয়েন্ডি বলার মত আর কিছু খুঁজে না পেয়ে থামল, আর ড্যানির প্রশ্নের বন্যার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করল।

"ও।" ড্যানি বলল, তারপর আবার ও চোখ ফিরিয়ে নিল রাস্তার দিকে। আপাতত আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু ওয়েন্ডি এত সহজে ব্যাপারটা ভুলতে পারছিল না।

ও উঠে দাঁড়াল। "আমি চা খেতে উপরে যাচ্ছি, ডক। তুমি কি দুধ আর বিস্কিট খাবে?"

"আমি বাবার জন্যে কিছুক্ষন অপেক্ষা করি।"

"আমার মনে হয় না তোমার বাবা পাঁচটার আগে আসতে পারবে।"

"হয়তো বাবা একটু আগেই চলে আসবে।"

"হয়তো।" ওয়েন্ডি একমত হল ওর সাথে। "হতে পারে আগেই আসবে।"

ওয়েন্ডি যখন প্রায় ঘরে ঢুকে গিয়েছে তখন ড্যানি ওকে ডাকল : "আম্মু?"

"কি, ড্যানি?"

"তুমি কি শীতের সময় ওই হোটেলটায় যেয়ে থাকতে চাও?"

এখন ওয়েন্ডির চিন্তা করতে হচ্ছিল ওর কাছে এ প্রশ্নটার যে হাজার হাজার উত্তর আছে তার মধ্যে থেকে কোনটা দেবে। ওর গত পরশু এ ব্যাপারে কেমন লাগছিল সেটা বলবে, নাকি গতকাল রাতে বা আজ সকালেরটা? প্রত্যেকদিনই ওর এ ব্যাপারটা নিয়ে একেকরকম অনুভূতি হচ্ছে, তারমধ্যে কিছু ভাল, কিছু ভয়ংকর খারাপ।

ও বলল : "তোমার বাবা যদি থাকতে চায় তাহলে আমিও চাই।" ও একটু থামল। "আর তুমি কি চাও?"

"আমিও থাকতে চাই বোধহয়।" ড্যানি শেষপযন্ত বলল। "এখানে আমার সাথে খেলার মত কেউ নেই।"

"তোমার কি তোমার বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ছে?"

"মাঝে মাঝে স্কট আর অ্যান্ডির কথা মনে পড়ে। ব্যস এটুকুই।"

ওয়েন্ডি ফিরে এসে ড্যানিকে একটা চুমু দিয়ে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। ওর হালকা সোনালী চুল থেকে বাচ্চা বাচ্চা ভাবটা এখনো যায় নি। ড্যানি এত চুপচাপ একটা ছেলে, জ্যাক আর ওয়েন্ডিকে বাবা মা হিসাবে নিয়ে ও কিভাবে টিকবে ঈশ্বরই জানেন। ওদের বিয়ের শুরুতে যা আশা ছিল সব নিঃশেষ হতে হতে অচেনা একটা শহরের বাজে একটা অ্যাপার্টমেন্টে এসে ঠেকেছে। ড্যানির ভাঙ্গা হাতের ছবিটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পৃথিবীটা যে চালায় তার কোথাও কোন একটা ভুল হয়েছে, আর সেই ভুলের জন্যে পস্তাতে হবে নিষ্পাপ একটা প্রাণকে।

"রাস্তায় যেয়ো না, ডক।"

ওয়েন্ডি ওর ছেলেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

"ঠিক আছে, আম্মু।"

ওয়েডি ওপরে উঠে এক পট চা বসালো আর একটা প্লেটে কিছু কুকি রাখল, যাতে ও ঘুমিয়ে থাকার সময় ড্যানি ভেতরে এলে খুঁজে পেতে কষ্ট না হয়। ও বড় চায়ের কাপটা সামনে নিয়ে টেবিলে বসে জানালা দিয়ে বাইরে ড্যানির দিকে তাকাল। ড্যানি এখনও উঠোনে বসে আছে, নীল রঙের জিন্স আর সবুজ রঙের ঢোলা একটা টি-শার্ট পরা যেটায় লেখা ছিল স্টভিংটন প্রেপ স্কুল। ওর গ্লাইডারটা ওর পাশে পরে ছিল। সারাদিন ওয়েন্ডির ভেতর যে চাপা কান্না জমে ছিল ওটা এখন বিস্ফারিত হল, ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল ওর চায়ের কাপের ভেতর। ও কাঁদছিল অতীতে যা হয়েছে তার দুঃখে, আর ভবিষ্যতে যা আসছে তার ভয়ে।

অধ্যায় ৩

ওয়াটসন

আপনার বদমেজাজের কারণে, আলম্যান বলেছিল।

"এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্নেস," ওয়াটসন একটা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের লাইট জ্বালাতে জ্বালাতে বলল। সে সাদা শার্টপরা আর মাথাভর্তি সাদা চুলওয়ালা একজন শক্তপোক্ত মানুষ। ও ফার্নেসের পেটে বসানো একটা ছোট জানালা টান দিয়ে খুলে ফেলল, তারপর জ্যাককে ইশারা করল ভেতরে দেখতে। "এটাকে বলে পাইলট লাইট।" ভেতরে একটা ভয়ংকর শক্তিশালী সাদা-নীল রঙের আগুন জ্বলছিল। ভয়ংকর তো অবশ্যই, জ্যাক মনে মনে বলল, ওখানে হাত ঢুকালে তিন সেকেন্ডের মধ্যে কাবাব হয়ে যাবে।

আপনার বদমেজাজের কারণে।

(ড্যানি, তুমি ঠিক আছো?)

ফার্নেসটা ঘরের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। জ্যাকের দেখা সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে পুরনো ফার্নেস এটা।

"পাইলটটার একটা নিরাপত্তা ব্যাবস্থা আছে।" ওয়াটসন ওকে বলল।"ওটার ভেতর একটা ছোট মিটার আছে যেটা তাপমাত্রা মাপতে থাকে। যদি তাপমাত্রা বেশী নিচু হয়ে যায় তাহলে আপনারা যেখানে ঘুমাবেন সেখানে একটা অ্যালার্ম বাজবে। বয়লারটা দেয়ালের ওপাশে। আসুন আপনাকে নিয়ে যাই।" ওয়াটসন দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে জ্যাককে ফার্নেসের পেছনে আরেকটা দরজার কাছে নিয়ে গেল। ফার্নেসের লোহা থেকে একধরণের ভোঁতা গরম বের হচ্ছিল। জ্যাকের কেন যেন মনে হল ফার্নেসটাকে দেখে একটা বিশাল, ঘুমন্ত বেড়াল মনে হল। ওয়াটসন শিষ দিতে দিতে চাবি ঝাঁকাল।

আপনার বদমেজাজের-

(যখন জ্যাক স্টাডিরুমে ঢুকে দেখতে পায় যে ড্যানি ওখানে খালি গায়ে মুখে একটা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আস্তে আস্তে প্রচণ্ড রাগের একটা গাঢ় লাল জোয়ার ওর চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ওর নিজের কাছে অন্তত

মনে হচ্ছিল জিনিসটা আস্তে আস্তে হচ্ছে, কিন্তু আসলে হয়তো এক মিনিটও লাগে নি। কিছু কিছু স্বপ্নে যেমন মনে হয় সবকিছু অনেক আস্তে হচ্ছে, জ্যাকের তখন তেমনই লাগছিল। দুঃস্বপ্ন দেখবার মত। দেখে মনে হচ্ছিল ওর স্টাডির প্রত্যেকটা ড্রয়ার আর আর দরজার ওপর ঝড় বয়ে গেছে। সবগুলো ড্রয়ার টান দিয়ে বের করে ফেলা হয়েছে। ওর পাণ্ডুলিপি, যেটাকে ও সাত বছর আগে ছাত্রাবস্থায় লেখা একটা বড়গল্প থেকে তিন অংকের একটা নাটকের রুপ দিচ্ছিল, সারা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। যখন ওয়েন্ডি জ্যাককে ফোনটা ধরবার জন্যে ডাকে, তখন ও নাটকের দ্বিতীয় অংকের ওপর কাজ করতে করতে বিয়ার খাচ্ছিল। ড্যানি সেই বিয়ারটা সবগুলো কাগজের ওপর ফেলে দিয়েছিল। সম্ভবত কেমন ফেণা হয় তা দেখবার জন্যে। ফেণা দেখবার জন্যে, ফেণা দেখবার জন্যে, কথাগুলো বারবার জ্যাকের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল, পিয়ানোতে একটা অসুস্থ সুর বারবার বাজার মত, আর এতে ওর রাগ আরও বেড়ে গেল। জ্যাক উদ্যেশ্যপূর্ণভাবে ওর তিন বছরের ছেলের দিকে আগাল। ড্যানি তখন মুখে সন্তুষ্টির হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, বাবার স্টাডিতে যে কাজটা করেছে তা নিয়ে খুব খুশি। ড্যানি কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল যখন জ্যাক ওর হাত ধরে মোচড় দেয় ওর হাতের টাইপরাইটার ইরেজার আর মেকানিক্যাল পেন্সিলটা ফেলে দেবার জন্যে। ড্যানি একটু কেঁদে ওঠে...না...না...সত্যি কথা স্বীকার করো, ও চিৎকার করে ওঠে । প্রচণ্ড রাগের বশে থাকার কারণে ওর সবকিছু ভাল করে মনে নেই। ওয়েন্ডি তখন আশেপাশে কোথাও ছিল, জানতে চাচ্ছিল যে কি হয়েছে। কিন্তু রাগের প্রভাবে ওয়েন্ডির গলা জ্যাক ভাল করে শুনতেই পাচ্ছিল না। ও ড্যানির হাত মুচড়ে ওকে কোলের ওপর নিয়ে আসতে চেয়েছিল, যাতে ওর নিতম্বে মারতে পারে। জ্যাকের বড় বড় আঙুলগুলো চেপে বসেছিল ড্যানির শিশুসুলভ হাতে। এরপর একটা কট্ করে ছোট্ট একটা শব্দ হয় হাতের হাড় ভাঙ্গার, একটা শব্দ যেটা জ্যাক জীবনে ভুলবে না। ওই সংক্ষিপ্ত শব্দটা তীরের মত ওর রাগ ভেদ করে মাথায় প্রবেশ করে। আর তারপরই আরেকটা জোয়ার জ্যাককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, লজ্জা, আতংক আর প্রচণ্ড অপরাধবোধের জোয়ার। শব্দটা ছিল পেন্সিলের শীস ভাঙা বা একটা ছোট গাছের ডাল ভাঙবার শব্দের মত। কিন্তু ওই শব্দটার একপাশে ছিল জ্যাকের সমস্ত অতীত আর অন্যপাশে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ। ড্যানির চেহারা মোমের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। ওর চোখগুলো এমনিতেই বড় বড়, আর এখন সেগুলো ব্যাথায় মনে হচ্ছিল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। ওকে দেখে জ্যাকের মনে হচ্ছিল যে ও যেকোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। জ্যাক তারপর নিজের গলা শুনতে পায়, মাতাল, জড়ানো একজন মানুষের গলা যেটা থেকে আকুতি ঝরে পড়ছিল

সবকিছু ফিরিয়ে নেবার, ও প্রশ্ন করছিল-ড্যানি, তুই ঠিক আছিস? ওর প্রশ্নের একসাথে দু'টো উত্তর এল। প্রথমে ড্যানি ওর প্রশ্নের জবাবে জোরে কেঁদে উঠল, তারপর ওয়েন্ডি সশব্দে আঁতকে উঠল ড্যানির হাতকে বিশ্রী একটা ভঙ্গিতে ঝুলতে দেখে। ওয়েন্ডি গলা থেকে প্রথমে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল, তারপর ও আবোল-তাবোল বকতে বকতে ড্যানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল : ওহ ড্যানি ওহ আমার সোনা ওহ তোমার হাতের কি হয়েছে; আর জ্যাক তখনও বোকার মত মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিল যে এরকম একটা জিনিস কিভাবে হয়ে গেল। ও দেখল যে ওয়েন্ডি ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আর ওর চোখে জ্বলছে ঘৃণার আগুন। জ্যাকের তখনও মাথায় খেলে নি যে ওয়েন্ডির এই রাগের অর্থ কি হতে পারত। ওর চিন্তায় আসে নি যে ওয়েন্ডি ড্যানিকে নিয়ে তখনই কোন মোটেলে চলে যেতে পারত, আর সকালে জ্যাককে মুখোমুখি করাতে পারত কোন ডিভোর্সের উকিলের সাথে। ওর মাথায় শুধু একটা জিনিসই কাজ করছিল : যে ওর বউ ওকে ঘৃণা করে। জ্যাকের নিজেকে তখন প্রচণ্ড একলা মনে হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল মারা যাবার সময় মানুষের বোধহয় এমনই লাগে। ওয়েন্ডি তারপর কান্নারত ড্যানিকে কোলে নিয়ে দৌড়ে যেয়ে ফোন ডায়াল করে। জ্যাক তখনও বেকুবের মত ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল আর ভাবছিল–)

আপনার বদমেজাজের কারনে।

জ্যাক জোরে জোরে নিজের ঠোঁট ঘসতে ঘসতে ওয়াটসনের পিছে বয়লার রুমে ঢুকল। ঘরটা ভ্যাপসা গরম, কিন্তু জ্যাক যে কারণে দরদর করে ঘামছিল তা শুধু গরমের জন্যে নয়। ও ঘামছিল ড্যানির ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায়। ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কারভাবে ওর মাথায় গেঁথে আছে। ওর মনে এক ঝটকায় সেদিনের লজ্জা আর অপরাধবোধ ফিরে আসে, আর প্রচণ্ড ইচ্ছা করে এক ঢোক মদ খেতে। জ্যাক তিক্তভাবে ভাবলো, ও কি কখনো একটা দিন মদের কথা চিন্তা না করে থাকতে পারবে না? ও তো এক সপ্তাহ বা একদিনও নয়, শুধু একটা ঘণ্টা চায় যখন ওর মদ খেতে ইচ্ছা করবে না।

"এটা হচ্ছে আমাদের বয়লার।" ওয়াটসন ঘোষণা করলো। তারপর পেছনের পকেট থেকে একটা লাল আর কাল রুমাল বের করে ফ্যাঁত করে নাক ঝাড়লো। ও রুমালটাকে পকেটে ফেরত পাঠাবার আগে এক ঝলক উঁকি মেরে দেখে নিল যে ওর নাক থেকে ইন্টারেস্টিং কিছু বের হয়েছে কিনা।

বয়লারটা হচ্ছে গায়ে দস্তার আবরণ দেয়া আর মেরামতের নিশানাওয়ালা একটা লম্বা, সিলিন্ডার আকৃতির ধাতব ট্যাংক, যেটা চারটা সিমেন্ট ব্লকের ওপর খাড়া করানো ছিল। বয়লারটার ওপর থেকে জড়াজড়ি করে অনেকগুলো পাইপ চলে গেছে মাকড়সার জালে ঢাকা বেসমেন্ট সিলিং পর্যন্ত। জ্যাকের

ডানদিকে ছিল পাশের রুমের দেয়াল ভেদ করে আসা দু'টো বড় বড় হিটিং পাইপ।

"প্রেশার মাপার মিটারটা থাকে এখানে," ওয়াটসন বয়লারের গায়ে টোকা দিল। "প্রেশার হিসাব করা হয় পি.এস.আই. বা পাউন্ড পার স্কোয়্যার ইঞ্চিতে। আমি এখন ব্যাটাকে একশ'র কাছাকাছি রেখেছি, যার জন্যে রাতে রুমগুলোতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। কয়েকজন গেস্ট অবশ্য অভিযোগ করেছে, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তাছাড়া এ বেচারার বয়স হয়ে গিয়েছে। এতবার সারানো হয়েছে যে এটার ভেতরে এখন ঝুরঝুরে অবস্থা।" রুমালটা আবার পকেট বেরিয়ে এল। আবার ফ্যাঁত করে শব্দ, উঁকি, তারপর আবার পকেটে ফেরত।

"কি যে বালের ঠাণ্ডা লাগল," ওয়াটসন আলাপ জমাবার সুরে বলল। "প্রতি শীতেই আমার এমন হয়। আমার তখন কাজ থাকে হয় এই হারামজাদা বয়লারের সাথে খোঁচাখুঁচি করা নয়তো রোকে কোর্টের ঘাস কাটা। আমার মা বলতেন বাইরের বাতাসই ঠাণ্ডা লাগার সবচেয়ে বড় কারণ। উনি মারা গেছেন ছয় বছর হল, ঈশ্বর ওনার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। ওনাকে ক্যান্সারে ধরেছিল।

"আপনার উচিত প্রেশার সবসময় পঞ্চাশ কি ষাটের ঘরে রাখা। মিঃ আলম্যানের খায়েশ হচ্ছে পশ্চিম উইং এ একদিন হিট দেয়া, তার পরদিন পূর্ব উইং এ আর তার পরের দিন সেন্ট্রাল উইং এ। শালা পাগল না? আমি ওই হারামজাদাকে দুই চোখে দেখতে পারি না। সারাদিন বকর বকর করে, কিন্তু শালার ঘটে এক ছটাক বুদ্ধি নেই।

এখানে দেখুন। এই রিংগুলো টানলে আপনি এই ডাক্টগুলোকে খুলতে বা বন্ধ করতে পারবেন। আপনার সুবিধার জন্য আমি সবগুলো দাগিয়ে রেখেছি। নীল দাগ যেগুলোতে আছে সেগুলো পূর্ব উইং-এর রুমগুলোর সাথে কানেকশন দেয়া। লালগুলো সেন্ট্রাল, আর হলুদগুলো পশ্চিম উইং। মনে রাখবেন, পশ্চিমদিকে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পড়ে। শীতের সময় ওই উইং এর রুমগুলোতে ঢুকলে ঠাণ্ডার ঠেলায় পাছার লোম দাঁড়িয়ে যায়। যেসব দিনে পশ্চিম উইং হিট করবেন ওই দিনগুলোতে প্রেশার আশিতে নিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। আমি হলে অন্তত তাই করতাম।"

"আর ওপরে যে থার্মোস্ট্যাটগুলো আছে–" জ্যাক শুরু করলো।

ওয়াটসন এতো জোরে মাথা ঝাঁকালো যে ওর চুল নেচে উঠলো। "ওগুলো শুধু দেখানোর জন্য। ওগুলোর সাথে কোন কিছুর কানেকশন দেয়া নেই। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কিছু গেস্ট আসে যারা রুমগুলোকে এত গরম করে রাখতে চায় যেন ওরা ঘরের ভেতর বসে রোদ পোহাতে এসেছে। সেই

হিট তো এখান থেকেই যায়। যদিও সবসময় প্রেশারের দিকে চোখ রাখতে হয়। দেখেছেন ব্যাটা কিভাবে বাড়ার তালে থাকে?"

ওয়াটসন মেইন ডায়ালে টোকা দিল, যেটা ও কথা বলতে যেটুকু সময় নিয়েছে তার মধ্যেই একশ' পি.এস.আই. থেকে বেড়ে একশ' দুই ছোঁবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ করে জ্যাক কোন কারণ ছাড়াই শিউরে উঠলো। ওয়াটসন বয়লারের প্রেশার হুইল ঘোরাতে জোরে 'হিস্' শব্দ তুলে মেইন ডায়ালের কাঁটা আবার নিরানব্বই এ নেমে এল। ওয়াটসন ভাল্‌ভটা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দেবার পর শব্দটা নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমে এল।

"ব্যাটা বাড়তেই থাকে," ওয়াটসন বললো। "আপনি যেয়ে ওই হারামজাদা মোটকা আলম্যানকে বলবেন। ও তো কিছু বললেই হিসাবের খাতা খুলে বসে, আর তিন ঘণ্টা ধরে বোঝায় যে ১৯৮২ এর আগে ও নতুন কোন বয়লার কিনতে পারবে না। আমি এখনি বলে দিচ্ছি, পুরো হোটেলটা একদিন ধসে পড়ে যাবে। আমি শুধু চাই যে মোটকা যেন তখন হোটেলের ভেতরে থাকে। ঈশ্বর, আমি যদি আমার মায়ের মত ভালো হতে পারতাম। উনি সবার মাঝে ভালো দিকটা দেখার চেষ্টা করতেন। আর আমি হয়েছি একটা গোখরা সাপের মত বদমেজাজী। কি আর করার, মানুষ তো আর স্বভাব বদলাতে পারে না।

"আপনার মনে করে প্রত্যেকদিন এখানে দিনের বেলা দু'বার করে আর রাতে ঘুমাবার আগে একবার করে আসতে হবে। প্রেশার চেক করবার কথা খেয়াল রাখবেন। যদি না রাখেন তাহলে প্রেশার আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে যতক্ষণ না পুরো বয়লার ফেটে গিয়ে আপনার পরিবারকে চাঁদে পাঠিয়ে দেয়। তবে যদি প্রতিদিন তিনবার এসে হুইল ঘুরিয়ে যান তাহলে সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে।"

"প্রেশার সবচেয়ে বেশী কত পর্যন্ত উঠতে পারে?"

"ওহ্, প্রথমদিকে টপ লিমিট ছিল ২৫০, কিন্তু এখন তার অনেক আগেই ফাটবে। এখন ডায়ালটা যদি ১৮০ এর উপরে উঠে যায় তাহলে আপনি আমাকে ধরে বেঁধেও এখানে আনতে পারবেন না।"

"কোন অটোমেটিক শাট-ডাউনের ব্যাবস্থা নেই?"

"না, নেই। এই বয়লারটা যখন বানানো হয়েছে তখন এসব জিনিসের কেউ নামও শোনে নি। কিন্তু আপনি যদি প্রতিদিন প্রেশার চেক করেন তাহলে কোন সমস্যা হবে না। আর আলম্যানের রুটিন অনুযায়ী ডাক্টগুলো খুলতে ভুলবেন না। যদি এবারের শীতকাল খুব উষ্ণ না হয় তাহলে কোন রুমের তাপমাত্রাই পঁয়তাল্লিশের ওপর যাবে না। আর আপনি নিজের রুমের তাপমাত্রা নিজের সুবিধামত ঠিক করতে পারবেন।"

"পাইপিং এর কি অবস্থা?"

"ওটার কথাই মাত্র বলতে গিয়েছিলাম। এদিকে আসুন।"

ওরা দু'জন একটা লম্বা, চারকোণা ঘরে এসে ঢুকলো যেটাকে দেখলে মনে হয় যে মাইলের পর মাইল জুড়ে ঘরটা ছড়িয়ে আছে। ওয়াটসন একটা কর্ড ধরে টানবার পর ওদের মাথার ওপর একটা ৭৫ ওয়াটের বাল্ব দুলতে দুলতে অসুস্থ, হলুদ আলো ছড়াতে লাগল। ওদের ঠিক সামনেই ছিল এলিভেটর শ্যাফটের নিচের অংশ। ওখানে পুলির সাথে লাগানো ভারী, গ্রিজ দেয়া কেবল ঝুলছে। তার সাথে ছিল একটা ভারী, তেল চিটচিটে মোটর। ঘরটার চারদিকে খবরের কাগজে ভর্তি বাক্স রাখা ছিল। আরও কিছু কার্টন রাখা ছিল, যেগুলোর গায়ে নানাধরনের সিল মারা-'রেকর্ড,' 'ইনভয়েস,' 'রিসিট,' ইতাদি। ঘরটা থেকে প্রাচীন, স্যাঁতস্যাঁতে একধরনেরর গন্ধ বের হচ্ছে। কয়েকটা কার্টন সময়ের ভারে ছিঁড়ে নিজেদের ভেতরের হলুদ কাগজ দেখাচ্ছিল, যেগুলোর বয়স কম করে হলেও বিশ বছর হবে। জ্যাক অবাক হয়ে সবকিছু দেখছিল। পুরো ওভারলুক হোটেলের ইতিহাস হয়তো এই কার্টনগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে।

"এই লিফ্টটাকে চালু রাখা মহা ঝামেলার ব্যাপার," ওয়াটসন লিফ্টের দিকে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললো। "আমি জানি যে আলম্যানকে সরকারী লিফ্ট ইন্সপেক্টরের টেবিলের তলা দিয়ে মোটা অংকের টাকা চালান দিতে হচ্ছে যাতে এই লিফ্টটা চেক না করা হয়।"

"এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল পাইপিং।" ওদের দু'জনের সামনে ইনসুলেশান আর স্টিলের ব্যান্ডে মোড়া পাঁচটা পাইপ দাঁড়িয়ে ছিল। পাইপগুলো লম্বা হতে হতে ছাদের কাছাকাছি অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ওয়াটসন মাকড়সার জালে ঢাকা একটা শেলফের দিকে ইশারা করলো। ওখানে বেশ কয়েকটা ন্যাকড়ার পাশে রাখা ছিল একতোড়া কাগজ। "এখানে পাইপিং এর সব প্ল্যানট্যান রাখা আছে," ও বললো। "মনে হয় না আপনার পাইপে লিক হওয়া নিয়ে আপনার কোন চিন্তা করতে হবে, তবে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডায় পাইপগুলো জমে যায়। যদি আপনি রাতের বেলা মাঝে মাঝে পানির কলগুলো চালু রাখেন তাহলে তা হবার কথা নয়। কিন্তু হোটেলে চারশ'র বেশি কল আছে। উপরের ওই শালা মোটকা চেঁচিয়ে গলার রগ ছিঁড়ে ফেলবে যদি পানির বিলটা দেখে, তাই না?"

"আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

ওয়াটসন প্রশংসার চোখে জ্যাকের দিকে তাকালো। "আপনি আসলেই কলেজে পড়াতেন তাই না? একদম বইয়ের ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আমার এসব শুনতে ভালোই লাগে, যদি না আবার আপনি ওই মেয়েলি আঁতেলদের

মত হন। অনেকগুলো আঁতেলকে আমি চিনি যারা এরকম ন্যাকা স্বভাবের। জানেন কিছুদিন আগে যে কলেজে দাঙ্গা লাগলো তার জন্যে দায়ী কারা? এসব সমকামী আঁতেলরাই। ওরা নাকি আর সমাজের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায় না, সমাজকে ওদের মেনে নিতেই হবে। দুনিয়া কোথায় যাচ্ছে, চিন্তা করে দেখেন।

দেখেন, পাইপ জমলে এখানে জমার সম্ভাবনাই বেশি। এখানে কোন তাপ এসে পৌঁছায় না। এমনিতেও আপনি অন্য পাইপগুলোর কাছে যেতে পারবেন না, তাই ওগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো। এখানে আসাটা আমার একদমই পছন্দ নয়। চারদিকে মাকড়সার জালে ভরা। গা ছমছম করে।"

"আলম্যান বললো যে প্রথমে যে কেয়ারটেকার ছিল সে নাকি নিজের বৌ-বাচ্চাকে মেরে ফেলবার পর আত্মহত্যা করে।"

"হ্যা, ওই গ্রেডি লোকটা। ওকে প্রথমবার দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে ও খুব সুবিধার লোক নয়। সবসময় শয়তানের মত দাঁত বের করে হাসি দিত। তখন হোটেলটা মাত্র আবার ব্যাবসা শুরু করেছিল, আর আলম্যান তখন টাকা বাঁচানোর জন্য কোন সন্ত্রাসীকেও কাজে নিতে রাজী ছিল। ন্যাশনাল পার্কের একজন রেঞ্জার পরে ওদের খুঁজে পায়, তখন একটা ফোনও কাজ করছিল না। ওরা সবাই চারতলার পশ্চিম উইং এ পড়ে ছিল বরফে জমে যাওয়া অবস্থায়। বাচ্চা মেয়েগুলোর জন্যে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। মাত্র আট আর ছয় বছর বয়স ছিল ওদের। ফুটফুটে দু'টো বাচ্চা। ওদের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আলম্যান তো শীতকালে ফ্লোরিডায় একটা রিসর্ট চালায়। ওখান থেকে ও একটা প্লেন নিয়ে ছুটে আসে এখানে। বরফের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দেখে ও স্লেজে চড়ে আসে-স্লেজে, বিশ্বাস করতে পারেন? এই খবরটা পেপার থেকে দূরে রাখতে ওর কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। তবে ও ভালোই সামলেছিলো, স্বীকার করতেই হবে। শুধু ডেনভার পোস্ট কাগজে ছোট্ট করে এসেছিল খবরটা, আর এস্টেস পার্কের যে একটা নামকাওয়াস্তে পেপার আছে ওটাতে ওবিচুয়ারি ছেপেছিল, কিন্তু ওইটুকুই। এই হোটেলের এমনিতেই যে বদনাম, তাতে এ খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে যাবার কথা। আমি ভেবেছিলাম কোন রিপোর্টার হয়তো এই গ্রেডির অজুহাতে আবার পুরনো গুজবগুলো টেনে নিয়ে আসবে।"

"কিসের গুজব?"

ওয়াটসন কাঁধ ঝাঁকালো। "সব বড় বড় হোটেলের নামেই গুজব ছড়ায়," ও বললো। "যেমন করে সব বড় হোটেলেই ভূত দেখা যায়। কেন? একটা কারণ হচ্ছে, এখানে নানারকমের মানুষের আসা যাওয়া চলতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রুমে আচমকা পটল তোলে, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক এরকম কিছু হয়ে। হোটেলের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জায়গা খুব কমই আছে। হোটেলে

তের তলা বা তের নম্বর রুম থাকে না, রুমে ঢুকবার দরজার পেছনে কোন আয়না থাকে না অশুভ হবার ভয়ে। মাত্র এই গত জুলাই মাসেই এক বুড়ি মহিলা মারা যায় আমাদের হোটেলে। ওটাও আলম্যানের সামলাতে হয়েছিল, আর নিশ্চিত থাকতে পারেন যে ভালোভাবেই সামলেছিল। এজন্যেই ওর বেতন প্রতি মৌসুমে বাইশহাজার ডলার, আর ওকে আমি যতই অপছন্দ করে থাকি, স্বীকার করতেই হবে যে ও টাকাটা হালাল করেই খায়। মাঝে মাঝে মনে হয় যে কিছু মানুষ এখানে ঝামেলা পাকাবার জন্যেই আসে, আর আলম্যানকে রাখা হয়েছে সেসব ঝামেলা ঠিক করবার জন্যে। একবার এক মহিলা আসে, প্রায় ষাটের মত বয়স হবে-আমার সমান!-সেই মহিলার ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক দেয়া, কানে আর গলায় ঝলমলে গয়না আর এতো ছোট স্কার্ট পড়েছে যে কুঁচকানো চামড়াওয়ালা উরু দেখা যাচ্ছে। মহিলার সাথে আবার এক ছোকড়াও ছিল। সে ছোকড়ার চুল কোমড়ছোঁয়া আর এমন টাইট প্যান্ট পড়েছে যে ভেতরের সবকিছু বোঝা যায়। ছেলের বয়স সতের'র বেশি হবে না। ওরা হয়তো এক সপ্তাহের জন্য ছিল, বা দশদিন, আর প্রত্যেকদিন একই কাহিনী। সারাদিন ওরা কলোরাডো লাউঞ্জের বারে পড়ে থাকত। বুড়ি একটার পর একটা শট নিত মদের, আর ছেলেটা একটা বোতল নিয়ে আস্তে আস্তে সারাদিন লাগিয়ে খেত। বুড়ি মাঝে মাঝে গল্প বলতো, হাসাহাসি করতো, আর প্রত্যেকবার মহিলা হাসার পর ছেলেটাও পুতুলের মত দাঁত বের করে হাসতো, যেন মহিলা ওর সুতো ধরে টান দিয়েছে। তারপরে ওরা যেত ডিনার খেতে, ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে আর মহিলা টলতে টলতে। ছেলেটা আমাদের ওয়েইট্রেসদের সাথে ফস্টিনস্টি করতো খাবার সময় কিন্তু এগুলো মহিলার চোখেই পড়ত না। বুড়ির কতক্ষণ জ্ঞান থাকবে তা নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে বাজিও ধরতাম।"

ওয়াটসন কাঁধ ঝাঁকালো।

"তারপর একদিন ছেলেটা রাত দশটার দিকে নীচে নামলো। ও এসে বলে যে ওর 'স্ত্রী' এখন 'একটু অসুস্থ', মানে বুড়ি প্রতিরাতের মত আবার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল আরকি। ছেলেটা বললো যে ও ওষুধ কিনতে যাচ্ছে। সেই যে পোর্শেটা নিয়ে ছেলেটা বের হল, তারপর থেকে ওর আর কোন পাত্তা নেই। তার পরদিন মহিলা নীচে এসে ভাব দেখালো যেন কিছুই হয় নি, কিন্তু যত সময় যেতে লাগল ওর চেহারা আস্তে আস্তে তত ফ্যাকাশে হয়ে আসতে লাগল। একসময় আলম্যান ওকে জিজ্ঞেস করল যে পুলিশকে ফোন করা উচিত হবে কিনা, ছেলেটা হয়তো রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। শুনে বুড়ি আরেকটু হলে ওর ওপর ঝাঁপিয়েই পড়েছিল আরকি। না-না-না, ও খুব ভালো গাড়ি চালায়, কোন চিন্তা নেই, ডিনারের আগেই ও চলে আসবে। সেদিন বিকাল তিনটার দিকে মহিলা কলোরাডো বারে নেমে আসে, তারপর আর ওর

ডিনার খাওয়া হয় নি। সে সাড়ে দশটার দিকে নিজের রুমে ফিরে যায়, তারপর আর কেউ তাকে জীবিত অবস্থায় দেখে নি।"

"কেন, তার কি হয়েছিল?"

"কাউন্টি করোনার বলেছিল যে মহিলা আকণ্ঠ মদের পাশাপাশি ৩০টা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। পরের দিন ওর স্বামী এসে হাজির হয়, সে আবার নিউ ইয়র্কের কোন বড় উকিল। ও তো এসেই আলম্যানের ঘুম হারাম করে ছাড়লো। এই মামলা করবো সেই মামলা করবো, সবাইকে ফকির বানিয়ে ছাড়ব এসব কথা। কিন্তু আলম্যানও চালু মাল। ও কিছুক্ষণের মধ্যে উকিলকে ঠাণ্ডা করল, সম্ভবত এটা বলে যে জিনিসটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ওর বউয়েরও বদনাম হবে। সব খবরের কাগজে আসবে যে 'প্রখ্যাত উকিলের স্ত্রী'র ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা' হ্যান ত্যান আরও অনেক কিছু।

"পুলিশ পরে পোর্শেটাকে লিয়ন্সের কাছে একটা খাবারের দোকানে খুঁজে পায়। আলম্যান কিছু গুটি চেলে গাড়িটাকে আবার উকিলের কাছে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে। তারপর ওরা দু'জন মিলে কাউন্টি করোনার আর্চার হটনের ওপর চড়াও হয়। ওরা আগের রিপোর্ট বদলিয়ে নতুন করে লেখায় যে আসলে অসুখের কারণে মৃত্যু ঘটে। হার্ট অ্যাটাক। আর্চার এখন একটা দামী ক্রাইসলার গাড়ি চালায়। আমি ওকে দোষ দেই না। যেটাতে লাভ হয় মানুষের সেটাই করা উচিত। বিশেষ করে বুড়ো বয়সে।"

রুমালটা আবার দেখা দিলো। ফ্যাঁত। উঁকি। পকেটে চালান।

"শেষে কি হল? এক সপ্তাহ পরে এক বেয়াক্কেল কাজের মেয়ে, ডেলোরেস ভিকি তার নাম, ওই রুমটা গোছাতে গিয়ে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। যখন জ্ঞান ফিরে আসে ও বলে যে ও বাথরুমে এক মহিলার লাশ দেখেছে, বাথটাবে শোয়ানো। 'লাশটার চেহারা নীল হয়ে ফুলে গিয়েছিল' কাজের মেয়েটা বলে, 'আর আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছিল।' এটা শুনবার দুই সপ্তাহের মধ্যে আলম্যান ওকে বরখাস্ত করে দেয়। আমার ধারণা আমার দাদা ১৯১০ এ হোটেলটা খোলার পর প্রায় ৫০-৮০ জন মানুষ মারা গেছে এখানে।"

ও ধূতর্চোখে জ্যাকের দিকে তাকালো।

"জানেন বেশিরভাগ মরে কিভাবে? যেসব মেয়েকে ওরা সাথে নিয়ে আসে তাদের সাথে রঙ্গলীলা করতে করতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়ে। এধরণের রিসর্টে এসব মানুষই বেশি আসে, যারা বুড়ো বয়সে শেষ একবার যৌবনের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। মাঝে মাঝে এসব খবর ফাঁস হয়ে যায়, সব ম্যানেজার তো আর আলম্যানের মত পাকা নয়। তাই ওভারলুকের ভালোই বদনাম আছে। বদনাম দুনিয়ার সব হোটেলেরই আছে।"

"কিন্তু কোন ভূতটুত নেই তো?"

"মিঃ টরেন্স, আমি এখানে সারাজীবন ধরে কাজ করছি। আপনার বাচ্চার যে বয়স দেখলাম আপনার ওই ছবিটায় আমি সে বয়স থেকে এখানে খেলি। আমি এখনও কোন ভূত দেখি নি। আপনি যদি আমার সাথে আসেন তাহলে আপনাকে এখন আমি সরঞ্জাম রাখার ঘরটা দেখাতে নিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে।"

ওয়াটসন হাত বাড়িয়ে লাইটটা বন্ধ করবার সময় জ্যাক বলে উঠল, "এখানে অনেক কাগজ জমিয়ে রাখা দেখছি।"

"ঠিকই বলেছেন। দেখে মনে হয় গত এক হাজার বছরের পেপার এখানে ফেলে রাখা। খবরের কাগজ, হিসাবের দলিল আরও কত কি ঈশ্বরই জানেন। আমার বাবার ভালো জানা ছিল এখানের কোন কাগজ কিসের জন্য, কিন্তু এখন আর কেউ খবর রাখে না। আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে পুরো স্তুপটাকেই পুড়িয়ে ফেলব। যদি আলম্যান চেঁচামেচি না করে। করবে না, আমি যদি ওকে এটা বলে ভয় দেখাই যে এখানে ইঁদুর থাকতে পারে।"

"তাহলে ইদুঁরের সমস্যা আসলেই আছে?"

"কয়েকটা তো আছে বলেই মনে হয়। আলম্যান আপনাকে যে ইঁদুর মারার ফাঁদ আর বিষের কথা বলেছে ওগুলো আমার কাছে আছে। আপনার ছেলের কাছ থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে রাখবেন মিঃ টরেন্স। আপনি নিশ্চয়ই চান না যে ওর কিছু হোক।"

"অবশ্যই নয়।" ওয়াটসনের মুখে উপদেশটা বন্ধুত্বপূর্ণই শোনাল।

ওদের সিঁড়ির কাছে গিয়ে একটু থামতে হল। ওয়াটসনের আবার নাক ঝাড়তে হবে।

"আপনি দরকারী-অদরকারী সবধরণের সরঞ্জামই ইকুইপমেন্ট শেডে পাবেন। আর ছাদের টালির ব্যাপারটাও আছে। আলম্যান কি আপনাকে বলেছে?"

"হ্যা, ও পশ্চিমের ছাদের একটা অংশতে নতুন করে টালি লাগাতে চায়।"

"ওই মোটকা শুওরটা আপনার কাছ থেকে যতটুকু পারে মাগনা কাজ আদায় করে নিতে চায়। আবার গ্রীষ্মকাল আসলে আপনাকে বলবে যে কোনকিছুই ঠিকমত করা হয় নি। একবার তো আমি ওর মুখের ওপর বলে দিয়েছিলাম..."

ওয়াটসন আনমনে বিড়বিড় করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। জ্যাক ঘাড় ঘুড়িয়ে অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে রুমটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, যদি পৃথীবির কোথাও ভূত থেকে থাকে তাহলে এখানেই থাকবে। ওর মনে আবার বিশ্রী, পুরনো স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ঈশ্বর, জ্যাক টরেন্স মনে মনে বললো, এখন এক গ্লাস মদ পেলে মন্দ হোত না। অথবা একশ' গ্লাস।

অধ্যায় ৪

ছায়াভূবন

ড্যানি ওর দুধ আর বিস্কিট খেতে গেল সোয়া চারটার দিকে। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেই খাবার শেষ করলো, তারপর এসে ওর মাকে চুমু দিল, যে ঘুমাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মা বললো ভেতরে বসে টিভি দেখতে দেখতে অপক্ষা করতে, তাহলে তাড়াতাড়ি সময় কাটবে-কিন্তু ড্যানি দ্রুত মাথা নেড়ে আবার উঠানে যেয়ে বসলো।

প্রায় পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। যদিও ড্যানির কাছে ঘড়ি নেই, আর ও এখনও ঘড়ি ঠিকভাবে দেখতে পারে না, ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে ও ঠিকই বুঝতে পারে কি সময় হয়েছে।

ও নিজের গ্লাইডারটা হাতে নিয়ে নীচু স্বরে একটা ছড়াগান গাইতে লাগলো। ওরা স্টভিংটনে থাকতে ড্যানি যে স্কুলটায় পড়ত, জ্যাক এন্ড জিল নার্সারি স্কুল, সেখানে সবাই একসাথে এ গানটা গেত। এখানে আসার পর ওর আর স্কুলে যাওয়া হয় না কারণ বাবার নাকি এখন টাকার টানাটানি চলছে। ও জানতো যে এটা নিয়ে ওর বাবা আর মা খুব চিন্তিত। ওরা মনে করে যে এই কারণে ড্যানির একাকীত্ব আরও বাড়ছে (আর মনে করে যে ড্যানি এর জন্যে ওদের দোষ দেয়), কিন্তু সত্যি কথা বলতে ড্যানির আর জ্যাক এন্ড জিল স্কুলে যাবার বেশি ইচ্ছা নেই। ওটা বাচ্চাদের স্কুল। ও এখনও ঠিক বড় হয় নি, কিন্তু ও এখন আর বাচ্চাও নেই। বড় ছেলেরা বড়দের স্কুলে যায় আর ওখানেই লাঞ্চ খায়। আম্মু এসে খাইয়ে দেয় না। ফার্স্ট গ্রেড। আগামী বছর। এই বছরটা বাচ্চা আর বড়'র মাঝামাঝি সময়। ড্যানির তাতে কোন আসুবিধা নেই। মাঝে মাঝে ওর অ্যান্ডি আর স্কটের কথা মনে পড়ে-স্কটের কথাই বেশি-কিন্তু ড্যানির তাতেও তেমন সমস্যা নেই। সামনে যা হবে তার জন্যে একা একা অপেক্ষা করাই ওর কাছে সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়।

ড্যানি ওর বাবা মা'র ব্যাপারে অনেক কথাই বুঝতে পারে। ও এটাও বুঝতে পারে যে মাঝে মাঝে ওর বাবা মা এটা পছন্দ করে না, আর মাঝে মাঝে ওরা এটা বিশ্বাস করে না। কিন্তু একসময় তো ওদের বিশ্বাস করতেই

হবে, আর ড্যানির অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই।

মাঝে মাঝে অবশ্য ড্যানির মনে হয় যে বাবা মা ওকে আর একটু বিশ্বাস করলে ভালো হত, যেমন আজকে। মা অ্যাপার্টমেন্টের বিছানায় শুয়ে বাবা'র চিন্তায় প্রায় কেঁদে দিচ্ছিল। মা যে জিনিসগুলো নিয়ে মন খারাপ করছিল তাদের মাঝে কয়েকটা ড্যানির বুঝবার ক্ষমতার বাইরে, যেমন পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বাবার রাগ আর অপরাধবোধ আর ভবিষ্যতে ওদের কি হবে এসব জিনিস। তবে মায়ের সবথেকে বেশি চিন্তা হচ্ছে দু'টো কথা ভেবে। একটা হচ্ছে যে বাবা হয়তো পাহাড় থেকে নামবার সময় কোন দূর্ঘটনায় পড়েছে, আর একটা হচ্ছে বাবা হয়তো আবার খারাপ কাজটা করছে। ড্যানি খুব ভালো করেই জানতো খারাপ কাজটা কি। স্কটি অ্যান্ডারসন, যে ওর চেয়ে ছয় মাসের বড়, ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছে। স্কটি জানতো কারণ ওর বাবাও একসময় খারাপ কাজটা করতো। স্কটি বলেছিল যে একবার ওর বাবা ওর মার চোখে ঘুষি মেরে মাকে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর স্কটির বাবা-মায়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। ড্যানির জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ হচ্ছে ওটা, ডিভোর্স। ওর মাথায় শব্দটা সবসময় ভেসে ওঠে রক্তের মত লাল অক্ষরে, আর শব্দটার চারপাশে জড়িয়ে থাকে বিষাক্ত সাপ। ডিভোর্স হলে তোমার বাবা আর মা আর একসাথে থাকবে না। তুমি কার সাথে থাকবে তা নিয়ে ওদের মধ্যে কোর্টে অনেক বড় তর্ক হবে (কোন কোর্ট? টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট? স্টভিংটনে থাকতে বাবা-মা দু'টোই খেলত, তাই ড্যানি নিশ্চিত হতে পারছিল না) এরপর তোমার যে কোন একজনের সাথে যেতে হবে, বাবা নয়তো মা, আর অন্যজনের সাথে হয়তো তোমার আর কখনও দেখাই হবে না। ডিভোর্সের ব্যাপারে সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিসটা হচ্ছে যে ড্যানি ওর বাবা মার মনে এই শব্দটা প্রায়ই ঘুরপাক খেতে দেখেছে। কখনও কখনও ছায়ার মত আবছাভাবে, আবার কখনও কখনও মেঘলা আকাশের মত প্রকট। ও বাবার কাগজপত্র এলোমেলো করবার পর বাবা যখন ওর হাত ভেঙ্গে ফেলে তখন শব্দটার আনাগোনা সবচেয়ে বেড়ে গিয়েছিল। বাবা-মা দু'জনের মনেই তখন শব্দটা ঘোরাফেরা করছিল, বিশেষ করে আম্মুর। ড্যানি তখন কথাটা পরিষ্কার শুনতে পেত, একঘেয়ে, বেসুরো একটা গানের মত। আম্মু সারাদিন ভাবত বাবা কিভাবে ওর হাত ভেঙ্গে ফেলেছে, বা স্কুলের ছেলেটাকে কিভাবে মেরেছে। বাবা ভাবত যে সে না থাকলেই হয়তো মা আর ড্যানি ভালো থাকবে। বাবা তখন সবসময়ই খুব কষ্টের মাঝে থাকতো, আর খারাপ কাজটার কথা চিন্তা করতো। বাবা চাইতো কোন অন্ধকার জায়গায় যেয়ে টিভি দেখতে দেখতে খারাপ কাজটা করতে যতক্ষণ না বাবার মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

কিন্তু আজকে বিকালে আম্মুর সে কথা ভেবে মন খারাপ করবার কোন দরকার ছিল না। ড্যানির ইচ্ছা হচ্ছে ওপরে যেয়ে আম্মুকে এ কথাটা বলতে। রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা হয় নি, বাবাও কোথাও যেয়ে খারাপ কাজটা করছে না। বাবা এখন ফিরে আসছে। ড্যানি দেখতে পাচ্ছিল যে বাবার গাড়িটা লিওন্স আর বোল্ডারের মাঝে একটা রাস্তায় ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ওদের বাড়ির দিকে। বাবা খারাপ কাজটার কথা ভাবছে না। বাবা ভাবছে...ভাবছে...

ড্যানি চোখ কুঁচকে উপরদিকে তাকালো। মাঝে মাঝে ও খুব জোর দিয়ে কিছু চিন্তা করলে ওর অসুবিধা হয়। একদিন এমন হয়েছে যে ও ডিনার টেবিলে বসে বাবা-মায়ের সাথে রাতের খাবার খাচ্ছে, এমন সময় একজনের মনে ডিভোর্স কথাটা ভেসে উঠলো। ড্যানি তখন প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে বের করার চেষ্টা করছিল যে কে ভাবছে কথাটা। হঠাৎ ওর কি যেন হয়। কিছুক্ষণ পর ও উঠে দেখতে পায় যে মা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর বাবা ব্যস্ত হয়ে কাকে যেন ফোন করছে। সেদিন ড্যানি ভয় পেয়েছিল। পরে ও বাবা মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ওর আসলে কিছু হয় নি, ও কোনকিছুতে খুব মনোযোগ দিলে ওর সাথে এমন হয়। সেদিনই প্রথম ড্যানি ওদের টনির ব্যাপারে বলে, ওর অদৃশ্য খেলার সাথী।

বাবা বলেছিলেন যে ড্যানির বোধহয় হ্যা-লু-সি-নেশান হয়েছে। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেদিনের পর মা ড্যানিকে কথা দিতে বলে যে ওর আর এমনভাবে আব্বু-আম্মুকে ভয় দেখাবে না। ড্যানি তাতে রাজী হয়। সেদিন যা হয়েছিল তা ড্যানির নিজেরও ভালো লাগেনি। ও বাবার মনের কথা পড়বার চেষ্টা করছিল, তখন হঠাৎ করে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। জ্ঞান হারানোর আগে ও বাবার মনের গভীরে যেতে পেরেছিল, আর সেখানে ও ডিভোর্স এর চেয়েও রহস্যময়, ভয়ংকর একটা শব্দ দেখতে পায় : আত্মহত্যা। এরপরে ড্যানি আর কখনও বাবার মনে ওই শব্দটা দেখতে পায় নি, আর দেখতে চায়ও নি। ও শব্দটার মানে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছিল যে ওটা খুব খারাপ একটা শব্দ।

তবে মাঝে মাঝে ও তীব্র মনোযোগ দিতে পছন্দ করে, কারণ এরকম করলে টনি আসে ওর সাথে দেখা করবার জন্যে। সবসময় নয়, বেশিরভাগ সময়ই ড্যানি শুধু কিছুক্ষণ ঝাপসা দেখে তারপর আবার সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর চোখের একদম কোণায় টনি দেখা দেয়, আর ওর গলা ভেসে আসে দূর থেকে...

বোল্ডারে আসার পর এরকম দু'বার হয়েছে। ড্যানির এটা দেখে ভালো লেগেছে যে টনি ওর পিছে পিছে ভারমন্ট থেকে এখনে চলে এসেছে।

তারমানে ওর সব বন্ধু ওকে ছেড়ে চলে যায়নি।

প্রথমবার যখন টনি আসে তখন তেমন কিছুই হয় নি। ড্যানি শুধু ঝাপসা দেখা শুরু করেছিল আর তারপর টনি ওর নাম ধরে ডাকে, ব্যস এই। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ও আসে তখন ও ড্যানিকে ক্ষীণ স্বরে ডেকে নিয়ে যায় : "ড্যানি...দেখে যাও..." ড্যানির তারপর মনে হয় যে ও একটা গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তার পরমুহূর্তেই ও দেখে যে ও নিজের বাসার বেসেমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে, আর টনি আঙুল দিয়ে একটা বাক্সের দিকে ইশারা করছে যেখানে বাবার সব জরুরি কাগজপত্র থাকে, বিশেষ করে বাবার 'নাটক'।

"দেখতে পাচ্ছো?" টনি বলে ওর দূর থেকে ভেসে আসা, সুরেলা গলায়। "জিনিসটা সিঁড়ির নীচে রাখা...ঠিক সিঁড়ির নীচেই।" ড্যানি সামনে ঝুঁকে দেখতে চাচ্ছিল টনি কিসের কথা বলছে, কিন্তু ওর আবার পড়ে যাবার মত একটা অনুভূতি হয়। পরমুহূর্তেই ও দেখতে পায় যে ও উঠানের দোলনাটা থেকে পড়ে গেছে, যেখানে ও টনি আসার আগে বসে ছিল। ড্যানির ভালো করেই মনে আছে যে পড়ে ও বেশ ব্যাথাও পেয়েছিল।

তিন চার দিন পর বাবা রাগ করে সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর মাকে বলছিল যে কিছুতেই সে ট্রাংকটা খুঁজে পাচ্ছে না যেটার ভেতর নাটকের পাণ্ডুলিপিটা রাখা আছে। ড্যানি তখন বাবাকে বলে : "বাবা, সিঁড়ির নীচে খুঁজলে তুমি জিনিসটা পেয়ে যাবে।"

বাবা ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে তারপর নীচে দেখতে যায়।ট্রাংকটা ওখানেই ছিল, ঠিক যেখানে টনি বলেছিল যে থাকবে। এরপর বাবা ওকে কোলের ওপর বসিয়ে জিজ্ঞেস করে যে ওকে কে বেসমেন্টে আসতে দিয়েছে? উপরতলার টমি? বাবা এটা জানতে চাচ্ছিল কারণ একা একা নীচে আসা খুব বিপজ্জনক। বাবা এটাতে খুশি হয়েছে যে ড্যানি ওকে নাটকটা খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু তার জন্যে ড্যানির এত বড় ঝুঁকি নেয়া উচিত হয় নি। বাবা খুব মন খারাপ করবে যদি ড্যানি সিঁড়ি থেকে পড়ে নিজের...নিজের পা ভেঙ্গে ফেলে। বেসমেন্টের দরজাটা একবারও খোলা হয় নি, আর মাও এ কথাটার সাথে একমত হল। ড্যানি কখনও নীচে যায় না, মা বলল, কারণ জায়গাটা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে আর মাকড়সায় ভরা। আর ড্যানি কখনও মিথ্যা কথাও বলে না।

"তাহলে তুমি জানলে কিভাবে, ডক?" বাবা জিজ্ঞেস করেছিল।

"টনি আমাকে বলেছে।"

বাবা আর মা দ্রুত একজন আরেকজনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে। ওরা এরকম কথা আগেও শুনেছিল, কিন্তু কখনওই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে চায়নি। তার একটা কারণ হচ্ছে এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে ওরা

ভয় পায়। বিশেষ করে আম্মু। কিন্তু এখন আম্মু বাসার ভেতর ঘুমিয়ে আছে, ড্যানিকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই ড্যানি গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল যে বাবা কি নিয়ে চিন্তা করছে।

ওর ছোট্ট হাতদুটো মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল। ওর চোখ বন্ধ করবার দরকার ছিল না, কিন্তু প্রচণ্ড মনোযোগের কারণে ওর চোখদুটো এমনিতেই ছোট হয়ে আসলো। ও কল্পনা করার চেষ্টা করল বাবার গলা, জ্যাক ড্যানিয়েল টরেন্সের গলা, গলাটা একবার হাসছে, আবার রাগে বা দুঃখে ভারী হয়ে আসছে, আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে কারণ বাবা চিন্তা করছে একটা কথা...চিন্তা করছে...চিন্তা করছে...

(চিন্তা)

ড্যানি আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীর এলিয়ে দিল। ও এখনও পুরোপুরি সজ্ঞানে আছে। ও সামনের রাস্তা দেখতে পাচ্ছে, রাস্তায় হাত ধরাধরি করে যে ছেলে আর মেয়েটা যাচ্ছে তাদের দেখতে পাচ্ছে। ওরা একজন আরেকজনকে-

(ভালোবাসে?)

ওরা দু'জনই আজকের দিনটার কথা ভাবছে, ভাবছে সারাদিন একসাথে কাটানোটা কত আনন্দময় ছিল। ওরা একটা বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, যেটার ছাদ ঢাকা ছিল

(টালি দিয়ে, তাই না? সম্ভবত খুব বেশি ঝামেলা হবে না হোটেলের ছাদের টালি বদলাতে। ওয়াটসন একটা মজার লোক। ওকে 'নাটকে' ঢুকাতে পারলে খারাপ হয় না। আমি তো পারলে সবাইকেই ওখানে ঢুকিয়ে দেই। আচ্ছা, টালি। হোটেলে কি পেরেক পাওয়া যাবে? ধুর জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। অবশ্য পেরেক কিনে নিতে তেমন কোন অসুবিধা নেই। ছাদে বোলতার বাসা থাকতে পারে, তাই না? আমার বোলতা মারার জন্যে যে কীটনাশক বোমা পাওয়া যায় ওগুলো কিনতে হবে। নতুন টালি, পুরনো)

টালি। তাহলে বাবা এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করছে। ড্যানি জানে না ওয়াটসন কে, কিন্তু বাকি কথাগুলো বুঝতে ওর তেমন অসুবিধা হল না। ও এটা ভেবে মজা পেল যে ও হয়তো একটা বোলতার চাক দেখতে পাবে।

"ড্যানিইইই...ড্যানিইইই..."

ড্যানি মাথা তুলে দেখতে পেল যে টনি রাস্তার ওপারে একটা স্টপ সাইনের কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত নাড়ছে। ওকে দেখে ড্যানির মন খুশিতে ভরে গেল, কিন্তু খুশির অন্তরালে কেন যেন ড্যানির একটু ভয় ভয় লাগছিল। টনিকে দেখে মনে হচ্ছে যে ওকে গভীর অন্ধকার ঘিরে আছে।

কিন্তু টনি ডাকলে ওর না যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ড্যানির শরীর আরও শিথীল হয়ে এল। ওর হাত দু'টো ওর দু'পাশে ঝুলতে লাগল, আর থুতনি ওর বুকের কাছে নেমে এল। তারপর ও অনুভব করল যেন ওর মনের একটা অংশ শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল টনির দিকে।

"ড্যানিইইই..."

টনির চারপাশের অন্ধকারে এখন সাদা আলোর ফোটা দেখা দিতে লাগলো। কাশি দেবার মত একটা শব্দ হয়ে অন্ধকারটা রাতের আকাশ আর লম্বা গাছের আকৃতি নিল। ওদের চারপাশ এখন সাদা বরফে ঢাকা।

"এত গভীর," টনি অন্ধকারের ভেতর থেকে বলল, আর ওর গলায় এমন একটা দুঃখের ছোঁয়া জড়িয়ে ছিল যে ড্যানি ভয় পেয়ে গেল। "এত গভীর যে বের হওয়া সম্ভব নয়।"

আরেকটা আকৃতি দেখা দিল। বিশাল, চারকোণা আর ভীতিপ্রদ। একটা ঢালু ছাদ। অন্ধকারের ঝড়ে ঝাপসা হয়ে যাওয়া সাদা আলো। একটা টালিতে ঢাকা ছাদ। তার মধ্যে কিছু টালি অন্যগুলোর থেকে বেশি উজ্জ্বল, নতুন। ওর বাবা এই নতুন টালিগুলো লাগিয়েছে। সাইডওয়াইন্ডার শহর থেকে কেনা পেরেক দিয়ে লাগানো। এখন টালিগুলোও বরফে ঢেকে গিয়েছিল। বরফ সবকিছুকেই গ্রাস করে নিয়েছে।

একটা অশুভ সবুজ আলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো বিল্ডিংটার সামনে। আলোটা কয়েকবার কেঁপে উঠলো, তারপর একটা বিশাল খুলির রুপ ধারণ করলো, যার নীচে আড়াআড়ি করে দু'টো হাড় রাখা।

"বিষাক্ত," টনি আবার অন্ধকার থেকে বলে উঠলো। "বিষাক্ত।"

ড্যানি ওর চোখের কোণা দিয়ে আরও কয়েকটা সাইন দেখতে পেল। "বিপদ!" "হাই ভোল্টেজ।" "দূরে থাকুন।" "সাবধান!" ও কোনটাই পুরোপুরি বুঝতে পারছিল না-ও এখনও লেখা পড়তে পারে না-কিন্তু ও অনুভব করছিল যে সবগুলো সাইনই ওকে কোন কিছুর ব্যাপারে সতর্ক করবার চেষ্টা করছে। ড্যানির ভেতর আস্তে আস্তে একটা নিস্তেজ, স্যাঁতস্যাঁতে আতংক প্রবেশ করল।

সাইনগুলো মিলিয়ে গেল। এখন ওরা দু'জন অদ্ভুত আসবাবপত্রে ভরা একটা রুমে দাঁড়িয়ে আছে। একটা অন্ধকার রুম যেটার জানালায় তুষার পড়ছে। ড্যানি অনুভব করছিল যে ওর গলা শুকিয়ে খটখট করছে, আর ওর বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। বাইরে বুম বুম করে একটা জোরালো শব্দ হচ্ছিল। দরজায় জোরে ধাক্কা দেবার মত। পায়ের আওয়াজ হল। ঘড়টার ওপাশে একটা আয়না দাঁড়া করানো ছিল, আর সেই আয়নার গভীরে সবুজ আগুন দিয়ে লেখা একটা শব্দ আস্তে আস্তে ফুটে উঠল : রেডরাম।

ঘরটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। এখন আরেকটা ঘর। ও চেনে (বা চিনবে) এই ঘরটাকে। একটা উলটানো চেয়ার। একটা ভাঙ্গা জানালা যেটা দিয়ে ঘরের ভেতর তুষার ঢুকে কার্পেটটাকে জমিয়ে দিয়েছে। জানালার পর্দা ঝুলিয়ে রাখবার রডটা ভেঙ্গে একপাশে ঝুলছে। একটা ক্যাবিনেট উলটিয়ে পড়ে আছে।

আবার বুম বুম শব্দ। একটানা, ছন্দময়, ভয়ংকর। কাঁচ ভাঙ্গার আওয়াজ। মৃত্যু ধেয়ে আসছে ওর দিকে! একটা খসখসে গলা, উন্মত্ত গলা শুনতে পাওয়া গেল। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, ড্যানি গলাটাকে চেনে!

বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয়, বজ্জাত ছেলে! তোকে আজ আমি মজা বুঝিয়ে ছাড়ব!

প্রচণ্ড জোরে কিছু ভাঙ্গার শব্দ। কাঠ চিরে দু'ফাঁক হয়ে গেল। রাগ আর তৃপ্তির চিৎকার। রেডরাম। আসছে।

ড্যানি রুমের চারপাশে দেখল। দেয়াল থেকে ছেঁড়া ছবি ঝুলছে। একপাশে একটা রেকর্ড প্লেয়ার। (? আম্মুর রেকর্ড প্লেয়ার!)

রেকর্ডগুলো মাটিতে ছড়ানো-ছেটানো অবস্থায় পড়ে আছে। পাশের বাথরুম থেকে একটুকরো আলো আসছিল। বাথরুমের ভেতরের আয়নায় নিয়ন লাইটের একটা লাল শব্দ জ্বলছে আর নিভছে : রেডরাম, রেডরাম, রেডরাম...

"না," ড্যানি ফিসফিস করে বলল। "না, টনি প্লিজ..."

আর, বাথটাবের একপাশ থেকে একটা হাত ঝুলছে। একফোঁটা রক্ত (রেডরাম) হাতটার তালু থেকে গড়িয়ে এসে মাটিতে পড়ল। ড্যানি দেখতে পেল যে হাতটার নখগুলো সুন্দর করে কাটা...

না, না, না, ওহ্ না-

(প্লিজ টনি, আমার ভয় লাগছে)

রেডরাম, রেডরাম, রেডরাম

(বন্ধ কর টনি, এক্ষনি)

আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ছবিটা।

অন্ধকারে বুম বুম শব্দটা আবার হতে লাগল, জোরে, আরও জোরে, একসময় মনে হল শব্দটা চারদিক থেকেই আসছে।

এখন ও একটা কার্পেটের ওপর নীচু হয়ে বসে আছে। কার্পেটটার গায়ে অন্ধকার, বিভীষিকাময় আকৃতি খেলা করছিল। এখন ওর দিকে একটা ছায়া এগিয়ে আসছে। ছায়াটার শরীরে রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ। ওটার হাতে একটা বিশাল হাতুড়ি, যেটা দিয়ে ও আশেপাশের সবকিছুতে বাড়ি মারছে। বাড়ি মেরে ছায়াটা দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসিয়ে দিল, পর্দা ছিঁড়ে ফেলল আর দরজা ভেঙ্গে ফেলল :

বেরিয়ে আয় শয়তান! সাহস থাকলে বেরিয়ে আয়!আজ মজা দেখাব তোকে!

ছায়াটা ওর দিকে আরও এগিয়ে এল। ড্যানি অন্ধকারে ছোট্ট, লাল দু'টো চোখ দেখতে পেল। পিশাচটা ওকে খুঁজে পেয়েছে! ওর যাবার আর কোন জায়গা নেই। এমনকি ছাদে যাবার গুপ্তদরজাটাও বন্ধ।

অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার।

"টনি, প্লিজ আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ..."

তারপরই একঝটকায় ড্যানি ফেরত চলে এল ওর নিজের উঠানে। ও অনুভব করল যে ওর শার্ট ভিজে গিয়েছে ঘামে। ভয়ংকর বুম বুম শব্দটা এখনও ওর কানে বেজে উঠছিল। ড্যানির প্যান্ট থেকে পেশাবের গন্ধ ভেসে এল। প্রচণ্ড ভয়ে কোন ফাঁকে এটা হয়ে গিয়েছে ও নিজেও জানে না। ওর চোখে এখনও বাথটাবের পাশে ঝুলতে থাকা রক্তাক্ত হাতটা ভাসছিল, আর একটা শব্দ বারবার এসে হানা দিচ্ছিল ওর মনে, রেডরাম।

কিন্তু এখন চারদিকে আলো ফুটে উঠেছে। ও বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। আশেপাশের সবকিছুই সত্যিকারের, শুধু টনি বাদে। ও এখন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ওখান থেকে টনির সুরেলা গলা ভেসে এল :

"সাবধানে থেকো, ডক..."

তারপর মুহূর্তেই টনি মিলিয়ে গেল, আর বাবার লক্কড়ঝক্কড় লাল গাড়িটা দেখা দিল। ড্যানি এক লাফে উঠে দাঁড়াল। হাত নাড়াতে নাড়াতে ও দৌড়ে এগিয়ে ডাকল : "বাবা! বাবা!"

বাবা এসে গাড়িটা ঘুরিয়ে বাসার সামনে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করল। ড্যানি দৌড়ে বাবার কাছে যেয়ে থমকে দাঁড়াল। ওর সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গাড়িতে বাবার পাশের সীটে একটা বিশাল হাতুড়ি রাখা। হাতুড়িটার মাথায় চুল আর রক্ত লেগে রয়েছে।

পরমুহূর্তেই ওটা বদলে গিয়ে একটা বাজারের ব্যাগ হয়ে গেল।

"ড্যানি...তুই ঠিক আছিস, ডক?"

"হ্যা, আমি ঠিকই আছি। ড্যানি বাবার জীন্সের জ্যাকেটে মুখ ডুবিয়ে বাবাকে শরীরের সব শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল। জ্যাকও একটু অবাক হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

"তোর এভাবে রোদের মধ্যে বসে থাকা ঠিক হয় নি ডক। ঘামে একদম ভিজে গিয়েছিস।"

"আমি বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"আমিও অপেক্ষা করছিলাম তোকে আবার কখন দেখবো তার জন্যে।

আমি বাজার থেকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছি। তোর শরীরে কি এগুলো বয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তি আছে?"

"তুমি শুধু দেখো!"

"ডক টরেন্স, তুমি তো সুপারম্যান হয়ে যাচ্ছো," কথাটা বলে জ্যাক ড্যানির চুলে হাত বুলিয়ে দিল।

ততক্ষণে মাও নীচে নেমে এসেছে। বাবা এগিয়ে যেয়ে মাকে চুমু দিল। ওদের চারপাশেও ভালোবাসা খেলা করছিল, ঠিক বিকালে দেখা ছেলে আর মেয়েটার মত। ড্যানি মনে মনে খুশি হল।

সবকিছু ঠিকই আছে। বাবা বাসায় চলে এসেছে। মা এখনও বাবাকে ভালোবাসে। কোন খারাপ কিছু হয় নি। আর টনি ওকে যা দেখায় তা সবসময় সত্যি হয় না।

কিন্তু ওর মনের এক কোণায় ভয়টা তখনও লুকিয়ে ছিল। ও আয়নায় যে শব্দটা দেখেছে তার মানে কি?

অধ্যায় ৫

ফোনবুথ

জ্যাক টেবল মেসা শপিং সেন্টারের সামনে এসে গাড়ি থামাল। ও আবার ভাবল যে গাড়ির ফুয়েল ট্যাংকটা বদলানো দরকার, তারপর ওর আবার মনে পড়ল যে নতুন ফুয়েল পাম্প কিনবার টাকা নেই ওর কাছে। নভেম্বর মাস আসতে আসতে গাড়িটা আর কাজেও লাগবে না, জ্যাক চিন্তা করল। অতদিনে রাস্তায় এত বরফ জমে যাবে যে গাড়ির বাপেরও সাধ্য নেই তা ঠেলে যাবার।

"গাড়িতেই থাক, ডক। আমি তোর জন্যে চকলেট নিয়ে আসব।"

"কেন? আমি আসলে কি হয়?"

"আমার একটা ফোন করতে হবে। বড়দের ব্যাপার।"

"এজন্যেই কি তুমি বাসা থেকে ফোনটা করনি?"

"ঠিক তাই।"

ওয়েন্ডি একরকম জোর করেই বাসার ফোনটা কিনেছিল। ওর দাবী ছিল যে বাসায় একটা বাচ্চা ছেলে থাকে, বিশেষ করে ড্যানির মত ছেলে যার মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাবার রোগ আছে সে বাসায় একটা টেলিফোন থাকা খুবই জরুরি। তাই জ্যাকের বাধ্য হয়ে ফোনটা লাগাবার জন্যে তিরিশ ডলার দিতে হয়। শুধু তাই নয়, সেফটি-ডিপোজিট হিসাবে আরও নব্বই ডলার দিতে হয়েছে। ওদের জন্য এটা কম টাকা নয়। আর এখনও দু'টো রঙ নাম্বার ছাড়া একবারও কোন ফোন আসেনি ওদের বাসায়।

"বাবা আমার জন্যে কি তুমি বেবি রুথের একটা চকলেট আনতে পারবে?"

"অবশ্যই। তুই চুপচাপ বসে থাক আর গাড়ির গিয়ার নিয়ে নাড়াচাড়া করিস না, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা। আমি এখন ম্যাপগুলো দেখব।"

"বেশ তো।"

জ্যাক গাড়ি থেকে বের হতে হতে দেখল যে ড্যানি হাত বাড়িয়ে ড্যাশবোর্ড থেকে পুরনো ম্যাপগুলো বের করল। ড্যানির একটা পছন্দের খেলা

হচ্ছে আঙুল দিয়ে ম্যাপে আঁকা রাস্তাগুলো কোথা থেকে কোথায় যায় তা খুঁজে বের করা। ওর জন্যে নতুন জায়গায় যাওয়ার সবচেয়ে খুশির ব্যাপার হচ্ছে নতুন নতুন ম্যাপ নিয়ে খেলা করার সুযোগ পাওয়া।

জ্যাক দোকানের ভেতর যেয়ে ড্যানির চকলেট, একটা ম্যাগাজিন আর একটা খবরের কাগজ নিয়ে দোকানের মেয়েটাকে পাঁচ ডলারের একটা নোট দিয়ে বলল খুচরাগুলো যেন ওকে পয়সায় ফেরত দেয়। ও জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল যে ড্যানি গভীর মনোযোগ দিয়ে ম্যাপ দেখছে। ও নিজের ছেলের জন্য একটা অসহায় ভালোবাসা বোধ করল। অনুভূতিটা ওর চেহারায় কঠিনতা হিসাবে প্রকাশ পেল।

সত্যি কথা বলতে অ্যালকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে বাসা থেকে ফোন করলেও তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। ও এমন কিছু বলবে না যেটা ওয়েন্ডি শুনলে রাগ করতে পারে। কিন্তু জ্যাকের আত্মসম্মানবোধ তা ওকে করতে দেয় নি। আজকাল আত্মসম্মানবোধ জ্যাকের কাছে খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৌ, ছেলে আর একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছয়শ' ডলার ছাড়া একটা জিনিসই বাকি আছে এখন জ্যাকের কাছে, সেটা হচ্ছে ওর আত্মসম্মান। শুধু এই জিনিসটাই ওর নিজের। ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী দু'জনের নামে। একবছর আগেও ও যখন নিউ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ভালো স্কুলগুলোর মধ্যে একটায় ইংরেজী পড়াত তখন ওর বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। ওর কলিগরা ওর পড়ানোর ধরণকে তারিফ করত, আর মনে মনে ওকে পছন্দ করত ও লেখক হতে চাইত বলে। তখন ওর হাতে টাকাও আসা শুরু হয়েছিল। জীবনে প্রথমবারের মত জ্যাকের ব্যাংকে জমাবার মত কিছু টাকা এসেছিল। ও যখন নিয়মিত মদ খেত তখন একটা পয়সাও বাঁচত না, যদিও অ্যালই বেশিরভাগ সময় দাম দিত। ও আর ওয়েন্ডি একটা বাসা কিনবার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল। শহর থেকে বাইরে একটা ছিমছাম বাড়ি, হয়তো সবকিছু ঠিকঠাক করতে আরও আট-নয় বছর লাগবে, তো কি হয়েছে, ওদের তো আর বয়স বেশি নয়।

কিন্তু জ্যাকের বদমেজাজ বাধা দেয়।

জর্জ হ্যাফিল্ড।

আশার রঙ্গিন দুনিয়া ছেড়ে জ্যাককে ফিরে আসতে হয় স্টভিংটন স্কুলের প্রিন্সিপাল ক্রোমার্টের অফিসের ভেতর। ওর মনে হচ্ছিল এটা ওর লেখা নাটকেরই কোন দৃশ্য : অফিসটার দেয়ালজুড়ে স্কুলের পুরনো প্রিন্সিপালদের ছবি, যারা যারা স্কুলের উন্নয়নের জন্যে দান করেছেন তাদের ছবি আর নানা রকমের সার্টিফিকেট ঝোলানো ছিল। কিন্তু ওটা কোন নাটকের সেট ছিল না, জ্যাক ভাবল। ওটা ছিল বাস্তবতা, ওর নিজের জীবন। ও কিভাবে এত বড়

ভুলটা করল?

"এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার জ্যাক। খুবই সিরিয়াস। বোর্ড আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে ওদের সিদ্ধান্ত তোমাকে জানাবার।"

বোর্ড জ্যাকের পদত্যাগ চেয়েছিল, আর জ্যাক বিনাবাক্যব্যয়ে ওদের কথা পালন করে। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে তার পরের জুন মাসে জ্যাকের চাকরি পারমানেন্ট হয়ে যেত।

ক্রোমার্টের সাথে ইন্টারভিউ দেবার পরের রাতটা ছিল জ্যাকের জীবনের সবচেয়ে বীভৎস, বিশ্রী রাত। মদ খাবার এত প্রবল ইচ্ছা ওর কখনও হয় নি। ওর হাত কাঁপছিল। ও হাঁটতে যেয়ে জিনিসপত্র ফেলে দিচ্ছিল। আর ওর বারবার ইচ্ছা হচ্ছিল ওয়েন্ডি আর ড্যানির ওপর রাগটা ঝাড়তে। জ্যাকের মেজাজ সেদিন একটা হিংস্র পশু হয়ে গিয়েছিল। ও নিজের বৌ-ছেলেকে মেরে বসবে এই ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ও গিয়ে থামে একটা বারের সামনে। শুধু একটা জিনিস ভেবেই জ্যাক সেদিন বারটার ভেতরে ঢোকেনি : আরেকবার মাতাল হলে ওয়েন্ডি আসলেই ড্যানিকে নিয়ে ওকে ছেড়ে চলে যাবে। তাই জ্যাক অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও বারটার সামনে থেকে সরে আসে। ও সেখান থেকে যায় অ্যাল শকলির বাসায়। বোর্ডে ছয়জন ওর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। শুধু একজন ছিল ওর পক্ষে। অ্যাল ছিল সেই একজন।

এখন ও টেলিফোন অপারেটরকে ডায়াল করবার পর অপারেটর ওকে বলল ১.৮৫ ডলারের বিনিময়ে দু'হাজার মাইল দূরে বসে থাকা অ্যাল শকলির সাথে ওর তিন মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করানো সম্ভব। সময় আসলেই আপেক্ষিক, জ্যাক মনে মনে বলে ফোনের ভেতর পয়সা ভরলো।

অ্যালের বাবা হচ্ছে আর্থার লংলি শকলি, বিখ্যাত স্টিল ব্যবসায়ী। তিনি ছেলের জন্যে বিশাল সম্পত্তি আর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে ডাইরেক্টরের পদ রেখে গিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে স্টভিংটন প্রিপেরটরি স্কুলের। অ্যাল আর তার বাবা দু'জনেই এই স্কুলে পড়ালেখা করেছে, আর ওরা স্কুলের কাছাকাছি একটা জায়গায়ই থাকে। তাই অ্যালের স্কুলের কাজকর্মে ভালোই উৎসাহ ছিল। ও স্কুলের টেনিস কোচের পদে ছিল।

জ্যাক আর অ্যালের মাঝে বন্ধুত্ব হওয়াটা তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। স্কুলের যেকোন পার্টিতে ওরা দু'জন সবচেয়ে বেশি মদ খেত। অ্যালের বৌ ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর জ্যাকের নিজের পারিবারিক অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না, যদিও ও ওয়েন্ডিকে এখনও ভালোবাসত আর বেশ কয়েকবার কথা দিয়েছে যে ও মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে।

ওরা দু'জন সাধারণত পার্টি শেষ হবার পর কোন বারে যেয়ে আড্ডা জমাত গভীর রাত পর্যন্ত। তারপর বার বন্ধ হলে কোন দোকান থেকে এক

কেস বিয়ার কিনে কোন খালি রাস্তায় বসে কেসটা শেষ করত। কিছু সকালে জ্যাক টলতে টলতে বাসায় ফিরে দেখত যে ওয়েন্ডি আর ড্যানি ওর জন্য অপেক্ষা করতে করতে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে। সেসব দিনগুলিতে জ্যাকের মধ্যে প্রচণ্ড অপরাধবোধ কাজ করত। নিজের প্রতি ঘৃণায় ওর মুখ তেতো হয়ে যেত, এত মদ খেয়ে ওর মুখ যতটা তেতো হত তার চেয়েও বেশি। এরকম সময়ে জ্যাক ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করত কোনটা ব্যবহার করা সবচেয়ে সোজা হবে, পিস্তল, দড়ি না ব্লেড।

যদি সপ্তাহের মাঝখানে কোন রাতে এসব পার্টি হত তাহলে জ্যাক তার পরদিন সকালে উঠে চারটা অ্যাসপিরিন চিবিয়ে তারপর সকাল ন'টায় স্কুলে ইংলিশ পোয়েট্রি পড়াতে যেত। গুড মর্নিং ক্লাস। আজকে তোমাদের রক্তচক্ষুওয়ালা টিচার পড়াবেন কিভাবে কবি লংফেলোর স্ত্রী আগুনে পুড়ে মারা যান।

অ্যালের ফোনের রিং শুনতে শুনতে জ্যাকের মনে পড়ল, ও নিজে তখনও বিশ্বাস করত না যে ও একজন অ্যালকোহলিক। যে মদ ওর জন্যে আসক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে ক্লাসগুলোতে ও শেভ না করে পড়াতে গিয়েছিল, বা যেগুলোতে ওর গা থেকে তখনও মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। যে রাতগুলোতে ওয়েন্ডি আর ও আলাদা বিছানায় শুত কারণ ও মদ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। শোনো, আমি ভালোই আছি। ভাঙ্গা হেডলাইট। না, না, আমার গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হয় না। পার্টিতে অন্যরা আড়চোখে তাকাতো, এমনকি যখন ও শুধু খাবারের সাথে ওয়াইন খেত তখনও। ও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল যে ও আর ঠিকমত কাজে মনোযোগ দিতে পারছে না। স্টভিংটন স্কুল ওকে আগে একজন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক মনে করত। হয়তো একজন সফল লেখকও। জ্যাকের লেখা দু'ডজনেরও বেশি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। ও একটা নাটকও লেখা শুরু করেছিল। কিন্তু বেশ কয়েক মাস ধরে ওর হাত থেকে কোন লেখা বের হচ্ছিল না।

কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে যায় জ্যাক ড্যানির হাত ভাঙবার কিছুদিন পর। জ্যাকের তখন মনে হয়েছিল যে ওর বিয়ে এখনই ভেঙ্গে যাবে। ও জানতো যে ওয়েন্ডি যদি নিজের মাকে ঘৃণা না করত তাহলে ও তখনই ড্যানিকে নিয়ে একটা বাস ধরে সোজা মায়ের বাসায় রওনা হত।

জ্যাক আর অ্যাল একদিন গভীর রাতে একটা হাইওয়েতে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। অ্যাল চালাচ্ছিল গাড়িটা আর মাঝে মাঝেই ওর ড্রাইভিং উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছিল। ওরা দু'জনই এত মাতাল ছিল যে আক্ষরিক অর্থেই ওরা চোখে সবকিছু জোড়া জোড়া দেখতে পাচ্ছিল। ব্রিজটার কাছে ওরা সত্তরে গাড়ি চালাচ্ছিল, তখনই ওদের সামনে একটা বাচ্চাদের বাইসাইকেল এসে

পড়ে। জ্যাকের কানে আসে গাড়ির টায়ার ফাটার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। ও দেখতে পায় যে অ্যালের চেহারা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। গাড়ির ধাক্কায় সাইকেলটা একটা ছোট্ট পাখির মত উড়ে যায়। একবার ওটা এসে গাড়ির উইন্ডশিল্ডে লাগে, তারপর আবার ছিটকে যেয়ে ওদের পেছনে পড়ে। অ্যাল তখনও চেষ্টা করছিল গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার। জ্যাকের মনে হল নিজের গলা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে : "হে ঈশ্বর, অ্যাল। আমরা ওকে চাপা দিয়ে দিয়েছি। আমি পুরো বুঝতে পেরেছি যে গাড়িটা ওর উপর দিয়ে চলে গেছে।"

গাড়িটা আরও কিছুদুর যাবার পর অ্যাল ক্যাঁচ করে ব্রেক করে। ওদের পেছনে রাস্তায় চাকার রাবার পুড়ে দাগ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির দু'টো চাকা ফেটে গিয়েছিল। ওরা এক সেকেন্ডের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় করে লাফ দিয়ে নেমে ব্রিজের দিকে দৌড় দেয়।

সাইকেলটা পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একটা চাকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না আর স্পোকগুলো ভেঙ্গে পিয়ানোর তারের মত পেঁচিয়ে গিয়েছিল। অ্যাল সাবধানে বলল : "আমরা বোধহয় এটাকেই চাপা দিয়েছি, জ্যাকি।"

"তাহলে বাচ্চাটা কোথায়?"

"তুই কোন বাচ্চাকে দেখেছিস?"

জ্যাক ভ্রু কুঁচকালো। সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছে যে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল।

ওরা সাইকেলটাকে সরিয়ে রাস্তার একপাশে নিয়ে এল। অ্যাল গাড়িতে ফিরে গিয়ে দু'টো ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এল। পরের দু'ঘণ্টা ওরা রাস্তার দু'পাশে আলো ফেলে খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এই গভীর রাতেও বেশ কয়েকটা গাড়ি ওদের পাশ কাটিয়ে গেল কিন্তু কেউ দাঁড়াল না। জ্যাকের পরে মনে হচ্ছিল যে ওদের কপাল ভালো যে কেউ দাঁড়িয়ে দেখতে চায়নি যে ওরা আলো জ্বালিয়ে রাস্তায় চক্কর কাটছিল কেন।

রাত সোয়া দু'টোর দিকে ওরা নিজেদের গাড়ির কাছে ফিরে এল। ততক্ষণে দু'জনেরই নেশা কেটে গিয়েছে, কিন্তু চাপা অস্বস্তিটা যায় নি। "যদি কেউ নাই চালাচ্ছিল সাইকেলটা তাহলে ওটা রাস্তার মাঝখানে এল কিভাবে?" অ্যাল প্রশ্ন করল, "ওটা তো রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ছিল না, ছিল একদম মাঝখানে!"

জ্যাক উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকালো।

"স্যার, আপনি যাকে ফোন করছেন সে কোন উত্তর দিচ্ছে না।" অপারেটর বলল। "আমি কি চেষ্টা করতে থাকবো?"

"আর কয়েকটা রিং, অপারেটর, যদি তুমি কিছু মনে না কর।"

"না, স্যার।" অপারেটর দায়িত্বপূর্ণভাবে জানালো।

কোথায় তুই, অ্যাল?

অ্যাল হেঁটে হেঁটে একটা ফোনবুথ খুঁজে বের করে ওর এক বন্ধুকে ফোন দিল। সেই বন্ধুকে বলা হল যে ও যদি অ্যালের গ্যারেজ থেকে গাড়ির বরফে চলার চাকাগুলো নিয়ে এই ব্রিজের কাছে আসে তাহলে ওকে পঞ্চাশ ডলার দেয়া হবে। অ্যালের বন্ধু বিশ মিনিট পর এসে হাজির হল, জিন্স আর পাজামা পরা অবস্থায়। ও আশেপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল :

"কাউকে মেরেটেরে ফেলেছিস নাকি?"

অ্যাল ততক্ষণে গাড়িতে জ্যাক লাগিয়ে পেছনদিকটা উঁচু করে ফেলেছে। জ্যাক চাকার নাটগুলো খুলছিল যাতে বরফে চলার চাকাগুলো লাগানো যায়।

"মনে তো হয় না।" অ্যাল জবাব দিল।

"তাও আমি ফুটি, বাবা। আমাকে সকালে টাকা দিয়ে দিস, তাহলেই হবে।"

"বেশ।" অ্যাল মাথা না তুলেই জবাব দিল।

ওরা দু'জন চাকা বদলে নিঃশব্দে অ্যাল শকলির বাসায় ফিরে আসে। অ্যাল গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

নিশ্চুপ অন্ধকারের ভেতর থেকে ও বলল : "আমি আর জীবনেও মদ ছোঁব না, জ্যাক।"

এখন ফোনবুথের ভেতর দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতে জ্যাকের মনে হল, ওর কখনই সন্দেহ হয় নি যে অ্যাল ওর কথা রাখতে পারবে না। ও নিজের গাড়ি নিয়ে বাসায় ফিরে আসে, প্রচণ্ড জোরে রেডিও ছেড়ে। কিন্তু ও কিছুতেই সাইকেলের সাথে ধাক্কা লাগবার শব্দটা মাথা থেকে সরাতে পারছিল না। চোখ বন্ধ করলেই পুরো দৃশ্যটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

ও বাসায় ফিরে দেখল যে ওয়েন্ডি সোফায় ঘুমিয়ে আছে। ড্যানির রুমে উঁকি দিয়ে দেখল যে ড্যানি গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে নিজের বিছানায়, একটা হাত তখনও ব্যান্ডেজ করা।

ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। ড্যানি সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়।

(শালা মিথ্যাবাদী)

ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। আমার বদমেজাজের কারণে-

(হারামজাদা শয়তান মাতালের বাচ্চা শুওর)

প্লিজ, ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, আমার কথা বিশ্বাস কর-

কিন্তু ওর অনুরোধ চাপা পড়ে গেল গাড়ির সাথে সাইকেলের ধাক্কা লাগার কর্কশ শব্দে। ওদের এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আজকে অ্যাল গাড়ি চালাচ্ছিল তো কি হয়েছে? এমন অনেক দিন

গেছে যখন জ্যাকও মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়েছে।

ও ড্যানির গায়ের ওপর চাদর টেনে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে লামা .৩৮টা ক্লজেট থেকে নামালো। পিস্তলটা একটা জুতোর বাক্সের ভেতর ছিল। ও বাক্সটা কোলে নিয়ে প্রায় একঘণ্টা বসে রইল। অস্ত্রটার চকচকে শরীর থেকে ও চোখ সরাতে পারছিল না।

ও যখন আবার পিস্তলটা ক্লজটের ভেতর রেখে দিল তখন প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছে।

সেদিন সকালে ও ব্রাকনারকে ফোন করে বলে ওর ক্লাস ক্যানসেল করে দিতে। জ্যাক যে ডিপার্টমেন্টে পড়ায় ব্রাকনার সে ডিপার্টমেন্টের হেড। জ্যাক বলল যে ওর সর্দি লেগেছে। ব্রাকনার খুশি হয় নি তা বোঝাই যাচ্ছিল। জ্যাকের কিছুদিন পরপরই এমন সর্দি লাগে।

ওয়েন্ডি নাস্তায় ডিম আর কফি এনে দিল। ওরা দু'জনেই খাবার সময় কোন কথা বলল না। বাইরে থেকে ড্যানির আনন্দিত গলা ভেসে আসছিল। ও নিজের ভালো হাতটা দিয়ে উঠানে একটা খেলনা গাড়ি চালাচ্ছে।

ওয়েন্ডি উঠে প্লেট ধুতে গেল। ও জ্যাকের দিকে পিঠ রেখে বলল : "জ্যাক, আমি কয়েকটা জিনিস ভেবে দেখেছি।"

"তাই নাকি?" জ্যাক কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালো। আজকে সকালে ওর কোন মাথাব্যাথা নেই। শুধু সারা শরীর কাঁপছে ওর। ও চোখ বন্ধ করতে আবার অ্যাক্সিডেন্টটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

"কি করলে আমার আর ড্যানির জন্যে সবচেয়ে ভালো হবে তা নিয়ে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। হয়তো এতে তোমারও ভালো হবে। জানি না...আমাদের হয়তো এসব নিয়ে আগেই কথা বলা উচিত ছিল।"

"তুমি আমার জন্যে একটা কাজ করতে পারবে?" জ্যাক সিগারেটের আগুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। "আমার একটা কথা রাখবে?"

"কি?"ওয়েন্ডি সমান, নিরপেক্ষ গলায় জানতে চাইল। জ্যাক চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

"আজ থেকে এক সপ্তাহ পর আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি? যদি তুমি চাও তাহলে..."

এবার ওয়েন্ডি ঘুরে তাকাল জ্যাকের দিকে। ও সুন্দর চেহারায় স্পষ্ট হতাশার ছাপ। "জ্যাক, তুমি কখনও কথা দিয়ে কথা রাখো না। তুমি যেমন ছিলে তেমনই থাকো–"

ও আচমকা থামল। জ্যাকের চোখের দিকে ও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। ওয়েন্ডি আর আগের মত নিশ্চিত বোধ করছিল না।

"এক সপ্তাহ," জ্যাক বলল। ওর গলার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

"প্লিজ। আমি কোন কথা দিচ্ছি না। তারপরেও যদি তোমার কিছু বলার থাকে তাহলে বলবে। আমি সবকিছুই মেনে নেব।"

ওরা অনেকক্ষণ একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ওয়েন্ডি কিছু না বলে আবার ঘুরে সিংকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। একটু মদের জন্যে জ্যাকের সারা শরীর কাঁপছিল। প্লিজ, মাত্র এক গ্লাস, যাতে এত অসহায় না লাগে-

"ড্যানি বলল যে ও স্বপ্নে দেখেছে তোমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে," ওয়েন্ডি হঠাৎ করে বলল। "এটা কি সত্যি, জ্যাক? তুমি আসলেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছ?"

"না।"

দুপুর হতে হতে মদ খাবার প্রচণ্ড নেশায় জ্যাকের মনে হচ্ছিল ওর জ্বর উঠে গেছে। ও অ্যালের বাসায় গেল।

"তুই এখনও খাসনি তো?" ও ঢুকবার সময় অ্যাল জিজ্ঞেস করল। অ্যালের চেহারাও মদের অভাবে রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল।

"এক ফোঁটাও না। তোর চেহারা তো ভূতের মত হয়ে গিয়েছে।"

সারা বিকাল ওরা দু'জন তাস পেটাল। এক ফোঁটা মদও কেউ স্পর্শ করল না।

এক সপ্তাহ চলে গেল। ওয়েন্ডি কিছু বলল না ওকে, শুধু অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখল। জ্যাক কড়া কফি খাওয়া শুরু করেছিল, আর ও সারাদিন ক্যানের পর ক্যান কোকা-কোলা শেষ করত। একবার ও ছয় ক্যান কোক এক বসায় খেয়ে ফেলে। তার পাঁচ মিনিট পরই ও দৌড়ে বাথরুমে যেতে হয়। বাসায় মদের বোতলগুলো আস্তে আস্তে খালি হয়ে গেল না। জ্যাকের ক্লাস শেষ হলে ও অ্যাল শকলির বাসায় যেত-ওয়েন্ডি অ্যাল শকলিকে দু'চোখে দেখতে পারত না-আর জ্যাক ফিরে আসার পর ওয়েন্ডির পরিষ্কার মনে হত যে ওর গা থেকে স্কচের গন্ধ আসছে। কিন্তু জ্যাক ওর সাথে সম্পূর্ণ ঠিকঠাকভাবে কথা বলত ডিনারের সময়, আর তারপর এক কাপ কফি খেয়ে ড্যানিকে ঘুম পাড়াবার আগে গল্প শোনাতো। এসব দেখে ওয়েন্ডি নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে না, ও আসলে মদ খায় নি।

আরও বেশ কিছু সপ্তাহ গেল, আর যে না বলা শব্দটা ওয়েন্ডির ঠোঁটে চলে এসেছিল সেটা আবার দূর হয়ে গেল। কিন্তু জ্যাক বুঝতে পেরেছিল যে ওয়েন্ডির মন থেকে সন্দেহ এখনও পুরোপুরিভাবে যায়নি, আর কখনও হয়তো যাবেও না। তারপর একদিন জর্জ হ্যাফিল্ডের ঘটনাটা ঘটল। আবার জ্যাকের বদমেজাজের কারণে। আর এবার ও মাতালও ছিল না।

"স্যার, আপনার কলের এখনও জবাব পাওয়া যাচ্ছে না–"

"হ্যালো?" অ্যালের গলা, হাঁপাচ্ছে ও।

"কথা বলুন।" অপারেটর নীরস গলায় জানালো।

"অ্যাল, আমি জ্যাক টরেন্স।"

"জ্যাকি!" নির্ভেজাল আনন্দ ফুটে উঠল অ্যালের গলায়। "কেমন আছিস?"

"ভালো। আমি ফোন দিয়েছি তোকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে। এই লম্বা শীতেও যদি নাটকটা শেষ করতে না পারি তাহলে জীবনেও পারবো না।"

"আরে পারবি, পারবি।"

"তোর কি অবস্থা?" জ্যাক একটু সংকোচের সাথে জিজ্ঞেস করল।

"এখনও খাই না।" অ্যালের জবাব। "তুই?"

"আমিও না।"

"খেতে ইচ্ছে করে?"

"প্রত্যেকদিন।"

অ্যাল হাসল। "আমারও একই অবস্থা। আমি জানি না হ্যাফিল্ডের ওই গ্যাঞ্জামের পর তুই না খেয়ে ছিলি কিভাবে। আমি বোধহয় পারতাম না।"

"আমি সবকিছুতে একেবারে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছিরে।" জ্যাক সমান স্বরে বলল।

"আরে ধুর, গ্রীষ্ম আসতে আসতে পুরো বোর্ডের আমি মত ঘুরিয়ে দেব। অ্যাফিংগার তো এখনই বলাবলি করছে যে আমরা বেশি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আর নাটকটা যদি কিছু করতে পারিস–"

"ঠিক আছে, অ্যাল। শোন, আমার ছেলে গাড়িতে অপেক্ষা করছে–"

"অবশ্যই। আমি বুঝি। ভালো থাকিস শীতের সময় জ্যাক। তোর উপকার করতে পেরে আমি খুশিই হয়েছি।"

"আবারও ধন্যবাদ, অ্যাল।" জ্যাক ফোন রেখে চোখ বন্ধ করল, আর ওর চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল বাইসাইকেলটার ছবি। পরের দিন সকালে ছোট্ট করে পেপারে খবরটা আসে। কিন্তু ওখানেও মালিকের নাম জানা যায়নি। এত রাতে সাইকেলটা ওখানে কি করছিল এটা সাংবাদিকদের কাছেও একটা রহস্য ছিল, আর ব্যাপারটা রহস্য থাকাই হয়তো ভালো।

জ্যাক গাড়িতে ফিরে ড্যানিকে ওর আধগলা চকলেটটা দিল।

"বাবা?"

"কি, ডক?"

ড্যানি একটু ইতস্তত করল, বাবার গম্ভীর চেহারা দেখে।

"তুমি যখন হোটেল থেকে ফিরে এসেছিলে তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, মনে আছে?"

"ম্‌ম্‌-হম্‌।"

কিন্তু কোন লাভ হল না। বাবার মন অন্য কোথাও পড়ে আছে, ওর সাথে নয়। বাবা আবার খারাপ জিনিসটার কথা চিন্তা করছে।

(স্বপ্নটায় তুমি আমাকে মারার চেষ্টা করছিলে, বাবা)

"স্বপ্নে কি দেখেছিস, ড্যানি?"

"কিছু না।" বলে ড্যানি ম্যাপগুলো গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল।

"তুই শিওর?"

"হ্যা।"

জ্যাক চিন্তিত দৃষ্টিতে একবার ছেলের দিকে তাকালো, তারপর ওর মনকে দখল করে নিল ওর নাটকের চিন্তা।

অধ্যায় ৬

নৈশচিন্তা

ভালোবাসা শেষ, আর ওর প্রেমিক ওর পাশে শুয়ে আছে।

ওর প্রেমিক।

ও অন্ধকারে একটু হাসলো। ওর প্রেমিকের আদরের ছোঁয়া এখনও ওর শরীরে লেগে আছে। ওর হাসিটা একইসাথে দুষ্টু আর শান্তিপূর্ণ, কারণ 'ওর প্রেমিক' শব্দগুলো ওর মনের শত শত অনুভূতিকে একসাথে প্রকাশ করে। সবগুলো অনুভূতিকে ও প্রথমে আলাদা আলাদা করে পরখ করে দেখল, তারপর সবগুলো একসাথে। এখন, এই অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে ওর মনে হল, ওদের দু'জনের সম্পর্কটা পুরনো আমলের একটা গানের মত, মন খারাপ করা কিন্তু সুন্দর।

ও শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল যে ও কতগুলো বিছানাতে এভাবে শুয়েছে এই মানুষটার সাথে। ওরা প্রথম একজন আরেকজনের দেখা পায় কলেজে থাকতে। ওরা প্রথম একজন আরেকজনকে ভালোবাসে ছেলেটার অ্যাপার্টমেন্টে। তার কিছুদিন আগেই মেয়েটার মা মেয়েটাকে বাসা থেকে বের করে দেয়, বলে আর কখনও ফিরে না আসতে। ও কারও সাথে থাকতে চাইলে নিজের বাবার সাথে যেয়ে থাকুক, যার দোষে আসলে ডিভোর্সটা হয়েছে। সেটা ছিল ১৯৭০ সালে। এতদিন হয়ে গেছে? এক সেমেস্টার পরে ওরা একসাথে থাকা শুরু করে। ওরা ছোটখাটো কাজ করত আর ছেলেটার অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। ওর সেখানকার বিছানাটা খুব ভালো করে মনে আছে। বিছানাটার মাঝকানের দিকে দেবে গিয়েছিল। ওরা যখন রাতে ঘনিষ্ঠ হত তখন বিছানাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করত। ওই বছর ও প্রথম নিজের মায়ের ছায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে। জ্যাক ওকে এটা করতে অনেক সাহায্য করেছিল। উনি সবসময় তোমাকে বশে রাখতে চান, জ্যাক বলেছিল। তুমি যতবার ওনাকে ফোন করবে, যতবার ক্ষমা চাবে, উনি ততবার তোমাকে তোমার বাবার কথা বলে খোঁটা দেবেন। এতে উনি মজা পান ওয়েন্ডি, এসব করে উনি নিজেকে বোঝান যে যা হয়েছিল তা আসলে তোমার দোষ। কিন্তু এতে

তোমার ক্ষতি হচ্ছে। ও আর জ্যাক এটা নিয়ে রাতের পর রাত জেগে কথা বলত।

(নিজের শরীর চাদর দিয়ে অর্ধেক ঢেকে জ্যাক উঠে বসে ওর দিকে তাকাত। ওর দৃষ্টিতে সবসময় হাসি আর চিন্তা মিলেমিশে থাকত। ও ওয়েন্ডিকে বলত : উনি নিজেই তো তোমাকে বলেছেন কখনও ফিরে না আসতে, তাই না? তাহলে তুমি যখন ফোন কর উনি কখনও ফোন রেখে দেন না কেন? সবসময় তোমাকে কেন বলেন যে আমার সাথে থাকলে উনি আর কখনও তোমার চেহারা দেখবেন না? কারণ উনি ভয় পান যে আমি ওনার এই নিষ্ঠুর খেলাটা পন্ড করে দেব। উনি তোমাকে সুতোয় বেঁধে নাচাতে চান, সোনা। তোমার এটা করতে দেয়াটা বোকামী হবে। উনি যখন বলেছেনই ওনার কাছে আর ফিরে না যেতে, তাহলে তুমি ওনার কথা শুনলেই তো পারো। এভাবে অনেক বোঝাবার পর ওয়েন্ডি শেষে রাজী হয়ে যায়।)

কিছুদিনের জন্যে একে অপরের থেকে আলাদা থাকাটা জ্যাকেরই বুদ্ধি ছিল। যাতে আমাদের সম্পর্কটা আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারি, ও বলেছিল। ওয়েন্ডি ভয়ে ভয়ে ছিল যে জ্যাক হয়তো অন্য কারও প্রেমে পড়েছে। পরে ও জানতে পারে যে ব্যাপারটা আসলে তা ছিল না। পরের বসন্তেই ওরা আবার একসাথে থাকা শুরু করে। জ্যাক তখন ওকে জিজ্ঞেস করে যে ও ওর বাবা সাথে দেখা করেছে কিনা। ওয়েন্ডি প্রশ্নটা শুনে আঁতকে উঠেছিল।

"তুমি জানলে কিভাবে? তুমি আমার পেছনে চর লাগিয়েছ নাকি?"

জ্যাক ওর বিজ্ঞ হাসিটা হাসলো। এই হাসিটার সামনে ওয়েন্ডির নিজেকে সবসময় একটা বাচ্চা মেয়ে মনে হয়। যেন জ্যাক ওর মনে কি আছে তা ওর নিজের চেয়ে ভালো বুঝতে পারে।

"তোমার একটু সময় দরকার ছিল, ওয়েন্ডি।"

"কিসের জন্যে?"

"হয়তো...এটা দেখার জন্যে যে আমার আর তোমার মায়ের মধ্যে কার সাথে তুমি সারাজীবন কাটাতে চাও।"

"এসব কি বলছো, জ্যাক?"

"বলছি যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, ওয়েন্ডি।"

বিয়ে। ওয়েন্ডির বাবা এসেছিল, কিন্তু মা আসেনি। ওয়েন্ডি সিদ্ধান্ত নেয় যে তাতে ওর অসুবিধা নেই, যদি জ্যাক ওর সাথে থাকে তাহলে। তারপর ড্যানি আসে, ওর জানের টুকরো বাচ্চা।

ওই বছরটা ছিল ওদের জন্যে সবচেয়ে আনন্দের, রাতের সময়গুলো সবথেকে মধুময়। ড্যানি জন্ম হবার পর জ্যাক ওয়েন্ডির জন্যে একটা চাকরির

ব্যবস্থা করে দেয়। ও কলেজের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের জন্যে টাইপিস্ট হিসাবে কাজ শুরু করে। ও একজনের জন্যে একটা উপন্যাসও টাইপ করে দিয়েছিল, যদিও সেটা পরে প্রকাশ পায়নি। জ্যাক অবশ্য তাতে মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছিল। ওর ওই প্রফেসরকে নিয়ে একটু হিংসা ছিল। ওয়েন্ডি এই চাকরিটা করে প্রতি সপ্তাহে চল্লিশ ডলার করে পেত, যেটা উপন্যাস টাইপ করবার সময় বাড়তে বাড়তে ষাট ডলারে যেয়ে ঠেকেছিল। ওরা ওদের জীবনের প্রথম গাড়িটা কেনে তখনই, বেবি-সিট লাগানো একটা পাঁচ বছর পুরনো বুইক। ওদের ছোট্ট পরিবার ধীরে ধীরে সচ্ছলতার দিকে আগাচ্ছিল। ড্যানির জন্মের পর ওয়েন্ডি আর ওর মায়ের মাঝে একটা নিঃশব্দ আপোস হয়। ওদের মধ্যে তখনও আগের আক্রোশ আর অস্বস্তি লুকিয়ে ছিল, কিন্তু তারপরেও দু'জন ড্যানির খাতিরে কিছুক্ষণের জন্যে এগুলো ভুলে থাকতে রাজী হয়। ওয়েন্ডি ওর মায়ের বাসায় কখনও জ্যাককে নিয়ে যেত না। ও ফিরে এসে জ্যাককে কখনও বলত না যে ওখানে ওর মাই সবসময় ড্যানির ডাইপার বদলে দিত। মা সবকিছুতেই ভুল ধরতো। কখনও অভিযোগ থাকত বাচ্চার দুধ বানাবার ফর্মুলা নিয়ে তো কখনও ওর কোন অ্যালার্জি নিয়ে। মা কখনওই মুখে কিছু বলত না, তবে তার ব্যবহারে তার মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যেত। মায়ের সাথে আপোসের ফল হল এই যে ওয়েন্ডির মনে ভয় ঢুকে গেল যে ও হয়তো যথেষ্ট ভালো মা নয়। ওয়েন্ডির মা আবার ওকে সূতোয় বেঁধে ফেলেছিল।

ওয়েন্ডি তখন দিনেরবেলা ভালো বৌয়ের মত কিচেনে বসে রেকর্ড প্লেয়ারে একটা পুরনো গান ছেড়ে ড্যানিকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতো। জ্যাকের ফিরতে ফিরতে দু'টো-তিনটে বেজে যেত। এসে ও যদি দেখতো যে ড্যানি ঘুমিয়ে আছে তাহলে ও আস্তে করে ওয়েন্ডিকে বেডরুমে নিয়ে যেত আর ভুলিয়ে দিত সব দুশ্চিন্তা।

রাতে ওয়েন্ডি টাইপ করত আর জ্যাক তখন ব্যস্ত থাকত নিজের নাটক আর কলেজের খাতা দেখা নিয়ে। সে দিনগুলোতে ওয়েন্ডি মাঝে মাঝে রাতে স্টাডিরুমে এসে দেখত যে জ্যাক আর ড্যানি দু'জনই সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্যাক শুধু একটা ছোট হাফপ্যান্ট পড়া, আর ড্যানি গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে বাবার বুকের ওপর। ওয়েন্ডি ড্যানিকে কোলে করে নিয়ে এসে ওর বিছানায় শুইয়ে দিত, তারপর এসে দেখত জ্যাক কতদুর লেখা শেষ করেছে। তারপর আস্তে করে জ্যাককে ডেকে উঠিয়ে দিত যাতে ও বিছানায় শুতে আসে।

সবচেয়ে আনন্দের বছর, সবথেকে মধুময় রাত।

সেই দিনগুলোতেও জ্যাকের মদের নেশা বহাল তবিয়তে ছিল। প্রতি

শনিবার রাতে একদল ছাত্র এক কেস বিয়ার নিয়ে হাজির হত আর ওদের মধ্যে নানা বিষয় উত্তেজিত আলোচনা চলত, যেগুলোর বেশীরভাগ ওয়েন্ডি বুঝতে পারতো না। ওরা ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে কথা বলত, আর ও ছিল সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্রী। ওরা একদিন তর্ক করত পেপিসের ডায়েরির সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে তো আরেকদিন করত চার্লস ওলসনের কবিতা নিয়ে। কিছু কিছু দিন আবার আবৃত্তিও শুরু হয়ে যেত। এরকম আরও শত শত জিনিস নিয়ে ওরা গল্প করত। ওয়েন্ডির কখনও এসব আড্ডায় অংশ নিতে বেশী ইচ্ছা করে নি। ও জ্যাকের পাশে একটা ইজি চেয়ারে বসে বসে শুনত। জ্যাক বসত এক পায়ের ওপর আরেক পা চড়িয়ে আর ওর এক হাতে থাকত একটা বিয়ারের ক্যান। আরেক হাত থাকত ওয়েন্ডির পায়ের ওপর।

জ্যাক সারা সপ্তাহ নিজের লেখা নিয়ে গাধার মত খাটত, প্রতি রাতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা করে। তাই শনিবার রাতের এই আড্ডাগুলো ওর দরকার ছিল। যদি ও মাঝে মাঝে একটু ফূর্তি না করে তাহলে ওর ক্লান্তি বাড়তে বাড়তে হয়তো ক্ষোভে পরিণত হবে।

ইউনিভার্সিটি পাশ করতে করতে নিজের প্রকাশিত গল্পের জোরে জ্যাকের স্টভিংটনে চাকরি হয়ে যায়। ততদিনে জ্যাকের লেখা চারটা গল্প বের হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে একটা আবার এস্কোয়ার নামে একটা জনপ্রিয় পত্রিকায়। ওয়েন্ডির ওই দিনটা এখনও মনে আছে, হয়তো সারাজীবনই মনে থাকবে। ও খামটা আরেকটু হলে ময়লার ঝুড়িতে ফেলেই দিয়েছিল। ও ভেবেছিল এটা কোন পত্রিকার বিজ্ঞাপণ হবে। খোলার পর ও দেখতে পায় যে চিঠিটা এস্কোয়ার পত্রিকা থেকে এসেছে, আর ওরা জ্যাকের ছোটগল্প 'কনসার্নিং দ্য ব্ল্যাক হোল্‌স' আগামী বছরের শুরুতে ছাপাতে চায়। ওরা ৯০০ ডলার দিতে রাজী আছে। পড়ে ওয়েন্ডির চোখ বড়বড় হয়ে যায়। ও ছয় মাস ধরে টানা টাইপিং করলেও এত টাকা আসবে না। ওয়েন্ডি ছুটে যায় ফোনের কাছে, আর ছোট্ট ড্যানি অবাক চোখে মায়ের পাগলামি দেখতে থাকে।

জ্যাক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসে। ওর বুইকে বসে ছিল সাতজন বন্ধু আর বিয়ার ভর্তি একটা ছোট ড্রাম। সবাই একসাথে এক গ্লাস খাবার পর (ওয়েন্ডিও সেদিন বিয়ার খেয়েছিল, যদিও এমনিতে ওর স্বাদটা অসহ্য লাগে), জ্যাক চিঠিটার সাথে পাঠানো স্বীকৃতিপত্রে সাইন করে একই খামে ভরে লেটারবক্সে ফেলে দিয়ে আসে। ও ফিরে আসার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করে, "আজ আমার জয়ের দিন।" সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় ওকে। রাত দু'টোর সময় যখন ড্রামটা শেষের দিকে, জ্যাক আর দু'জন বন্ধু যারা তখনও সচল ছিল বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয় কোন বার খোলা আছে কিনা দেখতে।

ওয়েন্ডি জ্যাককে সরিয়ে নিয়ে যায় সিঁড়ির পাশে। ওর দুই বন্ধু ততক্ষণে গাড়িতে উঠে গলা ছেড়ে গান গাওয়া শুরু করেছে। জ্যাক নিচু হয়ে ওর জুতোর ফিতা বাঁধবার চেষ্টা করছিল।

"জ্যাক," ওয়েন্ডি বলল, "যেয়ো না। তুমি নিজের জুতোর ফিতেই বাঁধতে পারছো না, গাড়ি চালাবে কিভাবে?"

জ্যাক দাঁড়িয়ে শান্তভাবে দু'হাত ওর দুই কাঁধে রাখে। "আমি আজকে রাতে চাইলে আকাশে উড়তেও পারবো।"

"না," ওয়েন্ডি বলল, "তোমার অবস্থা একদম ভালো নয় আজকে।"

"আমি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসবো।"

কিন্তু জ্যাকের সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে ৪টা বেজে যায়। ও বাসায় ঢুকে টলতে টলতে আসবাবপত্রের সাথে ধাক্কা খাচ্ছিল। সেই শব্দে ড্যানির ঘুম ভেঙ্গে যায়। জ্যাক তখন ড্যানিকে কোলে নিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ফেলে দেয় ওকে নিজের হাত থেকে। ড্যানির কান্নার শব্দে ওয়েন্ডি ছুটে আসে, আর ড্যানিকে পড়ে থাকতে দেখে ওর প্রথম যে কথাটা মাথায় আসে তা হচ্ছে : মা ওর মাথায় আঘাত দেখলে কি ভাববে! ও তারপর ড্যানিকে কোলে নিয়ে ইজি চেয়ারে বসে দোল দিয়ে দিয়ে শান্ত করে। জ্যাক যে পাঁচ ঘণ্টা ছিল না তখন ওয়েন্ডি বসে বসে ওর মায়ের কথা চিন্তা করছিল। ওর মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে জ্যাককে দিয়ে কখনও কিছু হবে না। বড় বড় স্বপ্ন, ওর মা বলেছিল। রাস্তার ভিখিরিদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ওরাও সবাই বড় বড় স্বপ্ন নিয়েই শুরু করেছিল। এস্কোয়ারের গল্পটা কি ওর মাকে ভুল প্রমাণ করল নাকি ঠিক? ওর কানে নিজের মায়ের গলা বেজে উঠল : উইনিফ্রেড, তুমি বাচ্চাটাকে সামলাতে পারো না, দেখি আমাকে দাও। ও কি নিজের স্বামীকে সামলাতে পারছিলো না? নিশ্চয়ই তাই, নাহলে ও আনন্দ করতে বাসার বাইরে ছুটবে কেন? ওর ভেতরে একটা অসহায় আতংক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

"চমৎকার," ওয়েন্ডি ড্যানিকে কোলে নিয়ে দুলতে দুলতে বলল। "তুমি বোধহয় ওর মাথা ফাটিয়ে ফেলেছো।"

"একটু ব্যাথা পেয়েছে, তার বেশী কিছু নয়।" জ্যাক অপরাধী গলায় বলল, ছোট বাচ্চারা দুষ্টুমি করে ধরা পড়লে যে গলায় কথা বলে তার মত। এক মুহূর্তের জন্য ওয়েন্ডির প্রচণ্ড রাগ উঠলো ওর ওপর।

"হয়তো," ও শক্ত গলায় বলল। "হয়তো না।" ওর মা ওর বাবার সাথে ঠিক এভাবে কথা বলত, জিনিসটা মাথায় আসতেই ওয়েন্ডির নিজেকে অসুস্থ মনে হল।

"যেমন মা, তেমনই মেয়ে।" জ্যাক বিড়বিড় করল।

"শুতে যাও!" ওয়েন্ডি চিৎকার করে উঠলো, ওর ভেতরের আতংক এখন

রাগের রুপ ধারণ করেছে। "শুতে যাও, তুমি মাতাল!"

"আমাকে হুকুম করবে না।"

"জ্যাক, প্লিজ...আমাদের এখন...এটা..." ও আর কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

"আমাকে হুকুম করবে না।" জ্যাক গম্ভীরমুখে আবার বলল, তারপর বেডরুমে চলে গেল। ওয়েন্ডি একলা হয়ে গেল রুমটায়, ড্যানি ওর কোলে শুয়েই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। পাঁচ মিনিট পর বেডরুম থেকে জ্যাকের নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে এল। ওটা ছিল ওয়েন্ডির সোফায় ঘুমনোর প্রথম রাত।

এখন ওয়েন্ডি বিছানায় পাশ ফিরল, ও প্রায় ঘুমিয়ে গিয়েছে। ওর চিন্তা এখন ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত হয়ে এক লাফে পার হয়ে গেল স্টভিংটনের প্রথম বছর, তারপর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ওদের জীবনের খারাপ সময়গুলো যখন ওর স্বামী ওর ছেলের হাত ভেঙ্গে ফেলেছিল, আর চলে এল সেদিন সকালে, নাস্তার টেবিলে।

ড্যানি বাইরে ট্রাক নিয়ে খেলা করছিল, ওর হাত তখনও ব্যান্ডেজ করা। জ্যাক টেবিলে বসা, মুখ ফ্যাকাসে আর কাঁপা আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা। ওয়েন্ডি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে আজকেই ডিভোর্সের কথা বলবে। ও ব্যাপারটা সবদিক থেকেই ভেবে দেখেছে, সত্যি বলতে ও গত ছয় মাস ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। ও নিজেকে বুঝিয়েছে যে ড্যানি না থাকলে ও বহু আগেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিত, কিন্তু আসলে তাও নয়। জ্যাক যে রাতগুলোতে বাইরে থাকত সেসব রাতে ওয়েন্ডি স্বপ্ন দেখত, আর সেই স্বপ্নগুলো সবসময় হত ওর নিজের বিয়ে আর ওর মাকে নিয়ে।

(কে কন্যাদান করবে? ওর বাবা নিজের সবচেয়ে ভালো সুটটা পরা, যদিও সেটা তেমন দামী নয়-তিনি জায়গায় জায়গায় ঘুরে পণ্য বিক্রি করতেন, যে ব্যবসাটার তখনই দেউলিয়া হবার মত অবস্থা ছিল–ওনার চেহারা ক্লান্ত, মুখে বার্ধক্যের ছাপ–বললেন : আমি করব)

দুর্ঘটনাটার পরেও–যদি ড্যানির হাত ভাঙ্গাটাকে দুর্ঘটনা বলা যায়–ওয়েন্ডি ব্যাপারটা পুরোপুরি স্বীকার করতে পারছিল না, মানতে পারছিল না যে ওর বিয়ে একটা ব্যার্থতায় পরিণত হয়েছে। ও বোকার মত অপেক্ষা করছিল কোন অলৌকিক ঘটনার জন্যে, যখন জ্যাক বুঝবে যে ও কি অত্যাচার করছে, শুধু নিজের ওপর নয়, ওয়েন্ডির ওপরও। কিন্তু ওর মধ্যে থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ক্লাসে যাবার আগে একগ্লাস। স্টভিংটনে লাঞ্চ করবার সময় দু'-তিনটে বিয়ার। রাতে খাবার সময় আবার দু'-তিন গ্লাস। খাতা দেখবার সময় আরও চার-পাঁচ গ্লাস। ছুটির দিনগুলো এর থেকে বেশী খাওয়া হত। আরও বেশী হত অ্যাক শকলির সাথে যে রাতগুলোতে ও বাইরে যেত। ওয়েন্ডি

কখনও ভাবে নি যে ওর এত কষ্ট পেতে হবে। এর মধ্যে কতখানি ওর নিজের দোষে হয়েছে? এই প্রশ্নটা ওকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখত। ওর মনে হত যে ও ওর মায়ের মত হয়ে যাচ্ছে, অথবা বাবার মত। ও চিন্তা করত ডিভোর্সের পর ও কোথায় যাবে তা নিয়ে। ওর মা ওদের নিজের বাসায় থাকতে দিবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু বারবার মাকে ড্যানির ডাইপার বদলাতে দেখলে, ওর জন্যে ওয়েন্ডির রান্না করা খাবার ফেলে দিয়ে নতুন করে রান্না করতে দেখলে, আর মায়ের পছন্দমত চুল কাটা হয় নি দেখে ড্যানিকে আবার চুল কাটাতে নিয়ে যাওয়া দেখতে হলে ওয়েন্ডি পাগল হয়ে যাবে। তারপর ওর মা আলতো করে ওর হাত ধরে বলবে, এটা তোমার দোষ নয়, কিন্তু আসলে এসব তোমারই দোষ ছিল। তুমি কখনওই প্রস্তুত ছিলে না। যখন তুমি তোমার বাবা আর আমার মাঝখানে এসেছিলে তখনই তোমার আসল চেহারা আমি চিনে গিয়েছি।

আমার বাবা, ড্যানির বাবা। আমার। ওর।

(কে কন্যাদান করবে? আমি। হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ছয় মাস পরে।)

সেদিন প্রায় সারারাত ওয়েন্ডি জেগে ছিল, চেষ্টা করছিল একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নেবার।

এই ডিভোর্সটা নেয়া জরুরি, ও নিজেকে বোঝাচ্ছিল। ওর মা আর বাবার ওপর ভিত্তি করে ও এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে না। এটা ওর ছেলে আর ওর নিজের জন্যে দরকার, যদি ও নিজের যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট না করতে চায়। সত্য কঠিন হলেও মানতেই হবে। ওর স্বামী একজন বিপজ্জনক মানুষ। তার মেজাজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তার ওপর মদের নেশা ওকে পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছে। মদের প্রভাবে ওর লেখার হাতও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হোক আর না হোক, এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে ও ড্যানির হাত ভেঙ্গে ফেলেছে। ও নিজের চাকরিও হারাবে, এই বছরে না হলে আগামী বছর। ওয়েন্ডির এর মধ্যেই চোখে পড়েছে যে অন্যান্য শিক্ষকদের স্ত্রীরা ওর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকানো শুরু করেছে। ও নিজেকে বোঝালো যে এই অসফল বিয়েটা ঠিক করার জন্যে ও অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আর নয়। ব্যাপারটা যত কম ঝামেলার মাঝে দিয়ে শেষ হয় ততই ভালো, কিন্তু ও আর অপেক্ষা করতে পারবে না।

এসব অস্বস্তিকর চিন্তা মাথায় আসাতে ওয়েন্ডি তন্দ্রার মধ্যে নড়ে উঠল। ওর স্বপ্নে হানা দিচ্ছিল ওর মা আর বাবার চেহারা। তুমি পারো শুধু মানুষের সংসার ধ্বংস করতে, ওর মা বলেছিল। কে কন্যাদান করবে? পাদ্রী জানতে চেয়েছিল। আমি করব, ওর বাবা বলে ওঠে। আবার ওই দিনটা ওর সামনে ভেসে উঠল, ও প্লেট ধুচ্ছে আর জ্যাক একটা সিগারেট হাতে বসে আছে

টেবিলে। ও সেদিন প্রস্তুত ছিল জ্যাককে কঠোর কথাগুলো বলবার জন্যে।

"কি করলে আমার আর ড্যানির জন্যে সবচেয়ে ভালো হবে তা নিয়ে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। হয়তো এতে তোমারও ভালো হবে। আমাদের হয়তো এসব নিয়ে আগেই কথা বলা উচিত ছিল।"

তারপর জ্যাক একটা অদ্ভুত কথা বলে। ওয়েন্ডি ভেবেছিল যে ও জ্যাকের মাঝে তিক্ততা দেখতে পাবে, দেখতে পাবে রাগ আর অপরাধবোধ। ও ভেবেছিল যে জ্যাক ছুটে যাবে মদের ক্যাবিনেটের দিকে। কিন্তু ও এরকম নীচু, ভাবলেশহীন স্বরে উত্তর আশা করে নি। ওর মনে হচ্ছিল যে জ্যাকের সাথে ও ছয় বছর কাটিয়েছে সে গতকাল রাতে ফেরত আসেনি, তার বদলে অন্য কেউ জ্যাকের চেহারা নিয়ে বসে আছে ওর সামনে।

"তুমি আমার জন্যে একটা কাজ করতে পারবে? আমার একটা কথা রাখতে পারবে?"

"কি?" ওয়েন্ডির নিজের গলা স্বাভাবিক রাখতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল।

"আজ থেকে এক সপ্তাহ পর আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি? যদি তুমি চাও তাহলে..."

ও রাজী হয়ে গেল। ওদের ভেতর একটা নীরব চুক্তি হয়ে গেল সেদিনই। ওই সপ্তাহে জ্যাক অনেকবার অ্যাল শকলির বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু ও রাত হবার আগেই বাসায় ফিরে আসে, আর নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ ছিল না একবারও। ওয়েন্ডির কয়েকবার মনে হয়েছে যে ও গন্ধ পাচ্ছে, কিন্তু ও জানত যে জ্যাক আসলে মদ খায়নি। আরেক সপ্তাহ গেল, তারপর আরও এক সপ্তাহ।

ডিভোর্স ওয়েন্ডির অন্যান্য চিন্তার নীচে চাপা পড়ে গেল।

কি হয়েছিল সেদিন আসলে? ও তখনও ভেবে কূলকিনারা করতে পারছিল না। এ ব্যাপারটা নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে কখনও কথা হত না। জ্যাক যেন বুঝতে পেরেছিল যে ও কোন দানবের দিকে ছুটে চলেছে, আর ও গতি না কমালে দানবটা ওকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মদের বোতলগুলো ক্যাবিনেটেই পড়ে রইল। ওয়েন্ডির অনেকবার মনে হয়েছিল যে বোতলগুলো ফেলে দেয়া উচিত, কিন্তু ও 'বর্তমান পরিস্থিতি যেমন আছে তেমনই ভালো' এই ভেবে সেগুলোতে হাত দিত না।

এছাড়া ড্যানির ব্যাপারটাও ভেবে দেখার মত।

যদি ওর স্বামীকে বোঝা কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে ড্যানিকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। ড্যানির জন্যে ওর মনে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একধরণের অবুঝ ভালোবাসা মিশ্রিত ভয়।

এখন আধোঘুমের মধ্যে ওর চোখের সামনে আবার ড্যানির জন্মের স্মৃতি

ভেসে উঠল। ও আবার ডেলিভারি টেবিলে শুয়ে ছিল, ঘামে ভেজা, চুল এলোমেলো

ওর দু'পায়ের মাঝে ডাক্তার, একপাশে নার্স, যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে গুণগুণ করছিল। ওর ভেতরের তীক্ষ্ণ, ভাঙ্গা কাঁচের খোঁচার মত ব্যাথাটা কিছুক্ষণ পরপর আসা যাওয়া করছিল।

তারপর ডাক্তারটা ওকে শক্ত গলায় বলে যে আপনার এখন পুশ করতে হবে, আর ওয়েন্ডি তাই করার চেষ্টা করে। তারপর ও বুঝতে পারে যে ওর ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে নেয়া হয়েছে। অনুভূতিটা পরিষ্কার আর স্বতন্ত্র, এমন একটা অনুভূতি যেটা ও কখনওই ভুলতে পারবে না-ওর ভেতর থেকে কি যেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর ডাক্তার ওর ছেলেকে দুই পা ধরে উপরে তুলল-তখন ওয়েন্ডি এত ভয়ংকর একটা জিনিস দেখতে পায় যে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। তারপর ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসে একটা চিৎকার।

ওর বাচ্চার কোন চেহারা নেই!

কিন্তু আসলে অবশ্যই ওর চেহারা ছিল, ড্যানির নিজের চেহারা, যেটা জন্মের সময় একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। ওর মা প্রায়ই বলত যে জন্মের সময় যেসব বাচ্চার মুখের ওপর পর্দা থাকে ওদের মধ্যে নাকি ভবিষ্যৎ দেখবার ক্ষমতা থাকে। ওয়েন্ডি এখনও সেই পর্দাটাকে একটা জারে রেখে দিয়েছে। ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু তাও-ছেলেটা প্রথম থেকেই বাকি সবারচেয়ে একটু আলাদা ছিল। ওয়েন্ডি দিব্যদৃষ্টিতেও বিশ্বাস করে না, কিন্তু–

বাবার কি কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আমি স্বপ্নে দেখেছি যে বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

জ্যাক কোন কারণে বদলে গিয়েছে। ওয়েন্ডির মনে হয় নি যে ডিভোর্সের কথা তোলাতে ওর মাঝে এই পরিবর্তনটা এসেছে। সেদিন সকালের আগেই ওর সাথে কিছু একটা হয়েছে। অ্যাল অবশ্য জোর দিয়ে বলেছে যে আসলে কিছুই হয় নি, কিন্তু ও ওয়েন্ডির চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে ফেলেছিল তখন। আর অন্যান্য টিচারদের গল্প অনুযায়ী, অ্যালও নাকি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

বাবার কি কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?

হয়তো ও হঠাৎ করে কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল, কোন বাড়ি-টাড়ির সাথে। ওয়েন্ডি সেদিন আর তার পরের দিনের পেপার মনোযোগ দিয়ে পড়েছিল, কিন্তু জ্যাকের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কিছু খুঁজে পায়নি। ও পেপারের সবগুলো পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কোন রোড অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু

অথবা কোন বারে হাতাহাতির খবর আছে কিনা, কিন্তু কিছুই পায়নি। কিছুই না। শুধু ওর স্বামীর আপাদমস্তক পরিবর্তন আর ওর ছেলের ঘুমজড়ানো গলায় প্রশ্ন :

বাবার কি কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আমি স্বপ্নে দেখেছি যে...

ওয়েন্ডির জ্যাকের সাথে এতদিন টিকে থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে ড্যানি, যদিও ও সজ্ঞানে এটা কখনও স্বীকার করবে না। কিন্তু এখন, ঘুমের ঘোরে, ওর মনে পড়ল যে ড্যানি সবসময়ই জ্যাকের বেশী ন্যাওটা ছিল। ঠিক যেমন ওয়েন্ডি নিজে ওর বাবার ন্যাওটা ছিল। ড্যানি কখনও বাবার গায়ে খাবার ছুঁড়ে মারেনি, আর জ্যাক যখনই ওকে খেতে বলত তখনই ও বাধ্য ছেলের মত খেয়ে নিত। এমনকি ড্যানির শিশু অবস্থায়ও জ্যাকের ওকে খাওয়াতে কোন অসুবিধা হত না। ড্যানির পেটে ব্যাথা হলে ওয়েন্ডির ওকে কোলে নিয়ে এক ঘণ্টা দোলাতে হত, যেখানে জ্যাক ওকে কোলে নিয়ে দু'বার ঘরের এপাশ-ওপাশ করলেই ছেলেটা বাবার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেত।

ডাইপার বদলাতে যেয়ে জ্যাক কখনই অভিযোগ করত না। ও ড্যানিকে কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত, আঙুল নিয়ে খেলা করত ওর সাথে, আর ড্যানি বাবার নাকে একটা খোঁচা মারতে পেরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। ও বোতলে পর বোতল দুধ বানিয়ে রাখত ড্যানির জন্য, আর খাওয়া শেষ হলে ড্যানির ঢেকুর না আসা পর্যন্ত ওকে কোলে উঠিয়ে রাখত। ড্যানির বয়স যখন মাত্র ছয় মাস তখনই জ্যাক ওকে নিয়ে একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল। আর আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে, ড্যানি একটুও বিরক্ত না করে বাবার কোলে চুপচাপ শুয়ে খেলা দেখেছে।

ও নিজের মাকে ভালোবাসলেও ও আসলে বাবার ছেলে, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

আর ওয়েন্ডি কি ডিভোর্সের ব্যাপারে বারবার নিজের ছেলের নীরব প্রতিবাদ অনুভব করে নি? হয়তো ওয়েন্ডি রান্নাঘরে আলুর ছাল ছিলতে ছিলতে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে, এমন সময় ও পেছন ফিরলেই দেখতে পেত, ড্যানি ওর দিকে তাকিয়ে আছে চোখে ভয় আর অভিযোগ নিয়ে। পার্কে হাঁটবার সময় ড্যানি কখনও কখনও জোরে ওর হাত চেপে ধরত, তারপর দাবী করার সুরে জানতে চাইত : "তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? বাবাকে ভালোবাসো?" ওয়েন্ডি হতভম্ব হয়ে জবাব দিত : "হ্যা, অবশ্যই সোনা।"

মাঝে মাঝে ওয়েন্ডির এমনও মনে হয়েছে যে ডিভোর্স নিয়ে জ্যাকের সাথে কথা বলা হচ্ছে না তার কারণ ওর নিজের গাফিলতি নয়, বরং ওর ছেলের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে।

আমি এসব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না।

কিন্তু এখন, আধোঘুমের ঘোরে, ওর এসবকিছুই সত্যি মনে হচ্ছে। ওর মনে হচ্ছিল যে ওদের তিনজনকে কেউ একই সুতোয় বেঁধে দিয়েছে-যে ওদের বন্ধন যদি কখনও ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সেটা বাইরের কোন ক্ষমতার প্রভাবে হবে, ওদের নিজেদের কারণে নয়।

ও যা বিশ্বাস করত তার বেশীরভাগই গড়ে উঠেছে জ্যাকের জন্যে ওর ভালোবাসাকে ঘিরে। ও কখনই জ্যাককে ভালোবাসা বন্ধ করতে পারে নি, শুধু ড্যানির "দুর্ঘটনা"র সময়টুকু বাদে। আর ও নিজের ছেলেকেও ভালোবাসে। কিন্তু ও সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে ওদের দু'জনকে একসাথে দেখতে। ও ভালোবাসে ওদের দু'জনকে আপন মনে করতে, আর ও নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রার্থনা করছে যে জ্যাকের এই কেয়ারটেকিং চাকরিটা যেন ওদের ভালো সময়গুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

অধ্যায় ৭

অন্য এক বেডরুম

ড্যানি যখন জেগে উঠল বুম বুম শব্দটা তখনও ওর কানে বাজছিল। ও তখনও মাতাল, হিংস্র গলাটা শুনতে পাচ্ছিল : বেরিয়ে আয়! আমি তোকে খুঁজে বের করবই!

আস্তে আস্তে বুম বুম শব্দটা বদলে ওর হৃদস্পন্দনের রুপ নিল, আর গলাটা বদলে গিয়ে হয়ে গেল দুরের একটা পুলিশ সাইরেন।

ও অস্থিরভাবে নিজের বিছানায় উঠে বসল। ও জানালায় পাতার ছায়ার খেলা দেখতে পাচ্ছিল। ছায়াগুলো জালের মত একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে আছে, জঙ্গলের লতাগুল্মের মত বা ওর স্বপ্নে দেখা কার্পেটের নকশার মত। ও অনুভব করল যে ওর পরনের পাজামা আর ওর শরীরের মাঝে ঘামের একটা পাতলা আবরণ তৈরি হয়েছে।

"টনি?" ও ফিসফিস করে ডাকল। "তুমি আছো এখানে?"

কোন উত্তর নেই।

ও আস্তে করে বিছানা থেকে নেমে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে তাকাল। সবকিছু শান্ত আর চুপচাপ। রাত দু'টো বাজে। বাইরে পাতা-পড়া ফুটপাথ, পার্ক করে রাখা গাড়ির সারি আর লম্বা গলা-ওয়ালা রাস্তার বাতি ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে এই গা ছমছমে অন্ধকারে বাতিগুলোকে দেখতেও ভৌতিক লাগছিল।

ড্যানি রাস্তার দু'পাশে যতদুর দেখা যায় ভালো করে লক্ষ্য করল, কিন্তু টনির ঝাপসা, ছায়াময় আকৃতিটা কোথাও দেখতে পেল না।

গাছের ডালের ফাঁকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। বাতাস গাড়ির ছাদে আর রাস্তার পাশে ছোট ছোট পাতার ঘূর্ণি তৈরি করছে। শব্দটা আবছা আর মন খারাপ করা। ড্যানির সন্দেহ হল যে ও ছাড়া পুরো বোল্ডার শহরে হয়তো কেউ জেগে নেই শব্দটা শুনবার জন্যে। কোন মানুষ, অন্তত। কে জানে রাতের অন্ধকারে আরও কি কি ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটে লুকিয়ে পড়ছে এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ায়, বাতাসে গন্ধ শুঁকছে শিকারের খোঁজে।

আমি তোকে খুঁজে বের করবই!

"টনি?" ও আবার ডাকল, তবে ও আশা ছেড়ে দিয়েছে।

শুধু বাতাস এগিয়ে এল জবাব দিতে, আরও জোরে গুঙ্গিয়ে উঠল এবার। ওর জানালার নীচে কিছু পাতা ছড়িয়ে গেল বাতাসে, তারপর ক্লান্ত হয়ে পাতাগুলো যেয়ে শুয়ে পড়ল ড্রেনের পাশে।

ড্যানিইইই...ড্যানিইইই...

ও পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। টনির গলার শব্দের সাথে সাথে পুরো রাত যেন জেগে উঠল। বাতাস থেমে যাবার পরও চারদিক থেকে ফিসফিস আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ওর মনে হল যে ও দূরে বাসস্টপের ছায়াগুলোর মধ্যে আরও গাঢ় একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওটা সত্যি নাকি মনের ভুল তা এত দূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়।

যেয়ো না, ড্যানি...

তারপর বাতাসের বেগ আবার বেড়ে গেল। বাতাসের জোরে ড্যানির চোখ কুঁচকে গেল। ও চোখ খুলে দেখতে পেল যে বাসস্টপের কাছের ছায়াটা চলে গিয়েছে..যদি ওটা আগে ওখানে থেকে থাকে তাহলে। তাও ও নিজের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল-

(কতক্ষণ? এক মিনিট? এক ঘণ্টা?)

হয়তো আরও বেশী, কিন্তু আর কিছু হল না। ও আবার নিজের বিছানায় ফিরে গেল। শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল কিভাবে ওর ছাদে একটা ভৌতিক রাস্তার বাতি কিভাবে ছায়ার জাল সৃষ্টি করছে। ছায়াগুলো ওকে ঘিরে ফেলতে চায়, ওকে টেনে নিয়ে যেতে চায় এক অন্ধকার জগতে যেখানে লাল রঙ এ লেখা একটা শব্দ দপদপ করছে :

রেডরাম।

অধ্যায় ৮

দৃষ্টিনন্দন ওভারলুক

আম্মু চিন্তায় পড়ে গেছে।

আম্মু চিন্তা করছিল যে ওদের পুরনো গাড়িটার পাহাড়ে ওঠার মত আর শক্তি নেই, আর ওরা যখন আস্তে আস্তে উঠবে তখন পেছন থেকে ছুটে আসা কোন গাড়ি ওদের ধাক্কা মেরে দিতে পারে। ড্যানি অবশ্য নিশ্চিন্ত আছে। ওর বাবা যদি বলে যে গাড়িটা ওদের নিয়ে যেতে পারবে, তাহলে গাড়িটা আসলেই ওদের নিয়ে যেতে পারবে।

"আমরা প্রায় এসে পড়েছি।" জাক বলল।

ওয়েন্ডি কপাল থেকে চুল সরিয়ে জবাব দিল : "যাক, বাবা।"

ও ডানদিকের সীটে বসা, ওর কোলের ওপর একটা উপন্যাস খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ও নীল জামাটা পড়ে আছে, যেটাকে ড্যানি বলে ওর সবথেকে সুন্দর জামা। জামাটার কলার বেশ উঁচু, আর এ জামাটা পড়লে ওকে মাত্র হাইস্কুল পাশ করা কোন কিশোরীর মত দেখায়। বাবা বারবার মায়ের উরুতে হাত রাখছিল আর মা হাসতে হাসতে বারবার সরিয়ে দিচ্ছিল, বলছিল : দূর হ, শয়তান।

ড্যানি পাহাড়গুলো দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাবা ওকে একবার বোল্ডারের কাছে যে পাহাড়গুলো আছে সেগুলো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই পাহাড়গুলোর তুলনায় তা কিছুই না। ও কয়েকটা পাহাড়ের চূড়ায় সাদা রঙ দেখতে পাচ্ছিল। বাবা ওকে বলল যে ওগুলো বরফ, আর এসব পাহাড়ের চূড়ায় সারাবছরই বরফ জমে থাকে।

আর ওরা আসলেই পাহাড়ের দেশে এসেছে, কোন সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। কিছু কিছু জায়গায় এত বড় বড় পাথর আছে যেগুলোর ওপাশে কি আছে তা জানালা দিয়ে গলা বের করলেও দেখা যায় না। ওরা যখন বোল্ডার ছেড়ে বের হয় তখন ভালোই গরম পড়েছিল, কিন্তু এখানে দুপুরেই পরিষ্কার আর কনকনে বাতাস বইছে, ভারমন্টে শীতের সময় যেমন দেখা যেত। বাবা গাড়ির হিটারটা ছেড়ে দিয়েছে, যদিও সেটা তেমন ভালো কাজ করে না। ওরা

বেশ কয়েকটা সাইন দেখতে পায় রাস্তায় যেগুলোতে লেখা ছিল : 'সাবধান, পাথর খসে পড়তে পারে' (মা ওকে সবগুলো পড়ে শুনিয়েছে), আর যদিও ড্যানি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল পাথর খসে পড়া দেখবার জন্যে, একবারও তা হয় নি। এখনও নয়, অন্তত।

প্রায় আধাঘণ্টা আগে ওরা একটা সাইনকে পাশ কাটিয়ে আসে, যেটা বাবার মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাইনটায় লেখা ছিল : 'সাইডওয়াইন্ডার পাসে প্রবেশ'। বাবা বলল যে শীতের সময় স্নোপ্লাও এর শেষ গন্তব্যসীমা হচ্ছে এখানে। এরপরের রাস্তাগুলো অনেক খাড়া খাড়া, তাই বরফ ঠেলার গাড়িগুলো এখানে উঠতে পারে না।

এখন ওরা আরেকটা সাইনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

"এটায় কি লেখা, আম্মু?"

"এটায় লেখা 'ধীরগতির যানবাহন ডানদিকে' তারমানে আমাদের কথা বলেছে।"

"গাড়িটা আমাদের ঠিকই নিয়ে যেতে পারবে।" ড্যানি বলল।

"প্লীজ, ঈশ্বর," বলে মা নিজের তর্জনী আর মাঝের আঙুল দিয়ে ক্রসের সাইন বানাল। ড্যানি মায়ের স্যান্ডেল পরা পায়ের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল যে মা পায়ের আঙুল দিয়েও ক্রস বানিয়েছে। দেখে ওর মজা লাগল। মাও হাসল ওর দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ড্যানি জানত যে মায়ের দুশ্চিন্তা যায়নি।

রাস্তা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠেছে। জ্যাক গাড়ির গিয়ার বদলে প্রথমে থার্ড, তারপর সেকেন্ড গিয়ারে নিয়ে এল। গাড়ির ইঞ্জিন ক্যাঁচক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাল। ওয়েন্ডি শংকিত চোখে মিটারের দিকে তাকাল। গাড়ির স্পীড চল্লিশ থেকে প্রথমে ত্রিশ, তারপর বিশে এসে থামল।

"ফুয়েল পাম্প..."ও নীচু স্বরে শুরু করল।

"ফুয়েল পাম্প এখনও তিন মাইল টানতে পারবে।" জ্যাকের তরফ থেকে দ্রুত জবাব এল।

ওদের পাশ থেকে উঁচু পাথরের সারি সরে গেল, আর তার জায়গা নিয়ে নিল একটা খাড়া, গভীর উপত্যকা। উপত্যকার কিনারে লাইন দিয়ে পাইন গাছ নেমে গেছে, প্রায় একশ'-দেড়শ' ফিট নিচে। ওখানে ওয়েন্ডি একটা ছোট্ট ঝর্ণাও দেখতে পাচ্ছিল। পাহাড়গুলো অদ্ভুত সুন্দর, কিন্তু কঠোর। যেন ওদের সতর্ক করছে, এখানে কোন ভুল হলে নিস্তার নেই। ও নিজের ভেতর চাপা একধরণের শংকা অনুভব করল। সিয়েরা নেভাডার ওদিকে একদল অভিযাত্রী একবার পাহাড়ে আটকা পড়ে যায়। শেষে ওদের একজন আরেকজনকে খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। পাহাড়ে খুব বেশী ভুল করবার সুযোগ পাওয়া যায়না।

জ্যাক আবার গিয়ার বদলানোর সাথে সাথে গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে

উপরদিকে উঠতে লাগল। গাড়িটার ইঞ্জিন এখনও বেশ জোরে শব্দ করছিল।

"জানো," ওয়েন্ডি বলল, "আমি সাইডওয়াল্ডার পার করবার পর রাস্তায় বোধহয় সব মিলিয়ে পাঁচটা গাড়ি দেখেছি। তারমধ্যে একটা আবার ছিল হোটেলের লিমোসিন।"

জ্যাক মাথা নাড়ল। "ওটা ডেনভারের এয়ারপোর্টে যায়। এখনই হোটেলের পেছনে কয়েকটা জায়গা জমে গিয়েছে, ওয়াটসন বলল। কালকে নাকি আরও বেশী বরফ পড়বে। পাহাড় থেকে যারা নামতে চায় ওরা মেইন রোডটা ব্যাবহার করছে। ওই হারামজাদা আলম্যান হোটেলে থাকলেই হয়। আছে, নিশ্চয়ই।"

"তুমি কি শিওর যে আমাদের খাবারের কোন অভাব হবে না?" ওয়েন্ডির মাথায় তখনও সিয়েরা নেভাডার কথা ঘুরছে।

"ও তো তাই বলল। ও বলল যে হ্যালোরান তোমাকে খাবারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে। হ্যালোরান হচ্ছে হোটেলের বাবুর্চি।"

"ও।" ও আস্তে করে বলল, স্পীডোমিটারের দিকে চোখ রেখে। এখন গাড়ির স্পীড পনেরো মাইল থেকে দশ মাইলে এসে ঠেকেছে।

"ওই যে চূড়া।" জ্যাক বলল। ও হাত দিয়ে প্রায় তিনশ' গজ দুরের একটা জিনিসের দিকে ইশারা করছিল। "ওখানে একটা সুন্দর জায়গা আছে যেখান থেকে ওভারলুক হোটেল দেখা যায়। আমি রাস্তা থেকে সরে গাড়িটাকে একটু রেস্ট দিতে চাই।" ও ঘাড় বাঁকিয়ে ড্যানির দিকে তাকাল : "তুই কি বলিস, ডক? আমরা হয়তো হরিণও দেখতে পাবো।"

"দারুণ, বাবা!"

গাড়িটা কষ্ট করে উপরে উঠতে লাগল। স্পীডোমিটার এখন পাঁচ কিলোমিটারের ঘরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল।

(ওই সাইনটায় কি লেখা আম্মু? "সামনে সুন্দর দৃশ্য," মা কর্তব্যপূর্ণভাবে জবাব দিল)

জ্যাক ব্রেকে চাপ দিয়ে গিয়ার বদলে গাড়িকে নিউট্রালে নিয়ে এল।

"চল," ও বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

ওরা সবাই মিলে রেলিং এর কাছে গেল।

"এটার কথাই বলছিলাম," বলে জ্যাক হাত দিয়ে সামনে দেখাল।

ওয়েন্ডির মনে হল এতদিন যে বইয়ে পড়েছে প্রচণ্ড সুন্দর কিছু সামনে পড়লে মানুষের দম আটকে আসে এ কথাটা আসলে ভুল নয়। এক মুহূর্তের জন্যে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সামনের দৃশ্যটা দেখে। ওরা একটা চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওদের উল্টোদিকে-কতদুরে তা বলা অসম্ভব-আরেকটা বিশাল পাহাড় জেগে উঠেছে। সামনের পাহাড়টার চূড়া মেঘে ঢাকা পড়ে

গিয়েছে। নীচে ও প্যাঁচানো রাস্তা দিয়ে ঘেরা উপত্যকাটা দেখতে পাচ্ছিল, যেটা দিয়ে ওদের গাড়ি উঠে এসেছে এতক্ষণ। ও ভয়ে বেশীক্ষণ নীচের দিকে তাকাল না, ওর মনে হল যে ওদিকে তাকিয়ে থাকলে ওর মাথা ঘুরিয়ে বমি এসে যাবে। ওর কল্পনা এই পরিবেশে যেন লাগামহীন হয়ে গেল। ও চিন্তা করতে লাগল যে ও পড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া থেকে, প্রচণ্ড বাতাসে উড়ছে ওর চুল আর জামা, ওর শরীরের ঘূর্ণনের কারণে ওর চোখের সামনে ভাসছে একবার আকাশ, আর একবার পাথর। ওর চিৎকার ওর মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র হারিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বাতাসের জোরে...

ওয়েন্ডি জোর করে খাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে জ্যাক যেদিকে ইশারা করছে সেদিকে তাকাল। ও দেখতে পেল যে ওদিকে হাইওয়েটা পাহাড়কে পেঁচিয়ে উঠে গিয়েছে ওপর দিকে। প্রায় চূড়ার কাছাকাছি পাইন গাছের একটা ছোট্ট ঝাড় পাহাড়ের ধার বেয়ে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। তার একটু সামনে দেখা যাচ্ছে একটা সবুজ লন, আর তারপর দাঁড়িয়ে আছে এসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, ওভারলুক হোটেল। হোটেলটাকে দেখে ওয়েন্ডি আবার নিজের দম ফিরে পেল।

"ওহ্ জ্যাক, হোটেলটা কি সুন্দর!"

"হম্‌ম্, তা বটে," ও বলল। "আলম্যানের ধারণা যে এটা পুরো আমেরিকায় সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। আমি ওকে খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু এ ব্যাপারটায়...ড্যানি? ড্যানি, তোর কিছু হয় নি তো?"

ওয়েন্ডি দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল ড্যানি কোথায় তা দেখবার জন্যে। নিজের ছেলের ক্ষতির ভয় ওকে অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। ও ড্যানিকে দেখতে পেয়ে ওর দিকে ছুটে গেল। ড্যানি শক্ত করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর মুখ কাগজের মত সাদা, আর চোখ হোটেলের দিকে। ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি, জ্ঞান হারাবার আগে মানুষের চোখ যেমন হয়ে যায়।

ওয়েন্ডি ড্যানির পাশে বসে ওর দু'কাঁধে হাত রাখল। "ড্যানি, কি–"

জ্যাক ওর পাশে এসে দাঁড়াল। "তুই ঠিক আছিস, ডক?" ও ড্যানিকে ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিতেই ড্যানির দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল।

"আমি ঠিক আছি বাবা। কোন অসুবিধা নেই।"

"কি হয়েছিল, ড্যানি?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল। "তোমার কি মাথা ঘুরাচ্ছিল, সোনা?"

"না, আমি একটা জিনিস নিয়ে...চিন্তা করছিলাম। আমি তোমাদের ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি।" ও ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসা বাবা আর মার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিল। "হয়তো চোখে রোদ লেগেছে দেখেই এমন লাগছিল।"

"চল তোকে হোটেলে নিয়ে যাই। তোর একগ্লাস পানি খাওয়া দরকার।"

গাড়িটা চলতে শুরু করলে ড্যানি জানালা দিয়ে পাহাড়ী রাস্তাটার দিকে তাকাল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওভারলুক হোটেলও দেখা যাচ্ছিল। এই হোটেলটাকেই ও স্বপ্নে দেখেছে, বুম বুম শব্দে আর অন্ধকারে ঢাকা একটা জায়গা, যেখানে খুব চেনা একজন মানুষ ওকে অন্ধকারে ঢাকা একটা করিডোরে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। রেডরাম যাই হোক, সেটা এই হোটেলটার ভেতরেই আছে।

অধ্যায় ৯

ঘুরেফিরে দেখা

চওড়া, পুরনো দরজাগুলো দিয়ে ঢুকতেই ওরা দেখতে পেল যে আলম্যান ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ও জ্যাকের সাথে হাত মেলাল আর ঠাণ্ডা চোখে ওয়েন্ডির দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝোঁকাল। হয়তো ও খেয়াল করেছে যে ওয়েন্ডি ঢোকামাত্র সবার চোখ ঘুরে গিয়েছে ওর লম্বা সোনালী চুল আর নীল রং এর নেভী ড্রেসের দিকে। জামাটা ভদ্রতা বজায় রেখে হাটুর দু' ইঞ্চি ওপরেই থেমে গিয়েছে, কিন্তু ওটুকু দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ওর পা দু'টো সুন্দর।

শুধু ড্যানিকে দেখে মনে হল যে আলম্যান সত্যিই খুশি হয়েছে। ওয়েন্ডি এই ব্যাপারটা আগেও লক্ষ্য করেছে। যারা বাচ্চাদের সহ্য করতে পারে না তারাও ড্যানিকে দেখলে গলে যায়। আলম্যান একটু কোমড় ঝুঁকিয়ে ড্যানির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ড্যানি ভদ্রভাবে হাতটা ধরে ঝাঁকাল, ওর মুখে কোন হাসি দেখা দিল না।

"ড্যানি, আমার ছেলে," জ্যাক বলল। "আর আমার স্ত্রী, উইনিফ্রেড।"

"আপনাদের দু'জনকে দেখেই খুশি হলাম," আলম্যান বলল। "তোমার বয়স কত, ড্যানি?"

"পাঁচ বছর, স্যার।"

"স্যার, হম্‌ম্‌?" আলম্যান একটা সন্তুষ্ট হাসি দিয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল। "ও তো খুব ভদ্র ছেলে।"

"অবশ্যই," জ্যাক বলল।

"আর মিসেস টরেন্স," আলম্যান ওয়েন্ডির দিকেও একটু ঝুঁকল। এক মুহূর্তের জন্যে ওয়েন্ডি ব্যাজার হয়ে ভাবল যে আলম্যান ওর হাতে চুমু খেতে চায়। ও নিজের হাত একটু বাড়িয়ে দিল। আলম্যান হাতটা ধরল ঠিকই, কিন্তু তার বেশী আর কিছু করল না। আলম্যানের হাত ছোট, শুকনো আর মসৃণ। ওয়েন্ডির মনে হল যে ও হাতে পাউডার দিয়ে রাখে।

লবিতে প্রচুর ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। পুরনো আমলের উঁচু পিঠওয়ালা প্রায়

সবগুলো চেয়ারই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বেলবয়রা হাতে সুটকেস নিয়ে করিডরে আসা যাওয়া করছিল, আর ডেস্কে একটা লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছিল। ডেস্কে একটা বিরাট সাইজের পুরনো আমলের ক্যাশ রেজিস্টার রাখা। তার পেছনের দেয়ালে লাগানো আধুনিক ক্রেডিট কার্ডের পোস্টারগুলোকে বেমানান লাগছে।

ওদের ডানদিকে একটা একটা লম্বা, বন্ধ দরজার পাশে ছিল একটা ফায়ারপ্লেস, যেটাতে এখন আগুন জ্বলছে। তিনজন নান একটা সোফা নিয়ে ফায়ারপ্লেসটার এত কাছে বসে আছে যে দেখে মনে হচ্ছিল এখনই ওদের গায়ে আগুন লেগে যাবে। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প আর হাসাহাসি করতে করতে অপক্ষা করছে ডেস্কের লাইনটা একটু কমবার জন্যে। ওদের ব্যাগগুলো সোফার পাশে রাখা ছিল। ওদের দেখতে দেখতে ওয়েন্ডির নিজের ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠল। ওদের কারো বয়সই ষাটের কম হবে না।

চারপাশে মানুষের কথা বলার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। ডেস্কের বেলটা 'ডিং' করে বেজে উঠছে একটু পর পর। হোটেল ক্লার্কদের দ্রুত ডাক : "এর পরে কে আছেন?" এসব দেখে ওয়েন্ডির নিউ ইয়র্কে ওদের হানিমুনের কথা মনে পড়ে গেল। প্রথমবারের মত ওয়েন্ডির মনে হল যে ওদের হয়তো এটাই দরকার ছিল। শুধু ওরা তিনজন সারা দুনিয়া থেকে আলাদা তিন মাসের জন্যে। পারিবারিক হানিমুন। ও ড্যানির দিকে তাকিয়ে হাসল। ড্যানি চোখ বড় বড় করে সবকিছু দেখছিল। বাইরে আরেকটা লিমোসিন এসে দাঁড়াল, ধুসর রঙের।

"মৌসুমের শেষ দিন," আলম্যান বলছিল, "হোটেল বন্ধ করবার দিন। সবসময়ই এ দিনগুলো অনেক ব্যস্ত থাকে। আমি ভেবেছিলাম আপনারা তিনটার দিকে আসবেন, মি : টরেন্স।"

"গাড়িটা রাস্তায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে আমি একটু আগেই রওনা দিয়েছিলাম। পরে দেখলাম যে কিছু হয় নি।"

"খুব ভালো।" আলম্যান বলল। "আমি চাই একটু পরে আপনাদের এ জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাতে, আর হ্যালোরানও চায় খাবারের ব্যাপারটা নিয়ে মিসেস টরেন্সের সাথে কথা বলতে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে–"

একজন ক্লার্ক তাড়াহুড়ো করে আসতে যেয়ে প্রায় আলম্যানের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল :

"মি: আলম্যান–"

"কি ব্যাপার?"

"মিসেস ব্র্যান্ট," ক্লার্ক একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে মনে হল, "উনি

আমেরিকান এক্সপ্রেসের ক্রেডিট কার্ড ছাড়া আর কিছু দিয়ে বিল দিতে রাজী হচ্ছেন না। আমি ওনাকে বলেছি যে আমরা গত বছর থেকে আমেরিকান এক্সপ্রেস নেয়া বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু উনি..." ও থেমে টরেন্স পরিবারের দিকে চোখ বুলাল, তারপর আলম্যানের দিকে তাকাল। ও নিজের কাঁধ ঝাঁকাল।

"আমি দেখছি ব্যাপারটা।"

"ধন্যবাদ, মিঃ আলম্যান।" বলে ক্লার্ক নিজের ডেস্কে ফেরত গেল। ডেস্কটার সামনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে একটা ফার কোট আর পালকের চাদর। মহিলাকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হচ্ছিল।

"আমি ১৯৫৫ সাল থেকে ওভারলুক হোটেলে আসছি।" সে উঁচু গলায় তার সামনে বসা হাসিমুখের ক্লার্ককে বলল। "আমার দ্বিতীয় স্বামীর ওই জঘন্য রোকে কোর্টটায় স্ট্রোক হবার পরও আমি আসা বন্ধ করিনি। আর আমাকে কখনও...কখনও আমেরিকান এক্সপ্রেস বাদে অন্যকিছু ব্যাবহার করতে হয় নি। দরকার হলে তোমরা পুলিশ ডাকো! ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যাক! তাও আমি আমেরিকান এক্সপ্রেস ছাড়া অন্যকিছু দিতে রাজী হব না..."

"একটু শুনবেন?" মিঃ আলম্যান বলল।

ওরা দেখল যে আলম্যান যেয়ে শ্রদ্ধাশীল ভঙ্গিতে মহিলার কনুই ছুঁয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল সমস্যাটা কোথায় হয়েছে। মহিলা তার সমস্ত রাগ এবার আলম্যানের ওপর ঝাড়তে শুরু করল। আলম্যান সহানুভূতিভরে তার কথা শুনল, তারপর মাথা নেড়ে মিসেস ব্র্যান্টকে কি যেন একটা বলল। মিসেস ব্র্যান্ট বিজয়ী হাসি দিয়ে ক্লার্কের ব্যাজার চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন : "যাক, এ হোটেলে অন্তত একজনকে পেলাম যে একটা অসভ্য নয়।"

মহিলা আলম্যানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, আর আলম্যান তার কনুইয়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে তাকে অফিসের দিকে নিয়ে গেল। আলম্যান লম্বায় খুব বেশী হলে মহিলার ফার কোট পড়া কাঁধে পড়বে।

"বাব্বাহ্!" ওয়েন্ডি হাসতে হাসতে বলল। "লোকটা নিজের কাজ ভালোই জানে।"

"কিন্তু উনি তো আসলে মহিলাটাকে পছন্দ করেন না," ড্যানি সাথে সাথে জবাব দিল। "উনি শুধু পছন্দ করবার ভান করছিলেন।"

জ্যাক ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসি দিল। "আমি জানি, ডক। কিন্তু দুনিয়ায় কিছু কিছু জায়গায় তোষামোদ না করলে চলে না।"

"তোষামোদ মানে?"

"তোষামোদ হচ্ছে," ওয়েন্ডি ওকে বলল, "যখন তোমার বাবা আমাকে বলে যে আমার নতুন হলুদ জামাটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে, যদিও ওর আসলে

জামাটা ভালো লাগেনি অথবা যখন ও বলে যে আমার ওজন কমাবার দরকার নেই তখন।"

"ওহ। মানে মজার জন্যে মিথ্যা কথা বলা?"

"অনেকটা।"

ও অনেকক্ষণ মাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল। এখন ও বলল : "আম্মু, তুমি খুব সুন্দর।" মা আর বাবা যখন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল তখন ড্যানি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভ্রু কুঁচকাল।

"আলম্যান অবশ্য আমাকে কোনরকম তোষামোদ করে নি," জ্যাক বলল। "চল আমরা জানালার ওদিকে যাই। লবির মাঝখানে জিনসের জ্যাকেট পড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার অস্বস্তি লাগছে। বিশ্বাস কর, আমি ভেবেছিলাম হোটেল বন্ধের দিনে এত মানুষ থাকবে না।"

"তোমাকে দেখতে ভালো লাগছে," ওয়েন্ডি বলল, তারপর ওরা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। ওয়েন্ডি নিজের মুখে হাত চাপা দিল যাতে বেশী জোরে শব্দ না হয়। ড্যানি এখনও বুঝতে পারছিল না কি হয়েছে, কিন্তু ওর ভালো লাগছিল এটা দেখে যে বাবা আর মা আবার একজন আরেকজনকে ভালোবাসছে। ড্যানির মনে হল যে এই হোটেলটা মাকে অন্য কোন জায়গার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, যেখানে ওরা দু'জন খুশি ছিল। ও আশা করল যে মার হোটেলটাকে যতটা ভালো লেগেছে ওরও যাতে ততটাই ভালো লেগে যায়। ও বারবার মনে মনে নিজেকে বলছিল যে টনি ওকে যা দেখায় তা সবসময় সত্যি হয় না। ও সাবধানে থাকবে। রেডরাম শব্দটা আবার কোথায় দেখা দেয় তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কিন্তু ও বাবা মাকে কিচ্ছু বলবে না। কারণ অনেকদিন পর ওদের সত্যি সত্যি খুশি দেখাচ্ছিল, আর ওদের ভেতর কোন খারাপ চিন্তা ছিল না।

"এখানে দেখো।" জ্যাক বলল।

"ওহ্ কি সুন্দর ড্যানি এসে দেখে যাও!"

ড্যানির দেখে খুব একটা সুন্দর লাগল না। ও উঁচু জায়গা পছন্দ করে না, ওর মাথা ঘোরায়। বাইরে একটা পরিপাটি লন। লনটার একপাশে একটা ছোট্ট গলফ কোর্স দেখা যাচ্ছে, আর লনটা একদিকে ঢালু হয়ে একটা সুইমিং পুলের সাথে মিশেছে। "বন্ধ" লেখা একটা সাইন পুলটার পাশে দাঁড় করানো ছিল। "বন্ধ" সাইনটা ড্যানি নিজেই পড়তে পারে। "বন্ধ","পিজা", "প্রবেশ", "বাহির" এসব সাইন ও নিজের আয়ত্তে এনে ফেলেছে।

পুলের পরে একটা খোলামকুঁচি বেছানো রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। সে রাস্তার শেষে একটা সাইন লাগানো যেটা ড্যানি পড়তে পারছিল না।

"বাবা, 'রো-কে' মানে কি?"

"এক ধরণের খেলা," জ্যাক বলল। "অনেকটা ক্রোকে খেলার মত, শুধু অন্যরকম একটা মাঠে খেলতে হয় আর কয়রকটা নিয়ম আলাদা। রোকে অনেক পুরনো খেলা। মাঝে মাঝে এখানে টুর্নামেন্ট হয়।"

"ক্রোকেতে যেভাবে একটা হাতুড়ি দিয়ে মেরে মেরে বল এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এখানেও কি তাই?"

"হ্যা, তাই।" জ্যাক মাথা নাড়ল। "শুধু হাতুড়িটার হাতলটা একটু খাটো আর মাথাটার একদিক রাবারের আরেকদিক কাঠের।"

(বেরিয়ে আয়, হারামজাদা!)

জ্যাক তখনও কথা বলছিল : "তুই চাইলে আমি খেলাটা তোকে শেখাতে পারি।"

"হয়তো।" ড্যানির নিস্পৃহ উত্তরে ওর বাবা-মা একজন আরেকজনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। "মনে হয়না আমার খেলাটা বেশী ভালো লাগবে।"

"ডক, তোর যদি ভালো না লাগে তাহলে তোকে কেউ জোর করবে না, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা।"

"জন্তু-জানোযারগুলোকে তোমার ভালো লাগছে না?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল। "এটাকে বলে টপিয়ারি।" ওদের সামনে একটা বাগানও ছিল, যেটার ঝোপগুলোকে ছেঁটে পশুদের রুপ দেয়া হয়েছে। ড্যানি লক্ষ্য করল যে ওখানে একটা খরগোশ, কুকুর, গরু আর বড় বড় সিংহের আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

"ওই জন্তুগুলোকে দেখেই আঙ্কেল অ্যালের মাথায় আসে আমাকে এখানে চাকরি দেবার কথা," জ্যাক জানাল। "আমি কলেজে থাকতে একটা ল্যান্ডস্কেপিং কোম্পানির জন্যে কাজ করতাম। আমাদের কাজ ছিল মানুষের লন সুন্দর করে দেয়া আর টপিয়ারি বানানো। আমি একটা মহিলার জন্যে টপিয়ারি বানিয়ে দিয়েছিলাম।"

"ওনার বাগান কেমন ছিল বাবা? সুন্দর?"

"হ্যা, কিন্তু ওখানে পশুপাখির ডিজাইন ছিল না।" জ্যাক বলল। "ওনার বাগানে আমরা তাসের চিহ্নের মত ডিজাইন করে দিয়েছিলাম। একটা ঝোপ ইস্কাবনের মত, একটা রুহিতন, এরকম। কিন্তু ঝোপগুলো আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকে, বুঝলি–"

(ব্যাটা বাড়তেই থাকে, ওয়াটসন বলেছিল। না, ঝোপ নয়, বয়লার। আপনি যদি লক্ষ্য না রাখেন তাহলে ওটা ফেটে আপনাকে আর আপনার পরিবারকে চাঁদে পাঠিয়ে দেবে।)

ওরা দু'জন জ্যাকের দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

"বাবা?" ড্যানি প্রশ্ন করল।

ও চোখ পিটপিট করল ওদের দিকে তাকিয়ে, যেন অনেক দূর থেকে ও মাত্র ফিরে এসেছে। "ঝোপগুলো বাড়তেই থাকে ড্যানি, তাই মাঝে মাঝে আমার এসে ওদের ছাঁটতে হত। শীত আসার আগ পর্যন্ত এমন করতে হয়, কারণ শীতের সময় ঝোপগুলোর পাতা ঝরে যায়, তখন আর ছাঁটাছাঁটির কোন ব্যাপার নেই।"

"আরে, একটা খেলার জায়গাও আছে।" ওয়েন্ডি বলল। "আমার ছেলের কপাল ভালো।"

প্লেগ্রাউন্ডটা টপিয়ারির ঠিক পেছনেই। দু'টো দোলনার সেট, যেখানে নানা দৈর্ঘ্যের দোলনা ঝোলানো আছে, একটা ছোট কৃত্রিম জঙ্গল, জাঙ্গল জিম বলে ওটাকে, দু'টো স্লিপার আর ওভারলুক হোটেলের একটা ছোট মডেল খেলবার জায়গাটা দখল করে আছে।

"তোমার পছন্দ হয়েছে, ড্যানি?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল।

"খুব।" ও বলল। ড্যানি মনে মনে চাচ্ছিল যে ওর গলায় যাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পায়। "জায়গাটা দারুণ।"

খেলার জায়গার পরে হচ্ছে সাধারণ দেখতে একটা তারের বেড়া, তারপর ওরা যে লম্বা রাস্তাটা ধরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে সেটা, আর তারও পরে হচ্ছে গভীর উপত্যকা। ড্যানি 'একাকীত্ব' কথাটার মানে জানত না, কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ যদি ওকে শব্দটার অর্থ বলত তাহলে ও মেনে নিত যে এ জায়গাটার জন্যে এর চেয়ে মানানসই শব্দ আর নেই। আরও অনেক নীচে, কালো,লম্বা একটা ঘুমন্ত সাপের মত সাইডওয়াণ্ডারে যাবার রাস্তাটা শুয়ে আছে। এই রাস্তাটা সারা শীতকাল বন্ধ থাকবে। কথাটা মনে হতেই ড্যানির একটু অস্বস্তি হল। বাবা যখন ওর ঘাড়ে হাত রাখল তখন ও প্রায় চমকে উঠল।

"আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তোর জন্য পানি নিয়ে আসব, ডক। ওরা সবাই এখন একটু ব্যস্ত।"

"কোন অসুবিধা নেই, বাবা।"

মিসেস ব্র্যান্ট উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। তার কিছুক্ষণ পর দু'জন বেলবয় আটটা সুটকেস কোনমতে টানতে টানতে তার পিছে বেরিয়ে এল। ড্যানি জানালা দিয়ে দেখল যে ওরা বের হবার সময় মিলিটারির পোশাকের মত ধূসর উর্দি আর টুপি পরা একজন মানুষ ওনার গাড়িটা গেটের সামনে নিয়ে এল। ছেলেটা নেমে মহিলার দিকে একটু মাথা নত করল, তারপর গাড়ির ট্রাংক খুলে ছুটে গেল সুটকেস তুলতে সাহায্য করবার জন্যে।

ঠিক তখন মিসেস ব্র্যান্টের একটা চিন্তা ড্যানির কানে বেজে উঠল।

সাধারণত ড্যানি মানুষের ভীড় আছে এমন জায়গায় শুধু শোরগোল ছাড়া কিছু শুনতে পায় না, কিন্তু এখন ও পরিষ্কার শুনতে পেল মিসেস ব্র্যান্ট ভাবছেন :

(এই ছেলেটার সাথে শুতে পারলে মন্দ হত না)

বেলবয়দের মালামাল গাড়িতে তোলা দেখতে দেখতে ড্যানির ভ্রু কুঁচকে গেল। মহিলা উর্দি পরা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ছিল, যে সুটকেস ওঠাতে সাহায্য করছিল। মিসেস ব্র্যান্ট কেন ছেলেটার সাথে শুতে চান? একলা শুতে কি ওনার ভয় লাগে? ড্যানি এত ছোট, কিন্তু ও তো এখনই একলা শুতে পারে।

ছেলেটা কাজ শেষ করে গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে এল যাতে ও মহিলাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করতে পারে। ড্যানি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল মিসেস ব্র্যান্ট শোবার ব্যাপারে আর কোন কথা চিন্তা করেন কিনা বুঝবার জন্যে। কিন্তু উনি শুধু হেসে ছেলেটার হাতে এক ডলারের একটা নোট দিলেন টিপ হিসাবে। তার এক মুহূর্ত পরেই উনি গাড়িটাতে উঠে চলে গেলেন নিজের রাস্তায়।

ও একবার ভাবল যে মাকে জিজ্ঞেস করবে মিসেস ব্র্যান্ট ওই ছেলেটার সাথে শুতে চান কেন, তারপর সিদ্ধান্ত নিল যে না করাই ভালো। মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা প্রশ্নের জন্যে ওকে বিপদে পড়তে হয়েছে।

তাই ও সোফায় যেয়ে বসে পড়ল। ওর এটা দেখতে ভালো লাগছিল যে এখানে এসে বাবা আর মা বেশ খুশি হয়েছে, কিন্তু মাথা থেকে ও দুশ্চিন্তার মেঘটা সরাতে পারছিল না।

অধ্যায় ১০

হ্যালোরান

হোটেলের রাধুনীকে দেখে ওয়েন্ডি একটু হতাশ হল। এরকম অভিজাত হোটেলের রাঁধুনী যেমন হওয়া উচিত একদমই সেরকম নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, এরকম হোটেলে রাঁধুনী থাকে না, থাকে শেফ।ওয়েন্ডিকে রাঁধুনী বলা চলে, যখন ও নিজের রান্নাঘরে আগের দিনের বেঁচে যাওয়া খাবার দিয়ে ক্যাসারোল বানায় তখন। কিন্তু ওভারলুক একটা হোটেল যেটার খাবারের প্রশংসা বড় বড় ম্যাগাজিনেও ছাপা হয়েছে। এরকম হোটেলে যে রান্নার জাদুকর কাজ করে তার হওয়া উচিত খাটো, ফর্সা আর গোলগাল। তার ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ থাকবে, চোখ হবে গাঢ় রঙের আর কথায় ফ্রেঞ্চ টান থাকবে। তার ব্যাবহার হবে উগ্র আর বদমেজাজী।

হ্যালোরানের চোখ গাঢ় রঙের ঠিকই, কিন্তু আর কিছুই ওর সাথে মেলে না। ও হচ্ছে লম্বা, কৃষ্ণাঙ্গ একজন লোক যার কোঁকড়ানো চুলে সাদার ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। ওর কথায় আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের একটু টান আছে। লোকটা খুব হাসিখুশি, আর যখন হাসে তখন ওর দাঁত এত ধবধবে সাদা দেখায় যে সন্দেহ হয় আসলে ওগুলো নকল দাঁত কিনা। ওয়েন্ডির বাবার নকল দাঁত ছিল, যা সে প্রায়ই খেলাচ্ছলে ওয়েন্ডির সামনে মুখ থেকে বের করে দেখাত। কিন্তু বাবা এটা শুধু তখনই করত যখন মা বাসায় থাকত না, ওয়েন্ডির মনে পড়ল।

ড্যানি অবাক হয়ে এই বিশালাকৃতির মানুষটাকে দেখছিল। এটা লক্ষ্য করে হ্যালোরান ওকে দু'হাতে তুলে নিজের কনুই এর ফাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল : "তুমি নিশ্চয়ই পুরো শীতকাল এখানে কাটাতে চাও না।"

"হ্যা, আমি চাই।" ড্যানি একটা লাজুক হাসি দিয়ে জবাব দিল।

"না, তুমি আসলে চাও আমার সাথে সেইন্ট পিটার্সে এসে রান্না শিখতে আর সন্ধ্যাবেলা বীচে যেয়ে কাঁকড়া ধরতে, তাই না?"

ড্যানি হিহি করে হেসে মাথা নাড়ল, না, ও চায় না। হ্যালোরান ওকে নীচে নামিয়ে দিল।

"তুমি যদি আমার সাথে আসতে চাও," হ্যালোরান গম্ভীরভাবে বলল, "তাহলে তাড়াতাড়ি চল। আধাঘণ্টা পর আমি আমার গাড়িতে চেপে বসব। তার আড়াই ঘণ্টা পর আমি থাকবো ডেনভার, কলোরাডোর এয়ারপোর্টে। তার তিনঘণ্টার মধ্যে আমি গাড়ি ধরে চলে যাবো সেন্ট পিটার্সে, যেখানে পৌঁছেই আমি জামা বদলে বীচে নেমে যাবো আর যারা বরফে জমে যাচ্ছে তাদের ওপর খুব একচোট হাসব। বুঝেছ, খোকা?"

"জি।" ড্যানি হাসতে হাসতে বলল।

হ্যালোরান ঘুরে জ্যাক আর ওয়েন্ডির দিকে তাকাল। "খুব ভালো ছেলে ও।"

"আমাদেরও তাই মনে হয়।" জ্যাক ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "জ্যাক টরেন্স, আমার স্ত্রী উইনিফ্রেড। ড্যানির সাথে তো আপনার আগেই পরিচয় হয়েছে।"

"আর পরিচয় করে বেশ ভালোই লেগেছে। ম্যা'ম, আপনাকে কি বলে ডাকব, উইনি, না ফ্রেডি?"

"ওয়েন্ডি।" বলে ও মুচকি হাসল।

"বেশ। অন্য দু'টো নামের চেয়ে এটাই ভালো অবশ্য। এদিকে আসুন। আলম্যান বলেছে আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাতে, তাই আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।" তারপর ও আস্তে করে বলল, "আর তিনমাস ওর চেহারাটা দেখতে হবে না ভাবতেই ভালো লাগছে।"

হ্যালোরান ওদেরকে যে রান্নাঘরটা দেখাতে নিয়ে গেল তত বড় রান্নাঘর ওয়েন্ডি জীবনেও দেখে নি। আর পুরো কিচেনটা ঝকঝকে পরিষ্কার। রুমটা এত বড় যে দেখে ওয়েন্ডির ভয়ই হচ্ছিল। ও হ্যালোরানের পাশে হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল, আর জ্যাক, কি করবে খুঁজে না পেয়ে ড্যানির সাথে ওদের পেছন পেছন আসছিল। একপাশের একটা ওয়ালবোর্ডে সবধরণের ছুরি ঝোলানো, ফল কাটার ছোট্ট ছুরি থেকে শুরু করে কাঁচা মাংশ সাইজ করবার বিরাট ছুরি পর্যন্ত। রুটি কাটবার জন্যে যে কাঠের বোর্ডটা আছে ওটাই ওয়েন্ডির বাসার খাবারের টেবিলের সমান হবে। একটা দেয়াল পুরো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল নানা রকম স্টিলের বাটির আড়ালে।

"এখানে একলা এলে তো আমি হারিয়ে যাব।" ও বলল।

"আরে কোন চিন্তা করবেন না।" হ্যালোরান জবাব দিল। "সাইজে বড় হতে পারে, কিন্তু এটা একটা রান্নাঘর ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে বেশীরভাগ জিনিসই আপনার কখনও ব্যবহার করতে হবে না। শুধু সবকিছু পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করবেন, এটুকুই আমার অনুরোধ। আসেন, আপনাকে দেখাই কোন চুলাটা আপনার ব্যবহার করা উচিত। এখানে এটাই সবচেয়ে ছোট চুলা।"

সবচেয়ে ছোট, ওয়েন্ডি মনে মনে বলল। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে চুলাটায় বারোটা বার্নার, দু'টো ওভেন আর আরও নানারকম রান্নার ব্যাবস্থা রয়েছে। তার পাশাপাশি আছে নানারকম মিটার আর ডায়াল।

"এখানে সবকিছু গ্যাসে চলে।" হ্যালোরান বলল। "আপনি তো গ্যাস দিয়ে আগেও রান্না করেছেন। তাই না?"

"হ্যা..."

"আমি গ্যাসের অনেক বড় ভক্ত।" হ্যালোরান ঝুঁকে চুলার একটা ডায়াল ঘুরাতেই লাফ দিয়ে একটা নীল রঙের আগুন জ্বলে উঠল। ও ডায়ালটাকে অভিজ্ঞ হাতে ঘুরিয়ে আগুনটাকে আরও ছোট করে আনল। "কি ধরণের আগুন দিয়ে রান্না করছি এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। আপনি কি বুঝতে পারছেন কোন কোন ডায়াল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যায়?"

"হ্যা।"

"ওভেনের ডায়ালগুলোর গায়ে চিহ্ন দেয়া আছে যাতে সহজে খুঁজে বের করা যায়। আমি সাধারণত মাঝখানের ডায়ালটা ব্যাবহার করি, কারণ ওটা দিয়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে সোজা, কিন্তু আপনার যেটাতে সুবিধা হয় আপনি সেটাই ব্যাবহার করতে পারেন।"

হ্যালোরান বলতে লাগল : "এখানে খাবার কি কি আছে তার একটা লিস্ট আমি সিংকের পাশে রেখে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন?"

"এইযে পেয়েছি, আম্মু।" ড্যানি দু'টো কাগজ নিয়ে এল সিংকের কাছ থেকে।

"শাবাশ।" হ্যালোরান ওর কাছ থেকে কাগজগুলো নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। "তুমি শিওর তুমি আমার সাথে ফ্লোরিডা আসতে চাও না? ওখানে আমি তোমাকে চমৎকার শ্রিম্প ক্রেওল রান্না করা শিখিয়ে দেব।"

ড্যানি মুখে হাত চাপা দিয়ে হিহি করে আবার বাবার পাশে ছুটে গেল।

"এখানে যে পরিমাণে খাবার আছে তাতে আপনাদের তিনজনের প্রায় বছরখানেক চলে যাবার কথা।" হ্যালোরান বলল। "আমাদের এখানে একটা কোল্ড প্যান্ট্রি আছে, একটা শীতলঘর আছে, বাক্সের পর বাক্সে সবজি আছে আর দু'টো রেফ্রিজারেটর আছে। আসুন দেখাই।"

এর পরের দশ মিনিট ধরে হ্যালোরান একটার পর একটা দরজা খুলে খাবারের হিসাব দিতে লাগল। এত খাবার ওয়েন্ডি একসাথে কখনও দেখে নি। ওর আবার বরফে আটকা পড়া যাত্রীদলের কথা মনে পড়ে গেল। এত খাবার দেখে ও এই প্রথম ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারল। যখন বরফ পড়া শুরু করবে তখন ওরা সত্যি সত্যিই এখানে অনেকদিনের জন্যা আটকা পড়ে যাবে। এই বিশাল, অভিজাত হোটেলে বসে বসে রুপকথার চরিত্রের মত ওরা

দামী দামী খাবার খাবে আর বাইরে বাতাসের হা-হুতাশ শুনবে, কিন্তু বের হতে পারবে না।

ভারমন্টে থাকতে, যখন ড্যানির হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, (জ্যাক যখন ড্যানির হাত ভেঙ্গে ফেলেছিল) তখন ওয়েন্ডি হাসপাতালে ফোন করবার দশ মিনিটের মাঝে অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছিল। একইভাবে ওখানে পুলিশ অথবা দমকলকে ফোন দিলে ওরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হত। কিন্তু এখানে যদি ড্যানি একবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন কাকে ডাকা যাবে?

(হে ঈশ্বর কি ভয়ংকর একটা চিন্তা!)

যদি আগুন লেগে যায় তাহলে? যদি জ্যাক সিঁড়িতে পা পিছলে নিজের মাথা ফাটিয়ে-

(যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কি হবে? দুশ্চিন্তা বন্ধ কর, উইনিফ্রেড)

হ্যালোরান ওদেরকে শীতলঘরে নিয়ে গেল। ঘরটার ভেতর ওদের নিঃশ্বাসের সাথে বের হওয়া বাষ্প দেখে মনে হচ্ছিল কোন কমিক চরিত্রের কথা বলার বেলুন। এ ঘরে যেন শীতকাল এখনই এসে পড়েছে।

প্লাস্টিক ব্যাগে ডজন ডজন হ্যামবার্গার, ৩০ ক্যান হ্যাম, চল্লিশটা ছাল ছাড়ানো মুরগী, প্রচুর গরুর মাংশ আর ভেড়ার একটা আস্ত পা পুরো রুমটা দখল করে রেখেছে।

"তুমি ভেড়ার মাংশ পছন্দ কর, ডক?" হ্যালোরান হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

"খুব।" ড্যানি সাথে সাথে জবাব দিল। ও আগে কখনও ভেড়ার মাংশ খায়নি।

"জানতাম তোমার ভেড়ার মাংশ পছন্দ হবে। শীতের রাতে দুই স্লাইস ভেড়ার মাংশ আর মিন্ট জেলীর কোন তুলনা নেই। কিচেনে মিন্ট জেলীও পাবেন। ভেড়ার মাংশ পেট ঠাণ্ডা করে। শুধু খেতেই মজা নয়, আপনার শরীরের জন্যেও ভালো।"

ওদের পেছন থেকে জ্যাক কৌতুহলী স্বরে প্রশ্ন করল, "আপনি জানলেন কিভাবে যে আমরা ওকে ডক বলে ডাকি?"

হ্যালোরান ঘুরে দাঁড়াল। "জি?"

"ড্যানি : আমরা ওকে আদর করে ডক বলে ডাকি। বাগস বানি কার্টুনের মত।"

"ওকে দেখলেই মনে হয় যে ওর নাম ডক হওয়া উচিত, তাই না?" বলে হ্যালোরান নাকী গলায় বাগস বানির মত করে বলল : "ওয়াট্স আপ, ডক?"

ড্যানি আবার হেসে ফেলল আর তারপর হ্যালোরান ওকে বলল

(তুমি আসলেই ফ্লোরিডা যেতে চাও না, ডক?)

পরিষ্কার। ড্যানি প্রত্যেকটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। ও মুখ তুলে হ্যালোরানের দিকে তাকাল, একটু ভয়ে ভয়ে। হ্যালোরান ওর দিকে চোখ টিপ মেরে আবার ঘুরে খাবারের দিকে তাকাল।

ওয়েন্ডি হ্যালোরানের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ড্যানির ওপর রাখল। ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল যে ওদের দু'জনের মধ্যে গোপনে কোন কথা হয়েছে।

"এখানে আপনি পাবেন বিশ প্যাকেট সসেজ, বিশ প্যাকেট বেকন।" হ্যালোরান বলল। "আর এই ড্রয়ারে পাবেন বিশ পাউন্ড মাখন।"

"খাঁটি মাখন?"

"১০০% খাঁটি।"

"আমি শেষ খাঁটি মাখন খেয়েছি বোধহয় বাচ্চা থাকতে, যখন নিউ হ্যাম্পশায়ারে থাকতাম।"

"এখানে এত আছে যে আপনি তিন মাস টানা খেলেও শেষ করতে পারবেন না।" হ্যালোরান বলে হাহা করে হাসল। "এখানে পাঁউরুটি আছে পঞ্চাশ লোফ, আর যদি এর বেশী প্রয়োজন হয় তাহলে প্রচুর ময়দাও কিচেনে পাবেন। ফ্রিজে রাখা পাঁউরুটির চেয়ে ফ্রেশ জিনিস খাওয়াই ভালো, কি বলেন?"

"এখানে পাবেন মাছ। মাছ খেলে বুদ্ধি বাড়ে, তাই না, ডক?"

"আসলেই, আম্মু?"

"মিঃ হ্যালোরানের তো মিথ্যা কথা বলবার কথা নয়, সোনা।" ওয়েন্ডি হাসল।

ড্যানি নাক কুঁচকাল। "আমার মাছ খেতে ভালো লাগে না।"

"উহুঁ," হ্যালোরান বলল। "তারচেয়ে তোমার বলা উচিত এখনও এমন কোন মাছ তুমি খাও নি যেটা তোমার ভালো লেগেছে। এ মাছগুলো তোমার ভালো লাগবেই। পাঁচ পাউন্ড রেইনবো ট্রাউট, দশ পাউন্ড টারবট, পনের ক্যান টুনা মাছ–"

"ও হ্যা, টুনা মাছ খেতে আমি পছন্দ করি।"

"আর চমৎকার পাঁচ পাউন্ড সোলমাছ। খোকা, সামনের গ্রীষ্মকাল আসতে আসতে বুঝবে যে আমি তোমার কত বড় উপকার করেছি। বলবে যে আপনি আসলে ঠিকই বলেছিলেন মিঃ–" হ্যালোরান এমনভাবে তুড়ি বাজালো যেন ও কিছু মনে করার চেষ্টা করছে, "আমার নামটা যেন কি? মাত্র মনে পড়ল, এখন আবার ভুলে গেলাম।"

"মিঃ হ্যালোরান," ড্যানি হাসতে হাসতে বলল, "আপনার বন্ধুরা আপনাকে ডিক বলে ডাকে।"

"আর তুমি যেহেতু আমার বন্ধু, তুমি আমাকে ডিক বলে ডাকতে পারো। আর বন্ধুরা একজন আরেকজনকে আপনি বলে ডাকে না, তাই এখন থেকে 'তুমি', ঠিক আছে?"

হ্যালোরানের পিছে পিছে রুমের কোণার দিকে যাবার সময় জ্যাক আর ওয়েন্ডি একজন আরেকজনের সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। হ্যালোরান কি আগে ওদেরকে নিজের ডাকনাম বলেছিল?

"আর এটা আমার তরফ থেকে একটা উপহার হিসাবে ধরে নিতে পারেন।" হ্যালোরান বলল। "আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।"

"আপনার শুধু শুধু এত কষ্ট করবার কি দরকার ছিল?" ওয়েন্ডি বলল। ওর আসলেই ভালো লেগেছে। হ্যালোরান ওদেরকে একটা বিশ পাউন্ডের ছেলা তিতির পাখি দেখাচ্ছিল, যেটার গায়ে লাল রঙের রিবন দিয়ে একটা প্যাঁচ লাগানো হয়েছে, জন্মদিনের গিফটের মত।

"থ্যাংকসগিভিং এর দিন তিতিরের রোস্ট থাকতেই হবে ওয়েন্ডি।" হ্যালোরান গম্ভীর গলায় বলল। "এখন চল সবার নিউমোনিয়া হবার আগে এখান থেকে বেরনো যাক, ঠিক না, ডক?"

"ঠিক!"

প্যান্ট্রির খাদ্যভান্ডার অবশ্য এখানেই শেষ নয়। আরও আছে প্রায় একশ' বক্সের মত গুঁড়ো দুধ (যদিও হ্যালোরান ওদের গম্ভীরভাবে জানাল যে বাচ্চার জন্যে সাইডয়াইন্ডার থেকে ফ্রেশ দুধ নিয়ে আসাই ভালো), চিনি ম্যাকারনি, স্প্যাগেটি, ফলমুল, আরও হাজাররকমের খাদদ্রব্য।

"বাব্বা," বেরিয়ে আসতে আসতে ওয়েন্ডি বলল। এক সপ্তাহ চালাবার জন্যে ওর মাত্র তিরিশ ডলারের খাবার কিনলেই হয়। এত খাবার একসাথে দেখে ওর মাথা ঘুরছিল।

"আমার একটু দেরী হয়ে যাচ্ছে," হ্যালোরান ঘড়ি দেখে বলল। "আপনি নিজের সুবিধামত বাকি ক্যাবিনেটগুলো দেখে নিয়েন, কেমন? আপনাকে এখনও যা যা দেখানো হয় নি তার মধ্যে আছে কন্ডেন্সড মিল্ক, কলা, ঈস্ট, পাই, বেকিং সোডা–"

"হয়েছে,হয়েছে।" ওয়েন্ডি হাসতে হাসতে এক হাত তুলল। "আমার জীবনেও সবকিছু মনে থাকবে না। কিচেনটা চমৎকার, আর আমি কথা দিচ্ছি যে আমি সবকিছু পরিষ্কার রাখব।"

"আমি এর চেয়ে বেশী কিছু চাই না।" বলে হ্যালোরান জ্যাকের দিকে ঘুরল। "মিঃ আলম্যান কি আপনাকে ইঁদুরের উৎপাতের কথা বলেছে?"

জ্যাক দাঁত বের করে হাসল। "মিঃ আলম্যান বলেছে যে চিলেকোঠায় ইঁদুর থাকতে পারে, আর মিঃ ওয়াটসন বলেছে যে বেসমেন্টেও ইঁদুরের বাসা

থাকতে পারে। নীচে দেখলাম প্রায় দুই টনের মত কাগজ আছে, কিন্তু দেখে মনে হল না সেগুলোর কোনটাকে ইঁদুর দাঁতে কেটেছে।"

"আহ্ ওয়াটসন," হ্যালোরান নকল দুঃখ নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আর কাউকে কখনও এত মুখ খারাপ করতে দেখেছেন?"

"উনি একটা ক্যারেক্টার বটে।" জ্যাক বলল। নিজের বাবার চেয়ে বেশী মুখ খারাপ কারও সাথে এখনও ওর পরিচয় হয় নি।

"ব্যাপারটা ভাবলে খারাপই লাগে," ওদেরকে ডাইনিং রুমে আবার লম্বা দরজাগুলোর দিকে নিয়ে যেতে যেতে হ্যালোরান বলল। "ওদের পরিবার আগে ভালোই ধনী ছিল। ওয়াটসনের পরদাদা অথবা পরদাদার বাবা-আমার ঠিক মনে নেই কোনজন-এই হোটেলটা বানায়।"

"হ্যা, আমিও তাই শুনলাম।" জ্যাক উত্তর দিল।

"পরে কি হল?" ওয়েন্ডির প্রশ্ন।

"ওরা বেশীদিন সম্পত্তি ধরে রাখতে পারে নি," হ্যালোরান বলল। "আপনি যদি সুযোগ দেন তাহলে ওয়াটসন দিনে দু'বার করে আপনাকে গল্পটা শোনাবে। এই জায়গাটায় ওয়াটসনের পরিবারের সাথে কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ওয়াটসনের বাবার দুই ছেলের মধ্যে একজন এখানেই ঘোড়া চালাতে যেয়ে একটা দুর্ঘটনায় মারা যায় যখন হোটেলটা বানানো হচ্ছিল। ১৯০৮-০৯ সালের ঘটনা। তারপর বুড়ো মানুষটার বৌ ফ্লুতে মারা যায়। পরে ও আর ওর ছোট ছেলেকে হোটেলের কেয়ারটেকার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। সেই হোটেলেই যেটা ওনার পূর্বপুরুষ বানিয়েছিল।"

"আসলেই ব্যাপারটা দুঃখের।" ওয়েন্ডি বলল।

"পরে ওনার কি হল? ওয়াটসনের বাবার?" জ্যাক জানতে চাইল।

"ভুলে একটা ইলেকট্রিক সকেটে আঙুল ঢুকাবার ফলে শক লেগে মারা যান।"হ্যালোরান জবাব দিল। "এটা ১৯৩০ এর দিকে, যারপরে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে হোটেলটা দশ বছরের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।"

"যাই হোক, জ্যাক...তুমি এবং তোমার স্ত্রী যদি একটু খেয়াল রাখো যে কিচেনেও ইঁদুরের উৎপাত শুরু হয়েছে কিনা তাহলে ভালো হয়।" হ্যালোরান যে কখন আপনি থেকে তুমিতে চলে গেছে ওরা বুঝতেই পারে নি। যদিও ওরা দু'জন কিছু মনে করল না। হ্যালোরান ওদের দু'জনের চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই হবে। "যদি ইঁদুর দেখতে পাও তাহলে ওদের ধরার জন্যে ফাঁদ ব্যাবহার করবে, বিষ নয়।"

জ্যাক চোখের পাতা ফেলল। "অবশ্যই। কোন গাধা কিচেনে বিষ দেয়ার কথা চিন্তা করবে?"

হ্যালোরান একটা তিক্ত হাসি দিল। "মি.আলম্যান, আর কে? গত

শীতের সময় যখন ওনার মাথায় প্রথম এ বুদ্ধিটা খেলে তখন আমি শোনার সাথে সাথে বলেছিলাম : মিঃ আলম্যান, ধরুন গ্রীষ্মকালে যখন আবার হোটেল খুলবে, তখন ওপেনিং নাইটে যে ভোজ হয় সেখানে আমি স্যামন মাছের একটা চমৎকার রান্না পরিবেশন করলাম। কিন্তু তার কিছুদিন পর আপনার কাছে ডাক্তার এসে অভিযোগ দিল, আলম্যান তুমি এখানে করছটা কি? আমেরিকার সবচেয়ে ধনী লোকজনকে ডেকে ডেকে এনে ইঁদুরের বিষ খাওয়াচ্ছ? ওদের সবার তো পেট খারাপ করেছে।"

জ্যাক হাসিতে ফেটে পড়ল। "শুনে আলম্যান কি বলে?"

হ্যালোরান এমনভাবে জিভ দিয়ে নিজের গালের ভেতরটা পরখ করল যেন ওখানে খাবার লেগে আছে। "আলম্যান বলে : ফাঁদ কিনে নিয়ে আসো, হ্যালোরান।"

এইবার ওরা সবাই হেসে উঠল, এমনকি ড্যানিও, যদিও ও ঠিক বুঝতে পারে নি যে ওরা কি নিয়ে হাসছে। শুধু এটুকু বোঝা গেছে হাসাহাসি হচ্ছে আলম্যানকে নিয়ে, যে নিজেকে সবজান্তা মনে করলেও আসলে সে একটা বোকা।

ওরা সবাই ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল। এখন ওখানে কেউ নেই। রুমটার একপাশে দেয়ালজোড়া কাঁচের জানালা, যেটা দিয়ে বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এখানে গোছানোর কাজ প্রায় শেষ। সব টেবিলগুলোকে স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে, আর লম্বা কার্পেটটাকে গুটিয়ে একপাশের দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে ও রুমটাকে পাহাড়া দিচ্ছে।

চওড়া রুমটার অন্যপ্রান্তে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। পুরনো আমলের ওয়েস্টার্ন সিনেমায় যেমন দরজা দেখা যায়, যেগুলোত্র ছোট দু'টো বাদুড়ের ডানার মত কাঠের পাল্লা থাকে সেরকম। দরজাগুলোর ওপরে একটা ঝলমলে সাইন লাগানো : দ্যা কলোরাডো লাউঞ্জ।

জ্যাকের দৃষ্টি অনুসরণ করে হ্যালোরান বলল, "যদি আপনার মদ খাবার ইচ্ছা থাকে তাহলে আশা করি নিজের স্টক নিয়ে এসেছেন। লাউঞ্জে এখন আর কিছুই নেই। গতকাল রাতে কর্মচারীদের পার্টি ছিল, সবাই মিলে হোটেলের মদ সাফ করে ফেলেছে। আজকে সবাই মাথাব্যাথা নিয়ে ঘুরছে, এমনকি আমিও।"

"আমি মদ খাই না।" জ্যাক ছোট্ট করে বলল। ওরা লবিতে পৌঁছে গিয়েছে।

লবির ভীড় এখন আর নেই বললেই চলে। এখন এ জায়গাটাও থমথমে হয়ে গিয়েছে। আমাদের এ পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত, জ্যাক

ভাবল। এখন থেকে পুরো হোটেলটাই এমন নীরব থাকবে। সোফায় যে নানরা বসা ছিল তাদেরও আর দেখা যাচ্ছে না। ওয়েন্ডি দেখল যে পার্কিং লটে আর মাত্র ডজনখানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ও মনে মনে বলল আমাদেরও হোটেলের অতিথিদের দলে সামিল হয়ে গাড়িতে চেপে এখান থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়া উচিত।

জ্যাক চারদিকে তাকিয়ে আলম্যানকে খুঁজছিল, কিন্তু আলম্যান লবিতে ছিল না।

ছাই রঙের চুলওয়ালা একজন যুবতী মেইড এগিয়ে এল ওদের দিকে। "তোমার মালপত্র বাইরে রাখা আছে, ডিক।"

"ধন্যবাদ স্যালি।" হ্যালোরান ওর কপালে একটা ছোট্ট চুমু দিল। "আশা করি তোমার ছুটিটা ভালো যাবে। শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে করছ।"

হ্যালোরান ঘুরে টরেন্সদের দিকে তাকাল। স্যালি নিতম্ব দুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

"প্লেন ধরতে চাইলে আমার তাড়াতাড়ি করতে হবে," হ্যালোরান বলল। "আশা করি তোমাদের কোন অসুবিধা হবেনা।"

"ধন্যবাদ।" জ্যাক বলল।

"আমি আপনার কিচেনের সবকিছু ঠিকঠাক রাখব।" ওয়েন্ডি আবার কথা দিল। "আশা করি ফ্লোরিডায় আপনার ছুটি ভালোই কাটবে।"

"তোমার কথা যেন সত্যি হয়।" হ্যালোরান দাঁত বের করে হাসল। ও হাঁটুর ওপর হাত রেখে ঝুঁকে ড্যানিকে বলল, "এই তোমার লাস্ট চান্স। আসবে আমার সাথে?"

"না মনে হয়।" ড্যানি হাসতে হাসতে বলল।

"ঠিক আছে। তুমি কি আমার ব্যাগগুলো গাড়িতে তুলতে সাহায্য করবে?"

"যদি আম্মু অনুমতি দেয়।"

"ঠিক আছে যাও, কিন্তু এক শর্তে।" ওয়েন্ডি জ্যাকের দিকে এগিয়ে এল। "বাইরে গেলে জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম লাগিয়ে রাখবে।"

কিন্তু ও হাত দেবার আগেই হ্যালোরান এসে মসৃণভাবে ড্যানির জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম লাগিয়ে দিল।

"ওকে একটু পরেই ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" হ্যালোরান বলল।

"বেশ।" ওয়েন্ডি বলে হ্যালোরান আর ড্যানির পিছে পিছে দরজা পযন্ত গেল।

জ্যাক এখনও আলম্যানকে খুঁজছিল। ডেস্কে ওভারলুকের শেষ কয়েকজন অতিথি চেক আউট করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

অধ্যায় ১১

জ্যোতি

দরজার ঠিক সামনেই পোর্চে চারটা ব্যাগ স্তূপ করে রাখা। তাদের মধ্যে তিনটা বিশাল সাইজের নকল কুমীরের চামড়ার সুটকেস। আর একটা মাঝারী সাইজের ব্যাগ।

"তুমি ওই বাগটাকে সামলাতে পারবে না?" বলতে বলতে হ্যালোরান দু'টো সুটকেস দু'হাতে নিয়ে নিল আর তিন নম্বরটা বগলদাবা করল।

"হ্যা," বলে ড্যানি দু'হাতে ব্যাগটা তুলে হ্যালোরানের পিছে পিছে উঠানের সিঁড়ি দিয়ে নামল। ও চেহারা শক্ত করে রাখল যাতে বোঝা না যায় যে ব্যাগটা তুলতে ওর কষ্ট হচ্ছে।

এখন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা দমকা হাওয়া মুখে লাগতে ড্যানি চোখ কুঁচকে ছোট ছোট করে ফেলল। উঠানে কিছু মরা পাতা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই দৃশ্যটা দেখে ড্যানির এখানে আসার আগের রাতের কথা মনে পড়ে গেল। যেদিন রাতে ওর ,মনে হয়েছিল যে টনি ওকে নিষেধ করছে, যাতে ও এখানে না আসে।

হ্যালোরান সুটকেসগুলো একটা প্লাইমাউথ ফিউরির সামনে এনে রাখল। "এই গাড়িটা তেমন সুবিধের নয়।" ও স্বীকার করল। "আমার আসল গাড়িটা আমার জন্যে ফ্লোরিডায় অপেক্ষা করছে। ১৯৫০ সালের একটা ক্যাডিলাক। দেখেছ কখনও? এত চমৎকার গাড়ি আজকাল আর বানানো হয়না। আমি গাড়িটাকে ফ্লোরিডায় রাখি কারণ ওটা পাহাড়ে চরার গাড়ি নয়। তোমার কি ব্যাগটা সামলাতে কষ্ট হচ্ছে?"

"না, স্যার।" ড্যানি শেষের দশ-বারো কদম কোনরকমে মুখ না বিকৃত করে এসে ব্যাগটা রেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"গুড বয়।" হ্যালোরান বলল। ও নিজের জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চাবি বের করে গাড়ির ট্রাংকটা খুলে ব্যাগ ভেতরে রাখতে লাগল। "তোমার ভেতর জ্যোতি আছে ছেলে। আমি সারা জীবনে আর কাউকে আমি এত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে দেখি নি, আর আমার বয়স প্রায় ষাট বছর।"

"জি?"

"তোমার মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে।" হ্যালোরান ওর দিকে ঘুরে বলল। "আমি এটাকে বলি জ্যোতি, বা শাইনিং। আমার দাদীও তাই বলতেন, যখন উনি বেঁচে ছিলেন। আমরা কিচেনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতাম, কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুত না।"

"সত্যি?"

হ্যালোরান ড্যানির কৌতূহলী, প্রায় ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দেখে হাসল। "এসে আমার গাড়িতে কয়েক মিনিটের জন্যে বস। তোমার সাথে আমার কথা আছে।" বলে ও দড়াম করে ট্রাংকটা বন্ধ করে দিল।

ওদিকে ওভারলুক হোটেলের লবি থেকে ওয়েন্ডি টরেন্স দেখছিল যে ওর ছেলে হ্যালোরানের গাড়িতে উঠছে। ঠাণ্ডা একটা ভয় ওয়েন্ডির মনে চেপে বসল। ওর একবার মনে হল যে ওর যেয়ে জ্যাককে বলা উচিত যে হ্যালোরান আসলেই ড্যানিকে হ্যালোরান ফ্লোরিডা নিয়ে যাচ্ছে। ওদের ছেলেকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে! কিন্তু গাড়িটা ওখান থেকে নড়ল না। ও ড্রাইভারের সীটে হ্যালোরানকে দেখতে পেল, আর তার পাশের সীটে ড্যানির মাথার ছায়া দেখা যাচ্ছে। এতদুর থেকেও ওয়েন্ডি বুঝতে পারল যে ড্যানি একটা বিশেষ ভঙ্গিতে হ্যালোরানের দিকে তাকিয়ে আছে। ও এমনভাবে তাকায় যখন ও গভীর মনোযোগ দিয়ে কোন কিছু দেখছে বা শুনছে। জ্যাক, যে এখনও মি.আলম্যানকে খুঁজছে, ব্যাপারটা খেয়াল করে নি। ওয়েন্ডি কোন কথা বলল না। তবে মনে মনে ওর শংকা হচ্ছিল। হ্যালোরান ড্যানিকে কি এমন বলছে যে ওর এত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে?

গাড়ির ভেতর হ্যালোরান বলছিল : "তুমি কি ভেবেছিলে একা তোমার সাথেই এমন হয়?"

ড্যানি, যে আসলেই তাই ভেবেছিল, মাথা ঝাঁকাল। "শুধু আমার মধ্যেই কি আপনি এমন আলো দেখেছেন?"

হ্যালোরান হেসে মাথা নাড়ল। "না খোকা, কিন্তু তোমার মত উজ্জ্বল আর কাউকে দেখি নি।"

"এমন কি আরও অনেকেই আছে?"

"না, অনেক নেই," হ্যালোরান বলল। "কিন্তু মাঝে মাঝে এমন মানুষের সাথে দেখা হয়ে যায়। অনেকে নিজেরাও জানে না যে তাদের মাঝে জ্যোতি আছে। কিন্তু ওরা অনেককিছু আগে থেকে বুঝতে পারে। ঠিক যেদিন বউয়ের একটু শরীর খারাপ লাগছে সেদিন ফুল নিয়ে যায়, যেসব পরীক্ষার জন্যে পড়েনি সেসব পরীক্ষাতেও ভালো করে, একটা রুমে পা ফেললেই বুঝতে পারে যে রুমের অন্যান্যদের মনের অবস্থা কিরকম। এরকম প্রায় পঞ্চাশ-ষাট

জনকে আমি দেখেছি। কিন্তু আমার দেখা খুব বেশী হলে এক ডজন মানুষ জানতো যে ওদের মাঝে জ্যোতি আছে।"

"ওয়াও।" ড্যানি কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল: "আপনি কি মিসেস ব্র্যান্টকে চেনেন?"

"ব্র্যান্ট?" হ্যালোরান ভ্রু কুঁচকাল। "কেন, কি হয়েছে? ওর মধ্যে কোন জ্যোতি নেই। ও শুধু তিন-চারবার নিজের ডিনার ফেরত পাঠায়, রান্না ভালো হয় নি বলে।"

"আমি জানি," ড্যানি সরলভাবে বলল। "কিন্তু আপনি কি ধূসর জামা পরা ওই লোকটাকে চেনেন যে গাড়ি নিয়ে আসে?"

"মাইক? হ্যা আমি ওকে চিনি। কেন, কি হয়েছে?"

"মিঃ হ্যালোরান, মিসেস ব্র্যান্ট ওর সাথে ঘুমাতে চায় কেন?"

"মানে?"

"উনি যখন মাইককে দেখছিলেন, তখন ভাবছিলেন, এই ছেলেটার সাথে শুতে পারলে মন্দ হত না আর আমি বুঝিনি যে–"

কিন্তু এর চেয়ে বেশী ও আর বলার সুযোগ পেল না। হ্যালোরান তার আগেই হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর শরীর দুলতে লাগল হাসির দমকে, আর ওর ভারী গলার হাসি সারা গাড়িতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ড্যানিও হাসল, কিন্তু ও বুঝতে পারছিল না কি হয়েছে। শেষপর্যন্ত হ্যালোরানের হাসি থামল। ও নিজের পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে নিজের চোখ মুছল।

"খোকা," ও বলল, "আর কিছুদিন পরেই তুমি বুঝে যাবে মানুষ এসব কথা কেন বলে।"

"কিন্তু মিসেস ব্র্যান্ট–"

"ওকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। আর তোমার মাকে যেয়ে এ কথাটা জিজ্ঞেস কোর না, তাহলে ও রাগ করবে। বুঝতে পেরেছ?"

"বুঝেছি।" ড্যানি বেশ ভালো করেই বুঝেছে। এমন কথা মাকে জিজ্ঞেস করে ওর আগেও বিপদে পড়তে হয়েছে।

"মিসেস ব্র্যান্ট হচ্ছে একটা নোংরা মহিলা যার মাঝে মাঝে চুলকানি ওঠে, আপাতত তোমার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট।" ও ড্যানির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, "তুমি কত জোরে চিন্তা পাঠাতে পারো, ড্যানি?"

"কি?"

"তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার মাথায় একটা চিন্তা পাঠাবার চেষ্টা কর। আমি দেখতে চাই আমি যতটুকু ভাবছি তোমার ক্ষমতা অতদুর পর্যন্ত যায় কিনা।"

"আমার কি ধরণের চিন্তা পাঠানো উচিত?"

"যেকোন কিছু। শুধু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করবে।"

"ঠিক আছে।" ড্যানি বলল। ও এক মিনিট ভাবল, তারপর নিজের মনের সব শক্তি একত্র করে ছুঁড়ে দেবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করল। ও আগে কখনও এরকম কিছু করে নি, আর শেষ মুহূর্তে ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে বাধা দিল। ও নিজের পুরো ক্ষমতা ব্যাবহার না করে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখল। ও হ্যালোরানকে ব্যাথা দিতে চায় না। তারপরেও চিন্তাটা তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল ওর ভেতর থেকে, প্রচণ্ড বেগে একটা বেসবল চুঁড়ে মারবার মত।

চিন্তাটা হচ্ছে :

(!!!কেমন আছো, ডিক!!!)

হ্যালোরানের মুখ কুঁচকে গেল, আর ওর শরীর ঝটকা খেল পেছন দিকে। কট্ করে ওর দাঁতের পাটিগুলো বাড়ি খেল একটা আরেকটার সাথে, আর ওর নীচের ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ল রক্তের সরু ধারা। ওর হাত দু'টো আপনাআপনি লাফ দিয়ে বুকের কাছে চলে এল, তারপর আবার ফিরে গেল উরুর ওপর। কিছুক্ষণ ও নিজের চোখের পাতা পিটপিট করল। এসব দেখে ড্যানি ভয় পেয়ে গেল।

"মিঃ হ্যালোরান? ডিক? আপনি কি ঠিক আছেন?"

"আমি জানি না," বলে মিঃ হ্যালোরান দূর্বলভাবে হাসল। "আমি সত্যি জানি না। আমি যা ভেবেছিলাম তোমার ক্ষমতা তার চেয়েও অনেক বেশী, ড্যানি।"

"সরি," ড্যানি বলল। ওর এখন আরও বেশী ভয় লাগছে। "আমি কি বাবাকে ডেকে আনব? আমি এখনই দৌড়ে বাবাকে নিয়ে আসছি।"

"না না, আমি এখনই ঠিক হয়ে যাব। তুমি এখানেই থাকো ড্যানি। আমার মাথা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, আর কিছু নয়।"

"আমি কিন্তু আমার পুরো শক্তি দিয়ে চিন্তা করিনি।" ড্যানি স্বীকার করল। "শেষে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"আমার কপাল ভালো যে করনি...নয়তো আমার মগজ গলে কান দিয়ে বেরিয়ে যেত।" হ্যালোরান ড্যানি মুখে শংকার ছাপ দেখে হাসল। "আরে কিছু হয় নি। তোমার কেমন লেগেছে?"

"মনে হচ্ছিল আমি অনেক জোরে একটা বেসবল ছুঁড়ছি।" ও দ্রুত জবাব দিল।

"তুমি কি বেসবল পছন্দ কর নাকি?" হ্যালোরান নিজের কপালের দু'পাশে আঙুল ঘসতে ঘসতে প্রশ্ন করল।

"আমি আর বাবা দু'জনেই এঞ্জেলস দলটার ভক্ত।" ড্যানি বলল। "আমি ছোটবেলায় বাবার সাথে একটা খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। আমি একদম

ছোট্ট ছিলাম তখন, আর বাবা..." ড্যানির চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল।

"বাবার কি হয়েছিল, ড্যানি?"

"মনে নেই।" ড্যানি নিজের বুড়ো আঙুল মুখ পর্যন্ত নিয়ে এল চুষবার জন্যে, কিন্তু শুধু বাচ্চারা আঙুল চোষে, এটা মনে পড়াতে ও আবার হাত নামিয়ে রাখল।

"তোমার বাবা-মা কি চিন্তা করছে এটা কি তুমি বুঝতে পারো, ড্যানি?" হ্যালোরান ওকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল।

"বেশীরভাগ সময়ই পারি, যখন আমি বুঝতে চাই। কিন্তু আমি সাধারণত বুঝবার চেষ্টা করি না।"

"কেন?"

"আহ্..." ড্যানি একটু থামল, ওর মুখে চিন্তার ছাপ। "আমার মনে হয় আমি এমন একটা কাজ করছি যেটা আমার করা উচিত নয়। যেন আমি বেডরুমে উঁকি দিয়ে ওদের ওই জিনিসটা করতে দেখছি যেটা করলে বাচ্চা হয়। আপনি কি ওই জিনিসটার কথা জানেন?"

"মানুষের মুখে ওটার কথা শুনেছি বটে।" হ্যালোরান চিন্তাপূর্ণ মুখে জবাব দিল।

"ওরা জানলে ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। আর সেভাবেই ওরা যদি জানে যে আমি ওদের চিন্তা পড়তে পারি তাহলে ওরা রাগ করবে। জিনিসটা আমার কাছে নোংরা লাগে।"

"বুঝেছি।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পারি ওদের মনের অবস্থা কেমন। ওরা রাগ করে আছে, না খুশি হয়ে আছে, নাকি কাঁদতে চাচ্ছে এগুলো আমি এমনিতেই বুঝতে পারি, আর এ জিনিসটা আমি চাইলেও বন্ধ করতে পারি না। আপনার কেমন লাগছে তাও আমি বুঝতে পারছি। আমি আপনাকে ব্যাথা দিয়েছি। সরি।"

"ও কিছু নয়। মাথাটা একটু ব্যাথা করছে, ব্যস এই। তুমি কি অন্যদের মনের কথা পড়তে পারো, ড্যানি?"

"আমি তো এখনও পড়তে শিখিনি।" ড্যানি বলল। "আমি শুধু কয়েকটা শব্দ পড়তে পারি। কিন্তু বাবা আমাকে এই শীতের মধ্যে শিখিয়ে দেবে। বাবা আগে একটা বড় স্কুলে পড়ালেখা শেখাত। লেখাতোই বেশী, কিন্তু বাবা পড়তেও জানে।"

"সেটা বলি নি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে অন্যরা কি ভাবছে সেটা তুমি বুঝতে পারো কিনা।"

ড্যানি চিন্তা করে দেখল।

"যদি কেউ জোরে জোরে চিন্তা করে তাহলে পারি।" ও শেষে বলল। "যেমন মিসেস ব্র্যান্টের শুতে চাবার কথাটা, অথবা একবার আমি আর আম্মু দোকানে শপিং করবার সময় শুনতে পাই রেডিও স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে ভাবছে যে ও দাম না দিয়ে একটা রেডিও নিয়ে যাবে। তারপর ও ভাবল যে ও ধরা পড়ে যাবে। তারপর আবার ভাবল যে ওর একটা রেডিওর খুব শখ। তারপর আবার ধরা পড়বার কথা। চিন্তা করতে করতে ওর মাথা ঘুরাচ্ছিল, আর সেজন্যে আমারও মাথা ঘুরতে শুরু করে। আম্মু জুতোর দোকানের ভেতর জুতো দেখছিল, তাই আমি ছেলেটার কাছে গিয়ে বলি, রেডিওটা নিও না। ছেলেটা খুব ভয় পেয়ে সেখান থেকে চলে যায়।"

হ্যালোরান গল্পটা শুনে দাঁত বের করে হাসল। "পালাবারই কথা। তোমার কি আর কোন ক্ষমতা আছে, ড্যানি? শুধু চিন্তা আর অনুভূতি বুঝতে পারা বাদে অন্যকিছু?"

ও সাবধানে জবাব দিল : "আপনার কি অন্য কোন ক্ষমতা আছে?"

"মাঝে মাঝে," হ্যালোরান বলল, "মাঝে মাঝে...আমি স্বপ্ন দেখি। তুমি কি স্বপ্ন দেখ, ড্যানি?"

"মাঝে মাঝে," ড্যানি বলল। "আমি জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখতে পাই। যখন টনি আসে।" ড্যানির বুড়ো আঙুল আবার ওর মুখের ভেতর যেতে চাচ্ছিল। ও এই প্রথম বাবা-মা বাদে কাউকে টনির কথা বলল। ও জোর করে নিজের হাত কোলের ওপর রাখল।

"টনি কে?"

তখনই হঠাৎ করে ড্যানির মাথার ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর সাথে কখনও কখনও এমন হয়, যেন ও একটা বিশাল যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যেটা ভালোও হতে পারে আবার মারাত্মক ক্ষতিকরও হতে পারে। ও যন্ত্রটাকে চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কারণ ও এখনও অনেক ছোট।

"কি হয়েছে?" ও কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চাইল। "আপনি আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছেন কারণ আপনি ভয় পাচ্ছেন, তাই না? আপনি আমাদের নিয়ে কেন ভয় পাচ্ছেন? আমাকে নিয়ে কেন ভয় পাচ্ছেন?"

হ্যালোরান নিজের বড় বড় কালো হাতগুলো ড্যানির কাঁধে রাখল। "থামো," ও বলল। "জিনিসটা হয়তো কিছুই নয়...আবার কিছু হতেও পারে। ড্যানি, তোমার ভেতর একটা ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। এই শক্তিটাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনবার বয়স হয়তো তোমার এখনও হয় নি, কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে তোমার সেটা চলে আসবে। ভরসা রাখতে শেখো।"

"কিন্তু আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি না!" ড্যানি ফেটে পড়ল। "মানে আমি বুঝি, আবার বুঝি না। অন্যরা অনেককিছু ভাবে যেগুলো আমার মাথার

মধ্যেও চলে আসে, কিন্তু আমি জানি না সেই চিন্তাগুলো কিসের!" ড্যানি গোমড়ামুখে নিজের কোলের দিকে তাকাল। "মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি পড়তে পারলে খুব ভালো হত। টনি আমাকে মাঝে মাঝে কিছু সাইনবোর্ড দেখায় যার মানে আমি বুঝতে পারি না।"

"টনি কে?" হ্যালোরান আবার প্রশ্ন করল।

"আম্মু আর বাবা ওকে আমার 'অদৃশ্য খেলার সাথী' বলে ডাকে," ড্যানি আস্তে আস্তে মুখস্ত বলবার শব্দগুলো উচ্চারণ করল। "কিন্তু ও আসলেই আছে। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। মাঝে মাঝে আমি যখন খুব মনোযোগ দিয়ে কোন কিছু বুঝবার চেষ্টা করি তখন ও আসে। এসে বলে, 'ড্যানি, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।' তারপর আমার এমন মনে হয় যেন আমি কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু...তখন আমি স্বপ্ন দেখতে পাই, যেমন আপনি বললেন।" ও হ্যালোরানের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল। "আগে ও ভালো ভালো জিনিস দেখাত। কিন্তু এখন...যেসব স্বপ্ন দেখলে ভয় লাগে আর কান্না পায় তাদের কি বলে আমি ভুলে গেছি।"

"দুঃস্বপ্ন?"

"হ্যা। ঠিক। দুঃস্বপ্ন।"

"এই জায়গাকে নিয়ে? ওভারলুকের ব্যাপারে?"

ড্যানি আবার নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকাল। "হ্যা" ও নীচু স্বরে জবাব দিল। তারপর ও মাথা তুলে তীক্ষ্ণস্বরে বলল : "কিন্তু বাবাকে এটা বলা যাবে না, আপনিও বলতে পারবেন না! বাবার এই চাকরিটা দরকার কারণ এটা ছাড়া অ্যাল আঙ্কেল আর কোন চাকরি দিতে পারবে না আর বাবার নাটক শেষ করতে হবে আর চাকরি না থাকলে বাবা আবার খারাপ জিনিসটা করা শুরু করবে আর আমি জানি খারাপ জিনিসটা কি, সেটা হচ্ছে মদ খাওয়া, আর বাবা তাহলে আগের মত সবসময় নেশায় থাকবে আর নেশায় থাকা খুব খারাপ!" ড্যানি থামল। ওর চোখ ছলছল করছিল।

"শ্‌শ্‌শ্‌..." হ্যালোরান ড্যানিকে নিজের বুকে টেনে নিল। "সবকিছু ঠিক আছে বাবা। আর তোমার বুড়ো আঙুলটা যদি তোমার মুখের ভেতরে ঘুরে আসতে চায়, তাহলে যেতে দাও।"ও বলল। কিন্তু কেন যেন ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

ও বলল, "তোমার যে ক্ষমতাটা আছে, যেটাকে আমি বলি জ্যোতি, বাইবেল ওই একই জিনিসকে বলে দিব্যদৃষ্টি, আর বিজ্ঞানীরা একে বলে প্রিকগনিশন। আমি এটা নিয়ে পড়ালেখা করেছি। এসবগুলো নামের একটাই মানে, সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ দেখবার ক্ষমতা। বুঝেছ?"

ড্যানি মাথা ঝাঁকাল।

"আমার এখনও মনে আছে সবচেয়ে বেশী জ্যোতি আমার মধ্যে কবে এসেছিল...সারাজীবন মনে থাকবে। সালটা ছিল ১৯৫৫। আমি তখনও আর্মিতে ছিলাম, আমার পোস্টিং ছিল পশ্চিম জার্মানিতে। রাতের খাবারের প্রায় এক ঘণ্টা আগে আমি সিংকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিপাইকে বকছিলাম ও আলু ঠিকভাবে ছিলতে পারে না দেখে। আমি ওর হাত থেকে আলুটা নিয়ে দেখাতে গিয়েছি কিভাবে ছিলতে ওমনি দুম করে আমার সামনে থেকে রান্নাঘরটা গায়েব হয়ে গেল। এক সেকেন্ডের মধ্যে। টনি নামে এই ছেলেটা কি সবসময় আসে তুমি...স্বপ্ন দেখার আগে?"

ড্যানি মাথা ঝাঁকাল।

হ্যালোরান একটা হাত দিয়ে ড্যানিকে জড়িয়ে ধরল। "আমার বেলায় আসে কমলালেবুর গন্ধ। সেদিন আমি সারা বিকাল ধরেই কমলালেবুর গন্ধ পাচ্ছিলাম কিন্তু কিছু সন্দেহ করিনি। আমরা জুস বানাবার জন্যে এক বাক্স কমলা এনে রেখেছিলাম। সেদিন কিচেনের সবাই কমলালেবুর গন্ধ পাচ্ছিল।

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল যে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। তারপর বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম আগুন। দুরে কারা যেন চিৎকার করছে, সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্টিম ইঞ্জিন যেমন হিস্‌স্‌ করে শব্দ করে তেমন একটা শব্দও শুনতে পেলাম। একটু কাছে গিয়ে দেখি ট্রেনের একটা বগি উলটে পড়ে আছে, একপাশে জর্জিয়া রেলওয়ের নাম লেখা। আমি দৃশ্যটা দেখামাত্র বুঝতে পারলাম যে আমার ভাই কার্ল ওই ট্রেনটায় ছিল, আর অ্যাক্সিডেন্ট করে ও মারা গেছে। তারপর মুহূর্তেই আবার সবকিছু বদলে গেল, দেখি যে আমি আমার কিচেনে দাঁড়িয়ে আছি আর সিপাইটা এক হাতে আলু নিয়ে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার?' আর আমি বললাম, 'না, আমার ভাই মাত্র মারা গেছে।'পরে যখন বাড়িতে মাকে ফোন করি তখন মা আমাকে বলে কি হয়েছে, কিন্তু আমি তো আগে থেকেই জানতাম।"

ও জোরে মাথা ঝাঁকাল, যেন স্মৃতিটা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে, তারপর ড্যানির দিকে তাকাল। ড্যানি চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

"কিন্তু মনে রেখো, ড্যানি, যেমন দেখবে সবসময় তেমন হয় না। একবার আমি এয়ারপোর্টে বসে প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করছি, তখন হঠাৎ করে কমলালেবুর গন্ধ আসতে লাগল। তার আগে পাঁচ বছরে আমি কোন স্বপ্ন দেখি নি। তো আমি ভাবতে লাগলাম না জানি কি হবে। তাই আমি বাথরুমে যেয়ে দরজা লক করে দিলাম, যাতে হঠাৎ আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে অন্যরা ভয় না পেয়ে যায়। শেষপযন্ত তা হয় নি, কিন্তু আমার মনে হতে লাগল যে আমার যে

প্লেনটায় ওঠার কথা সেটা ক্র্যাশ করবে। তারপর আবার সবকিছু ঠিক হয়ে গেল, কমলালেবুর গন্ধটাও মিলিয়ে গেল। আমি যেয়ে এয়ারলাইন্সের লোকদের সাথে কথা বলে প্লেন বদলে তিনঘণ্টা পরের ফ্লাইটটা নিলাম। তারপর কি হল জানো?"

"কি?" ড্যানি রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল।

"কিছুই না!" হ্যালোরান বলে হাসল। ওর দেখে ভালো লাগল যে ড্যানির মুখেও হাসি ফুটেছে। "কিচ্ছু হয় নি। ওই প্লেনটা নিরাপদেই ল্যান্ড করে, কারও কোন ক্ষতি হয় নি। তো ড্যানি, মনে কোর না তুমি যে দেখতে পাও তা সবসময় সত্যি হবে।"

"ওহ্।" ড্যানি বলল।

ওর মনে পড়ল যে প্রায় এক বছর আগে টনি ওকে দেখিয়েছিল যে ওদের স্টভিংটনের বাসায় একটা বাচ্চা বিছানায় শুয়ে আছে। ড্যানি অধীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বাচ্চা আসে নি।

"শোন, বাবা" হ্যালোরান ড্যানির দু'হাত নিজের হাতে নিল। "আমি এখানে প্রায় ছয় মাস ধরে কাজ করছি, আর আমিও কিছু দুঃস্বপ্ন দেখেছি, আমারও কিছু বাজে অনুভূতি হয়েছে। আমি কিছু জিনিস দেখতেও পেয়েছি। কি দেখেছি তা তোমার মত বাচ্চা একটা ছেলেকে না বলাই ভালো। খারাপ জিনিস। একবার আমি নিজে দেখেছি টপিয়ারিতে, আর একবার ডেলরেস ভিকি নামে এক মেইড কিছু একটা দেখতে পায়। ওর ভেতর একটু জ্যোতি আছে, কিন্তু ও সেটার ব্যাপারে জানে না বোধহয়। মিঃ আলম্যান ওকে বরখাস্ত করে দেয়। তুমি জান বরখাস্ত করে দেয়া মানে কি?"

"জি, স্যার।" ড্যানি সরলভাবে উত্তর দিল। "আমার বাবাকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে আর এজন্যেই আমরা এখানে এসেছি।"

"আলম্যান ডেলরেসকে বরখাস্ত করে দেয় কারণ ও দাবী করেছিল যে ও একটা রুমে কিছু একটা দেখেছে। ওই রুমটায় আগে একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছিল। রুম নং ২১৭। ড্যানি, তোমার আমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি ওই রুমটা থেকে দূরে থাকবে। ওখানে ঢোকার চেষ্টা করবে না। একবারও নয়।"

"ঠিক আছে।" ড্যানি বলল। "সেই মহিলা-মেইড-কি আপনাকে যেয়ে দেখতে বলেছিল?"

"হ্যা। আমি গিয়েছিলাম। ওখানে একটা খারাপ জিনিস আছে, কিন্তু...আমার মনে হয় না ওই জিনিসটার কারও ক্ষতি করবার ক্ষমতা আছে। আমিএ কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি, ড্যানি। যাদের ভেতর জ্যোতি আছে তারা মাঝে মাঝে যেমন ভবিষ্যতে কি হবে দেখতে পায়, তেমনি অতীতে কি হয়েছে

সেটাও তারা দেখতে পায়। কিন্তু এটা হচ্ছে অনেকটা গল্পের বইয়ের পৃষ্ঠায় ছবি দেখবার মত। তুমি কখনও কোন বইয়ে এমন কোন ছবি দেখেছ যেটা দেখে তোমার ভয় লেগেছে, ডক?"

"হ্যা," ও রুপকথার বেশ কিছু গল্প মনে পড়ে গেল, যেখানে দৈত্য মানুষদেরকে গিলে খেয়ে ফেলেছে।

"কিন্তু তুমি তো জানতে যে ওই ছবিগুলো কখনও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, তাই না?"

"হ্যা..." ড্যানি বলল, যদিও ওর গলায় একটু সন্দেহের ছোঁয়া।

"এই হোটেলের ব্যাপারটাও ঠিক তেমন। এ জায়গাটায় আগে যত খারাপ কিছু হয়েছে তা সব পুরনো আবর্জনার মত পড়ে এখানে সেখানে। যদিও আমি জানি না এটার কারণ কি। খারাপ ঘটনা সব হোটেলেই ঘটে, আমি বেশ কিছু হোটেলে কাজ করেছি, তাই আমি জানি। কিন্তু সেসব জায়গায় এখানকার মত ঘটনাগুলো জমে থাকে না। কিন্তু ড্যানি, আমার মনে হয়না এই জিনিসগুলোর কারও ক্ষতি করবার ক্ষমতা আছে।" ও শেষের বাক্যের প্রতিটা শব্দ বলবার সময় ড্যানির কাঁধ ধরে ছোট্ট ঝাঁকুনি দিল, যাতে ড্যানি কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারে। "তাই তুমি যদি টপিয়ারিতে বা হোটেলের করিডরে কিছু দেখ তাহলে কিছুক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে তারপর আবার তাকাবে, দেখবে যে জিনিসটা চলে গেছে। বুঝেছ?"

"জি।" ড্যানি বলল। ওর এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। ও স্বস্তিবোধ করছিল। ও নিজের হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে হ্যালোরানের গালে একটা চুমু দিল, তারপর ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। হ্যালোরানও ওকে জড়িয়ে ধরল।

ড্যানিকে ছেড়ে দেবার পর ও জানতে চাইল, "তোমার বাবা-মা'র ভেতর তো জ্যোতি নেই, তাই না?"

"না বোধহয়।"

"তোমার মাথায় আমি যেমন চিন্তা পাঠিয়েছি তেমন ওদের সাথেও চেষ্টা করেছিলাম। তোমার মা মনে হল একটু চমকে উঠেছে। আমার ধারণা সব মায়ের ভেতরই একটু জ্যোতি থাকে, অন্তত তাদের বাচ্চা বড় হয়ে ওঠার আগ পযন্ত। আর তোমার বাবা..."

হ্যালোরান একটু থামল। ড্যানির বাবাকে ও খতিয়ে দেখেও বুঝতে পারে নি যে ওর ভেতর জ্যোতি আছে কি নেই। যেন জ্যাক টরেন্স নিজের ভেতর কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে, যেটার ব্যাপারে আর কেউ জানে না।

"আমার মনে হয় না তোমার বাবার ভেতর জ্যোতি আছে।" হ্যালোরান শেষ করল। "তাই ওদেরকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। তুমি শুধু

নিজেকে সামলে রাখলেই চলবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"ড্যানি! এই, ডক!"

হোটেলের সামনে থেকে ওয়েন্ডির গলা ভেসে এল।

ড্যানি ফিরে তাকাল। "আম্মু ডাকছে। আমার যেতে হবে।"

"জানি," হ্যালোরান বলল। "ভালো থেকো, আর মজা করতে চেষ্টা কর। যতটুকু পারো আরকি।"

"চেষ্টা করব, মিঃ হ্যালোরান। ধন্যবাদ। এখন আমার আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে।"

হাসিমাখানো চিন্তাটা ওর মাথার ভেতর ফুটে উঠল :

(আমার বন্ধুরা আমাকে ডিক বলে ডাকে) (ডিক, আচ্ছা, ঠিক আছে)

ওরা দৃষ্টি বিনিময় করল, আর ডিক হ্যালোরান চোখ টিপল ড্যানির দিকে তাকিয়ে।

ড্যানি গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার সময় ডিক ওকে ডাকল।

"ড্যানি?"

"জি?"

"যদি তোমার কোন সমস্যা হয়...তাহলে আমাকে ডাকবে। জোরে, যেভাবে একটু আগে চিন্তা পাঠালে সেভাবে। যদি আমি শুনতে পাই, তাহলে আমি ফ্লোরিডা থেকে ছুটে চলে আসব।"

"ঠিক আছে।" বলে ড্যানি একটু হাসল।

"ভালো থেকো বাবা।"

"আপনিও।"

ড্যানি নেমে হোটেলের দরজার দিকে ছুটে গেল, যেখানে ওয়েন্ডি অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। ওকে দেখতে দেখতে হ্যালোরানের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল।

আমার মনে হয় না এখানের কোন কিছু তোমার ক্ষতি করতে পারবে।

আমার মনে হয় না।

কিন্তু যদি ওর ধারণা ভুল হয়ে থাকে? ওর ২১৭ নাম্বার রুমের জিনিসটার কথা মনে পরে গেল। যেকোন বইয়ের ছবির তুলনায় জিনিসটা দেখতে অনেক বাস্তব, আর ড্যানি একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র...

আমার মনে হয় না...

হ্যালোরান গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল। ও চাচ্ছিল না ফিরে তাকাতে, কিন্তু অনিচ্ছাস্বত্বেও ওর ঘাড় ঘুরে গেল। ছেলেটা আর ওর মা আর বাইরে নেই। যেন হোটেলটা ওদের দু'জনকে গিলে খেয়ে ফেলেছে।

অধ্যায় ১২

হোটেল সফর

"তোমরা কি নিয়ে কথা বলছিলে, সোনা?" ভেতরে যেতে যেতে ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"ওহ, কিছু না।"

"কিছু না বলতে এতক্ষণ লাগল?"

ড্যানি কাঁধ ঝাকাল, আর ভঙ্গিটার মধ্যে ওয়েন্ডি স্পষ্ট জ্যাকের ছাপ দেখতে পেল। ড্যানির ভেতর থেকে ও আর কোন কথা বের করতে পারবে না। ওয়েন্ডি একইসাথে জেদ আর প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করল। ভালোবাসাটা ছিল অসহায় এক ধরণের ভালোবাসা, যেটার ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও ওর আপত্তি করবার শক্তি নেই। আর জেদ কারণ ওর মনে হচ্ছিল যে ওর নিজের পরিবারেই ও যেন বাইরের কেউ। জ্যাক আর ড্যানির মাঝে এত প্রচণ্ড মিল যে ওর কখনও কখনও মনে হয় যে ও একজন অতিথি, যে ওদের সাথে কিছুদিন থাকতে এসেছে। কিন্তু এই শীতে তো এটা সম্ভব নয়, ওয়েন্ডি সন্তুষ্ট মনে ভাবল। ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ এখানে থাকবে না। ওকে জ্যাক আর ড্যানির নিজেদের দলে সামিল করতেই হবে। হঠাৎ ওয়েন্ডির মনে পড়ল যে ও নিজের ছেলে আর স্বামীকে হিংসা করছে,আর ও মনে মনে লজ্জা পেল। এমনভাবে ওর মা চিন্তা করে, ও নয়।

লবিতে এখন হোটেলের কয়েকজন কর্মচারী বাদে আর কেউ নেই। আলম্যান আর হেড ক্লার্ক ক্যাশ রেজিস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে টাকার হিসাব করছে, কয়েকজন মেইড নিজেদের ইউনিফর্ম বদলে সাদা পোশাকে লাগেজ নিয়ে দরজার কাছে অপেক্ষা করছে আর মেইনটেনেন্স ম্যান ওয়াটসন দাঁড়িয়ে আছে। ওয়েন্ডি ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ওয়াটসন অশ্লীল ভঙ্গিতে চোখ টিপ মারল। ওয়েন্ডি সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিল। জ্যাক বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও নিজের কল্পনায় হারিয়ে গেছে।

হিসাব শেষ করে আলম্যান ঘটাং শব্দ তুলে ক্যাশ রেজিস্টার বন্ধ করে

দিল। হেড ক্লার্কের চেহারায় স্বস্তির ছাপ দেখে ওয়েন্ডি মজা পেল। বোঝাই যাচ্ছিল যে বেচারা হিসাব নিয়ে একটু ভয়ে ছিল। আলম্যান নিশ্চয়ই টাকায় কোন ঘাটতি দেখলে ওর বেতন থেকে কেটে রাখে। আলম্যানকে ওয়েন্ডির তেমন পছন্দ হয় নি। ও হচ্ছে ওয়েন্ডির জীবনে দেখা অন্য প্রত্যেকটা বসের মতই। কাস্টমারদের সাথে মধুর স্বরে কথা বলে, আর কর্মচারীদের পান থেকে চুন খসলে বকে ভূত ভাগিয়ে দেয়। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে আলম্যানের সাথে ওর পুরো তিনমাস দেখা হবে না এটা ভেবে হেড ক্লার্ক বেশ খুশি। স্কুল ছুটি, সবার জন্যে। ওয়েন্ডি, জ্যাক আর ড্যানি বাদে সবার জন্যে আরকি।

"মিঃ টরেন্স," আলম্যান নাটকীয়ভাবে ডাকল। "একটু এদিকে আসবেন কি?"

জ্যাক এগিয়ে গেল, আর যাবার সময় ড্যানি আর ওয়েন্ডিকেও এগিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করল।

ক্লার্ক এর মধ্যে ভেতরে গিয়ে জামা বদলে একটা ওভারকোট পরে এসেছে।

"আশা করি আপনার ছুটি ভালো যাবে, মিঃ আলম্যান।"

"মনে হয় না খুব একটা ভালো যাবে," আলম্যান অন্যমনস্ক সুরে জবাব দিল। "১২ই মে'তে দেখা হবে, ব্র্যাডক। একদিন আগেও নয়, পরেও নয়।"

"জি স্যার।"

ব্র্যাডক চলে যাবার পর হোটেলের নীরবতাটা ওয়েন্ডি খেয়াল করল। বাইরে বাতাসের নিয়মিত হাহাকার বাদে আর একটা শব্দও কোথাও শোনা যাচ্ছে না। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে অফিসের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, এত পরিচ্ছন্ন যে প্রায় ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছিল অফিসটাকে। তার পেছনে ও হ্যালোরানের কিচেনও দেখতে পাচ্ছিল।

"ভাবলাম আরও কয়েক মিনিট থেকে আপনাদের হোটেলটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই।"

ওয়েন্ডি খেয়াল করল যে আলম্যান 'হোটেল' শব্দটা সবসময় একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করে। "আপনার স্বামী কিছুদিনের মধ্যেই হোটেলের সবকিছু চিনে ফেলবে, মিসেস টরেন্স, কিন্তু আপনার ও আপনাদের ছেলের হয়তো খুব বেশী ঘুরে দেখা হবে না। আপনারা নিশ্চয়ই বেশীরভাগ সময় লবি লেভেলেই কাটাবেন, যেখানে আপনাদের থাকার কোয়ার্টার।"

"নিশ্চয়ই।" ওয়েন্ডি ব্যাজার সুরে বিড়বিড় করল। জ্যাক চোখের ইশারায় ওকে মানা করল বিরক্তি দেখাতে।

"হোটেলটা খুবই সুন্দর," আলম্যান বলল। "এই হোটেলের ম্যানেজার

হতে পেরেছি বলে আমি খুবই গর্বিত।"

সেটা বোঝাই যায়, ওয়েন্ডি মনে মনে বলল।

"আপনার আবার দেরী হয়ে যাবে না তো..." জ্যাক শুরু করল।

আলম্যান একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। "না, হোটেল বন্ধ করবার সব কাজ শেষ করে ফেলেছি। এমনিতেও আমার আজকে রাতটা বোল্ডারে কাটানোর কথা, এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবার আগে। এদিকে আসুন।"

ওরা সবাই মিলে লিফটে উঠল। ভেতরে তামা আর পেতল দিয়ে সুন্দর ডিজাইন করা। কিন্তু আলম্যান লিভার টানবার পর লিফটটা বেশ ভালোরকমের একটা ঝাঁকুনি খেল। ড্যানি একটু চমকে গেল তাতে। আলম্যান তা লক্ষ্য করে ওর দিকে তাকিয়ে ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যে হাসল। ড্যানি চেষ্টা করল হাসিটা ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু ও খুব একটা সফল হয়েছে বলে মনে হল না।

"ভয়ের কিছু নেই খোকা," আলম্যান বলল। "এখানে দুর্ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনাই নেই।"

"টাইটানিকের মালিকরাও একই কথা বলেছিল।" জ্যাক লিফটের ছাদে লাগানো কাঁচের গ্লোবটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল। ওয়েন্ডি নিজের গাল কামড়ে হাসি চেপে রাখল।

আলম্যানের চেহারায় অবশ্য হাসির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ও দড়াম করে লিফটের ভেতরের দিকের দড়জাটা লাগিয়ে বলল : "টাইটানিক মাত্র একবারই যাত্রা করেছে, মিঃ টরেন্স, আর এই লিফটটা কম করে হলেও হাজারখানেক বার ওঠানামা করেছে এই হোটেল বেয়ে।"

"যাক, তাহলে তো কোন ভয় নেই।" জ্যাক ড্যানির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। "সব ঠিক আছে ডক, এই প্লেনটা ক্র্যাশ করবে না।"

আলম্যান লিভার টানবার পর ওরা সবাই একটা ঝাঁকুনি খেল, তারপর মোটরটা গুঙ্গিয়ে উঠে লিফটটাকে চালু হবার নির্দেশ দিল। প্রাচীন এই ঘরটার ভেতর আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে ওয়েন্ডির মনে হল ওরা আর কখনও বের হতে পারবে না, দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য ওদের কারও আর কখনও হবে না, এখানেই দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে...

(অনেক হয়েছে! থামো!)

ওরা নামবার সময় লিফটটা আরেকটা ঝাঁকুনি খেল, যেটা ওয়েন্ডির মোটেও সুবিধার মনে হল না। আগে দুর্ঘটনা ঘটুক আর নাই ঘটুক, ও ঠিক করল যে ও এখানে যতদিন আছে লিফটের বদলে সিঁড়িই ব্যাবহার করবে। অন্তত তিনজন একসাথে এই মান্ধাতা আমলের লিফটে কখনওই উঠবে না। ড্যানি নেমে কিছুক্ষণ মেঝের কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"কি দেখিস ডক?" জ্যাক কৌতুকপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল। "ওখানে খাবারের দাগ লেগে আছে নাকি?"

"অসম্ভব।" আলম্যান বিরক্ত সুরে বলল। "সবগুলো কার্পেট মাত্র দু'দিন আগে শ্যাম্পু করা হয়েছে।"

ওর দেখাদেখি ওয়েন্ডিও করিডরের লম্বা কার্পেটটার দিকে তাকাল। নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু ও নিজের ঘরে কখনও এরকম ডিজাইন বা রঙ ব্যাবহার করবে না। গাঢ় নীল রঙ এর একটা কার্পেট যেটার সারা শরীর জুড়ে লতাপাতার ডিজাইন । দেয়ালে নানারকম পাখির আদল আঁকা, যদিও কোনটাকেই ওয়েন্ডি চিনতে পারছিল না। সব মিলিয়ে করিডরটাকে একটা জঙ্গলের রুপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

"তোমার কি কার্পেটটা ভালো লেগেছে?" ও ড্যানিকে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা, আম্মু।" ড্যানির নিষ্প্রাণস্বরে জবাব দিল।

হলটা বেশ চওড়া, তাই ওদের হাঁটতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। দেয়ালের ওয়ালপেপার কার্পেটের সাথে মানিয়ে আকাশী নীল রঙ এর। কিছুক্ষণ পরপর মাটিতে লাইটপোস্ট বসানো ছিল, যেগুলো ১৮০০ শতাব্দীর লন্ডনের গ্যাস লাইটের আদলে বানানো।

"বাহ্, লাইটগুলো তো চমৎকার।" ওয়েন্ডি বলল।

আলম্যান মাথা ঝাঁকাল, ও কথাটা শুনে খুশি হয়েছে। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিঃ ডারওয়েন্ট বসিয়েছে ওগুলো। চারতলার অনেকখানি-যদিও সবটা নয়-ওনার ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট, ৩০০।"

ও বড় মেহগনির দরজাটায় চাবি লাগিয়ে মোচড় দিল। ভেতরে তাকাবার সাথে সাথে পুরো টরেন্স পরিবারের মুখ একসাথে হাঁ হয়ে গেল। সিটিং রুমের সামনে বিশাল জানালা দিয়ে বাইরের পাহাড়গুলোর অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। আলম্যান আবার মনে মনে খুশি হল। ও এই প্রতিক্রিয়াটাই আশা করছিল। "চোখ জুড়িয়ে যায়, তাই না?"

"কোন সন্দেহ নেই তাতে।" জ্যাক উত্তর দিল।

জানালাটা এত বড় যে ওটা সিটিং রুমের দেয়ালের প্রায় সবটুকু নিয়ে নিয়েছে। বাইরে ছবির মত সুন্দর একটা সূর্য দু'টো পাহাড়ের চূড়ার মাঝে অস্ত যাচ্ছে। পাহাড়গুলোর গায়ে বরফ সূর্যের আলোয় মুক্তোর মত ঝকঝক করছে।

জ্যাক আর ওয়েন্ডি এই দৃশ্য দেখে এতই বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল যে ওদের ড্যানির দিকে খেয়াল ছিল না। ওর দিকে তাকালে ওরা দেখতে পেত যে ড্যানি জানালার দিকে নয়, বরং বাঁ দিকের লাল-সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। আর ওর মুখ পাহাড়ের সৌন্দর্যের কারণে হাঁ হয় নি।

দেয়ালজুড়ে শুকনো রক্তের ছোপ, আর তার মাঝে মাঝে মানুষের হাঁড়ের

রক্ত আর ধূসর মগজের টুকরো ঝুলে আছে। দৃশ্যটা দেখার সাথে সাথে ড্যানির বমি এসে গেল। দেয়ালে রক্ত আর মাংশ মিলে একটা আবছা আকৃতি ধারণ করেছে : একজন মানুষের চেহারা যার মুখ ব্যাথায় বিকৃত, যার মাথার একপাশ থেঁতলে গিয়েছে...

(যদি তুমি কিছু দেখ তাহলে কিছুক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে তারপর আবার তাকাবে, দেখবে যে জিনিসটা চলে গেছে। বুঝেছ?)

ও জোর করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, আর মুখ স্বাভাবিক রাখল যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। আর মা যখন ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল তখন ও হাতটা ধরল বটে, কিন্তু তাতে চাপ দিল না যাতে ওরা দেখতে না পায় যে ও ভয় পেয়েছে।

আলম্যান বাবাকে শীতের সময় জানালা বন্ধ রাখার ব্যাপারে কিছু একটা বোঝাচ্ছিল। ড্যানি আড়চোখে আবার দেয়ালটার দিকে তাকাল। এখন আর ওখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। রক্ত, চেহারা, কিছুই না।

আলম্যান এখন ওদেরকে আবার রুমের বাইরে নিয়ে গেল। আম্মু জানতে চাইল ড্যানির পাহাড়গুলো কেমন লেগেছে। ড্যানি বলল ভালো, যদিও পাহাড়ের দিকে ও একবারও মনোযোগ দিতে পারে নি। আলম্যান দরজায় তালা দেবার সময় ড্যানি আরেকবার ভেতরে থাকাল। রক্তের ছোপগুলো আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু এখন আর শুকনো নয়। তাজা রক্ত দেয়াল থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে জমা হচ্ছে। আলম্যান সরাসরি দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে এই রুমটায় কোন কোন বিখ্যাত ব্যাক্তি এসে থেকেছে তার বর্ণনা দিচ্ছিল। ড্যানির তখন খেয়াল হল যে ও নিজের নীচের ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলেছে। ও অন্যদের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে ঠোঁটের রক্ত হাত দিয়ে মুছে চিন্তা করতে লাগল-

(রক্ত)

(মিঃ হ্যালোরান কি রক্তই দেখেছিলেন নাকি তারচেয়েও খারাপ কিছু?)

(আমার মনে হয় না এই জিনিসগুলো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে)

ওর বুকের ভেতর একটা চাপা চিৎকার জমা হয়ে আছে, কিন্তু ও কখনও সেটা বের হতে দেবে না। ওর বাবা-মা এসব জিনিস দেখতে পায় না, বুঝতেও পারে না। ওর বাবা আর মা একজন আরেকজনকে ভালোবাসছে এখন, আর এটাই সবচেয়ে জরুরি কথা। অন্য সবকিছু রুপকথার বইয়ের ছবির মত। কিছু ছবি দেখলে ভয় লাগে ঠিকই, কিন্তু ওরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ওরা...কোন...ক্ষতি...করতে...পারবে...না।

মিঃ আলম্যান ওদের চারতলার গোলকধাঁধার মত করিডরে হাঁটতে হাঁটতে আরও বেশ কয়েকটা রুমে নিয়ে গেলেন। একটা রুম দেখিয়ে আলম্যান

জানালো যে এখানে ম্যারিলিন মনরো নামে এক মহিলা আর্থার মিলার নামে এক লোকের সাথে এসে থেকেছিলেন। তখন ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। পরে ওদের 'ডিভোর্স' হয়ে যায়।

"আম্মু?"

"কি, সোনা?"

"যদি ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকে, তাহলে ওদের দু'জনের নাম দু'রকম ছিল কেন? তোমার আর বাবার দু'জনের নামই তো 'টরেন্স'।"

"হ্যা, কিন্তু আমরা তো আর বিখ্যাত নই।"জ্যাক বলল। "যেসব মেয়েরা খুব বিখ্যাত তারা নিজেদের পদবী বদলায় না, কারণ ওরা নাম বিক্রি করেই বেঁচে থাকে।"

"নাম বিক্রি করে?" ড্যানি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"বাবা যেটা বলল তার মানে হচ্ছে," ওয়েন্ডি বলল, "লোকজন ম্যারিলিন মনরোর সিনেমা দেখতে যেতে যাবে কিন্তু ম্যারিলিন মিলারের নয়।"

"কিন্তু কেন? ওনার চেহারা তো একই থাকবে তাই না? মানুষ কি আর ওনাকে দেখলে চিনবে না?"

"হ্যা, তা চিনবে, কিন্তু..." ওয়েন্ডি অসহায়ভাবে জ্যাকের দিকে তাকাল।

"স্বনামধন্য লেখক ট্রুম্যান ক্যাপোটিও এ রুমে থেকেছিলেন।" আলম্যান অধৈর্য্যস্বরে বাধা দিল। "এটা আমি ম্যানেজার হবার পরের ঘটনা। খুবই ভালো লোক ছিলেন। ভদ্র।"

আর কোন রুমেই তেমন অসাধারণ কিছু দেখা গেল না। শুধু লিফটের কাছের দেয়ালে ঝোলানো একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখে ড্যানির কেন যেন একটু অস্বস্তি হল।

এক্সটিংগুইশারটা বেশ পুরনো আমলের, একটা চ্যাপটা হোসপাইপ যেটার একদিক গুটিয়ে একটা লাল হুইলের সাথে গিয়ে যুক্ত হয়েছে, আর অন্যদিকে পেতলের নল যেদিক দিয়ে পানি বের হয়। হুইলটার মাঝে একটা লোহার পাইপের মত জিনিস ঢোকানো, যেটা আগুনের সময় একটানে খুলে হুইলটা ঘুরিয়ে পানি ছাড়া যায়। ড্যানি একবার দেখেই বুঝতে পারছিল যন্ত্রটার কোন অংশ কি করে, এসব ব্যাপারে ওর একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। ওর যখন মাত্র আড়াই বছর বয়স তখন ওদের স্টভিংটনের বাসার দরজার লক কিভাবে খুলতে হয় তা ও শিখে ফেলে।

এই এক্সটিংগুইশারটা ওর দেখা অন্যান্য এক্সটিংগুইশারের চেয়ে পুরনো। ওর নার্সারি স্কুলেও একটা আগুন নেভানোর যন্ত্র ছিল, কিন্তু ওটা আরও আধুনিক। কিন্তু ওর অস্বস্তির কারণ যন্ত্রটার বয়স নয়। ও কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে ওর এমন কেন লাগছে। এই এক্সটিংগুইশারটাকে দেখে মনে

হচ্ছে ওটা একটা পেঁচিয়ে থাকা সাপ, দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে ঘুমাচ্ছে। যখন ওরা হল থেকে লিফটে উঠল তখন ড্যানি মনে মনে খুশি হল, কারণ এখান থেকে এক্সটিংগুইশারটা আর দেখা যাচ্ছে না।

"সবগুলো জানালাতেই শাটার দেয়া জরুরি।" আলম্যান লিফটে উঠতে উঠতে বলল। ওরা সবাই ওঠার পর লিফটটা একটু দেবে গেল। "কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটগুলো নিয়েই আমার চিন্তা সবচেয়ে বেশী। ওই বড় জানালাটার সেসময়েই দাম পড়েছে চারশ' বিশ ডলার, আর এখনকার দিনে তো তা আরও দশগুণ বেশী পড়বে।"

"আমি শাটার লাগিয়ে দেব।" জ্যাক বলল।

ওরা এবার তিনতলায় এল, যেখানে আরও বেশী রুম আর আরও প্যাঁচালো করিডর। সূর্য পাহাড়ের নীচে চলে যাওয়ায় চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। তিনতলায় আলম্যান ওদের দু'-তিনটের বেশী রুমে নিয়ে গেল না। হ্যালোরান যে রুমটার ব্যাপারে ড্যানিকে সাবধান করেছিল, ২১৭ নাম্বার রুম, সেটার সামনে দিয়ে আলম্যান একবারও না থেমে হেঁটে চলে গেল। ড্যানি দরজায় লাগানো নাম্বারপ্লেটটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

তারপর ওরা দোতলায় নেমে এল। মিঃ আলম্যান লবিতে যাবার সিঁড়ির কাছে আসবার আগ পর্যন্ত কোন রুমের সামনে দাঁড়াল না। সিঁড়ির কাছে এসে সে বলল : "এই হচ্ছে আপনাদের থাকবার জায়গা।"

ভেতরে কি আছে দেখবার জন্যে ড্যানি নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করল। কিন্তু ও ঢুকে দেখল যে কিছুই নেই।

ওয়েন্ডি রুমটা দেখে ভেতরে ভেতরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওপরে প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট দেখে ওর মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। এসব ঐতিহাসিক জায়গা দেখতেই ভালো লাগে, কিন্তু ওকে আর জ্যাককে যদি ওই বিশাল বিছানায় শুতে হত যেখানে আব্রাহাম লিংকন আর ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্ট ঘুমিয়েছেন, তাহলে ওর অস্বস্তিতে ঘুমই আসত না। কিন্তু ওদের থাকবার এই রুমটা সেরকম নয়। এটা ছোট, ঘরোয়া আর ছিমছাম। ওর মনে হল না এখানে তিনমাস থাকতে ওর বিশেষ কষ্ট হবে।

"রুমটা বেশ সুন্দর।" ওয়েন্ডি সন্তুষ্টসুরে বলল।

আলম্যান মাথা ঝাঁকাল। "খুব বেশী কিছু নয়, কিন্তু কাজ চালাবার জন্যে যথেষ্ট। সাধারণত বাবুর্চি আর তার স্ত্রী এখানে থাকে।"

ড্যানি আলম্যানের কথায় বাধা দিল, "মিঃ হ্যালোরান এখানে থাকেন?"

আলম্যান ঘাড় বাঁকিয়ে ড্যানির দিকে তাকাল। "হম্‌ম্‌।" বলে ও আবার জ্যাক আর ওয়েন্ডির দিকে মুখ ফেরাল। "এটা হচ্ছে বসার ঘর।"

বেশ কয়েকটা চেয়ার রাখা রুমটার ভেতর, যেগুলো আরামদায়ক হলেও

খুব একটা দামী নয়। একটা কফি টেবিল আছে মাঝখানে, যেটা একসময় দামী ছিল, কিন্তু এখন সেটার মাঝখানে ফাটল ধরেছে। আরও ছিল দু'টো বুককেস, (পুরনো আমলের ডিটেকটিভ উপন্যাস আর রিডার্স ডাইজেস্ট ম্যাগাজিনে ভর্তি, ওয়েন্ডি খেয়াল করল) আর একটা হোটেল প্রদত্ত নামহীন টিভি, যেটাকে অন্যান্য জিনিসগুলোর পাশে বেমানান লাগছিল।

"এখানে অবশ্য রান্না করার কোন জায়গা নেই," আলম্যান বলল। "কিন্তু এই রুমটা হোটেল কিচেনের ঠিক ওপরে।" ও দেয়ালের একটা চারকোণা প্যানেল সরিয়ে দেখাল যে তার ভেতরে আরেকটা চারকোণা ট্রে লুকিয়ে আছে। ও ট্রেটাকে ঠেলা দিতেই সেটা সরে গেল, আর একটা লম্বা, ঝুলন্ত দড়ি দেখা দিল।

"চোরকুঠুরি!" ড্যানি উত্তেজিত স্বরে বলল। জিনিসটা দেখে ও কিছুক্ষণের জন্যে সব ভয় ভুলে গেল। "ঠিক যেমন আমরা ওই ভূতের সিনেমাটায় দেখেছিলাম!"

মিঃ আলম্যানের ভ্রু কুঁচকে গেল, কিন্তু ওয়েন্ডি হাসল ড্যানির দিকে তাকিয়ে। ড্যানি দৌড়ে কুঠুরিটার নীচে কি আছে দেখবার জন্যে উঁকি দিল।

"এদিকে আসুন, প্লিজ।"

আলম্যান বসার ঘরের সাথে যুক্ত আরেকটা দরজা খুলল। ভেতরে ওদের শোবার ঘর দেখা যাচ্ছিল। ঘরটা বেশ খোলামেলা। দু'টো সিঙ্গেল বিছানা রুমের দু'পাশে রাখা। ওয়েন্ডি স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে কাঁধ ঝাকাল।

"কোন অসুবিধা নেই।" জ্যাক বলল। "আমরা জোড়া লাগিয়ে নেব।"

মিঃ আলম্যান ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। ও বুঝতে পারে নি জ্যাক কি বলতে চাচ্ছে। "কি?"

"বিছানাগুলো," জ্যাক হাসিমুখে বলল। "আমরা বিছানা দু'টো জোড়া লাগিয়ে নেব।"

"বেশ," আলম্যান তখনও বুঝতে পারে নি ওরা কিসের কথা বলছে। তারপর হঠাৎ করে ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকল, আর সাথে সাথে ওর গালে লালের ছোপ পড়ল। "আপনাদের যা ভালো মনে হয়।"

ও বসার ঘরে যেয়ে আরেকটা দরজা খুলল। এটা অন্য একটা, আরও ছোট বেডরুম আর এখানে সিঙ্গেল বেডের বদলে একটা দোতলা বাংক বেড রাখা। মেঝের কার্পেটটা ক্যাটক্যাটে সবুজ রঙের, অনেকটা ক্যাকটাসের মত। ওয়েন্ডি খেয়াল করল যে ড্যানির রুমটা বেশ পছন্দ হয়েছে। এই রুমটার দেয়ালগুলোতে আসল পাইন কাঠের প্যানেল লাগানো।

"এখানে তুই থাকতে পারবি না, ডক?"

"হ্যা বাবা, আমি ওপরের বাংকে শোব, ঠিক আছে?"

"আপনি যেটা চান সেটাই হবে, ডক।"

"এই কার্পেটটাও আমার খুব ভালো লেগেছে, মিঃ আলম্যান। হোটেলের অন্য সব জায়গায় এমন কার্পেট নেই কেন?"

এক মুহূর্তের জন্যে আলম্যানের মুখ কুঁচকে গেল, যেন ও একটা লেবুতে কামড় দিয়েছে। তারপর ও হেসে ড্যানির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। "এখানে রুমটা তোমার একার," ও বলল, "শুধু বাথরুমটা বাদে, যেটা তোমার বাবা-মা'র বেডরুমের সাথে যুক্ত। জায়গাটা বেশী বড় নয়, কিন্তু আপনারা তো পুরো হোটেলটাই খালি পাচ্ছেন, তাই না?" শেষের কথাটা জ্যাক আর ওয়েন্ডির উদ্দেশ্যে ছিল। "লবির ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে আরাম করতে পারেন, অথবা যদি ইচ্ছে হয় তাহলে ডাইনিং রুমে বসে খেতে পারবেন।" আলম্যানের গলা শুনে মনে হল যে ও টরেন্সদের অনেক বড় উপকার করছে।

"বেশ তো।" জ্যাক জবাব দিল।

"আমরা কি নীচে যেতে পারি?" আলম্যানের প্রশ্ন।

"অবশ্যই।" ওয়েন্ডি বলল।

ওরা লিফটে করে নীচে নেমে এল। এখন লবিতে ওয়াটসন ছাড়া আর কেউ নেই। ও মেইন ডেস্কের সাথে হেলান দিয়ে একটা টুথপিক চিবোচ্ছিল।

"তোমার তো এতক্ষণে চলে যাওয়ার কথা।" আলম্যান ঠাণ্ডা গলায় বলল।

"মিঃ টরেন্সকে বয়লারের কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে থেকে গেলাম," ওয়াটসন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল। "প্রেশারের দিকে খেয়াল রাখবেন। ব্যাটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ে।"

"বেশ, রাখব।" জ্যাক বলল।

"আপনার কোন অসুবিধা হবে না," ওয়াটসন জ্যাকের সাথে হ্যান্ডশেক করল। তারপর ও ঘুরে ওয়েন্ডির দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝুঁকালো। "ম্যাডাম," ও বলল।

"খুশি হলাম," ওয়েন্ডি বলল। বলার পর ওর মনে হল যে কথাটা শুনতে হাস্যকর লেগেছে, কিন্তু কারও মধ্যে কোন অভিব্যাক্তি না দেখে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"আর মিঃ ড্যানি টরেন্স," ওয়াটসন গম্ভীরমুখে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ড্যানি, যে দেখে দেখে শিখে নিয়েছে কিভাবে হ্যান্ডশেক করতে হয়, নিজের ছোট্ট হাত বাড়িয়ে ধরল ওয়াটসনের হাতটা। "খেয়াল রেখো যাতে ওদের কিছু না হয়, ড্যান।"

"জি।"

ওয়াটসন ড্যানির হাত ছেড়ে আলম্যানের দিকে তাকাল। "আগামী বছর

দেখা হচ্ছে তাহলে," বলে ও আলম্যানের দিকে হাত বাড়াল।

আলম্যান দায়সারাভাবে হাতটা ধরে ঝাঁকাল।

"১২ই মে, ওয়াটসন। একদিন আগেও নয়, পরেও নয়।"

"জি, স্যার," জ্যাক ওয়াটসনের চেহারা দেখেই বুঝতে পারল ও মনে মনে কি বলছে: "হারামজাদা শুওর"

"আশা করি আপনার ছুটি ভালো যাবে, মিঃ আলম্যান।"

"মনে হয় না," আলম্যান তিক্তসুরে উত্তর দিল।

ওয়াটসন বাইরে যাবার জন্যে মেইন গেটের একটা পাল্লা খুলল। বাইরে তখনও বাতাস গর্জন করছিল। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ভালো থাকেন আপনারা।"

ড্যানি সবার হয়ে উত্তর দিল, "জি, আপনিও।"

ওয়াটসন চলে গেল।

এক মুহূর্তের জন্যে ড্যানির নিজেকে প্রচণ্ড একা লাগল।

অধ্যায় ১৩

পোর্চ

টরেন্স পরিবারকে হোটলের সামনের পোর্চে ঠিক একটা ছবির মত দেখাচ্ছিল। ড্যানি মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ওর পরনে একটা জ্যাকেট যেটা ওর শরীরে ছোট হয়, ওয়েন্ডি ওর বাঁ পাশে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর জ্যাক ওর ডানদিকে, ওর হাত আলতো করে ড্যানির মাথায় রাখা।

মিঃ আলম্যান ওদের চেয়ে একধাপ নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এখন একটা দামী ওভারকোট গায়ে চড়িয়েছে। সূর্য পুরোপুরি পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে এখন, আর উঠানের সবকিছুর ছায়া সে কারণে লম্বা, বেগুনী রুপ নিয়েছে। এখন পার্কিং লটে হোটেলের ট্রাক, আলম্যানের লিংকন কন্টিনেন্টাল আর টরেন্সদের গাড়িটা ছাড়া আর কোন গাড়ি নেই।

"সবগুলো চাবি বুঝে নিয়েছেন তো?" আলম্যান জ্যাককে জিজ্ঞেস করল। "বয়লার অথবা ফার্নেসের বাপারে আর কোন প্রশ্ন আছে?"

জ্যাক আলম্যানের মনের অবস্থা বুঝতে পারল। হোটেল বন্ধ করবার সব কাজ শেষ। কিন্তু নিজের প্রাণপ্রিয় হোটেলকে একজন অচেনা মানুষের হাতে ছেড়ে যেতে আলম্যানের কষ্ট হচ্ছে।

"নাহ্, মনে হয় না আমার কোন অসুবিধা হবে।"

"বেশ। আমি যোগাযোগ রাখব।" এটা বলার পরও আলম্যান কিছুক্ষণ দ্বিধাজড়িত মুখে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, "বেশ। আশা করি আপনাদের শীতকাল আনন্দে কাটবে, মিঃ টরেন্স, মিসেস টরেন্স, ড্যানি, তোমারও।"

"আপনিও ভালো থাকুন, মিঃ আলম্যান," ড্যানি বলল।

"মনে হয় না আমার শীতকাল খুব একটা ভালো যাবে," আলম্যান আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "ফ্লোরিডার যে জায়গাটা আমি দেখাশোনা করি সেটা খুবই নিম্নমানের একটা রিসর্ট, সত্যি কথা বলতে। ওভারলুক হচ্ছে আমার আসল চাকরি। জায়গাটার খেয়াল রাখবেন, মিঃ টরেন্স।"

"চিন্তা করবেন না, মি.আলম্যান, আপনি ফিরে আসা পযন্ত হোটেল

ঠিকঠাক থাকবে।" জ্যাক বলল, আর সাথে সাথে ডানির মাথায় বিদ্যুচ্চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল :

(কিন্তু আমরা ঠিক থাকব তো?)

"অবশ্যই, অবশ্যই।" আলম্যান উত্তর দিল।

তারপর ও পাকা ব্যবসায়ীর মত একবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "গুডবাই, তাহলে।"

ও হেঁটে নিজের গাড়ির কাছে গেল। এত খাটো একজন মানুষের পাশে গাড়িটা বিশাল দেখাচ্ছিল। ও উঠে একটান দিয়ে গাড়িটা বের করে চলে গেল।

"হম্‌ম্‌," জ্যাক বলল।

আলম্যান চলে যাবার পর ওরা তিনজন একজন আরেকজনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। উঠানে জমে থাকা পাতার মধ্যে বাতাস খেলা করছে, কিন্তু সেটা দেখার জন্যে আর কেউ নেই। জ্যাকের হঠাৎ করে মনে হল যে বাগানের ছায়াগুলো বিশাল বড় হয়ে গিয়েছে, আর ওরা সে তুলনায় হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র, অসহায়।

তারপর ওয়েন্ডি বলল : "একি ডক, ঠাণ্ডার চোটে তো তোমার নাক দিয়ে পানি পড়ছে। চল চল, ভেতরে চল।"

ওরা সবাই ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পেছনে পড়ে গেল বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জন।

অধ্যায় ১৪

ছাদে

"বাল! শালা শূয়োরের বাচ্চা!"

জ্যাক চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ও নিজের জ্যাকেটে হাত চাপড়ে যে বোলতাটা ওকে হুল ফুটিয়েছে সেটাকে সরাল। তারপর এক দৌড়ে ছাদের ওপরে উঠে গেল যাতে ও মাত্র যে চাকটাকে নাড়া দিয়েছে সেটা থেকে অন্য বোলতাগুলো বেড়িয়ে ওকে নাগালে না পায়। যদি অন্য বোলতাগুলো আসলেই ওর পিছু নিয়ে থাকে তাহলে ওর কপালে ভোগান্তি আছে। ও যেই মই বেয়ে ছাদে উঠেছে চাকটা ঠিক তার সামনে। নীচে নামবার জন্যে ছাদে আরেকটা দরজা আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা অন্যদিক থেকে তালা লাগানো। আর ছাদ থেকে যদি ও লাফ দেয় তাহলে ওর জন্যে সত্তর ফিট নীচে নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

কিন্তু বোলতার চাক থেকে কোনরকম সাড়াশব্দ এল না।

জ্যাক ছাদের ওপর বসে নিজের হাত পরীক্ষা করে তিক্ত সুরে শিস দিল। আঙুলটা এখনই ফুলতে শুরু করেছে। যেভাবেই হোক চাকটাকে এড়িয়ে ওর নীচে নেমে হাতে বরফ লাগাতে হবে।

আজ অক্টোবরের বিশ তারিখ। ওয়েন্ডি আর ড্যানি হোটেলের ট্রাকে করে সাইডওয়াইন্ডারে গিয়েছে তিন গ্যালন দুধ আর ক্রিসমাসের জন্যে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে (ট্রাকটা যদিও পুরনো আমলের, কিন্তু ওদের গাড়িটার চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে)। যদিও এখনও ক্রিসমাস শপিং এর সময় হয় নি, কিন্তু বলা যায় কখন বরফ পড়ে ওদের শহরে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দেবে। এখনই হোটেলের উঁচু কোন যায়গায় দাঁড়ালে দেখা যায় যে বরফ পড়ে রাস্তার কয়েকটা জায়গা পিচ্ছিল হয়ে আছে।

দু'-তিনবার বরফ পড়া বাদে এখন পর্যন্ত ওরা চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছে। সোনালী রোদ দিয়ে দিন শুরু হয়, আর সোনালী রোদ দিয়েই শেষ হয়। এটা হচ্ছে ছাদে নতুন টালি লাগাবার জন্যে খুবই ভালো আবহাওয়া।

জ্যাক অবশ্য ওয়েন্ডির কাছে অকপটে স্বীকার করেছে যে ওর উচিত ছিল তিন-চারদিন আগেই এই কাজটা শেষ করে ফেলা।

এখন ছাদের ওপর বসে ওর মনে হল এখান থেকে পাহাড়ের যে ভিউ পাওয়া যায় সেটা প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট থেকেও ভালো। তারচেয়েও বড় কথা, কাজটা অনেক শান্তির। এখানে বসে ওর গত তিন বছরের ঝামেলাগুলো আর মনে পড়ছে না।

পুরনো টালিগুলোর বেশীরভাগই পচে গিয়েছে, আর ছাদের একটা বড় অংশ থেকে গত বছরের ঝড় টালি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বোলতার কামড় খাওয়ার আগ পর্যন্ত ও পুরনো টালিগুলো পরিষ্কার করছিল।

কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এর আগে ও প্রত্যেকবার ছাদে আসার আগে নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ছাদে বোলতা বা মৌমাছির চাক থাকতে পারে। এ জন্যই ও কীটনাশক ওষুধে ভরা একটা ক্যান কিনে নিয়ে এসেছে যেটা বাগ বম্ব নামে পরিচিত। কিন্তু আজকে ও চারপাশের শান্তি আর সৌন্দর্যে হারিয়ে গিয়েছিল। ওর মন চলে গিয়েছিল ও যে নাটকটা লেখছে তার জগতে।

নাটকটা এখন পর্যন্ত ভালোই আগাচ্ছে। ওয়েন্ডিকে পড়ে শোনাবার পর যদিও ও খুব বেশী কিছু বলে নি, কিন্তু জ্যাক বুঝতে পেরেছিল যে ওর নাটকটা পছন্দ হয়েছে। জ্যাক একটা জরুরি দৃশ্যে এসে আটকে গিয়েছিল, যেখানে গল্পের নায়ক গ্যারি বেনসন আর ডেংকার, তার নিষ্ঠুর হেডমাস্টারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এটুকু লেখার পর ও মদ ছেড়ে দেয়, আর এরপরের তিন মাস ও স্কুলে ঠিকমত ক্লাসও করাতে পারে নি, নাটক নিয়ে বসা তো দূরের কথা।

কিন্তু গত বারোদিনের মধ্যে, যখন ও হোটেলের টাইপরাইটারটা নিয়ে লিখতে বসেছে, ও একবারও আটকায়নি। ওর মাথা ঝড়ের বেগে কাজ করেছে, আর একটার পর একটা দৃশ্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে ওর চোখের সামনে। ডেংকারের চরিত্রটা ও এখন আরও ভালোভাবে ধরতে পেরেছে, আর সেই অনুযায়ী নাটকের দ্বিতীয় অংকের দৃশ্যগুলো বদলে নিয়েছে। এখন ফুলে যাওয়া আঙুলটাকে দেখতে দেখতে তৃতীয় অংকের অনেকগুলো দৃশ্যগুলোও ও মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল। যদি ওর লেখা এভাবে আগাতে থাকে, তাহলে জানুয়ারীর মধ্যেই ও পুরো নাটকটা শেষ করে ফেলতে পারবে।

ও নিউ ইয়র্কে একজন প্রকাশককে চেনে, ফিলিস স্যান্ডলার নামে এক মহিলা যার হবি হচ্ছে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করা। ফিলিসই জ্যাকের আগের তিনটে গল্প ছাপানোর ব্যাবস্থা করে, এস্কোয়ারে যেটা ছাপা হয়েছিল সেটাও। জ্যাক ওকে নাটকটার ব্যাপারে জানিয়েছে। নাটকটা হচ্ছে

ডেংকার নামে একজন চরিত্রের ব্যাপারে, যে যৌবনে একজন প্রতিভাবান ছাত্র হবার পরও বড় হয়ে একজন নিষ্ঠুর প্রধান শিক্ষকে রুপান্তরিত হয়। আর নায়ক হচ্ছে গ্যারি বেনসন, যে জ্যাকের নিজের ছাত্র জীবনের আদলে সৃষ্ট। নাটকের নাম : 'দ্যা লিটল স্কুল।' ফিলিস ওকে চিঠি পাঠিয়ে জানায় যে নাটকটা ওর পছন্দ হয়েছে। তার কয়েক মাস পর ফিলিস ওকে আরেকটা চিঠি দিয়ে জানতে চায় যে নাটকটা শেষ হচ্ছে না কেন। জ্যাক লিখে পাঠায় যে ওর মাথা কাজ করছে না। কিন্তু এখন ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল যে নাটকটা শেষ করা সম্ভব। গল্পটার কোয়ালিটি কিরকম, অথবা শেষ পর্যন্ত নাটকটা মঞ্চে উঠল কিনা, এসব নিয়ে জ্যাকের তেমন মাথা ব্যাথা নেই। ওর কাছে এই নাটকটা হচ্ছে ওর খারাপ সময়গুলোর একটা প্রতীক। এই নাটকটা হচ্ছে ওই সময়গুলোর প্রতিনিধি যখন ও নিজের ছেলের হাত ভেঙ্গে ফেলেছিল, যখন ওর বিয়ে প্রায় ভাঙ্গতে বসেছিল, যখন ও কোন অচেনা ছেলেকে মদের নেশায় গাড়ির ধাক্কা উড়িয়ে দেয়, যখন ও নিজের চাকরি হারায়। এই প্রতীকী গুরুত্বের কারণেই জ্যাকের জন্যে নাটকটা শেষ করা জরুরি, যাতে ও নিজেকে বলতে পরে যে ও খারাপ সময়গুলো পেছনে ফেলে এসেছে। তাই বলে ও নাটক শেষ করে উপন্যাস লেখা শুরু করবে না। আবার তিন বছর লাগিয়ে কোন কিছু লেখার ধৈর্য্য ওর আপাতত নেই। হয়তো ও এরপর ছোটগল্পের একটা সংকলন লিখবার চেষ্টা করবে।

জ্যাক আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে আগে ও যেখানে ছিল সেদিকে আগাতে লাগল। ও বোলতার চাকটার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল, যাতে চাকের বাসিন্দারা বেরিয়ে আসতে শুরু করলে ও এক দৌড়ে মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে পারে।

ও কাছাকাছি এসে ছাদের তক্তাগুলোর ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল চাকটার কি অবস্থা।

চাকটা বিরাট সাইজের, আর ওটা এমনভাবে ছাদের ভেতরের আর বাইরের তক্তাগুলোর মধ্যে ঝুলে আছে যে দেখে মনে হচ্ছে না সহজে বের করা যাবে। জ্যাক দেখতে পেল যে ধুসর বলটার ভেতর পোকাগুলো কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো নিরীহ জাতের হলুদ বোলতা নয়, এগুলো হচ্ছে বিশাল সাইজের বদমেজাজী বোলতা। এখন শীতের প্রকোপে পোকাগুলো কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাও জ্যাক মনে মনে নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিল যে ওকে একটার বেশী হুল খেতে হয় নি। আর যদি গ্রীষ্মের সময় ওর এই চাকের মুখোমুখি হতে হলে ওর কি পরিণতি হত চিন্তা করে জ্যাক শিউরে উঠল। যখন এক ডজন বোলতা কাউকে ছেঁকে ধরে তখন তার এটা মনে থাকে না যে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন দৌড়াতে গিয়ে ছাদ

থেকে পড়ে যাওয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

জ্যাক কোথায় যেন পড়েছিল যে ৭% রোড অ্যাক্সিডেন্টের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন এঞ্জিনের সমস্যা নেই, ড্রাইভার মদ খায়নি, আবহাওয়াও সুন্দর, কিন্তু তাও গাড়িগুলো যেন নিজ ইচ্ছাতেই রাস্তা থেকে সরে এসে উলটে পড়ে থাকে। ভেতরে মৃত ড্রাইভার, আর এমন কেউ নেই যে বলতে পারবে আসলে কি হয়েছিল। একজন পুলিশ অফিসার ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে এধরণের দুর্ঘটনার কারণ খুব সম্ভবত কোন পোকা। একটা বোলতা বা মৌমাছি গাড়িতে ঢুকে গিয়েছিল, আর ড্রাইভার হয়তো আতংকিত হয়ে সেটাকে বের করে দেবার চেষ্টা করছিল। তখন হয়তো পোকাটা তাকে হুল ফুটিয়ে দেয়। যাই হয়ে থাকুক, তার ফল একটাই। দড়াম! গাড়ি ওলটানো, মৃত ড্রাইভার, আর রহস্যময় অ্যাক্সিডেন্ট। আর পোকাটা কিছুই হয় নি এমনভাবে ধ্বংসস্তুপ থেকে উড়ে চলে যায়। জ্যাকের মনে পড়ল যে অফিসার বলেছিলেন পোস্ট-মর্টেমের সময় মৃতদেহে কোন পতঙ্গনিসৃত বিষ পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখতে।

এখন বোলতার চাকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জ্যাক আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। জ্যাকের এখনও মনে হয় ওর সাথে যা যা খারাপ কিছু হয়েছে তা ওর নিজের ভুলে হয় নি, ও ছিল নিয়তির নির্দোষ শিকার। ওর কোন দোষ নেই, ওর সাথে অন্যায় করা হয়েছে। ও স্টভিংটন স্কুলে আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষককে চিনত যারা মদ খায়, তাদের মধ্যে দু'জন তো জ্যাকের মত ইংলিশই পড়াত। কিন্তু তারা মদ খেত শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে, স্কুলে যেসব দিন ক্লাস থাকত সেসব দিনে কখনও নয়।

জ্যাক আর অ্যালের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। ওরা মদ খেত না, মদ ওদের খেত। ওরা দু'জনই ছিল অ্যালকোহলিক। ওরা দু'জন একে অপরকে এমনভাবে টেনে ধরেছিল যেভাবে একজন ডুবন্ত মানুষ তার পাশের জনকে টেনে ধরে তাকেও ডুবতে বাধ্য করে। শুধু ওরা দু'জন যে সাগরে ডুবছিল সেটা জলের নয়, মদের।

নীচে বোলতাগুলো নিরলসভাবে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিল। আসছে শীতে ওদের রানি বাদে প্রত্যেকটা পোকা মারা যাবে, কিন্তু ওদের সহজাত প্রবৃত্তি ওদের কখনওই কাজ বন্ধ করতে দেবে না, যতদিন ওরা বেঁচে আছে।

জ্যাকের মদের নেশা নতুন কিছু নয়। ও কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে যখন প্রথম মদ খায় তখন থেকেই ওর জিনিসটার প্রতি আসক্তি জন্মে যায়। জ্যাকের এই প্রবল আসক্তির কারণ ইচ্ছাশক্তির অভাব বা চারিত্রিক দুর্বলতা নয়। ওর ভেতরে কোথায় যেন কিছু ভেঙ্গে গিয়েছে, বা ওর কোন অংশ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। সেই শূণ্যতাটাকে কোনভাবে পূরণ করবার জন্যে

জ্যাক মদের সাগরে ডুব দেয়। ওকে আরও গভীরে যেতে সাহায্য করে স্টাভিংটন স্কুলে পড়াবার চাপ, আর ড্যানির ভাঙ্গা হাত, যেটার কারণ আসলে ও নয়, ওর কপাল খারাপ দেখে জিনিসটা ঘটে গিয়েছিল। ওর বদমেজাজের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সারাজীবন ধরেই ওর রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যে। ওর যখন সাত বছর বয়স তখন ওকে ম্যাচ নিয়ে খেলতে দেখে এক প্রতিবেশী মহিলা ওকে প্রচণ্ড বকা দেয়। জ্যাক তারপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়ে একটা গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে। দূর্ভাগ্যবশত, জ্যাকের বাবার চোখে পড়ে যায় এই ব্যাপারটা। সেদিনটার কথা জ্যাকের বেশ ভালো করেই মনে আছে। ওর পিঠে মোটা মোটা লাল দাগ ফেলে দিয়েছিল বাবা।

জ্যাকের মনে হল ওর পুরো জীবনটাই একটা মৌমাছির চাকের মত, যেখানে নিয়তি ওকে বারবার বিষাক্ত হুল দিয়ে দংশন করতে থাকে।

ওর চোখের সামনে জর্জ হ্যাফিল্ডের চেহারা ভেসে উঠল।

লম্বা, এলোমেলো একমাথা সোনালী চুল জর্জের চেহারায় একটা দুষ্টু সৌন্দর্য এনে দিয়েছিল। জর্জ যখন একটা জীন্সের প্যান্ট আর হাতা গুটানো শার্ট পড়ে স্কুলে আসত তখন জ্যাক ওকে একবার দেখেই বুঝে গিয়েছিল যে এ ছেলের মেয়েদের পটাতে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু জ্যাকের কখনওই ওকে দেখে হিংসা হয় নি। বরং জ্যাক জর্জকে মনে মনে নিজের নাটকের নায়ক গ্যারি বেনসনের জায়গায় কল্পনা করছিল। তাই বলে জ্যাক কখনও ডেংকারের মত ওকে ঘৃণা করত না। ওর মত লোক কেন নিজের ছাত্রকে ঘৃণা করবে?

জর্জ স্কুলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ও ফুটবল আর বাস্কেটবল বেশ ভালো খেলত, এবং ছাত্র হিসাবে চমৎকার না হলেও খুব খারাপও ছিল না। ও ক্লাসে চেহারায় একধরণের দুষ্টু, বিস্মিত অভিব্যক্তি নিয়ে বসে থাকত। জ্যাক এরকম চেহারা আগেও দেখেছে, আয়নায়। ও স্কুলে থাকতে ঠিক একই রকমের ছাত্র ছিল। জর্জ হ্যাফিল্ড সহজাত প্রবৃত্তিবশেই একজন প্রতিযোগী, যে পড়ালেখায় তেমন ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে না পেলেও প্রতিযোগিতায় জিতবার জন্যে যে কোন কিছু করতে পারে।

জানুয়ারীতে জ্যাক নিজের ডিবেট টিমের জন্যে দু'ডজনের মত প্রার্থীকে যাচাই করে দেখে। তাদের মাঝে জর্জ হ্যাফিল্ডও ছিল। জর্জ জ্যাকের সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলে। ও বলে যে ওর বাবা একটা বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্যে উকিল হিসাবে কাজ করেন, আর উনি চান যে তার ছেলেও একই কাজ করুক। সেই উদ্দেশ্যে জর্জের বাবার খুবই শখ যে তার ছেলে স্কুলের ডিবেট টিমে থাকুক। ডিবেট কোর্টে কেস লড়ার প্র্যাকটিস হিসাবে কাজ

করে। জ্যাক মার্চের শেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে ও জর্জকে টিমে রাখবে।

তার সামনের শীতকালে একটা বড় ডিবেট কম্পিটিশন হবার কথা ছিল, আর জর্জ, একজন দক্ষ প্রতিযোগী, নিজেকে সেটার জন্যে প্রস্তুত করতে শুরু করে। ও রীতিমত সিরিয়াস পড়ালেখা শুরু করে যে বিষয়ে বিতর্ক করতে হবে তা নিয়ে, যাতে কম্পিটিশনের সময় ওর জয় কেউ ঠেকাতে না পারে। এছাড়াও ডিবেটার হিসাবে জর্জের বেশ কিছু ভালো গুণ ছিল। ও পক্ষে আছে না বিপক্ষে আছে তা নিয়ে ওর বিশেষ মাথাব্যাথা ছিল না, শুধু জেতাটাই ওর জন্যে জরুরি। তাছাড়া ও কখনও তর্কের সময় যা বলা হত সেগুলোকে অপমান হিসাবে গণ্য করত না।

কিন্তু জর্জের একটা বড় সমস্যা ছিল। ও ছিল তোতলা।

ক্লাস করবার সময় কখনও জর্জের এ সমস্যাটা হয়না, কারণ ওখানে ও সাধারণত চুপচাপ বসে থাকে আর কম কথা বলে, আর খেলার মাঠে তো নয়ই, ওখানে একটা দু'টোর বেশী শব্দ বলার দরকারও পড়ে না।

কিন্তু উত্তেজিত বিতর্কের সময় জর্জের এই সমস্যাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। ও যত দ্রুত কথা বলবার চেষ্টা করত ততই বেশী তোতলাতো। আর যখন ওর মনে হত যে ও কোন প্রতিদ্বন্দীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তখন উত্তেজনায় প্রায় ওর কথা বন্ধ হবার মত অবস্থা হত। লজ্জাকর ব্যাপার।

"ত্-ত্-তো সে ক্-ক্-কারণেই আমি মনে ক্-ক্-করি যে এই ব্-ব্-ব্যাপারটা এত সহজ ন্-ন্-নয় বিপক্-ক্-ক্ষ দল যতটা ব্-ব্-বলছেন..."

ওর কথা শেষ হবার আগেই সময় শেষের ঘণ্টা বেজে উঠত, আর জর্জের ক্ষিপ্ত দৃষ্টি যেয়ে আছড়ে পড়ত জ্যাকের ওপর, যে ঘণ্টাটা বাজিয়েছে।

টিম থেকে অন্যান্য বাজে সদস্যদের বের করে দেবার পরও জ্যাক জর্জকে আরও কিছুদিন রাখে। ও আশা করছিল যে প্র্যাকটিসের সাথে সাথে জর্জের অবস্থার হয়তো উন্নতি হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জ্যাক বাধ্য হয় ওকে বের করে দিতে। ওর সেদিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ডিবেট শেষে রুম থেকে অন্য প্রতিযোগীরা বের হয়ে যাবার পর জর্জ রাগী চেহারা নিয়ে জ্যাকের মুখোমুখি হয়।

"আপ্-আপনি ইচ্ছে করে আগে ঘ্-ঘণ্টা বাজিয়েছেন!"

জ্যাক নিজের ব্রিফকেসে কাগজ গুছিয়ে রাখতে রাখতে মুখ তুলে তাকাল।

"মানে?"

"আমি আমার প্-পুরো পাঁচ ম্-মিনিট পাই নি। আপনি আগেই ঘণ্টা ব্-বাজিয়েছেন। আমি ঘ্-ঘড়ি দেখেছি।"

"তোমার ঘড়ি হয়তো একটু ফ্যাস্ট ছিল, জর্জ। আমি শপথ করে বলতে পারি যে আমি আগে ঘণ্টা বাজাই নি।"

"ব্-ব্-বাজিয়েছেন!"

জর্জকে এভাবে উদ্ধত, বেয়াদবীর সুরে কথা বলতে দেখে জ্যাকের নিজেরও আস্তে আস্তে মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। এমনিতেই ওর মদ ছেড়ে থাকতে জান বের হয়ে যাচ্ছিল। আগের দু'মাস এক ফোঁটা সুরা না ছোঁয়ার কারণে জ্যাকের বেশীর ভাগ সময়ই মেজাজ চড়ে থাকত। ও তাও একবার শেষ চেষ্টা করে জর্জকে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝানোর : "আমি আবারও বলছি জর্জ, আমি ঘণ্টা আগে বাজাইনি। তুমি তোতলাচ্ছিলে দেখে হয়তো তোমার মনে হয়েছে যে তুমি কথা বলবার যথেষ্ট সময় পাওনি। তুমি কি জানো ডিবেটের সময় তোমার কেন এমন হয়? ক্লাসের সময় তো তুমি স্বাভাবিকভাবেই কথা বল।"

"আমি ত্-ত্-তোতলাই ন্-না!"

"আস্তে কথা বল।"

"আপনি চ্-চান না যে আ-আমি আপনার ট্-টিমে থাকি!"

"আস্তে কথা বল। এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই–"

"ব্-ব্-বাল!"

"জর্জ,তুমি যদি তোমার তোতলামোকে বশে আনতে পারো, তাহলে তোমাকে টিমে নিতে আমার কোন অসুবিধা নেই। তুমি বিতর্কের বিষয় নিয়ে ভালো পড়াশোনা কর, তাই বিপক্ষ দল কখনওই তোমাকে চমকে দিতে পারে না। শুধু তুমি তোতলাও বলে–"

"আমি কক্-কখনওই ত্-তোতলাই না!" জর্জ চিৎকার করে বলল। "দ্-দোষ আসলে আপনার! যদি আপনার জ্-জায়গায় অ-অন্য কেউ ডিবেট টিমের দ্-দ্-দায়িত্বে থাকত–"

জ্যাকের রাগ আর একটু বাড়ল।

"জর্জ, তুমি যদি এভাবে তোতলাতে থাকো তাহলে তোমার বাবার যে স্বপ্ন তোমাকে উকিল বানাবার তা কখনওই সত্যি হবে না। ওকালতি আর ফুটবল খেলা এক জিনিস নয়। প্রতিদিন দু'ঘণ্টা প্র্যাকটিস করাই যথেষ্ট নয়। নিজের তোতলামো ঠিক না করতে পারলে কোর্টে যেয়ে কি বলবে, অ-অ-অবজেকশন ই-ই-ইয়োর অনার?"

কথাটা শেষ করবার সাথে সাথে জ্যাকের প্রচণ্ড অপরাধবোধ হল। এত নিষ্ঠুরভাবে বলা উচিত হয় নি। ছেলেটা একদমই বাচ্চা, আর জ্যাকের ওপর ওর এত রাগের কারণ নিজের অসহায়তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জর্জ শেষ একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ল জ্যাকের দিকে। ও এখন এত উত্তেজিত যে শব্দগুলো বের হবার সময় ওর ঠোঁট কাঁপছিল। "আপন্-ন্-নি ইচ্ছা ক্-ক্-করে আগে ঘ্-ঘণ্টা বাজিয়েছেন! আপনি আমাকে দে-দেখতে

পারেন না ক্-কারণ আপন্-নি জানেন–"

কথা শেষ না করে জর্জ ঘুরে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ও এত জোরে দরজা লাগাল যে জানালার কাঁচ কেঁপে উঠল।

জ্যাকের মনে রাগ আর অপরাধবোধের পাশাপাশি একটা অসুস্থ আনন্দও কাজ করছিল। জীবনে প্রথমবারের মত জর্জ হ্যাফিল্ড এমন একজন প্রতিদ্বন্দীর মুখোমুখি হয়েছে যাকে হারানো অত সোজা নয়। বাবা যতই ধনী হয়ে থাকুক, টাকা খাইয়ে তো আর তোতলামো বন্ধ করা যায়না। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই জ্যাক আবার প্রচণ্ড লজ্জা আর অপরাধবোধে ডুবে গেল। ড্যানির হাত ভাঙ্গবার পর ওর যেমন লেগেছিল ঠিক তেমনই।

হে ঈশ্বর, আমি তো আসলে এত বড় হারামী নই, তাই না?

জর্জের পরাজয়ে ও যে অসুস্থ আনন্দ বোধ করেছে সেটা ওর নাটকের ভিলেন ডেংকারকে মানায়, জ্যাক টরেন্সকে নয়।

আপনি আমাকে দেখতে পারেন না কারণ আপনি জানেন...

ও কি জানে?

ও কি এমন জানে জর্জ হ্যাফিল্ডের ব্যাপারে যেটা দেখে ও জর্জকে ঘৃণা করবে? যে জর্জের পুরো ভবিষ্যৎ ওর সামনে পড়ে রয়েছে? যে জর্জ দেখতে হলিউডের কিশোর নায়কদের মত? যে ও যখন খেলার মাঠে বল নিয়ে টান দেয় তখন মেয়েরা সবাই গল্প ভুলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে?

হাস্যকর। এধরণের চিন্তা ওর মাথায় আসাটাই অবিশ্বাস্য। সত্যি বলতে, জ্যাক চায় যে জর্জের তোতলামো ঠিক হয়ে যাক, কারণ ও আসলেই অন্য সবদিক থেকে একজন ভালো ডিবেটার। আর জ্যাক যদি ঘণ্টাটা একটু আগে বাজিয়েই থাকে, তাহলে তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে জর্জকে ওভাবে তোতলাতে দেখে ওর মায়া লাগছিল।

এর সপ্তাহখানেক পর জ্যাক জর্জকে টিম থেকে বাদ দিয়ে দেয়। এবার জ্যাক মাথা ঠাণ্ডা রাখে। চিৎকার, গালিগালাজ যা করবার এবার জর্জ একলাই করে। তারও এক সপ্তাহ পরে একদিন জ্যাক স্কুলের গ্যারেজে যায় নিজের গাড়ি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বের করতে। যেয়ে দেখে যে ওর গাড়ির সামনের চাকার কাছে জর্জ হ্যাফিল্ড উবু হয়ে বসে আছে, আর ওর হাতের ছুরি, যেটা ইতিমধ্যে গাড়ির অন্য তিনটা চাকার দফারফা করে দিয়েছে, প্রস্তুত হচ্ছে চার নাম্বার চাকাটায় প্রবেশ করবার জন্যে।

জ্যাক রাগে অন্ধ হয়ে যায়। তারপর কি হয়েছিল তা ওর খুব ভালো করে মনে নেই। শুধু মনে আছে যে ওর গলা থেকে একটা হিংস্র গর্জন বেরিয়ে আসে আর ও জর্জকে বলে, "ঠিক আছে জর্জ, তোর যদি এত দেখবার ইচ্ছা থাকে আমি কত খারাপ হতে পারি তোকে সেটা আমি আজ দেখাচ্ছি।"

জ্যাক জবাব দেয় : "আমার কাছে আসলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি–"

তারপরের দৃশ্য হচ্ছে স্কুলের ফ্রেঞ্চ শিক্ষিকা মিস স্ট্রং জ্যাকের হাত ধরে টানছেন আর চিৎকার করছেন, "ওকে ছাড়ো জ্যাক! ওকে ছাড়ো, ছেলেটাকে তুমি মেরে ফেলবে!"

জ্যাক বোকার মত চোখ পিটপিট করে চারদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে যে এতক্ষণ কি ঘটেছে। ওর গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাড়ির দরজার একজায়গায় ট্যাপ খেয়ে গেছে, আর সেখানে লাল কিছু একটা লেগে আছে, রক্তও হতে পারে, লাল রঙও হতে পারে। দাগটা রক্তের মনে হতেই জ্যাকের মন একমুহূর্তের জন্যে আবার ওর অ্যাক্সিডেন্টের রাতে ফিরে গেল,

(হে ঈশ্বর অ্যাল, আমরা কাকে যেন চাপা দিয়ে দিয়েছি)

তারপর ওর চোখ গেল জর্জের দিকে। জর্জের কপালের একটা জায়গায় কেটে গিয়েছে, কিন্তু সেটা খুব একটা সিরিয়াস কিছু বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু ছেলেটার নাক থেকেও রক্ত পড়ছে, যার মানে ওর মাথার ভেতরে কোন নাজুক জায়গায় হয়তো আঘাত লেগেছে। এর মধ্যে জ্যাকের ডিবেট টিমও অকুস্থলে এসে পড়েছে, কিন্তু ওরা দরজার কাছে জড়সর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কাছে আসবার সাহস পাচ্ছিল না।

জ্যাক মিস স্ট্রং এর হাত ছাড়িয়ে জর্জের কাছে গেল দেখতে ওর কি অবস্থা। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে জর্জ সিঁটিয়ে গেল।

ও জর্জের বুকে একটা হাত রেখে বলল "শুয়ে থাকো, উঠবার চেষ্টা কোর না," বলে ও মিস স্ট্রং এর দিকে ফিরল। উনি তখনও ওদের দিকে আতংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। জ্যাক ওনাকে বলল, "আপনি কি যেয়ে স্কুলের ডক্টরকে ডেকে আনতে পারবেন?"

মহিলা মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরের দিকে ছুটে চলে গেলেন। জ্যাক এবার নজর ফেরাল নিজের ডিবেট টিমের দিকে। ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভরসা দিতে চাচ্ছিল যে ও এখন ঠিক আছে, ওর রাগ চলে গিয়েছে। ওর যখন মাথা ঠাণ্ডা থাকে তখন ওর মত ভালো মানুষ এই শহরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওর নিজের ছাত্ররা কি তা জানে না?

"তোমরা বাড়ি চলে যাও। আগামী সপ্তাহে দেখা হবে।"

কিন্তু আগামী সপ্তাহ আসতে আসতে ওর টিমের ছয়জন সদস্য টিম ছেড়ে দেয়। দু'জন সেদিনই, যেদিন গ্যারেজে ওরা ঘটনাটা ঘটতে দেখে। যদিও জ্যাকের তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার উপায় ছিল না, কারণ এর মধ্যে ওকে নোটিশ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে ও নিজেই আর বেশীদিন স্কুলে থাকবে না।

কিন্তু তারপরেও জ্যাক একফোঁটা মদ ছোঁয়নি। ওর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করতে হয়।

আর ও জর্জকে কখনওই ঘৃণা করত না। ওর কোন সন্দেহ ছিল না সে ব্যাপারে। ওর কোন দোষ ছিল না, ওর সাথে অন্যায় করা হয়েছে।

আপনি আমাকে দেখতে পারেন না কারণ আপনি জানেন...

কিন্তু জ্যাক কিচ্ছু জানে না। কিচ্ছু না। ও ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করে এ কথা বলতে পারবে। ঠিক যেমন ও যখন ঘণ্টাটা এক মিনিট আগে বাজিয়েছিল ও জর্জকে দেখতে পারে না বলে নয়, জর্জের ওপর ওর মায়া হচ্ছিল বলে।

চাক থেকে দু'টো বোলতা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

জ্যাক বোলতাগুলোকে উড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে বাস্তবে ফিরে এল। কতক্ষণ ধরে ও ছাদে বসে পুরনো কাসুন্দি ঘাটছে? ও ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় আধা ঘণ্টা।

জ্যাক সাবধানে মইয়ের কাছে এসে তারপর আস্তে আস্তে নেমে এল। ও ঠিক করল যে বাগ বম্ব দিয়ে সবগুলো বোলতাকে মেরে ও চাকটা ড্যানিকে দেবে নিজের ঘরে রেখে দেবার জন্যে। জ্যাকের কাছেও একটা ছিল, ছোটবেলায়। জিনিসটা ও চোখের সামনে ধরলে ভেতরে থেকে ধোঁয়া আর পেট্রলের গন্ধ ভেসে আসত।

"আমি ভালো হয়ে যাছি। আমার উন্নতি হচ্ছে।"

নিজের গলার আওয়াজ শুনে জ্যাকের ভালো লাগল। যদিও ও কথাটা জোরে জোরে বলতে চায়নি। ওর আসলেই মনে হচ্ছিল যে ওর মানসিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ও ঠিক করল যে এখন থেকে ও চেষ্টা করবে নিয়তির অন্যায় সিদ্ধান্তগুলোর জন্যে বসে না থেকে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেবার।

ও নীচে নেমে বাগ বম্বটা খুঁজতে লাগল। জ্যাক ওদের দেখিয়ে দেবে। ওর বদলা নেবার সময় এসেছে।

অধ্যায় ১৫

হোটেলের সামনে

জ্যাক কিছুদিন আগে স্টোররুমে একটা বিশালাকৃতির সাদা রঙের বেতের চেয়ার খুঁজে পায়। তারপর ওয়েন্ডির প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ও চেয়ারটাকে হোটেলের সামনের পোর্চে এনে রাখে। এখন জ্যাক চেয়ারটায় বসে বসে একটা উপন্যাস পড়ছিল, যখন ওয়েন্ডিদের নিয়ে হোটেলের ট্রাকটা আবির্ভূত হল।

ওয়েন্ডি ট্রাকটা পোর্চের একটু দূরে এনে ইঞ্জিন বন্ধ করল। জ্যাক হাসিমুখে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

"বাবা!" ড্যানি ছুটে এল ওর দিকে। ওর হাতে একটা বক্স। "দেখো আম্মু আমাকে কি কিনে দিয়েছে!" জ্যাক ওকে কোলে নিয়ে ওর গালে চুমু খেল।

ওর পিছে পিছে ওয়েন্ডিও গাড়ি থেকে বের হল। "আরে, বিশ্ববিখ্যাত, নোবেল বিজয়ী লেখক জ্যাক টরেন্স! আপনাকে এই পাহাড়ের ওপর দেখব ভাবতেই পারি নি।"

"শহরের কোলাহল আর কয়দিন ভালো লাগে বলুন?" জ্যাক এসে ওকেও চুমু দিল। "তোমাদের সফর কেমন গেল?"

"চমৎকার। যদিও ড্যানি অভিযোগ করেছে যে আমি অনেক আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, কিন্তু এরকম রাস্তায় সাবধান থাকাই ভালো...বাহ্ জ্যাক, তুমি তাহলে কাজটা শেষ করেছ!"

ওয়েন্ডির দৃষ্টি অনুসরণ করে ড্যানিও ছাদের দিকে তাকাল। নতুন টালিগুলো দেখে ওর এক সেকেন্ডের জন্যে টনির দেখানো স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এখন, দিনের আলোয়, ওর আর ভয় লাগল না। ওর হাতের বক্সটার দিকে তাকিয়ে আবার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"দেখো, বাবা, দেখো!"

জ্যাক ছেলের হাত থেকে বক্সটা নিল। ভেতরে ছিল একটা খেলনা, প্লাস্টিকের বিভিন্ন অংশ যেগুলো জুড়লে একটা গাড়ি তৈরি হয়। বক্সটার গায়ে

নানারকম রঙচঙ্গে ছবি আঁকা, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে একটা কার্টুন ভূত, যেটার লম্বা নখগুলো গাড়ির দুই জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছে।

ওয়েন্ডি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। জ্যাক ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

"এজন্যেই আমি তোকে এত ভালোবাসি, ডক। তুই সুক্ষ, শৈল্পিক আর সুরুচিপূর্ণ জিনিস পছন্দ করিস, ঠিক আমার মত।"

"আম্মু বলেছে যে আমার নতুন পড়ার বইটা শেষ করলে তুমি আমাকে গাড়িটা বানাতে সাহায্য করবে।"

"ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই।" বলে জ্যাক ওয়েন্ডির দিকে ফিরল। "আমার জন্যে কিছু আনেন নি, ম্যাডাম?"

ওয়েন্ডি চোখে কৃত্রিম রাগ নিয়ে জ্যাকে দিকে তাকাল। "এই, ওগুলো দেখবার কথা চিন্তাও করবে না। এখন তোমার কাজ হচ্ছে দুধের গ্যালনগুলো ভেতরে নিয়ে যাওয়া। ওগুলো ট্রাকের পেছনে রাখা আছে।"

"আমাকে তো তোমরা কুলি ছাড়া কিছুই মনে কর না!" জ্যাক কাঁদো কাঁদো গলায় নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল। "শুধু এটা নিয়ে যাও, ওটা নিয়ে যাও, হুকুম আর হুকুম!"

"বেশী কথা না বলে ভেতরে যাও বলছি।"

"এত কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না!" বলে জ্যাক মাটিতে শুয়ে পড়ল। ড্যানি খিলখিল করে হেসে উঠল।

ওয়েন্ডি পা দিয়ে ওকে খোঁচা দিল। "হয়েছে, আর নাটক করতে হবে না, ভাঁড় কোথাকার!"

"দেখেছিস? আমাকে ভাঁড় বলে গালি দিল! তুই সাক্ষী, ডক!"

"সাক্ষী, সাক্ষী!" ড্যানি উচ্চস্বরে বাবার সাথে একমত হয়ে লাফিয়ে জ্যাকের পিঠে উঠে পড়ল।

"ও, ভুলেই গিয়েছিলাম," জ্যাক বলল। "আমিও তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি, ডক।"

"কি, বাবা?"

"বলব না। টেবিলে রাখা আছে, যেয়ে দেখ।"

ড্যানি ওর পিঠ থেকে নেমে ছুটে ভেতরে চলে গেল।

জ্যাক উঠে ওয়েন্ডির পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে ওর কোমড় জড়িয়ে ধরল।

"তুমি কি খুশি, জান?"

ওয়েন্ডি গম্ভীরমুখে জবাব দিল, "আমরা বিয়ে করবার পর আর এত খুশি আমি কখনও হইনি।"

"সত্যি?"

"কসম।"

জ্যাক ওকে জড়িয়ে ধরল। "আই লাভ ইউ।"

ওয়েন্ডিও ওকে জড়িয়ে ধরল। ও জানে যে এই শব্দগুলো কখনও জ্যাক হেলাফেলা করে বলে না। ওদের বিয়ের পর জ্যাক ওকে কতবার আই লাভ ইউ বলেছে সেটা হাতে গোনা যাবে।

"আই লাভ ইউ টু।"

"আম্মু! আম্মু!" ভেতর থেকে ড্যানির উত্তেজিত গলা শোনা গেল। "এসে দেখে যাও! জিনিসটা দারুণ!"

"কি দিয়েছ?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"বলব না।"

"তোমাকে মজা দেখাব, শয়তান।"

"আজকে রাতেই তোমাকে মজা দেখাবার সুযোগ দেব।" জ্যাকের কথা শুনে ওয়েন্ডি হেসে ফেলল।

জ্যাক ওকে জিজ্ঞেস করল, "ড্যানি কি খুশি? তোমার কি মনে হয়?"

"সেটা তো তোমার ভালো জানার কথা। প্রতিদিন রাতে ও ঘুমাবার আগে ওর সাথে আধাঘণ্টা করে গল্প কর তুমি।"

"আমাদের বেশীরভাগ সময় কথা হয় ও বড় হয়ে কি হতে চায় সেটা নিয়ে অথবা সান্টা ক্লজ কি আসলেই আছে কিনা এসব ব্যাপারে। ওভারলুক নিয়ে ও কিছু বলে নি।"

"আমাকেও না," ওয়েন্ডি পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল। "ও কিন্তু এখন আগের চেয়েও বেশী চুপচাপ হয়ে গেছে তাই না? ওর ওজনও মনে হল একটু কমেছে।"

"ও কিছু না। আগের চেয়ে লম্বা হয়েছে বলে এখন ওকে শুকনো দেখায়।"

ওয়েন্ডি দেখতে পেল যে ড্যানি জ্যাকের চেয়ারের পাশে রাখা টেবিলটায় মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছে। ড্যানি সামনে থাকায় জিনিসটা কি ও বুঝতে পারছিল না।

"জ্যাক, ও কিন্তু এখন খাওয়াও কমিয়ে দিয়েছে। আগে ওকে প্লেট ভরে খাবার দিতে হত, এখন প্রায় তার অর্ধেক খায়।"

"ছোটবেলায় বাচ্চারা এমনিতেই একটু বেশী খায়," জ্যাক অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল। "আমার মনে হয় না চিন্তার কিছু আছে।"

"তাছাড়া ও এখন পড়ার বইগুলো নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। ও

খুব কষ্ট করছে আমাদের খুশি করবার..." ওয়েন্ডি অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগ করল, "তোমাকে খুশি করবার জন্যে।"

"আমি কিন্তু ওকে কোনরকম চাপ দেই নি। সত্যি কথা বলতে, আমার এটা পছন্দ নয় যে ও এত সময় ধরে বই নিয়ে বসে থাকে।"

"আমি যদি ওকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তুমি কি রাগ করবে? আজকে শহরে দেখলাম একজন বেশ ভালো ডাক্তার আছে..."

"তুমি এই শীতের সময়টা নিয়ে বেশ চিন্তিত, তাই না?"

ওয়েন্ডি কাঁধ ঝাঁকাল, "যদি তোমার মনে হয় আমি অকারণে দুশ্চিন্তা করছি..."

"না, আমি তা মনে করি না। এক কাজ কর, চল আমরা তিনজনই একবার ডাক্তারের সাথে দেখা করে আসি। শীত শুরু হবার আগে নিশ্চিত করা ভালো যে আমরা সবাই সুস্থ আছি।"

"বেশ, আমি আজকে বিকালে ডাক্তারকে ফোন দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেব।"

"আম্মু, দেখো!"

ড্যানি হাতে একটা ধুসর বস্তু নিয়ে ওয়েন্ডির দিকে ছুটে এল। এক সেকেন্ডের জন্যে ওয়েন্ডির মনে হল ওটা একটা মগজ, তারপর জিনিসটা কি বুঝতে পেরে ও সিঁটিয়ে গেল।

"জ্যাক, তুমি কি শিওর যে ওটা নিরাপদ?"

"কোন সন্দেহ নেই," জ্যাক জবাব দিল। "আমি বাগ বম্ব দিয়ে সব বোলতা মেরে ফেলেছি। তারপর ঝাঁকিয়ে চাকটাকে খালি করেছি।"

"কিন্তু পোকা মারার ওষুধের কারণে যদি ড্যানির কোন ক্ষতি হয়...?"

"কিচ্ছু হবে না। ছোটবেলায় এরকম একটা আমার নিজের কাছেই ছিল। ড্যানি,তুই কি নিজের রুমে চাকটা ঝুলিয়ে রাখতে চাস?"

"হ্যা বাবা, এক্ষণি!"

বলে ও দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল।

ওর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল, "তুমি কি বোলতার কামড় খেয়েছ?"

জ্যাক নিজের ফোলা আঙুলটা ওর চোখের সামনে তুলে ধরল। "আমাকে বীরত্বের পদক দেয়া উচিত, তাই না?"

ওয়েন্ডি আঙুলটায় একটা ছোট্ট চুমু খেয়ে আদর করে দিল।

"জ্যাক, ড্যানির কোন ক্ষতি হবে না তো?"

"আমি বাগ বম্বের গায়ে লেখা ব্যাবহারের নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ওদের দাবী হচ্ছে যে ওষুধটা সব পোকাকে মেরে দু'ঘন্টার মধ্যে মিলিয়ে যায়।"

"আমি এসব জিনিসকে খুব ভয় পাই।" বলে ওয়েন্ডি নিজের কনুইদু'টো জড়িয়ে ধরল।

"কি, বোলতা?"

"হুল ফোটায় এমন যেকোন কিছু।"

একটা হাত দিয়ে জ্যাক ওকে পেঁচিয়ে ধরল। "আমিও।"

অধ্যায় ১৬

ড্যানি

ওয়েন্ডি জ্যাকের টাইপরাইটারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে মেশিনগানের গুলির মত দ্রুত টাইপিং এর শব্দ, তারপর এক-দুই মিনিটের বিরতি, তারপর আবার গুলি শুরু। ওয়েন্ডির কানে এই শব্দটা মধুবর্ষণ করে। জ্যাক ওকে বলেছে যে নাটকটা জনপ্রিয় হোক বা না হোক তা নিয়ে ওর বিশেষ মাথাব্যাথা নেই, শেষ করা দিয়ে কথা। ওয়েন্ডি এ কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল। জ্যাক অনেকদিন ধরে কিছু সমস্যার সাথে লড়াই করছে। এসব ঝামেলার কারণে ওর অনেকদিন যাবত কিছু লেখা হয় না। দ্যা লিটল স্কুল শেষ করবার মাধ্যমে জ্যাক নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চায়।

আর এখন জ্যাক প্রত্যেকটা পাতা শেষ করবার সাথে সাথে ওয়েন্ডির মন খুশিতে ভরে ওঠে।

এদিকে ড্যানি নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। জ্যাক ওর জন্যে কয়েকটা বই নিয়ে এসেছে, যেগুলো শেষ করতে পারলে ড্যানির শিক্ষা ক্লাস টুয়ে পড়া একটা বাচ্চার সমান হয়ে যাবে। ওয়েন্ডির এ ব্যাপারটা প্রথমে তেমন পছন্দ হয় নি, ওর মনে হয়েছিল যে ড্যানির মত ছোট্ট ছেলের জন্যে এটা অনেক বেশী হয়ে যায়। জ্যাক ওর সাথে একমত হয় এ ব্যাপারটায়, আর বলে যে ওরা ড্যানিকে ঠেলবে না, কিন্তু ও যদি নিজে থেকে শিখতে চায়, তাহলে সমস্যা কোথায়?

আর ড্যানির শেখার আগ্রহ আছে বটে। ও আগেই টিভিতে শিশু শিক্ষা অনুষ্ঠানগুলোর ভক্ত ছিল, যেটা ওর এখন কাজে লাগছে। ও দুরন্ত গতিতে একটার পর একটা বই শেষ করে চলেছে।

ওয়েন্ডির এটা নিয়েও দুশ্চিন্তা হয়। ড্যানি এমনভাবে পড়ে যেন ওর জীবনমরণ এটার ওপর নির্ভর করছে। এখন ওয়েন্ডি দেখতে পাচ্ছিল যে ওর ছেলের মুখ টেবিলল্যাম্পের আলোতে গম্ভীর আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ও গভীর মনোযোগ দিয়ে জ্যাক ওর জন্যে যে প্রশ্নগুলো তৈরি করে দিয়েছে

সেগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করছে।

প্রশ্নগুলোতে একপাশে থাকে সারিবদ্ধভাবে বেশ কিছু জিনিসের ছবি, আর অন্যপাশে এলোমেলো করে ছড়ানো অবস্থায় জিনিসগুলোর নাম। নামের সাথে ছবি মেলানো হচ্ছে ড্যানির কাজ। ড্যানি সেটা ভালোই পারে। ও এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে করতে প্রায় তিন ডজন শব্দ পড়তে শিখে ফেলেছে। এখন ও এক হাতে পেন্সিল আঁকড়ে ভ্রু কুঁচকিয়ে নতুন একটা শব্দ পড়বার চেষ্টা করছিল।

ও নিজের মুখ লেখাটার একেবারে কাছে নিয়ে গেল। ওর বোধহয় লেখাটা পড়তে কষ্ট হচ্ছিল।

"এত কাছ থেকে পড়তে হয় না ডক," ওয়েন্ডি আস্তে করে বলল। "তোমার চোখ খারাপ হয়ে যাবে। দেখি, কি পড়তে পারছো না..."

"না না, আমাকে বলে দিও না!" ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল। "বলে দিও না আম্মু, আমি নিজেই পারব।"

"ঠিক আছে সোনা," ওয়েন্ডি বলল। "কিন্তু বেশী মাথা গরম কোর না। না পারলে কোন অসুবিধা নেই।"

ও খেয়াল করল যে ড্যানির চেহারায় যে চিন্তার ছাপ পড়েছে সেটা খুব কঠিন কোন পরীক্ষা দিতে গেলে বড়দের মুখে পড়ে। ওর জিনিসটা মোটেও ভালো লাগল না।

"ব...অ...ল, কি...? বল!" ড্যানি বিজয়ী, অহংকারী গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর গলায় অহংকারের ছোঁয়া শুনে ওয়েন্ডি চমকে উঠল।

"ঠিক," ওয়েন্ডি বলল। "আজকে রাতের মত এটুকুই, ডক।"

"আর একটু আম্মু? প্লিজ?"

"না ডক," ওয়েন্ডি এসে বই খাতা সব তুলে রাখতে শুরু করল। "ঘুমনোর সময় হয়ে গিয়েছে।"

"প্লিজ?"

"না ড্যানি, আমার ঘুম ধরে গিয়েছে।"

"আচ্ছা," ও মুখে বললেও আবার ওর চোখ চলে গেল বইগুলোর দিকে।

"যাও, শোবার আগে বাবাকে গুডনাইট বলে আসো। দাঁত ব্রাশ করতে ভুলে যেও না।"

ও হেঁটে বেরিয়ে গেল।

এক মুহূর্ত পরই ওয়েন্ডি শুনতে পেল পাশের রুমে ড্যানি জ্যাককে চুমু দিচ্ছে। "গুডনাইট, বাবা।"

জ্যাকের টাইপিং থেমে গেল। "গুডনাইট ডক। পড়া কেমন হল?"

"ভালো। আম্মু বন্ধ করে দিয়েছে।"

"ভালো করেছে। রাত সাড়ে আটটা বাজে। তোর ঘুমাবার সময় হয়ে গিয়েছে। তুই কি বাথরুমে যাচ্ছিস?"

"হ্যা।"

"ভালো। তোর চুল তো পাখির বাসা হয়ে গেছে। আরে, আমি তো একটা ডিমও দেখতে পাচ্ছি! সর্বনাশ..."

ড্যানির খিলখিল হাসি শোনা গেল, তারপর ক্লিক করে বাথরুমের দরজা লাগাবার শব্দ। ড্যানি চায় না যে ও বাথরুমে থাকবার সময় বাবা মা ওকে দেখুক। এদিক দিয়ে ও হয়েছে জ্যাক আর ওয়েন্ডির উলটো। ওরা বাসা খালি থাকলে প্রায়ই বাথরুমের দরজা লাগাতে ভুলে যায়। ড্যানির এই ছোট ছোট পার্থক্যগুলো দেখলে বোঝা যায় ও ওর বাবা মা'র প্রতিবিম্ব নয়, বা ওদের দু'জনের স্বভাবের সমষ্টিতে ড্যানির স্বভাব সৃষ্টি হয় নি। ওয়েন্ডির ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল যে একদিন, ড্যানি বড় হয়ে গেলে, ওর আর ড্যানির মধ্যে দুরত্ব এসে পড়বে। কিন্তু এত দুরত্ব যেন কখনওই না আসে যতটা ওয়েন্ডি আর ওর মায়ের মধ্যে এসেছে। হে ঈশ্বর, এত দুরত্ব যেন ওর আর ড্যানির মাঝে কখনও না আসে।

ওয়েন্ডি ড্যানির রুমে চোখ বুলালো। একটা বাচ্চার রুমে সাধারণত যা যা দেখা যায় তার প্রায় সবই এখানে আছে। রঙ করার খাতা, ছেঁড়া কমিকস্, আর পুরনো খেলনা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় স্তুপ করে রাখা। ওয়েন্ডি ওকে যে নতুন গাড়িটা কিনে দিয়েছে সেটা যত্ন করে অন্য খেলনাগুলো থেকে একটু দূরে, শেলফের ওপর তুলে রাখা। এখনও ওটার প্যাকেট খোলা হয় নি। দেয়ালে কয়েকটা কার্টুন চরিত্রের পোস্টার লাগানো। কয়েকদিন পরই এই কার্টুনগুলোর জায়গা নিয়ে নেবে সিনেমার নায়ক আর ব্যান্ডের গায়করা, ওয়েন্ডি ভাবল। ওর এখনই এটা চিন্তা করলে মন খারাপ হয়ে যায় যে ড্যানি যখন স্কুলে ভর্তি হবে তখন ওর ড্যানিকে ড্যানির বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। ওর স্টভিংটনে থাকতে, যখন ওদের অবস্থা ভালো ছিল, তখন জ্যাক আর ও দু'জনেই চেয়েছিল আর একটা বাচ্চা নিতে। এখন অবশ্য ওয়েন্ডি আবার নিয়মিত পিল খেতে শুরু করেছে। ওদের যে অবস্থা, নয় মাস পর ওরা কোথায় থাকবে কে জানে।

ওয়েন্ডির চোখ বোলতার চাকটার ওপর যেয়ে থামল।

ড্যানির রুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা দখল করে আছে জিনিসটা, ওর বিছানার পাশে, একটা টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের প্লেটে। এখনও চাকটা দেখে ওয়েন্ডির অস্বস্তি লাগছিল। একদল পোকার লালা আর বিষ্ঠা দিয়ে তৈরি একটা জিনিস ওর ছেলের মাথার কাছে থাকবে সেটা ওর মানতে অসুবিধা হচ্ছে। ও একবার ভাবল যে জ্যাককে জিজ্ঞেস করবে চাকটায় জীবাণু থাকতে

পারে কিনা, পরে ও ভাবল যে জ্যাক ওর ওপর হাসবে। তারচেয়ে ও আগামীকাল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখবে, যদি জ্যাক রুমে না থাকে।

বাথরুমের ভেতর থেকে তখনও কল থেকে পানি পড়বার শব্দ ভেসে আসছিল। ওয়েন্ডি উঠে বেডরুমে গেল সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে। জ্যাক নিজের টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলল না। ও নিজের জগত নিয়ে ব্যস্ত।

ওয়েন্ডি বাথরুমের দরজায় হালকা করে টোকা দিল, "ডক, সব ঠিক আছে তো?"

কোন উত্তর নেই।

"ড্যানি?"

এবারও কোন উত্তর এল না। ওয়েন্ডি দরজার খুলবার চেষ্টা করল। লক করা।

"ড্যানি?" ওয়েন্ডির এখন দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও কল থেকে পানি পড়ার শব্দ ভেসে আসছিল। "ড্যানি, দরজা খোল, সোনা।"

কোন উত্তর নেই।

"উফ্ ওয়েন্ডি,তুমি সারারাত দরজা ধাক্কাতে থাকলে আমি লেখব কিভাবে?"

"ড্যানি কোন কথা বলছে না, বাথরুমের দরজা লক করে রেখেছে!"

জ্যাক গোমড়া মুখে ডেস্ক থেকে উঠে এল। ও দরজায় জোরে টোকা দিল। "বেরিয়ে আয়, ডক। এখন এসব খেলার সময় নয়।"

কোন উত্তর নেই।

জ্যাক আরও জোরে দরজা ধাক্কাল। "বেরিয়ে আয় ডক, এসব দুষ্টুমি আমার মোটেও পছন্দ নয়। বেরিয়ে না এলে তোর কপালে মার আছে।"

ওর মেজাজ খারাপ হচ্ছে দেখে ওয়েন্ডি আরও ঘাবড়ে গেল। হাত ভাঙ্গার ঘটনাটার পর থেকে জ্যাক আর একবারও ড্যানির গায়ে হাত তোলেনি, কিন্তু এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও ড্যানিকে আসলেই মারবে।

"ড্যানি, আমার যদি এই দরজাটা ভাঙতে হয় তাহলে তোর চামড়া তুলে ফেলব।"

এখনও সব চুপচাপ।

"ভেঙ্গে ফেলো," ওয়েন্ডি বলল। ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। "এখনই।"

জ্যাকের এক প্রচণ্ড লাথিতে পুরনো দরজাটা পাল্লা থেকে ছুটে এল। ভেতরে তাকিয়ে ওয়েন্ডি চেঁচিয়ে উঠল,

"ড্যানি!"

বেসিনের কল থেকে এখনও পানি পড়ছে। ড্যানি বাথটাবের একটা কোণায় বসা, ওর এক হাতে টুথব্রাশ শক্ত করে আঁকড়ানো আর ওর মুখ থেকে এখনও পেস্টের ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। ও স্থির দৃষ্টিতে বেসিনের ওপরের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছে, চেহারায় আতংকিত অভিব্যাক্তি। ওয়েন্ডির মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এল সেটা হচ্ছে ড্যানিকে হয়তো কোন ধরণের মৃগী রোগে ধরেছে, ওর জিভ গলায় আটকে গিয়েছে।

"ড্যানি!"

ড্যানি কোন উত্তর দিল না। ওর গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল।

জ্যাক ওয়েন্ডিকে সরাবার জন্যে এত জন্যে এত জোরে ধাক্কা দিল যে ও প্রায় আছড়ে পড়ল দেয়ালের ওপর। জ্যাক যেয়ে ড্যানির পাশে বসল।

"ড্যানি," ও ডেকে ড্যানির চোখের সামনে আঙুল নিয়ে কয়েকবার তুড়ি বাজাল। কিন্তু শুন্য দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন এল না।

হঠাৎ ও বলে উঠল : "আহ্, আচ্ছা ঠিক আছে। টুর্নামেন্ট, তাই না? আহ্ হ্... রোকে!"

ওর গলা শুনতে অন্যরকম লাগছে, ভারী, বড়দের গলার মত। "টুর্নামেন্ট, স্ট্রোক! হাতুড়ির দু'টো মাথা..."

"হে ঈশ্বর জ্যাক ওর কি হয়েছে?"

জ্যাক ড্যানির দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। ওর মাথা পুতুলের মত একবার সামনে তারপর একবার পেছনে দোল খেল।

"রোকে, স্ট্রোক, রেডরাম।"

জ্যাকে ওকে আবার ঝাঁকুনি দিল। হঠাৎ করে ড্যানির চোখে প্রাণ ফিরে এল। ছোট্ট একটা শব্দ করে টুথব্রাশটা পরে গেল ওর হাত থেকে।

"কি হয়েছে?" ও চারপাশে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল ও কোথায়, তারপর মা আর বাবার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। "ক্-ক্-কি ব্-ব্-ব্যাপা–"

"তোতলানো বন্ধ কর!" জ্যাক ওর মুখের সামনে চেঁচিয়ে উঠল। ড্যানি চমকে উঠল, ওর দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি নেমে এল। ও বাবার কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল।

জ্যাক ওকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরল। "ওহ সোনা, না না না, কাঁদে না। সরি বাবা, আমি তোকে বকা দিতে চাই নি। সব ঠিক আছে, কাঁদে না, সব ঠিক আছে।"

ওয়েন্ডির মনে হল ও কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে। ও যেন অতীতে ফিরে গেছে, ওদের অন্ধকার অতীতে, যখন ওর স্বামী ওর ছেলের হাত ভাঙ্গবার পর ঠিক একইভাবে ক্ষমা চাচ্ছিল।

(সরি ডক, আমি তোকে ব্যাথা দিতে চাইনি, প্লিজ ডক, মাফ করে দে, সরি...)

ওয়েন্ডি ছুটে গিয়ে জ্যাকের হাত থেকে ছাড়িয়ে ড্যানিকে নিজের কোলে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। জ্যাকও ওদের পিছে পিছে এল।

ওয়েন্ডি বসে ড্যানিকে দোল খাওয়াতে লাগল। ও জ্যাকের দিকে তাকাল। জ্যাকের চোখেও চিন্তা। ও ভ্রু উঁচালো, প্রশ্ন করবার ভঙ্গিতে। ওয়েন্ডি আস্তে করে মাথা নাড়ল।

"ড্যানি," ও বলল। "সব ঠিক আছে সোনা, সব ঠিক আছে। তুই ঠিক আছিস।"

অবশেষে ড্যানি শান্ত হল। কিন্তু তারপরেও ও যখন মুখ খুলল, তখন প্রথম কথা বলল জ্যাকের উদ্দেশ্যে। ওয়েন্ডির মনে আবার পুরনো অভিমানটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

(জ্যাক আগে, সবসময় জ্যাক আগে...)

জ্যাক ড্যানির ওপর চেঁচাল,আর ওয়েন্ডি ওকে কোলে নিয়ে আদর করল, কিন্তু তাও ড্যানি স্থির হবার সাথে সাথে জ্যাককে বলল, "সরি। আমি কি খারাপ কিছু করেছি?"

জ্যাক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। "সরি বলার কিছু নেই। ওখানে কি হয়েছিল, ডক?"

ড্যানি আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল, যেন ও এখনও ঘোরের মধ্যে আছে। "বাবা, তুমি আমাকে তোতলানো বন্ধ করতে বললে কেন? আমি তো তোতলাই না।"

"না না, সে তো আমি জানি," জ্যাক মুখে বলল ঠিকই, কিন্তু ওয়েন্ডির কেন যেন মনে হলে জ্যাক কিছু একটা লুকাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যে যেন ওর কোন খারাপ স্মৃতি মনে পড়ে গেছে।

"আমি একটা ঘণ্টাকে নিয়ে কি যেন দেখলাম..." ড্যানি বিড়বিড় করল।

"কি?" জ্যাক ঝুঁকল ওর দিকে। ড্যানি আবার সিঁটিয়ে গেল।

"জ্যাক, তুমি ওকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।" ওয়েন্ডি অভিযোগের সুরে বলল। কথাটা বলার পর ওর মনে হল ওরা সবাই কি নিয়ে যেন ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কিসের ভয়?

"আমার...ভালো করে মনে নেই, বাবা। আমি তখন কি বলছিলাম?"

"কিছু না।" জ্যাক একটা রুমাল বের করে নিজের ঠোঁট মুছল। ওয়েন্ডির আবার মনে হল ও নিজের ভয়ংকর অতীতে ফিরে গেছে। যখন জ্যাক মদ খেত তখন ওর বার বার রুমাল দিয়ে মুখ মুছবার বদভ্যাস ছিল।

"তুমি দরজা বন্ধ করে দিলে কেন সোনা?" ওয়েন্ডি নরমসুরে জানতে চাইল।

"টনি বলেছিল, তাই।"

জ্যাক আর ওয়েন্ডি একে অপরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল।

"টনি তোমাকে ঠিক কি বলেছে, ডক?"

"আমি দাঁত ব্রাশ করতে করতে আমার পড়াগুলো মনে করছিলাম," ড্যানি বলল। "তখন হঠাৎ করে দেখলাম যে আয়নায় টনি দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল ও আমাকে একটা জিনিস দেখাতে চায়।"

"মানে ও তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল? এজন্যে তুমি ওকে আয়নায় দেখেছ?"

"না, ও আয়নার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল," ড্যানি জোর দিয়ে বলল। "অনেক ভেতরে। আমিও আয়নার ভেতরে ঢুকলাম। তারপরই দেখি বাবা আমাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম যে আমি খারাপ কিছু করেছি দেখে বাবা আমাকে শাস্তি দিচ্ছে।"

জ্যাকের মুখ কুঁচকে গেল।

"না, ডক," ও নীচু স্বরে বলল।

"টনি তোমাকে বলেছিল দরজা লক করে দিতে?" ওয়েন্ডি আঙুল দিয়ে ড্যানির চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা।"

"ও কি দেখাতে চেয়েছিল তোমাকে?"

ড্যানির সমস্ত শরীর তারের মত শক্ত হয়ে গেল। "আমি জানি না..." ও কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "আমি জানি না, আমি মনে করতে চাই না, আমাকে জিজ্ঞেস কোর না!"

"শ্‌শ্‌," ওয়েন্ডি বলল। "তোমার মনে না থাকলে কোন অসুবিধা নেই। জোর কোর না।"

"আম্মু কি আর একটু থাকব তোমার সাথে?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল। "তোমাকে একটা গল্প শোনাই?"

"না, আম্মু, তোমার থাকতে হবেনা।" বলে ড্যানি জ্যাকের দিকে তাকিয়ে লাজুক স্বরে বলল, "বাবা তুমি কি একটু থাকবে?"

"অবশ্যই, ডক।"

ওয়েন্ডি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি লিভিংরুমে আছি, জ্যাক।"

যাবার আগে ওয়েন্ডি নাইটলাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। ড্যানি সএর আগে কখনও রুমে নাইটলাইট চায়নি, কিন্তু ওভারলুকে আসার পর ও একরকম জোর করেই এই লাইটটা লাগিয়ে নিয়েছে।

ওয়েন্ডি বেরিয়ে যাবার আগে শেষ একবার ড্যানির দিকে তাকাল। বিছানায় ওর শরীরটাকে কি ছোট্ট, অসহায় লাগছে!

"তোর ঘুম ধরেছে?" জ্যাক ড্যানির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল।

"হ্যা।"

"একটু পানি খাবি?"

"না..."

পাঁচ মিনিটের জন্যে ও আর কিছু বলল না। ও ঘুমিয়ে গেছে ভেবে জ্যাক যেই উঠতে যাবে তখন ও মৃদু স্বরে বলে উঠল, "রোকে।"

জ্যাক ঘুরে দাঁড়াল।

"ড্যানি?"

"বাবা, তুমি তো কখনও আম্মুর ক্ষতি করবে না, তাই না?"

"না।"

"আর আমার?"

"কখনোই নয়।"

"বাবা, টনি আমাকে রোকের ব্যাপারে বলেছে।"

"তাই? কি বলেছে?"

"খুব বেশী মনে নেই। খেলাটা নাকি ইনিংস হিসাবে খেলে? বেসবলের মত?"

"হ্যা।" জ্যাকের হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। ড্যানি কোথা থেকে এ কথাটা জানল? রোকে আসলেই ইনিংস হিসাবে খেলা হয়, তবে বেসবলের মত নয়, ক্রিকেটের মত।

"বাবা...?" ড্যানির গলা ঘুমে জড়িয়ে এসেছে।

"কি?"

"রেডরাম কি?"

"রেডরাম? শুনে মনে হচ্ছে রেড ইন্ডিয়ানদের কোন কিছু হবে। কেন?"

কিন্তু ড্যানি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর বুকের ওঠানামার ছন্দ দেখতে দেখতে হঠাৎ করে জ্যাকের বুকে ভালোবাসার প্লাবন বয়ে গেল। এরকম একটা ভালো বাচ্চাকে ও কিভাবে বকা দিল? ওর তোতলানোটা তো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বেচারা মাত্র একটা অদ্ভুত ঘোর কাটিয়ে উঠেছিল। এখন মনেও হচ্ছে না যে ও তখন ঘণ্টা নিয়ে কিছু বলেছে। নিশ্চয়ই জ্যাকের শুনতে ভুল হয়েছে।

রোকের ব্যাপারটা ওকে কি কেউ বলেছে? হ্যালোরান? আলম্যান?

(ঈশ্বর আমার এক গ্লাস মদ দরকার)

"আমি তোকে ভালোবাসি, ড্যানি," জ্যাক বলল। "ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি আমি কথাটা।"

কিন্তু ড্যানি ঘণ্টার কথাই বলেছে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। শব্দগুলো

এখনও ওর কানে বাজছে।

জ্যাক রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একবার থামল। ঘুরে ড্যানির দিকে তাকিয়ে ও রুমাল বের করে মুখ মুছল।

গভীর রাতে ওরা দু'জন আবার ড্যানির রুমে ফিরে এল। ওয়েন্ডি, যে একটা প্যান্টি ছাড়া আর কিছু নেই, এসে ড্যানির কপালে হাত দিয়ে দেখল যে ওর জ্বর এসেছে কিনা।

"কি মনে হয়? ওর গা কি গরম?" জ্যাক প্রশ্ন করল।

"না।" ওয়েন্ডি ঘুমন্ত ড্যানির কপালে চুমু দিতে দিতে উত্তর দিল।

"ভাগ্য ভালো তুমি ডাক্তারের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা নিয়েছিলে।" জ্যাক বলল। একটু থেমে ও যোগ করল, "ওয়েন্ডি, যদি তোমার বা ড্যানির কোন অসুবিধা হয়, তাহলে আমি তোমাদের তোমার মায়ের বাসায় পাঠিয়ে দেব।"

"না।"

"আমি জানি ওনার সাথে তোমার কিছু সমস্যা আছে..."

"শুধু 'সমস্যা' বললে অনেক কমিয়ে বলা হবে।"

"ওয়েন্ডি, তোমাদের পাঠাবার মত অন্য কোন জায়গা আমি চিনি না।"

"যদি তুমি আসো, তাহলে আমি চিন্তা করে দেখতে পারি..."

"এই চাকরিটা ছেড়ে দিলে আমরা পথে বসে পড়ব।" জ্যাক গম্ভীর গলায় বলল।

অন্ধকারে ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। কথাটা যে সত্যি এটা ও জানে।

"আলম্যান আমাকে ইন্টারভিউয়ের সময় বলেছিল যে তোমাদের এতদুরে একলা থাকতে সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। এখন মনে হচ্ছে এ ঝুঁকিটা না নিলেই পারতাম।"

ওয়েন্ডি জ্যাকের পাশে ঘেসে এল। "জ্যাক, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ড্যানিও তোমাকে ভালোবাসে, হয়তো আমার চেয়েও বেশী। তুমি যদি আমাদের ছেড়ে একলা এখানে থাকতে তাহলে আমাদের আরও বেশী কষ্ট হত।"

জ্যাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক হাত দিয়ে ওয়েন্ডিকে জড়িয়ে ধরল। "আমাদের আজকে বেডরুমের দরজা খুলেই ঘুমানো উচিত, কি বল? যাতে ড্যানির ওপর চোখ রাখতে পারি।"

"ওকে দেখে মনে হল যে ওর আরামেই ঘুমাচ্ছে। মনে হয় না সকালের আগে ওর আর ঘুম ভাঙ্গবে।"

কিন্তু ড্যানিব ঘুম অতটা আরামের ছিল না।

বুম বুম, বুউউউউম...

ও বিভীষিকাময় শব্দটা থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে একটা গোলকধাঁধার মত করিডর ধরে। পেছনে যতবার রোকের হাতুড়িটা একটা দেয়ালে আছড়ে পড়ছিল ততবার ওর মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, কিন্তু ও নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ইচ্ছাটা দমন করছে। ওর মুখ থেকে আওয়াজ বের হওয়া মাত্র অনুসরণকারী বুঝে ফেলবে, আর তারপর-

(তারপর রেডরাম)

(বেরিয়ে আয় হারামজাদা, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!)

ও শুনতে পাচ্ছিল যে অনুসরণকারী ওর পিছে ছুটে আসছে, কোন অচেনা, অশুভ জঙ্গলের হিংস্র কোন প্রাণীর মত।

বুম বুম শব্দটা ওর একদম কাছে এখন, ক্রুদ্ধ গলাটাও কাছে চলে এসেছে।

ওর কানের পাশে হাতুড়িটা শিস তুলে বাতাস কাটল।

(রোকে...স্ট্রোক...রোকে...স্ট্রোক...রেডরাম)

পর মুহূর্তেই অস্ত্রটা আছড়ে পড়ল দেয়ালে। ড্যানির মুখ শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

ও হঠাৎ করে থমকে দাঁড়াল। ওর সামনে যাবার আর কোন জায়গা নেই। রাস্তা ফুরিয়ে গেছে। বাইরে ঝড়ের তীব্র শোঁ শোঁ আওয়াজ ভেসে এল।

ড্যানির পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেল। ওর বুকে ধ্বকধ্বক করে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। ওর হাঁটু দু'টো আর শরীরের ভার নিতে পারছিল না। ও ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। ওর কার্পেটটা চেনা চেনা লাগছিল। গাঢ় নীল রঙের একটা কার্পেট। ওর চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে।

শব্দটা আরও কাছে এগিয়ে এল। আরও কাছে।

পিশাচটা ওকে ধরে ফেলবে, এখনই ধরে ফেলবে, তারপর ড্যানিকে হাতুড়িটা দিয়ে-

ও চোখ মেলে ধড়মর করে অন্ধকারের মধ্যে উঠে বসল। ওর হাত দু'টো চোখের সামনে নিয়ে গেল।

ওর বাঁ হাতের ওপর কি যেন হাঁটছে।

বোলতা। তিনটে বোলতা।

তিনটাই একসাথে ওর হাতে হুল ফোটাল, আর সাথে সাথে ড্যানির ঘোর কেটে গেল। ও চিৎকার দিয়ে উঠল।

ওর রুমের লাইট জ্বলে উঠল, ও দেখল যে ওর বাবা দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। তার পেছনে মা, ঘুম জড়ানো চোখে বুঝবার চেষ্টা করছে যে কি হচ্ছে।

"আহ্! ওদের সরাও আমার হাত থেকে!" ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল।

"হে ঈশ্বর!" জ্যাক বলে উঠল। ও এতক্ষণে পোকাগুলোকে দেখতে পেয়েছে।

"জ্যাক ওর কি হয়েছে?" ওয়েন্ডি ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করল।

জ্যাক জবাব না দিয়ে ছুটে গেল ছুটে গেল ড্যানির কাছে। বালিশটা নিয়ে ড্যানির হাতে ও একবার বাড়ি মারল। আবার। আবার।

পোকাগুলোর নিস্তেজ দেহ মাটিতে পড়ে গেল। এখনও ওরা ওড়ার চেষ্টা করছিল।

জ্যাক চেঁচিয়ে উঠল, "যেয়ে একটা পেপার রোল করে নিয়ে আস। মার এগুলোকে, এখনই!"

"বোলতা?" ওয়েন্ডি মাথায় তখনও ঢুকছিল না যে কি হয়েছে। তারপর বিদ্যুচ্চমকের মত ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। "বোলতা! জ্যাক তুমি বলেছিলে কিছু হবে না–"

"চিল্লানো বন্ধ করে আমি যা বলেছি কর!" জ্যাক গর্জন করে উঠল।

ওয়েন্ডি ড্যানির পড়ার টেবিল থেকে একটা বই তুলে আছড়ে ফেলল একটা বোলতার ওপর। একটা বাদামী ছোপ ছাড়া ওটার আর কিছু অবশিষ্ট রইল না।

জ্যাক দৌড়ে ড্যানিকে ওদের বেডরুমে নিয়ে শুইয়ে দিল। "এখানেই থাক, আমি না আসা পর্যন্ত। ঠিক আছে?"

ড্যানি মাথা নাড়ল। কান্নায় ওর চোখ ফুলে গিয়েছে।

"সাবাশ। আমার সাহসী ছেলে।"

জ্যাক দৌড়ে নীচে গেল। কিচেনে ঢুকে ও বড় দেখে একটা স্টিলের বাটি নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। বেরোবার সময় ও হাঁটুতে প্রচণ্ড বাড়ি খেল দরজার সাথে, কিন্তু একবার ফিরেও তাকাল না।

ও আবার ড্যানির রুমে এসে দেখে যে ওয়েন্ডি বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। ঘামে ওর চুল মাথার সাথে লেপটে গিয়েছে। "সবগুলোকে মেরে ফেলেছি, কিন্তু একটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে।" ও কাঁদতে শুরু করল। "জ্যাক, তুমি বলেছিলে আর কোন বোলতা বেঁচে নেই।"

জবাব না দিয়ে জ্যাক ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে গেল। টেবিলের কাছে এসে ও বোলতার চাকটার সামনে দাঁড়াল। দেখে মনে হচ্ছে না ভেতরে কিছু আছে। তাও জ্যাক বাটিটা মাথার ওপর তুলে তারপর নামিয়ে আনল চাকটার ওপর।

"শেষ।"ও বলল।

ও বেরিয়ে ওয়েন্ডির পাশে এল। "কোথায় কামড় দিয়েছে তোমাকে?"

"আমার...আমার কব্জিতে," ওয়েন্ডি হাত বাড়িয়ে জ্যাককে দেখাল। ও

যেখানে ঘড়ি পড়ে তার একটু ওপরে একটা জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

"তোমার কি বোলতার কামড়ে অ্যালার্জি আছে? ভালো করে চিন্তা করে বল। তোমার যদি থাকে তাহলে ড্যানিরও থাকতে পারে, আর ও অনেকগুলো কামড় খেয়েছে!"

"না..."ওয়েন্ডি আরেকটু শান্ত হয়ে জবাব দিল। "আমি শুধু ওদের ভয় পাই, আমার অ্যালার্জি নেই।"

ড্যানি নিজের বিছানায় উঠে বসেছিল। ও নিজের বাঁ হাতটা অন্য হাতে ধরে আছে। জ্যাক এগিয়ে যেতে ও জ্যাকের দিকে অভিমানে দৃষ্টিতে তাকাল। "বাবা, তুমি বলেছিলে চাকটায় কোন বোলতা নেই! আমার হাত জ্বলছে!"

"দেখি কি অবস্থা, ডক...না না, আমি ধরব না, তাহলে আরও ব্যাথা পাবি, তুই হাতটা বাড়িয়ে ধর।"

ওর হাতের অবস্থা দেখে ওয়েন্ডি ফুঁপিয়ে উঠল।

পরে ডাক্তার দেখাবার পর ওরা জানতে পারে যে ড্যানির হাতে সেদিন বোলতাগুলো এগারবার হুল ফোটায়। কিন্তু এখন একবার দেখেই ওরা বুঝতে পারছিল যে অবস্থা ভালো নয়। ড্যানির হাত ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, আর হাতের আঙুল আর তালু ছোট ছোট কালো দাগে ছাওয়া।

"ওয়েন্ডি আমাদের ঘর থেকে পেইনকিলার স্প্রেটা নিয়ে আসো।" জ্যাক বলল।

ওয়েন্ডি বেরিয়ে যাবার পর জ্যাক এসে ড্যানির পাশে বসল। "ডক, তোকে স্প্রেটা দেবার পর আমি তোর হাতের কয়েকটা ছবি তুলব, ঠিক আছে? তুই তারপর আজ রাতে আমাদের সাথে ঘুমাবি।"

"ঠিক আছে," ড্যানি জবাব দিল। "কিন্তু তুমি ছবি কেন তুলতে চাও?"

"যাতে মামলা করে কিছু লোকের প্যান্ট খুলে দিতে পারি।"

ওয়েন্ডি একটা স্প্রে ক্যান হাতে নিয়ে ফিরে এল।

"এটাতে একটুও ব্যাথা লাগবে না, সোনা।" ও বলল।

ওয়েন্ডি ড্যানির হাতের দু'দিকেই স্প্রে করে দিল। তারপর পাঁচটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট বের করল। ট্যাবলেটগুলো বাচ্চাদের, অরেঞ্জ ফ্লেভারের। "এবার এগুলো খেয়ে নাও দেখি।"

ড্যানি এক এক করে সবগুলো ওষুধ গিলে ফেলল।

জ্যাক বলে উঠল, "এতগুলো ওষুধ একসাথে খাওয়া কি উচিত হবে?"

"ও অনেকগুলো কামড়ও তো খেয়েছে, তাই না?" ওয়েন্ডি রাগীস্বরে উত্তর দিল। "এখনই যেয়ে ওই বোলতার বাসাটাকে ফেলে দিয়ে আসো, জ্যাক টরেন্স!"

"এক মিনিট।"

বলে জ্যাক উঠে গেল বিছানা থেকে। ও ড্রয়ার থেকে নিজের পোলারয়েড ক্যামেরা আর কয়েকটা ফ্ল্যাশবাল্ব খুঁজে বের করল।

"কি করছ তুমি, জ্যাক?" ওয়েন্ডি অধীর গলায় প্রশ্ন করল।

"বাবা মামলা করে কিছু লোকের প্যান্ট খুলে দেবে।" ড্যানি গম্ভীর গলায় বলল।

"ঠিক," জ্যাকও একই গলায় উত্তর দিল। "দেখি ড্যানি, হাতটা বাড়িয়ে ধর। প্রত্যেকটা কামড়ের জন্যে কম করে হলেও পাঁচ হাজার টাকা পাবার কথা।"

"কিসের কথা বলছ তোমরা?" ওয়েন্ডি প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল।

"আমি ওই বাগ বম্বটার গায়ে লেখা নির্দেশনাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। তারপরও যখন বোলতাগুলো মরেনি, তার মানে কোম্পানির কীটনাশকে কোন সমস্যা ছিল। আমি ক্ষতিপূরণ চেয়ে ওদের মামলা করব।" জ্যাক জবাব দিল।

"ও।" ওয়েন্ডি নীচুস্বরে বলল।

ওর হাতের কামড়গুলোর দাম হাজার হাজার টাকা এটা চিন্তা করে ড্যানি বেশ মজা পেল। ও হাত বাড়িয়ে বাবাকে ছবি তুলতে সাহায্য করতে লাগল। ওর ব্যাথা এখন একটু কমেছে।

জ্যাক যখন ছবিগুলো ড্রেসারের ওপর শুকোতে দিল তখন ওয়েন্ডি এসে প্রশ্ন করল, "আজকে রাতেই কি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো?"

"ওর ব্যাথা খুব বেড়ে না গেলে দরকার নেই," জ্যাকের উত্তর। "যদি ওর বোলতার কামড়ে অ্যালার্জি থাকত তাহলে এতক্ষণে আমরা বুঝে ফেলতাম।"

"বুঝে ফেলতাম? কিভাবে?"

"ও কোমায় চলে যেত।"

"হে ঈশ্বর!" ওয়েন্ডি নিজের কনুইদু'টো জড়িয়ে ধরল।

"কি অবস্থা তোমার বাবা? ঘুমাতে পারবে?" ও ড্যানিকে জিজ্ঞেস করল।

ড্যানি মায়ের দিকে তাকাল। দুঃস্বপ্নটার কথা ওর আর এখন মনে নেই, কিন্তু তখন ও যে ভয়টা পেয়েছিল সেটা এখনও ওর মনে চেপে বসে আছে।

"আমি কি তোমাদের সাথে শুতে পারি?"

"হ্যা সোনা, অবশ্যই।" বলে ওয়েন্ডি আবার কাঁদতে শুরু করল। "সরি তোমার এত কষ্ট পেতে হল, সোনা।"

জ্যাক এসে ওয়েন্ডির কাঁধে একটা হাত রাখল। "ওয়েন্ডি, আমি শপথ করে বলতে পারি যে আমি নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।"

"কথা দাও যে কালকে তুমি চাকটাকে ফেলে দিবে?"

"অবশ্যই।"

ওরা সবাই শুয়ে পড়ল। জ্যাক বিছানার পাশে বাতিটা নেভাতে যাবে তখন ওর হঠাৎ করে কি যেন মনে পড়ল। "চাকটারও একটা ছবি তুলে রাখা দরকার।"

"বেশীক্ষণ লাগিও না।" ওয়েন্ডি বলল।

"না না।"

জ্যাক উঠে ড্রয়ার থেকে আবার ক্যামেরাটা বের করল। আর একটাই ফ্ল্যাশবাল্ব বাকি ছিল। ও বেরিয়ে যাবার আগে ড্যানির দিকে তাকিয়ে হাসল। ড্যানিও হাসল ওর দিকে তাকিয়ে।"

ও ড্যানির রুমে এসে চাকটার দিকে তাকাতেই ওর ঘাড়ের লোম সরসর করে দঁড়িয়ে গেল।

চাকটা এখনও স্টিলের বাটিটার নীচে চাপা পড়ে আছে। কিন্তু বাটিটা ছেয়ে গেছে বোলতায়। কমপক্ষে একশ'টা হবে।

জ্যাকের বুকের ভেতর প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হচ্ছিল। ও খুব সাবধানে দু'টো ছবি তুলল। তারপর নিজের মুখ মুছতে মুছতে ওর মাথার ভেতর একটা কথা বারবার পাক খেতে লাগল-

(আপনার বদমেজাজের কারণে, আপনার বদমেজাজের কারণে, আপনার বদমেজাজের কারণে)

ও বোলতাগুলোকে মেরে ফেলেছিল, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু তারপরও ওরা ফিরে এসেছে। এর মানে কি হতে পারে?

ও আবার নিজের শুকনো ঠোঁট দু'টো জিভ দিয়ে ভেজাল। ওর কানে বেজে উঠল নিজের হিংগ্র, তীব্র গলা : তোতলানো বন্ধ কর!

ও আশেপাশে তাকিয়ে ড্যানির ডেস্ক থেকে একটা খালি বাক্স খুঁজে বের করল। তারপর ও সাবধানে, খুব সাবধানে, বাটি আর চাকটার ওপর বাক্সটা রাখল। তারপর এক ঝটকায় ভেতরের জিনিস দু'টো সহ পুরো বাক্সটা উলটো করে বাক্সের মুখ বন্ধ করে দিল।

ভেতর থেকে বোলতাগুলো ক্রুদ্ধস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

ও বাক্স হাতে বেরিয়ে এল বাইরে।

"শুতে আসবে না, জ্যাক?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"শুতে আসো, বাবা!" ড্যানির গলা।

"আমি একটু নীচ থেকে আসছি।" জ্যাক নিজের গলার স্বর হালকা রাখার চেষ্টা করল।

কিভাবে সম্ভব এটা? ও নিজের চোখে দেখেছে বাগ বম্ব থেকে ধোঁয়া বের হয়ে চাকের ভেতর ঢুকতে। তারপর, দু'ঘণ্টা পার হবার পর, ও ঝাঁকিয়ে একগাদা পোকার মৃতদেহ বের করে ভেতর থেকে। তাহলে পোকাগুলো

আবার বেঁচে উঠল কিভাবে? এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয় তো?

পাগলের মত চিন্তা কর বন্ধ কর, জ্যাক মনে মনে নিজেকে শাসাল। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তো পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বোলতাদের এই ক্ষমতা থেকেও থাকে যে ওরা একবেলার মধ্যে বাচ্চা দিয়ে আবার পুরো চাক ভরিয়ে ফেলবে, কিন্তু এখন শীতকাল, ওদের বাচ্চা দেবার সময় নয়।

জ্যাক নীচে নেমে কিচেনে ঢুকল। কিচেনে হোটেলের পেছনদিক দিয়ে বেরোবার একটা রাস্তা আছে। এদিক দিয়ে গোয়ালারা দুধ ডেলিভারি দিয়ে যায়, হোটেল খোলা থাকলে। জ্যাক দরজাটা খুলতেই ঠাণ্ডা বাতাস ওর হাড় কাঁপিয়ে দিল। দরজার পাশে একটা থার্মোমিটার লাগানো ছিল, সেখানে ও দেখল যে তাপমাত্রা মাত্র পঁচিশ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে এসেছে। ও বাক্সটাকে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখল। বাইরের ঠাণ্ডায় সকাল হবার আগেই বোলতাগুলো মারা যাবে। ও ভেতরে এসে দরজা লাগিয়ে দিল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে দরজায় তালাও মারল।

ও কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে সবগুলো লাইট আবার বন্ধ করে দিল। তারপর ও অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খাবার প্রচণ্ড ইচ্ছার সাথে লড়ল। হঠাৎ করে ওর মনে হল যেন হোটেলটা অচেনা শব্দে ভরে গিয়েছে।

জ্যাকের এখন আর ওভারলুক হোটেলকে আগের মত ভালো লাগছে না। যেন ওর ছেলেকে বোলতাগুলো নিজের ইচ্ছায় কামড়ায়নি, হোটেলটা ওদের নীরবে হুকুম দিয়েছে কাজটা করবার জন্যে।

নিজের ছেলে আর বৌয়ের সাথে শুতে যাবার আগে জ্যাক নিজের কাছে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করল।

(এখন থেকে যা কিছুই হোক, তুমি মেজাজ খারাপ করবে না)

ও শেষ একবার হাত দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছল।

অধ্যায় ১৭

ডাক্তারের অফিসে

ড্যানির ছোট্ট শরীর, শুধু একটা আন্ডারওয়্যার পড়া, ডাক্তারের এক্সামিনেশান টেবিলে শোয়ানো ছিল। ডক্টর এডমন্ডস (যিনি জোর দিয়ে বলেছেন তাকে শুধু বিল বলে ডাকবার জন্যে) একটা বড়, কালো মেশিন টেবিলটার পাশে নিয়ে এলেন।

"তুমি আবার মেশিনটা দেখে ভয় পেয়ে যেও না," বিল এডমন্ডস বললেন। "এটা একটা ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ, তুমি মোটেও ব্যাথা পাবে না।"

"ইলেক্ট্রো–"

"আমরা সবাই এটাকে সংক্ষেপে ই.ই.জি. বলে ডাকি। আমি তোমার কপালের সাথে টেপ দিয়ে কয়েকটা তার লাগাবো, আর তারপর এই যে পিনটা দেখছ না মেশিনটার সাথে? এটা তোমার মস্তিষ্কের তরঙ্গগুলো রেকর্ড করবে।"

"সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের মত?"

"অনেকটা সেরকমই। তুমি কি সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের মত হতে চাও?"

"জীবনেও না, বাবা বলে যে একদিন ওর শর্ট সার্কিট হয়ে এমন শক খাবে যে ওর মাথার সব চুল দাঁড়িয়ে যাবে।"

"তোমার সাথে অবশ্য এখানে তেমন কিছু হবে না," ডক্টর এডমন্ডস সহাস্যে বললেন। নার্স ড্যানির কপালে তারগুলো লাগাচ্ছিল। "আর ই.ই.জি করলে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারব।"

"কি বুঝতে পারবেন?"

"যেমন ধর, তোমার মৃগী আছে কিনা। মৃগীরোগ হচ্ছে..."

"আমি জানি।"

"তাই নাকি? কিভাবে?"

"আমি ছোট থাকতে যখন নার্সারি স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের সাথে একটা ছেলে ছিল যার ওই রোগটা হত। ওকে স্যার আর ম্যাডামরা ফ্ল্যাশবোর্ড ব্যাবহার করতে মানা করে দিয়েছিলেন।"

"ফ্ল্যাশবোর্ড? সেটা কি, ড্যানি?" ডক্টর মেশিনটা চালু করে দিলেন।

"একটা বোর্ড, যেটা চালু করলে নানারকম রঙ আর আলোর ঝলকানি দেখা যেত। ব্রেন্টের ওটা ধরতে মানা ছিল।"

"হম্‌ম্‌, কারণ আলোর ঝলকানি দেখলে মৃগী রোগীদের খিঁচুনী উঠতে পারে। দেখি ড্যানি, একদম স্থির হয়ে শুয়ে থাকো তো কিছুক্ষণ, নড়াচড়া কোর না।"

"ঠিক আছে।"

ড্যানি, তোমার সাথে যখন এই...অদ্ভুত ব্যাপারগুলো হয়, তার আগে কি তুমি কোন উজ্জ্বল আলো দেখো?"

"না..."

"কোন শব্দ শুনতে পাও? ডোরবেল বাজবার মত?"

"না।"

"কোন গন্ধ? কাঠের গুঁড়ো, বা কমলালেবুর গন্ধের মত?"

"জি না।"

"তোমার কি জ্ঞান হারাবার আগে কান্না পায়? যখন মন খারাপ থাকে না তখনও?"

"না, কখনওই নয়।"

"বেশ, সব ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে।"

"আমার কি মৃগী আছে, ডক্টর বিল?"

"মনে হয় না, ড্যানি। আর একটু শুয়ে থাকো, আমাদের কাজ প্রায় শেষ।"

"বেশ।"

মেশিনটা থেকে লম্বা একটা কাগজ বেরিয়ে এল। এডমন্ডস সেটাকে দেখতে দেখতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

নার্স বলল, "তোমাকে আমার ছোট্ট একটা একটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে, তোমার যক্ষা আছে কিনা দেখবার জন্যে, কেমন?"

"ওটা তো আমাকে গত বছর স্কুলেই দিয়েছে।" ড্যানি ভয়ে ভয়ে বলল।

"কিন্তু তারপর তো অনেকদিন হয়ে গেছে। আমাদের আরেকবার দেখতে হবে।"

"আচ্ছা।" ড্যানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হাত এগিয়ে দিল।

ইঞ্জেকশান নেবার পর ড্যানি জামা-কাপড় পড়ে পাশের ঘরে গেল, যেখানে ডক্টর এডমন্ডস টেবিলের ওপর বসে কাগজটার দিকে চোখ রেখে পা ঝাঁকাচ্ছিলেন।

"তোমার হাতের এখন কি অবস্থা, ড্যানি?" বলে উনি ড্যানির ব্যান্ডেজ

করা হাতের দিকে তাকালেন।

"ভালোই, কোন ব্যাথা নেই।"

"তোমার ই.ই.জি. পড়ে মনে হচ্ছে না তোমার ব্রেনে কোন সমস্যা আছে। কিন্তু তাও আমি এই রিপোর্টটা আমার এক বন্ধুর কাছে পাঠাবো, যার কাজই হচ্ছে এই গ্রাফগুলো অনুবাদ করা। কোন ঝুঁকি না নেয়াওই ভালো।"

"জি।"

"আমাকে টনির ব্যাপারে বল, ড্যানি।"

ড্যানিকে একটু অপ্রতিভ দেখাল। "ও আমার একজন বন্ধু। আমিই ওকে বানিয়েছি, মনে মনে। যাতে আমার একলা না লাগে।"

ডক্টর এডমন্ডস হেসে ফেললেন। উনি ড্যানির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এটা তোমার বাবা-মা মনে করেন, তুমি না। ড্যানি, আমি তোমার ডক্টর। তুমি যদি আমাকে সত্যি কথা বল তাহলে আমি কথা দিচ্ছি যে তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি তোমার বাবা-মা'কে এসব কথা বলব না।"

ড্যানি প্রস্তাবটা ভেবে দেখল। তারপর ও একটু মনোযোগ প্রয়োগ করল, যাতে ও বুঝতে পারে যে ডক্টর বিল সত্যি কথা বলছেন কিনা। ও ওনার মাথায় যে ছবিটা দেখতে পেল সেটা ওকে ভরসা দিল। ডক্টরের মাথার ভেতর সারি সারি করে সাজানো অনেকগুলো ফাইলিং ক্যাবিনেট। আর এক-একটার গায়ে লেখা : গোপন তথ্য, ক-গ, গোপন তথ্য, ঘ-ট।

ড্যানি সাবধানে বলল, "টনি কে আমি জানি না।"

"ও কি তোমার বয়সী?"

"না, ও কমপক্ষে এগার বছরের হবে। হয়তো আরও বড়। আমি ওকে কখনও সামনাসামনি দেখি নি।"

"ও সবসময় দূর থেকে দেখা দেয়, তাই না?"

"জি।"

"আর তুমি জ্ঞান হারাবার আগেই ও সবসময় আসে?"

"আমি তো আসলে জ্ঞান হারাই না। আমি ওর সাথে যাই। ও আমাকে অনেককিছু দেখায়।"

"কিরকম?"

"যেমন..." ড্যানি একটু চিন্তা করে বাবার তোরঙ্গের গল্পটা শোনাল, কিভাবে ওটা সিঁড়ির নীচে ও খুঁজে পেয়েছিল।

"আচ্ছা। আর টনি যেখানে বলেছিল সেখানেই কি ট্রাংকটা পাওয়া গেছে?"

"জি, কিন্তু টনি আমাকে বলে নি। দেখিয়েছে।"

"যেদিন তুমি বাথরুমে আটকে গিয়েছিলে, সেদিন টনি তোমাকে কি

দেখাচ্ছিল?"

"আমার মনে নেই," ড্যানি দ্রুত জবাব দিল।

"ঠিক?"

"জি।"

"টনিই তো দরজা লক করে দেয়, তাই?"

"জি না। ও তো সত্যি নয়। ও আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে লাগাতে হয় তারপর আমি নিজেই লক করেছিলাম।"

"আচ্ছা, টনি কি তোমাকে শুধু হারানো জিনিস কোথায় আছে তাই বলে?"

"জি না, ও আমাক মাঝে মাঝে ভবিষ্যতে কি হবে তাও দেখায়।"

"তাই?"

"জি। যেমন ও আমাকে একবার বলেছিল যে বাবা আমাকে একটা পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবে। আমার জন্মদিনে। আমার জন্মদিন আসার পর বাবা ঠিক তাই করে।"

"আর কি কি দেখায় ও তোমাকে?"

ড্যানি ভ্রু কুঁচকাল। "সাইনবোর্ড। ও আমাকে প্রায়ই নানারকম সাইন দেখায়, কিন্তু আমি তো এখনও পড়তে পারি না।"

"তুমি কি টনিকে পছন্দ কর, ড্যানি?"

ড্যানি কোন জবাব না দিয়ে মেঝের দিকে তাকাল।

"ড্যানি?"

"আমি জানি না," ড্যানি বলল, "আমি চাই যে টনি এসে আমাকে সবসময় ভালো ভালো জিনিস দেখাক, কারণ এখন তো বাবা-মা আর ডিভোর্সের কথা ভাবেন না।" ডক্টর বিলের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ণ হল, কিন্তু ড্যানি সেটা দেখতে পেল না। ও তখনও ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে ছিল। "কিন্তু এখন ও আমাকে সবসময় খারাপ, ভয়ের জিনিস দেখায়। যেমন সেদিন ও বাথরুমে যে জিনিসগুলো দেখিয়েছিল। বোলতাগুলো আমাকে কামড়ে দেবার পর আমার যেমন লেগেছিল ও জিনিসগুলো দেখেও একইরকম লাগে। শুধু বোলতাগুলো আমার হাতে হুল ফুটিয়েছিল, আর টনি আমাকে যা দেখিয়েছে সেগুলো হুল ফুটিয়েছে এখানে।" ও একটা আঙুল নিজের মাথার পাশে রাখল, অনেকটা আত্মহত্যার অভিনয়ের মত।

"ও কি দেখিয়েছ, ড্যানি?"

"আমি ভুলে গেছি!" ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ও এখনই কেঁদে ফেলবে। "আমার মনে হয় জিনিসগুলো এত খারাপ দেখে আমি মনে রাখতে চাই না। শুধু রেডরাম কথাটা মনে আছে।"

"রেড ড্রাম নাকি রেড রাম?"

"রাম।"

"সেটা কি, ড্যানি?"

"আমি জানি না।"

"ড্যানি, তুমি কি এখন টনিকে ডাকতে পারবে?"

"আমি জানি না। এখন আমার মনে হয় টনি আর কখনও না আসলেই ভালো। আমার ভয় হয় যে ও আমাকে আবার খারাপ জিনিস দেখাবে।"

"চেষ্টা করে দেখ, ড্যানি, তোমার ভয়ের কিছু নেই। আমি এখানেই আছি।"

ড্যানি দ্বিধাজড়িত চোখে ডক্টর বিলের তাকাল। ডক্টর হেসে ওকে ভরসা দিলেন।

"আমি জানি না ও আসবে কিনা। সাধারণত আশেপাশে কেউ থাকলে টনি আসতে চায় না। তাছাড়া আমি ডাকলেই যে ও আসবে সবসময় এমন হয় না।"

"তুমি চেষ্টা করে দেখ। না আসলে নেই।"

ড্যানি একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করল। ও নীচের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মনোযোগ বাড়াতে লাগল। প্রথমে বাবার চিন্তাগুলো পড়বার চেষ্টা করল। বাবা পাশের ঘরে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটাচ্ছিল। ড্যানিকে নিয়ে বাবা চিন্তিত। ওরা একই রুমে না থাকলে ওদের চিন্তা পড়তে ড্যানির বেশ কষ্ট হয়।

ও তারপর মায়ের চিন্তা পড়তে চেষ্টা করল। আম্মুও ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। কিন্তু আম্মু আরও একটা জিনিস ভাবছে, যে ওর মা, ড্যানির দাদী, একটা ডাইনি হয়ে গেছে আম্মুর বোন এইলিন একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর থেকেই-

(ওকে একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মারে হে ঈশ্বর এরকম কিছু যাতে আমার বাচ্চার সাথে না হয় কিন্তু ওর যদি কোন সিরিয়াস রোগ হয়ে থাকে ক্যান্সার, লিউকেমিয়া যেমন জন গুন্টারের ছেলের ছিল, ও তো ড্যানির চেয়ে বেশী বড় নয় না না ও ঠিক আছে ড্যানির কিছু হয় নি ও ঠিক আছে ও ঠিক আছে এত চিন্তা করা বন্ধ কর)

(ড্যানি-)

(এইলিনকে নিয়ে আর-)

(ড্যানিইইই)

(ড্যানিইইইই...)

কিন্তু টনিকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওর গলা শোনা যাচ্ছে, অনেক

দূর থেকে। ও গলাটার পিছে পিছে ছুটে গেল, ডক্টর বিলের দুই জুতোর মাঝখানে একটা অন্ধকার গর্তের ভেতর দিয়ে। ও অন্য এক জগতে চলে গেল, রাত্রির জগত। ও একটা বাথটাবকে পাশ কাটিয়ে গেল, যেটার ভেতর বীভৎস কোন জিনিস ডুবে আছে। একটা শব্দ শুনতে পেল ও, ছোট্ট, সুরেলা ঘণ্টার মত, তারপর একটা ঘড়ি দেখতে পেল, একটা কাঁচের গোলকে ঢাকা। এসবকে পেছনে ফেলে ড্যানি এগিয়ে যেতে থাকল।

ও থামল। একটা মৃদু আলো ভেসে আসছিল সামনে থেকে, যেটায় ও দেখতে পাচ্ছিল যে ও একটা পাথুরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘরটার মাকড়সার জালে ভরা। কোন জায়গা থেকে একটা মেশিনের গুঞ্জন ভেসে আসছিল, কিন্তু জোরালো নয়, একঘেয়ে, প্রাচীন।

ওর সামনে টনি দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ড্যানি বুঝতে পারল টনি দূরে একজন মানুষের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছ। টনি বলল :

(তোমার বাবা...তোমার বাবাকে দেখতে পাচ্ছ?)

অবশ্যই ড্যানি দেখতে পাচ্ছে, এই আধো-অন্ধকারেও ওর নিজের বাবাকে চিনতে কোন ভুল হল না। বাবা একটা টর্চলাইটের আলোতে অনেকগুলো পুরনো কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে কি যেন খুঁজছে। বাবা টর্চটা অন্যদিকে তাক করল। একটা পুরনো বইয়ের দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল সাদা চামড়া আর সোনালী সুতো দিয়ে বাঁধাই করা। একটা স্ক্র্যাপবুক। ড্যানির চেঁচিয়ে বাধা দিতে ইচ্ছে করল বাবাকে, বলতে ইচ্ছে করল যে সব বই খুলে দেখা উচিত নয়। কিন্তু বাবা নিশ্চিত পদক্ষেপে বইটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ড্যানি যে যান্ত্রিক গুঞ্জনটা শুনতে পাচ্ছিল সেটা আস্তে আস্তে আরও জোরালো হচ্ছে, হৃদস্পন্দনের মত। আর ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধটা বদলে একটা তীব্র, কড়া গন্ধের রুপ নিয়েছে। মদের গন্ধ। বাবার শরীরকে গন্ধটা কুয়াশার মত ঘিরে আছে। বাবা এগিয়ে এসে বইটাকে তুলে নিল।

টনি গলা ভেসে এল অন্ধকার থেকে।

(এই অভিশপ্ত জায়গাটা মানুষকে অমানুষ করে দেয়। এই অভিশপ্ত জায়গা)

কথাটা বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

ড্যানি আঁতকে উঠে অন্ধকার জগতটা থেকে ফিরে এল। ডক্টর বিল ওকে বলছিলেন, "ঠিক আছে ড্যানি, সব ঠিক আছে, তুমি ঠিক আছো..."

ড্যানি আশেপাশে তাকিয়ে ডক্টরের অফিসটা চিনতে পারল। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। ডক্টর ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

ও একটু শান্ত হলে তারপর এডমন্ডস প্রশ্ন করল, "তুমি মানুষের ব্যাপারে

কি যেন বলছিলে?"

"এই অভিশপ্ত জায়গাটা..." ও ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "মানুষকে অমানুষ করে দেয়...এই অভিশপ্ত জায়গা," ড্যানি মাথা নাড়ল। "আমার মনে নেই।"

"চেষ্টা কর!"

"পারছি না।"

"টনি কি এসেছিল?"

"হ্যা,"

"ও কি দেখিয়েছে তোমাকে?"

"অন্ধকার। যন্ত্রের শব্দ। মনে নেই।"

"তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

"জানি না! আমি কিচ্ছু জানি না! আমাকে প্রশ্ন করা বন্ধ কর!" ড্যানি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ওর স্মৃতিগুলো কুয়াশার মত মিলিয়ে গিয়েছে।

ডক্টর বিল যেয়ে ওয়াটার কুলার থেকে ওর জন্যে এক গ্লাস পানি নিয়ে এলেন। সেটা খাবার পর ও আরেক গ্লাস চাইল। দ্বিতীয় গ্লাসটা খালি হবার পর ড্যানি একটু ধাতস্থ হল।

"ড্যানি, আমি তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না..." ডক্টর বিল আস্তে আস্তে বললেন, "কিন্তু তোমার কি মনে আছে টনিকে দেখবার আগে তুমি কি ভাবছিলে?"

"হ্যা," ড্যানি বিড়বিড় করে বলল। "আম্মু আমাকে নিয়ে চিন্তা করছে।"

"আম্মুরা তো সবসময়ই বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তা করে, বাবা।"

"না, সেরকম নয়। ছোটবেলায় আম্মুর এইলিন নামে এক বোন ছিল, যে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আম্মু তার কথা ভাবছিল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।"

ডক্টর বিল ওর দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে ছিলেন। "উনি কি এটা কিছুক্ষণ আগে চিন্তা করছিলেন, ওয়েটিং রুমে বসে?"

"জি।"

"ড্যানি, তুমি এটা জানলে কিভাবে?"

"জানি না। হয়তো আমার জ্যোতির কারণে।"

"কি?"

"আমার ভালো লাগছে না। আমি বাবা আর আম্মুর কাছে যেতে চাই।"

"ঠিক আছে ড্যান। তুমি বাইরে যেয়ে ওদের সাথে দেখা করে তারপর ওদের বল যে আমি ওদের একটু ভেতরে আসতে বলেছি।"

"জি।" ড্যানি দায়িত্বপূর্ণভাবে মাথা নাড়ল।

"গুড বয়।"

ড্যানি একটু হাসল।

"আমি ওর ভেতর কোনধরণের অসুখ খুঁজে পাইনি," ডক্টর বিল বললেন। "না শারীরিক, না মানসিক। ও অনেক কল্পনাপ্রবণ, এটা ঠিক। অনেক বাচ্চাই কল্পনাপ্রবণ হয়, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।" উনি একটু থেমে যোগ করলেন, "আর ও প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। ওর বয়সী অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় ওর অনেক ভালো বাক্য গঠন ক্ষমতা আছে।"

"অন্য বাবারা বাচ্চাদেরকে নির্বোধ বা অবুঝ মনে করে, কিন্তু আমার তেমন কখনওই মনে হয় নি।" জ্যাকের গলায় চাপা গর্ব।

"ড্যানির মত বাচ্চাকে অবুঝ মনে করবার কোন কারণও নেই," ডক্টর বললেন। "আমার অনুরোধে ড্যানি গতকাল বাথরুমে যা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করতে চেষ্টা করে। ও ঠিক সেই অবস্থায় চলে যায় আপনারা যেটার কথা বলেছিলেন। ওর পেশীগুলো ঢিলে হয়ে আসে, চোখ উলটে যায়, আর শরীর ঝুঁকে পড়ে। এই জিনিসটাকে প্রফেশনালরা আত্মসম্মোহন বলে। সত্যি বলতে, জিনিসটা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি।"

টরেন্সরা সোজা হয়ে বসল। "কি হয়েছিল ওর?"

ডক্টর বিল ওদেরকে বললেন সম্মোহিত হবার পর ড্যানি কি কি করেছে, কিভাবে ও নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল আর কিভাবে 'অমানুষ', 'অন্ধকার', আর 'অভিশপ্ত' এই কথাগুলো বিড়বিড় করেছে।

"টনি, আবার।" জ্যাক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

"আসলে ব্যাপারটা কি তাকি আপনি বুঝতে পেরেছেন, ডক্টর?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল।

"আমি একটা থিওরি দাঁড় করেছি, কিন্তু আপনাদের সেটা পছন্দ নাও হতে পারে।"

"শুনেই দেখি।" জ্যাক বলল।

"ড্যানি আমাকে যা বলল তা শুনে মনে হচ্ছে ওর কাল্পনিক বন্ধু ড্যানি আপনারা বাসা বদলে এখানে আসবার আগ পর্যন্ত ওর উপকারই চাইত। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে টনি বদলে গিয়েছে, ও এখন ড্যানিকে ভয়ংকর, বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখায়। ড্যানির জন্যে ব্যাপারটা আরও কষ্টকর কারণ স্বপ্নে কি দেখেছে তা ওর মনে থাকে না, আর এই অজানা শংকা ওর মনে আরও বেশী করে চেপে বসছে। এটা অবশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে ভালো স্বপ্ন মনে রাখা, আর দুঃস্বপ্ন ভুলে যাওয়া। হয়তো আমাদের ব্রেনের অবচেতন আর সচেতন অংশগুলোর মাঝখানে একটা ফিল্টারের মত আছে যেটা মনের গভীরের আতংকগুলো থেকে আমাদের আলাদা রাখতে চায়।"

"তাহলে আপনি বলছেন যে আমরা বাসা বদলেছি দেখে ড্যানির সমস্যা হচ্ছে?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করল।

"সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে আপনাদের যদি বাধ্য হয়ে বাসা বদলাতে হয়ে থাকে তাহলে," ডক্টর জবাব দিলেন। "তাই হয়েছিল কি?"

জ্যাক একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, "আমি স্টভিংটনে একটা স্কুলে পড়াতাম, আমার চাকরি চলে গিয়েছিল।"

"বেশ..." ডক্টর চিন্তিত স্বরে বললেন, "আরও একটা কথা। আপনাদের আমি বিব্রত করতে চাই না, কিন্তু ড্যানির ধারণা একসময় আপনারা ডিভোর্স নেবার কথা ভাবছিলেন। যদিও ও এখন আর এটা নিয়ে চিন্তিত নয়, কারণ ওর মনে হয় যে এখন আর আপনাদের মধ্যে কোন সমস্যা নেই।"

জ্যাকের চোয়াল বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল, আর ওয়েন্ডি এত জোরে ঝটকা খেল যেন ও শক খেয়েছে। "আমরা কখনও ওটা নিয়ে ওর সামনে কথা বলিনি! ওর সামনে তো দূরে থাক, নিজেদের মধ্যেও না..."

"ডক্টর, আমার মনে হয় আপনাকে সবকিছু খুলে বলাই ভালো," জ্যাক বলল। "আমার কলেজে থাকতেই মদে আসক্তি ছিল, আর ড্যানির জন্মের পর সেটা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। আমি লেখায়ও আমি আর মন দিতে পারছিলাম না। এর মধ্যে একদিন ড্যানি আমার কিছু জরুরি কাগজপত্র নিয়ে খেলতে গিয়ে সেগুলোর ওপর কালি ফেলে দেয়, আর তারপর..." জ্যাকের গলা ধরে এল, যদিও ও নিজের ওপর এতটা নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল যে ওর চোখ থেকে পানি পড়ল না। "হে ঈশ্বর, কথাটা মনে করলেও আমার গা শিউড়ে ওঠে...তখন আমি রাগের মাথায় ওকে মারতে যেয়ে ওর হাত ভেঙ্গে ফেলি। তার তিনমাস পর আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেই, আর এরপর কখনও ড্যানির গায়ে হাত তুলিনি।"

"হম্‌ম্‌," ডক্টর বিল পেছনদিকে হেলান দিলেন। "আমি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে ওর হাতে একটা ফ্র্যাকচার আছে। কিন্তু ওটা নিয়ে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। আর আসলেই তারপর ওকে কখনও আঘাত করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় নি।"

"আমরা জানি সেটা," ওয়েন্ডি ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "জ্যাক তো আর ওকে ইচ্ছা করে ব্যাথা দেয় নি।"

"না ওয়েন্ডি," জ্যাক আস্তে করে মাথা নাড়ল। "হয়তো আমার মনে গভীরে কোথাও ড্যানিকে ব্যাথা দেয়ার ইচ্ছাটা আসলেই লুকিয়ে ছিল।" জ্যাক ডক্টর বিলের দিকে তাকাল। "জানেন ডক্টর, এই প্রথম আমি আর আমার স্ত্রী ডিভোর্স নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বললাম। ড্যানিকে মারা, অথবা আমার মদের নেশার কথাও আমাদের মধ্যে এই প্রথম হচ্ছে।"

"আর এটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা," ডক্টর বিল বললেন। "আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই। কিন্তু ড্যানির যদি মানসিক চিকিৎসা লাগে তাহলে আমি এই বোস্তারেই ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে চিনি। কিন্তু ওর লাগবে বলে মনে হয়না। ড্যানি একজন বুদ্ধিমান, কল্পনাপ্রবণ আর প্রাণবন্ত ছেলে। আপনাদের দাম্পত্তিক সমস্যা ওর ওপর খুব বেশী প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। ছোট বাচ্চারা অনেক কিছুই সহজে মেনে নিতে পারে, ক্ষমাও করে দিতে পারে।"

জ্যাক নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওয়েন্ডি ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

"কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল যে আপনারা কোন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। ওর সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, নিজের হাত নিয়ে নয়। তাই ও আমাকে ডিভোর্সের কথাটা বলেছে, কিন্তু হাত ভাঙ্গার কথা বলে নি। এমনকি নার্স যখন চেক-আপের সময় ওকে জিজ্ঞেস করেছে ওর হাতে কি হয়েছিল, ড্যানি এমন একটা ভাব দেখায় যেন ওটা কিছুই না।"

"বাচ্চাটা এত ভালো," জ্যাক বিড়বিড় করল। ওর দুই চোয়াল এত শক্ত হয়ে চেপে বসেছিল যে ওর গালের পেশী ফুলে উঠেছে। "আমরা আগের জন্মে কোন পূণ্য করেছিলাম কে জানে, যে ও আমাদের ঘরে জন্মেছে।"

ডক্টর বিল বললেন, "ও মাঝে মাঝে একটা কাল্পনিক জগতে হারিয়ে যায়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, অনেক বাচ্চারই কাল্পনিক বন্ধু থাকে। আমার ছোটবেলার বন্ধু ছিল চাগ-চাগ নামে একটা কথা বলা মোরগ, যে আমার দুই ভাই বাসা ছেড়ে চলে যাবার পর আমার কাছে আসত। বলা বাহুল্য, আমি বাদে আর কেউ ওকে দেখতে পেত না। আর আপনাদের নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না ড্যানির বন্ধুর নাম মাইক অথবা জন না হয়ে টনি হল কেন?"

"না, বুঝেছি," ওয়েন্ডি বলল।

"ওকে কি কখনও এ কথাটা বলেছেন?"

"না। বলা কি উচিত হবে?" জ্যাক জানতে চাইল।

"দরকার আছে বলে মনে হয়না। ওকে নিজে থেকেই বুঝতে দিন, তাতে ওর উপকার হবে। দেখেন, সাধারণ কাল্পনিক বন্ধুর ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তার তুলনায় ড্যানির সাথে টনি সম্পর্কটা আরও গভীর। ড্যানির ওকে দরকার ছিল যাতে ও এসে ড্যানিকে ভালো ভালো জিনিস দেখায়, যাতে ওকে অন্য কোন জাদুর জগতে নিয়ে যায়। একবার জাদুর মত টনি ওকে দেখায় বাবার ট্রাংকটা কোথায় লুকানো আছে, আরেকবার দেখায় বাবা-মা জন্মদিনে ওকে কোথায় নিয়ে যাবে..."

"কিন্তু ও এগুলো জানল কিভাবে?" ওয়েন্ডি বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করল। "ওর

তো কিছুতেই এসব জানবার কথায় নয়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ড্যানির মধ্যে–"

"অলৌকিক ক্ষমতা আছে?" ডক্টর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

"জন্মের সময় ওর মুখ একটা পর্দায় ঢাকা ছিল।" ওয়েন্ডি দুর্বল স্বরে জবাব দিল।

ডক্টর বিল এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন। জ্যাক আর ওয়েন্ডির মুখেও হাসি দেখা দিল। ওরা একে অপরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। ড্যানির এই অদ্ভুত ক্ষমতা হচ্ছে আরও একটা ব্যাপার যেটা নিয়ে ওরা আগে কখনও আলোচনা করে নি।

"এরপর আপনারা বলবেন যে ও আকাশে উড়তেও পারে," ডক্টর হাসিমুখে বললেন। "না, না, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। ওর ভেতর যে ক্ষমতা আছে সেটা অলৌকিক নয়, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। ও জানত আপনার ট্রাংক সিঁড়ির নীচে আছে কারণ বাকি সবগুলো জায়গা তো আপনার খোঁজা হয়ে গিয়েছিল, তাই না, মিস্টার টরেন্স? জিনিসটা খুব সহজ। ভালোভাবে চিন্তা করলে আপনিও ধরতে পারতেন। আর পার্কে যাবার বুদ্ধিটা প্রথমে কার মাথা থেকে বের হয়? ওর না আপনাদের?"

"ওর, অবশ্যই।" ওয়েন্ডি উত্তর দিল। "টিভিতে সারাক্ষণ ওই পার্কটার বিজ্ঞাপণ দিত, ড্যানি যাবার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের কাছে ওখানে যাওয়ার মত টাকা ছিল না। আমরা ওকে কথাটা জানিয়েছিলামও।"

জ্যাক যোগ করল, "কিন্তু তার কিছুদিন পর একটা ম্যাগাজিন আমার একটা গল্প পূনঃমুদ্রণ বাবদ আমাকে কিছু টাকা পাঠায়। সেই টাকা দিয়ে আমরা ড্যানিকে পার্কে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

ডক্টর কাঁধ ঝাঁকালেন। "ব্যাপারটা আমার কাছে কাকতালীয় বাদে আর কিছু বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলছেন।" জ্যাক বলল।

ডক্টর বিল হেসে বললেন, "ড্যানি নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছে যে টনি ওকে যা দেখায় তা সবসময় সত্যি হয় না। মাঝে মাঝে ড্যানির পর্যবেক্ষণে ভুল হয় আরকি। ড্যানি অবচেতনে তাই করছে যা ভন্ড পীর আর ম্যাজিশিয়ানরা স্বেচ্ছায় করে। ওকে আমার ভালো লেগেছে। যদি ওর এই ক্ষমতা ও ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তাহলে ও ভবিষ্যতে খুব বড় কেউ হতে পারবে।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকাল। অবশ্যই ও একমত যে ড্যানি ভবিষ্যতে বড় কেউ হবে-কিন্তু ডক্টর ওর ক্ষমতার যে ব্যাখা দিলেন সেটা ওর মনঃপূত হয় নি।

ডক্টরের এটা জানার কথা নয় যে ড্যানি আরও অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার আগে থেকেই বুঝতে পারে। যেমন লাইব্রেরিতে যেসব বই ফেরত দিতে হবে সেগুলো ও আগে থেকেই গুছিয়ে রাখে, যদিও ও পড়তে পারে না আর ওর জানার কথা নয় কোন বইগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর জ্যাক যখন গাড়ি ধোয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন ও দেখে ড্যানি আগে থেকেই বালতি নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ও বলল, "কিন্তু ও এখন দুঃস্বপ্ন দেখছে কেন? টনি ওকে বাথরুমের দরজা লাগাবার নির্দেশই বা কেন দিল?"

"কারণ ড্যানির এখন আর টনিকে দরকার নেই," ডক্টর বিল বললেন। "টনির জন্ম এমন এক সময়ে যখন আপনার আর আপনার স্বামীর মধ্যে সমস্যা চলছিল। হাত ভাঙ্গার ঘটনাটাও তখন ঘটে। আপনাদের মধ্যে শংকাময় নীরবতা বিরাজ করছিল।"

'শংকাময় নীরবতা।' কথাটা ডক্টর ভুল বলেননি, ওয়েন্ডি মনে মনে ভাবল। ওর আর জ্যাকের মধ্যে তখন প্রায় কথা বলাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জ্যাক রাতভর বাইরে থাকত, আর এদিকে ওয়েন্ডি ড্যানিকে টিভির সামনে বসিয়ে অথবা ঘুম পাড়িয়ে নিজে জেগে সোফায় পড়ে থাকত। রাতের খাবার টেবিলে "লবণটা দিও," আর "ড্যানি গাজর তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো, খেয়ে নাও," ছাড়া কোন কথা হত না।

(হে ঈশ্বর, পুরনো ব্যাথা কি কখনও ভোলা যায় না?)

ডক্টর তখনও বলে যাচ্ছিলেন, "এখন অবশ্য দিনকাল পালটে গেছে। মানসিক অসুস্থতা বাচ্চাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা দেয়। আমাদের বড়দের সাথে ছোটদের যেন একটা নীরব সমঝোতা হয়েছে। বাচ্চারা একটু পাগলামি করবেই। ওদের অদৃশ্য বন্ধু থাকে, ওদের মন খারাপ থাকলে ওরা ঘরের কোণায় মাথা নীচু করে বসে থাকে, নিজেদের খেলনার সাথে কথা বলে। যদি বড় কেউ এমন করে তাহলে ওকে পাগলাগারদে পাঠাতে আমাদের এক মিনিটও দেরি হয় না, কিন্তু কোন বাচ্চার বেলায় এ ধরণের ব্যবহার একদম স্বাভাবিক। আমরা এসব কিছু একটা কথা বলে উড়িয়ে দেই–"

"যে বড় হলে এসব ঠিক হয়ে যাবে।" জ্যাক ডক্টরের কথাটা শেষ করল।

ডক্টর চোখ পিটপিট করলেন। "ঠিক তাই। অস্বীকার করতে পারব না যে ড্যানির সামান্য হলেও মানসিক অসুস্থতা দেখা দেবার আশংকা আছে। পারিবারিক সমস্যা, কাল্পনিক বন্ধু যে শুধু কল্পনায় আটকে থাকতে চায় না, সব মিলিয়ে এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে বড় হলে ড্যানি এসব ঠিক না হয়ে আরও খারাপ হয়ে যাবে।"

"ও কি অটিস্টিক হয়ে যেতে পারে?" ওয়েন্ডি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

অটিস্টিক শব্দটাকে ও যমের মত ভয় পায়। নিজের ছেলেকে ও প্রতিবন্ধী, হুইলচেয়ারবন্দী হিসাবে ভাবতেই পারে না।

"হতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনা কম," ডক্টর বিল বললেন। "একদিন ও হয়তো টনির জগত থেকে আর ফিরে আসবে না।"

"ঈশ্বর।" জ্যাক বলল।

"কিন্তু এত চিন্তার কিছু নেই। আপনারা এখন একসাথে থাকেন, এমন একটা জায়গায় যেখানে একজন আরেকজনের ওপর ভরসা না করে উপায় নেই। ড্যানির এমন পরিবেশই দরকার। তাছাড়া ও যে টনির জগত আর আমাদের জগতের পার্থক্য বুঝতে পারে এতেই বোঝা যায় যে ওর মানসিক অবস্থা খুব একটা সঙ্গীন নয়। ও বলল আপনারা ডিভোর্সের চিন্তা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কথাটা কি সত্যি?"

"জি," ওয়েন্ডি বলল। জ্যাক ওর হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরল, এত জোরে যে ওয়েন্ডি একটু ব্যাথা পেল। জবাবে ওয়েন্ডিও জ্যাকের হাত চেপে ধরল।

এডমন্ডস মাথা ঝাঁকালেন। "ড্যানির আর টনিকে দরকার হবে না। ও নিজেই টনিকে নিজের মাথা থেকে দূর করে দেবে। টনি হয়তো সহজে যেতে চাইবে না, কিন্তু ড্যানির ওপর আমার ভরসা আছে।"

ডক্টর উঠে দাঁড়ালেন। তার সাথে সাথে টরেন্সরাও উঠে দাঁড়াল।

"আবারও বলছি, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই, মিস্টার টরেন্স। যদি দেখেন শীতকাল শেষ হবার পরও ড্যানি দুঃস্বপ্ন দেখছে তাহলে আমি জোর দিয়ে বলছি ওকে একজন অভিজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে।"

"বেশ।"

"আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, ডক্টর," জ্যাক যন্ত্রণাজড়িত মুখে বলল। "অনেকদিন পর এসব নিয়ে কথা বলতে পেরে আমার উপকার হয়েছে।"

"আমারও।" ওয়েন্ডি বলল।

ওরা বেরিয়ে যাবার সময় ডক্টর এডমন্ডস প্রশ্ন করলেন, "মিসেস টরেন্স, আপনার কি এইলিন নামে কোন বোন ছিল?"

ওয়েন্ডি বিস্মিত চোখে ওনার দিকে তাকাল। "হ্যা, আমার বয়স যখন দশ আর ওর ছয় তখন ও মারা যায়। রাস্তা থেকে একটা বল তুলে আনবার সময় একটা ট্রাক ওকে চাপা দিয়ে দেয়।"

"ড্যানি কি এ কথাটা জানে?"

"আমি জানি না। মনে হয় না।"

"ও বলল যে আপনি ওয়েটিং রুমে এইলিনের কথা চিন্তা করছিলেন।"

"হ্যা, আসলেই করছিলাম...বহুদিন পর ওর কথা মনে পড়ল।" ওয়েন্ডি আস্তে আস্তে বলল।

"রেডরাম কথাটা কি আপনাদের কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ?"

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল, কিন্তু জ্যাক বলে উঠল, "ও কালকে এ কথাটা বলছিল, জ্ঞান ফিরবার পরে। রেড ড্রাম।"

"না, রাম," ডক্টর শুধরে দিলেন। "ও এ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলেছে। রাম।"

"হম্‌ম্‌," জ্যাক রুমাল বের করে নিজের ঠোঁট মুছল।

"জ্যোতি কথাটা কি আপনাদের কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ?"

এবার ওরা দু'জনই মাথা নাড়ল।

"যাক, জিনিসটা তেমন জরুরি নয়।"

ডক্টর এসে ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে দিলেন। "এখানে ড্যানি টরেন্স নামে কেউ আছে যে বাড়ি যেতে চায়?"

ড্যানি একটা বাচ্চাদের পত্রিকা হাতে নিয়ে ছবি দেখছিল। বাবা-মাকে বের হতে দেখে ও লাফিয়ে উঠল।

ও দৌঁড়ে জ্যাকের কাছে এল, যে ওকে কোলে তুলে নিল।

ডক্টর বিল হাসিমুখে বললেন, "যদি বাবা-মাকে ভালো না লাগে তাহলে আমার সাথে থেকে যাও।"

"না, না।" বলতে বলতে ড্যানি এক হাত দিয়ে বাবার আর অন্য হাত দিয়ে মায়ের গলা পেঁচিয়ে ধরল। ওরা তিনজনই হাসছিল।

ডক্টর জ্যাককে বললেন "যদি কোন দরকার হয় তাহলে আমাকে ফোন দেবেন।"

তারপর একবার ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "কিন্তু দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

অধ্যায় ১৮

স্ক্র্যাপবুক

জ্যাক স্ক্র্যাপবুকটা প্রথম খুঁজে পায় ১লা নভেম্বরে। ওয়েন্ডি আর ড্যানি সেদিন রোকে কোর্টের পেছনের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে গিয়েছিল। রাস্তাটার শেষ মাথায় একটা পুরনো, পরিত্যক্ত কাঠ কাটার মিল আছে, সেটা দেখা ছিল ওদের উদ্দেশ্য। আবহাওয়া তখনও ভালোই ছিল। শীত পড়া শুরু করে নি।

জ্যাক বেসমেন্টে নেমে এসেছিল বয়লারটা চেক করবার জন্যে। এসে ও কি মনে করে একটা টর্চলাইট হাতে নিয়ে স্তুপ করা কাগজগুলোর ওপর আলো ফেলে দেখতে লাগল। ওর অবশ্য এখানে আসার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ইঁদুরের ফাঁদ দেবার জন্যে কোন জায়গাগুলো সবচেয়ে উপযুক্ত হবে তা খুঁজে বের করা।

ও বেসুরো শিস দিতে দিতে লাইটটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। পচে যাওয়া কাগজের গন্ধ আর বয়লারের যান্ত্রিক শব্দ এখানকার পরিবেশটাকে রীতিমত অস্বস্তিকর করে তুলেছে।

এখানে পেপার আর হিসাবের খাতা স্তুপ করে রাখা। জ্যাক মাঝে মাঝে এক একটা দলিল হাতে তুলে দেখছিল কোনটা কিসের।

ছাদের দিকে লাইটটা তাক করাতে ও দেখতে পেল যে ছাদের মাঝখান থেকে একটা পুরনো, মাকড়সার জালে ঢাকা বাল্ব ঝুলছে। কিন্তু আলো জ্বালাবার কোন সুইচ বা চেইন নেই। ও পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়াতেই লাইটটা ওর নাগালে চলে এল। ও বাল্বটা খুলে আবার শক্ত করে লাগাল। দুর্বল একটা আলো ফুটে উঠল বটে, কিন্তু সেটা ঘরের অন্ধকার দুর করতে কোন সাহায্যই করল না। জ্যাক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে ফিরে গেল।

জ্যাক পেপারের স্তুপগুলোর ওপর আলো ফেলে ইঁদুরের বিষ্ঠা খুঁজতে লাগল। কিছু চিহ্ন ও খুঁজে পেল ঠিকই, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল না এগুলো সাম্প্রতিক। সত্যি বলতে জ্যাকের মনে হচ্ছিল গত কয়েক বছরে এখানে কোন ইঁদুর পা ফেলেনি।

জ্যাক একটা পেপার হাতে তুলে দেখল যে সেটা ছাপা হয়েছিল ১৯৬৩ সালে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে হেডলাইনের বিষয়বস্তু। জ্যাকের মজা লাগল। পুরনো খবরের কাগজ ঘাটলে মনে হয় যে ও ইতিহাস চোখের সামনে ঘটতে দেখছে। কিন্তু ও রেকর্ডগুলোর কয়েকটা জায়গায় ফাঁক দেখতে পেল। যেমন ১৯৩৭-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, ১৯৫৭-১৯৬০, আবার ১৯৬৩-১৯৬৫ সালের কোন রেকর্ড নেই। ওই সময়গুলোতে বোধহয় হোটেল বন্ধ ছিল।

একটা জিনিস জ্যাকের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আলম্যান ওকে ওভারলুকের ইতিহাস বলবার সময় বলেছিল যে এই হোটেলটা মাত্র কিছুদিন হল লাভ করা শুরু করেছে। কিন্তু এটা জ্যাকের কাছে এখন অযৌক্তিক মনে হচ্ছে। হোটেলটা যে অদ্ভুত সুন্দর জায়গায় অবস্থিত শুধু সেটা দেখতেই এই হোটেলে বহু মানুষের থাকতে আসার কথা। তাছাড়া আমেরিকায় বহু লোকেরই খরচ করবার মত যথেষ্ট টাকা রয়েছে। হিলটন, ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টরিয়ার মত বড় বড় হোটেলের পাশে আজ ওভারলুকের নামও শুনতে পাবার কথা। নিশ্চয়ই হোটেলের ম্যানেজারদেরই ভুল ছিল।

এই রুমটায় ইতিহাস লুকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু শুধু খবরের কাগজের পাতায় নয়। হিসাবের খাতাগুলোও পুরনো দিনের লেনদেন, চাহিদা আর কাজকর্মের সাক্ষী দিচ্ছে। ১৯২২ সালে ওয়ারেন হার্ডিং এক বাক্স বিয়ার আনান হোটেলে। কিন্তু এই বিয়ারটা উনি কার সাথে খাবার জন্যে এনেছিলেন? ওনার কোন বন্ধু? হোটেলের কোন অতিথি?

নিজের ঘড়ির দিকে চোখ পড়াতে জ্যাক বিস্মিত হল। কখন ৪৫ মিনিট কেটে গেছে ও বুঝতেই পারে নি। ও ঠিক করল ওয়েন্ডি আর ড্যানি ফিরে আসবার আগে ও উপরে যেয়ে গোসল করবে। এখানে এতক্ষণ থাকতে থাকতে ওর গায়েও নিশ্চয়ই গন্ধ হয়ে গেছে।

কাগজের পর্বতগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জ্যাক নিজের ভেতর একধরণের উত্তেজনা অনুভব করল। ওর মাথায় একটা বই লেখার চিন্তা ঘুরছে। কে জানে, এই ইতিহাস-সমৃদ্ধ ঘরটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতেই হয়তো ও একটা বইয়ের প্লট পেয়ে যাবে।

মাকড়সার জালে ঢাকা বাল্বটার নীচে দাঁড়িয়ে ও একটা রুমাল বের করে ঠোঁট মুছল। ঠিক তখনই ওর চোখে পড়ল বইটা।

ওর হাতের বাঁ দিকে পাঁচটা বাক্সের একটা স্তুপ দাঁড়া করানো ছিল। আর সেটার মাথায়, একটা বাক্সের কোণা থেকে বেরিয়ে ছিল একটা সাদা চামড়ায় বাঁধানো মোটা বইয়ের কভার। বইটা সোনালী সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল।

জ্যাক কৌতূহলী হয়ে বইটা নামাল। কভারটা ধুলোয় ঢাকা পড়ে

গিয়েছে। ও একটা ফুঁ দিতেই একরাশ ধুলো উড়ল। জ্যাক বইটা খুলল। কভারটা খুলতেই একটা কার্ড পড়ল ভেতর থেকে। মাটিতে পড়ার আগেই জ্যাক খপ করে কার্ডটা ধরে ফেলল। কার্ডটাতে ওভারলুক হোটেলের একটা সুন্দর ছবি খোদাই করা। সবগুলো জানালায় আলো জ্বলছে, সামনে ছড়িয়ে আছে বড় লন আর খেলার কোর্টগুলো। দেখে মনে হচ্ছে পা বাড়ালেই ছবিটার ভেতর ঢুকে যাওয়া যাবে। ওভারলুকের ত্রিশ বছর আগেকার চেহারা। কার্ডে লেখা :

হোরেস ডারওয়েন্ট আপনাকে আমন্ত্রণ করছে
মাস্ক বল ড্যান্স পার্টিতে উপস্থিত
থাকবার জন্যে
ওভারলুক হোটেল
উদ্বোধন উপলক্ষে
খাবার পরিবেশন রাত ৮টায়
মুখোশ উন্মোচন এবং ড্যান্স মধ্যরাতে
অগাস্ট ২৯, ১৯৪৫

পড়তে পড়তে জ্যাকের সামনে পুরো দৃশ্যটা ভেসে উঠল। আমেরিকার সবচেয়ে ধনী আর অভিজাত পুরুষ আর মহিলারা। ছেলেরা সবাই চকচকে কালো টাক্সিডো আর সাদা শার্ট পড়ে আছে আর মেয়েরা পড়ে আছে দামী ইভিনিং গাউন। সবার মুখেই সুক্ষ কারুকাজ করা মুখোশ। গ্লাসের সাথে গ্লাস ঠোকার তীক্ষ্ম, মিষ্টি শব্দ ভেসে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ। আমেরিকা এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে একটা, পার্টি করবার এর চেয়ে ভালো সময় আর হতে পারে না।

আর মধ্যরাতে ডারওয়েন্টের গলা অন্য সবার গলাকে ছাপিয়ে বলে উঠল, "মধ্যরাত! মধ্যরাত! মুখোশ খুলে ফেলবার সময় হয়ে গেছে!"

(লাল মৃত্যু সবার দিকে ধেয়ে আসছে!)

জ্যাক ভ্রু কুঁচকাল। হঠাৎ করে ওর এ কথাটা মনে হল কেন? এটা এডগার অ্যালান পো এর লেখা একটা লাইন, একজন পুরনো আমেরিকান কবি আর ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁর সব লেখা অত্যন্ত বিষন্ন, আর রোমাঞ্চকর। জ্যাকের আগের চিন্তাগুলোর সাথে এই লাইনটা একদমই যায় না।

জ্যাক কার্ডটা বইয়ের ভেতরে রেখে প্রথম পাতাটার দিকে তাকাল। ভেতরে একটা খবরের কাগজের কাটা অংশ আঠা দিয়ে লাগানো। খবরটা হচ্ছে ওভারলুক হোটেলের পুণঃউদ্বোধনের ওপর। রহস্যময় কোটিপতি

ব্যাবসায়ী হোরেস ডারওয়েন্ট ওভারলুক হোটেলকে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো হোটেলগুলোর মধ্যে একটা বানাতে চান। উনি আরও বলেছেন যে উনি চান না ওভারলুকে জুয়া খেলবার ব্যাবস্থা থাকুক, কারণ সেটা হোটেলের ভাবমূর্তির সাথে যায় না। রিপোর্টার হোটেলের উদ্বোধনী পার্টি নিয়েও মন্তব্য করেছেন, যে আমেরিকার নামীদামী সবাই সেখানে থাকবে...

ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে জ্যাক পাতা ওলটাল। পরের পৃষ্ঠায় নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ছাপা ওভারলুকের একটা রঙ্গিন বিজ্ঞাপণ। তার পরের পৃষ্ঠায় হচ্ছে ডারওয়েন্টকে নিয়ে একটা লেখা, সেখানে তার একটা ছবিও আছে। মাথার চুল কমে আসা, সরু গোঁফওয়ালা একজন লোক যার চোখ একটা ছবির ভেতর থেকেও মানুষের মনের কথা পড়ে ফেলবার ক্ষমতা রাখে।

জ্যাক লেখাটায় চোখ বুলাল। ডারওয়েন্টের ব্যাপারে ওর আগে থেকেই ধারণা আছে, পত্রিকায় পড়েছে। দরিদ্র পরিবারে জন্ম, স্কুলের পড়ালেখা শেষ করবার আগেই নেভীতে যোগ দেয়। সেখানে তার দ্রুত উন্নতি হয়, কিন্তু নিজের ডিজাইন করা একটা ইঞ্জিন নিয়ে তর্ক করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসে। ওই ডিজাইনের পেটেন্ট উনি নেভীকে দিতে বাধ্য হলেও পরে নিজে থেকে আরও বেশ কিছু জিনিস আবিষ্কার করে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেন।

তার কিছুদিন পর ডারওয়েন্ট নজর দেন এরোপ্লেনের ব্যবসার দিকে। সেখানেও নানা চমকপ্রদ ব্যবসায়িক আইডিয়া আর নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্য নিয়ে খুব সময়ের মাঝেই সাফল্যের মুখ দেখেন। আর এর পাশাপাশি ডারওয়েন্ট বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে থাকেন। অস্ত্র বাণিজ্য, গার্মেন্টস, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি, সবকিছুর সাথেই উনি জড়িত ছিলেন।

জ্যাকের মনে পড়ল যে কিছু পক্ষ একসময় বলাবলি করেছে যে ডারওয়েন্টের সব ব্যবসা নাকি সৎ ছিল না। মদের চোরাচালান, বেশ্যাবাণিজ্য আর বেআইনী জুয়ার আড্ডাও নাকি ওনার ব্যবসার তালিকায় ছিল।

ডারওয়েন্টের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যবসায়িক লেনদেন হচ্ছে উনি যখন ঘোষনা দেন যে উনি টপ মার্ক স্টুডিও কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্টুডিওটা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বন্ধ হয়ে পড়েছিল, ওদের সবচেয়ে বড় তারকা মারা যাবার পর থেকে।

ডারওয়েন্ট হেনরী ফিংকেল নামে এক ঘাঘু ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করেন টপ মার্ক চালাবার জন্যে, আর তার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই টপ মার্ক থেকে ষাটটা ছবি বের হয়ে যায়। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল অত্যন্ত সফল ছায়াছবি। একটা সিনেমায় নায়িকা একটা নতুন ডিজাইনের গাউন পড়ে যেটাতে তার নিতম্বের ভাঁজের নীচে যে জন্মদাগ সেটা ছাড়া সবই দেখা যাচ্ছিল। বলা বাহুল্য, এটা নিয়ে নিন্দা যেমন হয়েছিল তেমন আলোড়নও

উঠেছিল। সিনেমা সুপারহিট, আর ডারওয়েন্ট আরও আলোচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা পৃথিবীর জন্যে দুঃখ বয়ে আনলেও ডারওয়েন্টের জন্যে বয়ে আনে সাফল্য। এসময় গুজব ছড়ায় যে উনি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যাক্তি।

কিন্তু এমন একজন মানুষও ওভারলুকের জন্যে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে নি। জ্যাক চিন্তামগ্ন অবস্থায় নিজের বুকপকেট থেকে একটা নোটবুক আর পেন্সিল বের করল। ও ছোট্ট একটা নোট লিখল নিজেকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে যে ডারওয়েন্টকে নিয়ে ওর ভবিষ্যতে আরও পড়ালেখা করতে হবে। নোটবুক আর পেন্সিল পকেটে ফেরত গেল। জ্যাকের মুখ শুকনো দেখাচ্ছিল, আর ও বারবার রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছছে।

ও স্ক্র্যাপবুকটা আবার খুলে পরের কয়েকটা ছবি আর লেখার ওপর চোখ বুলাল। ও নিজেকে কথা দিল যে পরে ও বইটা মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

হঠাৎ একটা কাটিং এ ওর চোখ আটকে গেল।

কাটিংটা একটা খবরের কাগজ থেকে নেয়া। সেখানে সাংবাদিক জানিয়েছে যে কোটিপতি হোরেস ডারওয়েন্ট কলোরাডোতে নিজের যত ব্যবসায়িক সম্পত্তি আছে সব বিক্রি করে দিচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ার একদল ব্যাবসায়ীর কাছে। তেল, কয়লা আর জমির পাশাপাশি এই সম্পত্তিগুলোর মধ্যে ওভারলুক হোটেলও আছে।

জ্যাকের কেন যেন খবরটা অদ্ভুত লাগল। ডারওয়েন্ট কলোরাডোতে অবস্থিত নিজের সমস্ত সম্পতি বিক্রি করেছেন, শুধু ওভারলুক নয়, কিন্তু তারপরও...তারপরও...

জ্যাক রুমাল দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছল। এক গ্লাস মদ হাতে থাকলে এখন জিনিসটা জমে যেত। ও আরও পৃষ্ঠা ওলটাল।

হোটেলটা তারপর আরও কয়েকবার হাত বদল করে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মালিকানা আবার কলোরাডোর একটা গ্রুপের কাছে আসে, যেটার মালিকের নামে দুর্নীতির অভিযোগ আনে আদালত। সে কোর্টে শুনানির আগের দিন আত্মহত্যা করে।

তারপর হোটেলটা দীর্ঘ দশ বছর বন্ধ থাকে। স্ক্র্যাপবুকটায় এসময়ে তোলা কিছু ছবিও আছে। ছবিগুলো দেখে জ্যাকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হোটেলের জানালাগুলো ভাঙ্গা, দেয়ালের রঙ উঠে গেছে। পোর্চের সিঁড়িগুলোতে ফাঁটল ধরেছে। জ্যাক মনে মনে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে এখন থেকে ও হোটেলটার আরও ভালো যত্ন নেবে। ও আগে বুঝতে পারে নি যে ওর দায়িত্বটা কত গুরুত্বপূর্ণ। এই হোটেলটাকে সংরক্ষণ করা আর ইতিহাস সংরক্ষণ করা একই কথা।

১৯৬১ এর দিকে চারজন লেখক হোটেলটা কিনে নিয়ে একটা রাইটিং স্কুল হিসাবে চালু করে। কিন্তু একজন মাতাল ছাত্র চারতলার জানালা থেকে পড়ে মারা যাবার পর স্কুলের সমাপ্তি ঘটে।

সব বড় বড় হোটেলের নামেই গুজব, বদনাম শোনা যায়, ওয়াটসন বলেছিল। আর সব হোটেলেই ভূত দেখা যায়। কেন? এখানে সবসময় মানুষের আসা-যাওয়া চলতেই থাকে...

হঠাৎ করা জ্যাকের মনে হল যে পুরো ওভারলুকের ভার ওর পিঠে চেপে বসেছে। ওর ওপর পড়ছে একশ' দশটা গেস্ট রুম, রান্নাঘর, লাউঞ্জ, ডাইনিং রুমের ওজন...

(এখানে মানুষের আসা-যাওয়া চলতেই থাকে)

(লাল মৃত্যু সবার দিকে ধেয়ে আসছে!)

জ্যাক ঠোঁট মুছে আবার পাতা ওলটাল। ও এখন বইয়ের শেষের দিকে চলে এসেছে। প্রথমবারের মত ওর মাথায় একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হল, এটা আসলে কার বই? কে এটাকে এখানে রেখে গিয়েছে?

একটা নতুন হেডলাইন, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৩।

এটাতে লেখা কিভাবে ওভারলুক হোটেলকে লাস ভেগাসের একদল হোটেল মালিক কিনে নিয়ে সেখানে ক্যাসিনো খুলতে চায়। ওভারলুকের নাম বদলে গিয়ে হবে কী ক্লাব। কিন্তু এই মালিকরা আসলে কারা সে ব্যাপারে কেউই মুখ খুলছে না।

পরের পৃষ্ঠার খবরটা রীতিমত চমকপ্রদ। সাংবাদিকের ধারণা যে লাস ভেগাসের এই হোটেল মালিকদের আড়ালে আসলে আছেন ডারওয়েন্ট নিজেই! কিন্তু ডারওয়েন্ট এখন আর কোন সংবাদপত্রের সাথে কথা বলেন না, এমনকি তাকে সাধারণ মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত চোখেই দেখে নি। তাই কেউ বুঝতে পারছে না যে ডারওয়েন্টের ওভারলুক আবার কিনে নেবার ব্যাপারটা কি গুজব না সত্যি।

তার পরের খবরটায় সাংবাদিকের জল্পনা কল্পনা আরও বেড়ে গেছে। উনি দাবী করছেন যে ডারওয়েন্ট লাস ভেগাসের যেসব ব্যাবসায়ীর সাথে মিলে ওভারলুক কিনেছেন তারা সবাই কুখ্যাত অপরাধ সংস্থা মাফিয়ার সাথে জড়িত। মাফিয়ার বেশ কিছু উচ্চ পদধারী সদস্যকে ওভারলুকে আনাগোনা করতে দেখা গিয়েছে।

কাটিংটায় আরও অনেক কিছু লেখা ছিল কিন্তু জ্যাক শুধু সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। জ্যাকের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। উফ্ কি চমৎকার একটা প্লট! কোটিপতি ব্যাবসায়ী, সিনেমার নায়িকা থেকে শুরু করে গ্যাংস্টার পর্যন্ত সবই আছে। জ্যাক আবার নোটবুক বের করে দ্রুত নতুন একটা নোট লিখে

নিল। এই চাকরিটা শেষ হলে ডেনভারের লাইব্রেরিতে গিয়ে এখানে যেসব মানুষের কথা বলা আছে তাদের ব্যাপারে আরও পড়ালেখা করতে হবে। সব হোটেলেই ভূত থাকলেও, ওভারলুকে একটু বেশী আছে বলেই মনে হচ্ছে। প্রথমে আত্মহত্যা, তারপর মাফিয়া, এখানে আরও কি কি হয়েছে কে জানে।

তারপরের পৃষ্ঠার কাটিংটা এত বড় যে সেটা বইয়ে আঁটাবার জন্যে ভাঁজ করতে হয়েছে। ভাঁজটা খুলতেই জ্যাকের মুখ থেকে একটা হালকা শিস বেরিয়ে এল। ছবিটা এত জীবন্ত যে মনে হচ্ছে পাতা থেকে এখনই বেরিয়ে আসবে। প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটের পশ্চিমা জানালার ছবি। কিন্তু সুন্দর রুমটাকে ম্লান করে দিয়েছে ভয়ংকর একটা দৃশ্য। সুইটের বাথরুমের সাথে লাগানো দেয়ালটা ঢেকে আছে রক্ত আর ফ্যাকাশে মগজের টুকরোয়। রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন শুকনো চেহারার পুলিশ অফিসার, আর তার পাশে মেঝেতে শোয়ানো সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা লাশ। জ্যাক বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর হেডলাইনের দিকে ওর চোখ পড়ল।

কলোরাডোর হোটেলে সন্ত্রাসের মরণ ছোবল

কুখ্যাত অপরাধী নেতা সহ আরও দু'জন নিহত

বিস্তারিত রিপোর্টে লেখা যে মৃতেরা হচ্ছে খুনের আসামী এবং কথিত মাফিয়া নেতা ভিতোরিও জিনেলি আর তার দুই বডিগার্ড। হোটলের ম্যানেজার রবার্ট নরম্যান গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়, আর হোটেলের একজন দারোয়ান দাবী করে যে সে মুখে মুখোশ পড়া দু'জন লোককে ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি বেয়ে পালাতে দেখেছে। পুলিশ রুমে ঢুকবার পর লাশ আবিষ্কার করে। তারা ধারণা করছে যে এদের তিনজনকে খুব কাছ থেকে শটগান দিয়ে গুলি করা হয়েছে।

কাটিংটার নীচে বলপয়েন্ট কলম দিয়ে একটা কথা লেখা : "ওর অন্ডকোষও কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" লেখাটার দিকে জ্যাক অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। কার বই এটা?

জ্যাক একটা ঢোক গিলে পৃষ্ঠা উলটালো। আরেকটা কাটিং, এটার তারিখ হচ্ছে ১৯৬৭ সালের শুরুর দিকে। জ্যাক শুধু হেডলাইনটা পড়ল।

অশুভ হোটেলের মালিকানার পুনরায় হাত বদল

এর পরের পৃষ্ঠাগুলো খালি। জ্যাক আবার বইয়ের সামনের পাতাগুলো উলটেপালটে দেখল। বইটা আসলে কার এটা জানতে না পেরে ওর অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু কোথাও কোন নাম বা ঠিকানা লেখা নেই। ও খুঁজে দেখল বইটার গায়ে কোন রুম নাম্বার লেখা আছে কিনা, কারণ ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে এটা যার বই সে কোন না কোন সময়ে ওভারলুকে থেকেছে। কিন্তু ও

তাও পেল না।

জ্যাক নিজেকে প্রস্তুত করল বইয়ের সবগুলো কাটিং পড়ে দেখবার জন্যে কিন্তু একটা সুরেলা গলা ওর পরিকল্পনায় বাধা দিল : "জ্যাক? তুমি কি নীচে?"

ওয়েন্ডি।

জ্যাক চমকে উঠল। ওর ভেতর কেন যেন একটু অপরাধবোধ মাথাচাড়া দিল। যেন ও চুরি করে মদ খাচ্ছিল এমন সময় ওয়েন্ডি ওকে দেখে ফেলেছে। হাস্যকর। ও জবাব দিল, "হ্যা জান, ইঁদুরের ফাঁদ দেবার জায়গা খুঁজছি।"

জ্যাক ওয়েন্ডির পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ও সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। দ্রুত, কোন কিছু চিন্তা না করেই জ্যাক নিজের হাতের বইটা এক গোছা পেপারের নীচে লুকিয়ে ফেলল।

রুমের আবছা আলোতে ওয়েন্ডির চেহারা ফুটে উঠল

"এতক্ষণ ধরে এখানে কি করছ? ৩টা বেজে গেছে!"

জ্যাক হাসল। "এত দেরী হয়ে গেছে নাকি? এখানে কাগজপত্রের মাঝে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে শত শত রহস্য লুকানো আছে।"

কথাটা ও হাস্যচ্ছলে বলতে চাইলেও ওর গলাটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল।

ওয়েন্ডি ওর দিকে এক কদম এগিয়ে এল, আর জ্যাকের শরীর নিজে থেকেই এক কদম পিছিয়ে গেল। ও জানত ওয়েন্ডি কি করার চেষ্টা করছে। গন্ধ শুঁকে বুঝবার চেষ্টা করছে জ্যাক মদ খেয়েছে কিনা। হয়তো ওয়েন্ডি নিজেও জিনিসটা চিন্তা করে করে নি। কিন্তু জ্যাকের তাও মেজাজ খারাপ হল। রাগ আর অপরাধবোধ।

"তোমার মুখ থেকে রক্ত পড়ছে।" ওয়েন্ডি ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত, স্থির গলায় বলল।

"কি?" জ্যাক নিজের ঠোঁটে হাত দিয়ে তীক্ষ্ম জ্বলুনি অনুভব করল। ওর আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখল যে রক্ত লেগে আছে। ওর অপরাধবোধ আবার বেড়ে গেল।

"তুমি আবার নিজের মুখ ঘষা শুরু করেছ।" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"হ্যা, বোধহয়।" জ্যাকের জবাব।

"তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?"

"না, তেমন একটা নয়।"

"আস্তে আস্তে কি জিনিসটা সয়ে আসছে?"

জ্যাকের পা ওর কথা শুনতে না চাইলেও জ্যাক জোর করে ওয়েন্ডির দিকে এগিয়ে এল। ও নিজের বউয়ের কোমড় জড়িয়ে ধরে ওর গলায় চুমু খেল। "হ্যা," ও বলল। "ড্যানি কোথায়?"

"আশেপাশেই আছে। বাইরে আকাশে মেঘ করছে। তোমার ক্ষিদে পায়নি?"

জ্যাক সুযোগ বুঝে ওয়েন্ডির টাইট জিন্সে ঢাকা নিতম্বে একটা হাত বুলালো। "অনেক, ম্যাডাম।"

ওয়েন্ডি কপট রাগের সুরে বলল, "খুব বাড় বেড়েছ, তাই না?"

জ্যাক হাত না সরিয়ে নির্লজ্জ একটা হাসি দিল। ওয়েন্ডিও হাসল।

ওরা বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার সময় জ্যাক ঘাড় ঘুড়িয়ে ওই কাগজের স্তুপটার দিকে তাকাল যেটার ভেতর ও ল্যাপবুকটা

(কার?)

লুকিয়ে রেখেছে।

জ্যাকের আবার ওয়াটসনের কথাটা মনে পড়ল। সব হোটেলেই ভূত দেখা যায়। এসব জায়গায় মানুষের আসা-যাওয়া চলতেই থাকে...

ওয়েন্ডি বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল। রুমটা আবার ঢাকা পড়ে গেল অন্ধকারে।

অধ্যায় ১৯

২১৭ নং রুমের বাইরে

ড্যানির মাথায়ও আরেকজনের কাছে শোনা কিছু কথা ঘুরছিল :

ও একটা রুমের ভেতর খারাপ কিছু দেখেছে...রুম নং ২১৭...আমাকে কথা দাও তুমি কখনও ওখানে যাবে না, ড্যানি...কথা দাও...

ড্যানি এখন রুমটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটার সাথে এই লবির, এমনকি এই হোটেলের অন্যান্য রুমগুলোর দরজার কোন পার্থক্য নেই। গাঢ় ধুসর রঙের, ধাতব তিনটে নাম্বার লাগানো একটা দরজা। দরজাটায় একটা পিপহোল আছে, যেটা দিয়ে রুমের ভেতর থেকে দেখলে বাইরেটা দেখতে কিম্ভুত, গোলাকার লাগে আর বাইরে থেকে দেখলে কিছুই দেখা যায় না।

(তুমি এখানে কি করছ?)

ওরা হাঁটা শেষে ফিরে আসবার পর আম্মু ওকে ওর পছন্দের লাঞ্চ বানিয়ে দেয়। স্যান্ডউইচ আর সুপ। ওরা ডিকের কিচেনে বসে গল্প করতে করতে খেয়ে নেয়। পুরো হোটেলের মধ্যে কিচেন হচ্ছে ড্যানির সবচেয়ে পছন্দের জায়গা, আর ওর ধারণা বাবা আর আম্মুও কিচেনটাকে অনেক পছন্দ করে। ওরা এখানে আসবার পর একদিন শুধু বড় ডাইনিং হলে খাওয়া হয়েছে, বাকি সবদিন কিচেনে। ওদের ওখানে খেতে কোন অসুবিধা হয় না। কিচেনে সবজি কাটার যে টেবিলটা আছে সেটাই ওদের স্টভিংটনের বাসার খাবার টেবিলের চেয়ে বড়। ওরা সবাই এই টেবিলটায় কাছাকাছি বসতে পারে, কথা বলতে পারে। ডাইনিং রুমের টেবিলটা সে তুলনায় এত বড় যে ওখানে খেতে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়। খেতে বসলে শুধু খালি চেয়ারগুলোর দিকে চোখ চলে যায় আর ওদের একাকীত্বের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

আজকে যখন ওরা লাঞ্চ খাচ্ছিল তখন আম্মু বেশী খেতে চায়নি, শুধু একটা স্যান্ডউইচের অর্ধেক খেয়েছে। আম্মু বলল যে বাবা কাছেই কোথাও আছে, যেহেতু ওদের গাড়ি আর হোটেলের ট্রাক দু'টোই পার্কিং লটে রাখা। আম্মু এখন একটু শুতে চায়। ড্যানি কি কিছুক্ষণ একা একা খেলতে পারবে?

ড্যানির মুখভর্তি স্যান্ডউইচ থাকায় ও মাথা নেড়ে উত্তর দিল, হ্যা, পাববে।

"তুমি কখনও হোটেলের উঠানের খেলার জায়গাটায় যাও না কেন?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করল। "আমি তো ভেবেছিলাম জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে।"

ড্যানি জোর করে মুখের খাবারটা গিলে নিল। ওর চেহারা শুকিয়ে গেছে। "যাবো বোধহয়," ও বলল।

"তাছাড়া ওখানে ওই গাছপালা কেটে বানানো পশুপাখিগুলোও আছে। তোমার বাবার উচিত ওগুলো ছেঁটে সাইজে নিয়ে আসা।"

"ঠিক।" ড্যানি বলল।

(একবার আমি একটা বীভৎস জিনিস দেখেছি বাগানে...ওই পশুপাখিগুলোর মাঝে...)

"তোমার বাবা আমাকে খুঁজলে বোলো যে আমি শুয়ে আছি।"

"আচ্ছা আম্মু।" ড্যানি মাথা নাড়ল।

"ড্যানি, তুমি কি এখানে খুশি?"

ড্যানি সরল চোখে মায়ের দিকে তাকাল। "হ্যা, আম্মু।"

"এখনও কি বাজে স্বপ্ন দেখ?"

টনি আর একবার ওর কাছে এসেছিল। ও ঘুমোবার সময় ড্যানির ক্ষীণ গলার ডাক শুনতে পায়। ও জোরে চোখ বুঝে রাখে, আর কিছুক্ষণ পর শব্দটা মিলিয়ে যায়।

"না।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক, আম্মু।"

ওয়েন্ডিকে সন্তুষ্ট দেখাল। "তোমার হাতের কি অবস্থা?"

ড্যানি হাতটা ভাঁজ করে দেখাল। "প্রায় ঠিক হয়ে গেছে।"

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। জ্যাক পরে বোলতার চাকটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। ও ড্যানির হাতের ছবিগুলো একটা খামে পুরে বোল্ডারের একজন উকিলের কাছে পাঠায়, কীটনাশক কোম্পানীকে এ নিয়ে মামলা করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে জানবার জন্যে। উকিল জানায় যে যেহেতু জ্যাক ছাড়া আর কেউ দেখে নি যে ও বাগ বম্ব ব্যাবহার করবার নিয়মগুলো পালন করেছে কিনা, এখানে কেস করাটা বেশ কঠিন হবে। খবরটা শুনে জ্যাকের মেজাজ খিঁচড়ে গেলেও ওয়েন্ডি মনে মনে খুশি হয়। এধরণের মামলা লড়বার মত ক্ষমতা ওদের পরিবারের নেই।

তারপর থেকে ওরা আর কোন বোলতা দেখতে পায়নি।

"যাও, যেয়ে খেলাধুলা কর, ডক। মজা কর।"

ড্যানি অবশ্য মজা করার মত কিছু খুঁজে পেল না। ও উদ্দেশ্যহীনভাবে হোটেলের লবিতে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে এক একটা রুমের দরজা খুলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সবগুলো দরজা লক করা। ও সেটা জানত অবশ্য। চাবি নীচের অফিসে রাখা আছে। বাবা ওকে সেটা ধরতে মানা করেছে। ড্যানি তো রুমগুলো খুলতে চায়ও না। তাই না?

(তুমি এখানে কি করছ?)

ব্যাপারটা তাহলে উদ্দেশ্যহীন নয়। ওকে কোন গুপ্ত কৌতূহল ২১৭ নং রুমের বাইরে নিয়ে এসেছে। বাবা একবার মাতাল অবস্থায় ওকে একটা গল্প শোনায়। অনেক আগে হলেও ড্যানির গল্পটা এখনও মনে আছে। একটা রূপকথার কাহিনী, ব্লুবেয়ার্ড নামে এক লোককে নিয়ে। না,আসলে গল্পটা হচ্ছে ব্লুবেয়ার্ডের বৌকে নিয়ে,যার মাথার চুল আম্বুর মত সোনালী। ওরা দু'জন ওভারলুকের মত বিশাল একটা বাড়িতে থাকত, আর প্রতিদিন কাজে যাবার আগে ব্লুবেয়ার্ড ওর বৌকে বলে যেত একটা রুমের ভেতর কখনও না যেতে। রুমের চাবিটা একটা দেয়ালে ঝোলানো থাকত, ঠিক ২১৭ নং রুমের চাবিটার মত। ব্লুবেয়ার্ডের বৌও ড্যানির মত কৌতূহলী হয়ে ওঠে রুমটার ব্যাপারে। ও চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে চায় ভেতরে কি আছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। তারপর একদিন ও দরজাটা খোলে...

বইয়ে এত স্পষ্টভাবে দৃশ্যটার বর্ণনা দেয়া ছিল যে এখনও সেটা ড্যানির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রুমটার ভেতরে ছিল ব্লুবেয়ার্ডের আগের সাত বৌয়ের কাটা মাথা। সাতটা বেদীর ওপর মাথাগুলো রাখা ছিল, ওলটানো চোখে শূন্য দৃষ্টি, আর কাটা গলা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বৌ দৌড় দেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবার জন্যে, কিন্তু দরজা খুলতেই ও দেখতে পায় ব্লুবেয়ার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, চোখে খুনী দৃষ্টি আর হাতে তলোয়ার। ব্লুবেয়ার্ড বলে, "আমি ভেবেছিলাম অন্য সাতজনের মত তোমার এত কৌতূহল থাকবে না, কিন্তু তুমিও শেষপর্যন্ত হার মানলে। এখন আমি চিরকাল তোমাকে ওই ঘরে রাখার ব্যাবস্থা করছি।"

ড্যানির হাত ওর ডান পকেটে ঢুকে চাবিটা বের করে আনল। ও এখানে আসবার আগে চাবিটা নিয়েই এসেছিল।

ড্যানি কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চাবিটায় আঙুল বুলাল, তারপর লকে ঢুকিয়ে দিল। চাবিটা এত মসৃণভাবে ঢুকল যে ড্যানির মনে হল ওটা যেন অনেকদিন ধরে চাচ্ছিল লকটার ভেতর যেতে।

(ড্যানি, আমাকে কথা দাও যে তুমি ওই ঘরটার ভেতর যাবে না)

(আমি কথা দিচ্ছি)

ড্যানির একটু খারাপ লাগছিল ও ওর কথা রাখছে না দেখে, কিন্তু ঘরটার ভেতর কি আছে তা দেখবার কৌতূহল ওকে পাগল করে তুলছিল।

(আমার মনে হয় না জিনিসগুলো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে...গল্পের বইয়ের ছবির যেমন ক্ষতি করবার ক্ষমতা নেই)

হঠাৎ করে ড্যানি টান দিয়ে চাবিটা বের করে নিল। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ও দ্রুতপায়ে হেঁটে করিডরের অন্যপ্রান্তে চলে গেল।

এখানে ড্যানি কি মনে করে যেন থামল। তারপর ও বুঝতে পারল কেন। এখানে ওই ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা আছে। ঘুমন্ত সাপের মত।

একটা লাল, পেঁচিয়ে রাখা হোসপাইপ, আর তারপাশে একটা লাল রঙের ট্যাংক, দেয়ালের সাথে লাগানো। তার একটু ওপরে দেয়ালে আর একটা জিনিস ঝোলানো আছে, একটা কাঁচের বাক্স। বাক্সটায় একটা কুড়াল রাখা, আর কাঁচে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা : সংকটের মুহূর্তে কাঁচ ভাঙন। ড্যানি 'সংকট' কথাটা পড়তে পারল, ও এ কথাটা আগে টিভিতে দেখেছে। এখানে হোসপাইপটার সাথে কথাটা দেখে ওর ভালো লাগল না। ওর জানত যে সংকট মানে খারাপ, বিপজ্জনক কিছু।

ড্যানি ঠিক করল যে ও একদৌড়ে পাইপটাকে পাশ কাটিয়ে যাবে। ও চোখ বন্ধ করে নিজেকে প্রস্তুত করল।

তারপর ও দ্রুত বেগে পা ফেলতে শুরু করল। ও পাইপটার কাছাকাছি আসতে হঠাৎ একটা ভোঁতা শব্দ হল। পাইপের ধাতব মুখটা দেয়াল থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেছে।

ড্যানি বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করল। প্রচণ্ড ভয়ে ওর শরীর কাঁপছিল।

পড়ে গেছে তো কি হয়েছে? জিনিসটা একটা সামান্য পাইপ। ওটাকে দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই। যদি জিনিসটাকে দেখে ওর বিশাল কোন সাপের কথা মনে হয়ে থাকে তাহলে সেটা ওর মনের ভুল মাত্র। ওটা যে রাবারটা দিয়ে বানানো সেটা সাপের চামড়ার মতই চকরা কাটা, তো কি হয়েছে? ও চাইলেই জিনিসটাকে ডিঙ্গিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে। তবে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো, তাই না? ও জানে যে পাইপটা হঠাৎ উঠে ওকে পেঁচিয়ে ধরবে না, কিন্তু ঝুঁকি না নেয়াই ভালো।

ড্যানি এক কদম আগাল। পাইপটা ভালোমানুষের মত মাটিতে পড়ে ছিল। ওকে আশ্বাস দিচ্ছে, ও এগিয়ে এলে কিছুই হবে না।

আরেক কদম। ড্যানির হঠাৎ করে বোলতার কথা মনে পড়ল। পাইপটার ধাতব মুখটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, বলছে যে এসো...এসো...আমি কিচ্ছু করব না।

আরেক কদম এগিয়ে আসতে ড্যানি পাইপটার একদম কাছে এসে পড়ল।

পাইপটার ভেতরে কি অনেকগুলো বোলতা লুকিয়ে আছে?

ড্যানির হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওর মনে হল ওর পা জমে গেছে, ও চাইলেও এখন আগাতে পারবে না। পাইপের মুখটা ওর দিকে অশুভ, ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ড্যানি মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা আওয়াজ করে ছুট দিল। পাইপটা এক লাফে ডিঙ্গিয়ে যাবার পর ও আর পিছে ফিরে তাকাল। না। ওর মনে হচ্ছিল যে পাইপটা সাপের মত সরসর করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, মুখটা ফণার মত উদ্ধত। ও প্রাণপণে ছুটছিল, তাও ওর মনে হল যে সিঁড়িটা কিছুতেই কাছে আসছে না।

ও 'বাবা!' বলে চিৎকার দেবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু কোন আওয়াজ বের হল না। ও শেষপর্যন্ত সিঁড়িটার কাছে এসে থামল। ওর ছোট্ট ফুসফুসে আগুন ধরে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ও পেছন ফিরে তাকাল।

কিছুই হয় নি।

পাইপটা যেমন মাটিতে পড়ে ছিল তেমনি পড়ে আছে।

দেখলে, গাধা কোথাকার? ড্যানি মনে মনে নিজেকে গালি দিল। শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছিলে। ওটা একটা পাইপ ছাড়া আর কিছু নয়।

নাকি পাইপটা ওকে আসলেই তাড়া করছিল, আর ওকে ধরতে না পেরে আগের জায়গায় ফিরে গেছে?

অধ্যায় ২০

মিঃ আলম্যানের সাথে কথা

জ্যাক সাইডওয়াইন্ডার শহরের পাবলিক লাইব্রেরির বেসমেন্টে পুরনো খবরের কাগজ রাখবার সেকশনে এসেছে। ও দেখে হতাশ হল যে এখানে কয়েকটা লোকাল পেপার ছাড়া আর কিছুই সংগ্রহ করা হয় নি। তাও মাত্র ১৯৬৩ সাল থেকে।

তবে এখানে খবরের কাগজের পাশাপাশি বেশ কিছু পুরনো ফিল্মও আছে। কিন্তু ফিল্ম দেখবার জন্যে মেশিনটা আছে সেটার লেন্স মান্ধাতার আমলের, আর জ্যাকের সেটা ব্যাবহার করতে অসুবিধা হচ্ছিল। ৪৫ মিনিট পর ওয়েন্ডি যখন এসে ওর কাঁধে হাত রাখল তখন ব্যাথায় ওর মাথা দপদপ করা শুরু করেছে।

"ড্যানি পার্কে খেলছে," ওয়েন্ডি বলল। "কিন্তু আমি চাই না ও বেশীক্ষণ বাইরে থাকুক। তোমার এখানে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"আর দশ মিনিট।" জ্যাক জবাব দিল। আসলে জ্যাকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। মাফিয়াদের খুন আর আলম্যানের কোম্পানীর ওভারলুক কেনা পর্যন্ত যেটুকু ইতিহাস ওর অজানা ছিল সেটা ও বের করে ফেলেছে। কিন্তু ওয়েন্ডিকে সেটা বলতে গিয়েও ও কেন যেন বলল না।

"তুমি এখানে করছটা কি?" ওয়েন্ডি হাসিমুখে জানতে চাইল।

"ওভারলুকের ইতিহাস পড়ছি।"

"কেন?"

"এমনি।"

(আর এটা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যাথা কিসের?)

"ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পেলে?"

"তেমন কিছু নয়," জ্যাক কষ্ট করে নিজের গলা স্বাভাবিক রাখল। ওয়েন্ডির এই গায়ে পড়া স্বভাবটা ওর একদম পছন্দ নয়। আগেও ও এমন করত। জ্যাক, কোথায় যাচ্ছ? জ্যাক ড্যানিকে কি গল্প পড়ে শোনালে? এসব শুনতে শুনতে অতিষ্ট হয়ে জ্যাক মদ খাওয়া শুরু করে। এটা হয়তো ওর মদ

খাবার একমাত্র কারণ নয়, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এটা একটা বড় কারণ। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর মুখে চড় বসিয়ে দেই...

(কোথায়? কেন? কখন? কে?)

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শুনতে শুনতে জ্যাকের মাথা ধরে যায়।

মাথা? ওর আসলেই মাথাব্যাথা করছে। ওই নষ্ট মেশিনটায় ফিল্ম পড়ছিল দেখে।

ওয়েন্ডি উদ্বিগ্ন মুখ জ্যাকের কপাল ছোঁবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। "জ্যাক? তুমি ঠিক আছ তো? তোমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।"

জ্যাক এক ঝটকায় নিজের মাথা সরিয়ে নিল। "আমি ঠিকই আছি।"

ওয়েন্ডির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ও আহত স্বরে বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে...তোমার কাজ শেষ হলে বেরিয়ে এস, কেমন?"

বলে ওয়েন্ডি বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় জ্যাক ওকে পেছন থেকে ডাকল, "ওয়েন্ডি?"

"কি?"

"আমি আসলে পুরোপুরি ঠিক নেই...ওই মেশিনটার ভেতর এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম দেখে মাথাব্যাথা করছে।"

ওয়েন্ডি আবার এগিয়ে এল। নিজের ব্যাগ খুঁজে ও একটা ওষুধ বের করে দিল। "এটা খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে।"

"বেশ।" জ্যাক বলে হাসল।

"তোমার কি পানি লাগবে?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল।

প্রশ্নটা শুনতেই জ্যাকের মাথায় আবার রাগ ছোবল দিল।

(না, আমি চাই তুই এখান থেকে চলে যা, হারামজাদী)

"না, আমি উপরে যাবার সময় নিজেই নিয়ে নেব।" জ্যাক হাসিমুখে জবাব দিল।

"বেশ," ওয়েন্ডি আবার দরজা খুলল। ও একটা ছোট স্কার্ট পড়ে আছে। ওর পেছনটা দেখতে সুন্দর লাগছিল। "আমরা পার্কে আছি।"

"ঠিক আছে।" বলে জ্যাক অপেক্ষা করল ওয়েন্ডির ওপরে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর ও ফিল্ম পড়ার মেশিনটা বন্ধ করে নিজেও উঠে এল। ওর মাথার ব্যাথা বেড়েই চলেছে। এখন ও যদি মাথাব্যাথা কমাবার জন্যে যদি এল গ্লাস মদ খায় তাহলে সেটা কি খুব দোষের কিছু হবে?

জ্যাক কষ্ট করে চিন্তাটা মাথা থেকে হটাল। ওর মেজাজ আস্তে আস্তে আরও খারাপ হচ্ছে।

ও রিসেপশন ডেস্কে বসা মহিলাকে জিজ্ঞেস করল ও একটা ফোন করতে পারবে কিনা। মহিলা জানাল যে এখান থেকে শুধু লোকাল কল করা যায়, লং-

ডিসট্যান্স নয়। জ্যাকের লং ডিসট্যান্সই দরকার ছিল। ও মাথা নেড়ে সরে এল।

জ্যাক লাইব্রেরির বাইরে বেরিয়ে এল একটা ফোনবুথ খুঁজবার জন্যে। আজকে নভেম্বরের ৭ তারিখ, আর বাইরের আকাশ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল। আকাশে গম্ভীর কালো মেঘগুলো তুষারপাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিল্ডিং এর পেছনদিকে ও একটা ফোনবুথ খুঁজে পেল। ও ঢুকে ফোনটায় একটা পয়সা পুরে অপারেটরকে চাইল।

"কার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন, স্যার?"

"ফ্লোরিডায়, ফোর্ট লডারডেলে, অপারেটর।" বলে ও নাম্বারটা জানাল। অপারেটর ওকে বলল কত টাকা লাগবে, আর জ্যাক সুবোধ বালকের মত ততগুলো পয়সা ঢুকাল ফোনের স্লটে। তারপর লাইনটা কানেক্ট হবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ও হাতের ওষুধটা গিলে নিল।

অপরপ্রান্ত থেকে প্রথম রিং বাজবার সাথে সাথে জবাব এল :

"সার্ফ-স্যান্ড রিসর্ট, আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

"আমি আপনাদের ম্যানেজার মিঃ আলম্যানের সাথে কথা বলতে চাই।"

"উনি এখন খুবই ব্যস্ত। আপনার কি আমাদের দ্বিতীয় ম্যানেজার, মিঃ ট্রেন্টের সাথে কথা বললে চলবে?"

"আলম্যানকে বলুন যে জ্যাক টরেন্স ফোন করেছে, কলোরাডো থেকে।"

"একটু ধরুন, স্যার।"

কিছুক্ষণ পর জ্যাক ফোনে আলম্যানের গলা শুনতে পেল। আর শুনতেই ওর মনে পড়ে গেল ও আলম্যানকে কতটা অপছন্দ করে।

"টরেন্স? কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?"

"জি না," জ্যাক জবাব দিল। "বয়লার ঠিকভাবেই চলছে, আর আমি এখনও আমার বৌ আর বাচ্চাকে খুন করিনি। সময়ই পাচ্ছি না। দেখি, ক্রিসমাসের দিকে ওই কাজটা শেষ করে ফেলব।"

"তোমার রসিকতা শুনবার আমার সময় নেই, টরেন্স," আলম্যান যে আপনি থেকে তুমিতে চলে গেছে সেটা জ্যাকের কান এড়াল না। "আমি ব্যস্ত –"

"ব্যস্ত মানুষ। জানি। আমি ফোন করলাম ওভারলুকের ইতিহাসের যে অংশগুলো আপনি আমাকে বলার প্রয়োজন মনে করেননি সেগুলোর ব্যাপারে জানবার জন্যে। যেমন ডারওয়েন্ট কিভাবে হোটেলটা লাস ভেগাসের একদল গুন্ডার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল, বা প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটের চমৎকার পলিশ করা দেয়ালগুলোতে কিভাবে এক মাফিয়া সদস্যের মগজ ছড়িয়ে ছিল।"

একমুহূর্তের জন্যে অপরপ্রান্ত থেকে কোন উত্তর এল না। তারপর

আলম্যান নীচু গলায় বলল : "এসবের সাথে আপনার চাকরির কোন সম্পর্ক আমি দেখি নি, মিঃ টরেন্স–"

"কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা জানতে পারলাম আমি আজকে। লাস ভেগাসের মালিকদের কাছ থেকে আরও দু'বার হাত বদলের পর হোটেলের মালিকানা এসে পড়ে সিলভিয়া হান্টার নামে এক মহিলার কাছে...আর কাকতালীয়ভাবেই বোধহয়, মহিলা আগে ছিলেন সিলভিয়া হান্টার ডারওয়েন্ট, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত!"

"আপনার তিন মিনিটের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে।" অপারেটরের গলা শোনা গেল।

"মিঃ টরেন্স, এসব তো কোন গোপন খবর নয়। পেপারে লেখালেখি হয়েছে, টিভিতে এসেছে।"

"আমার কাছে তো খবরটা গোপন করা হয়েছে, তাই না?" জ্যাক বলল। "আমি খেয়াল করেছি যে ১৯৪৫ এর পর থেকে হোটেলটার মালিকানা হয় ডারওয়েন্ট অথবা ডারওয়েন্টের সাথে সম্পর্কিত কারও কাছে ছিল। সিলভিয়া হান্টার যখন হোটেলটা চালাচ্ছিল তখন এখানে কি ধরনের ব্যবসা হয় তাও বুঝতে পেরেছি। তখন হোটেলটা ছিল একটা বেশ্যাবাড়ি।"

"টরেন্স!" আলম্যানের গলায় একসাথে বিস্ময় আর ঘৃণা ঝরে পড়ল।

জ্যাক সন্তুষ্টমুখে আর একটা ওষুধ জিভে ফেলল।

"সিলভিয়া হোটেলটা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় যখন একটা রুমের মধ্যে একজন মন্ত্রীর লাশ পাওয়া যায়। খবরে দেখলাম যে মৃত্যুর সময় ওনার শরীরে মেয়েদের মোজা, হাই হিল আর একটা কনডম ছাড়া পড়া ছিল না।"

"এটা একটা নোংরা মিথ্যা রটনা!"

"আসলেই?" জ্যাক বলল। ওর রাগ কমে গিয়েছে। ও এখন মজা পাচ্ছিল। আর ওষুধ খাবার কারণেই হয়তো, ওর মাথাব্যাথা কমে গিয়েছে।

"টরেন্স, যদি তোমার প্ল্যান এটা হয়ে থাকে যে তুমি এসব বলে হোটেলের মালিকদের ব্ল্যাকমেইল করবে, বা পত্রিকায় লেখালেখি করবে তাহলে আগেই বলে রাখি যে এসব করে কোন লাভ নেই–"

"না,না, তেমন কিছু নয়। আমার শুধু খারাপ লেগেছে যে আপনি আমাকে পুরো সত্যিটা বলেননি–"

"পুরো সত্যি?" আলম্যান প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। "তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে আমি হোটেলের নামে রটানো কিছু কুৎসিত গুজব একজন কেয়ারটেকারের সাথে আলোচনা করব, তাহলে এটা তোমার ভুল ধারণা। আর এসব গল্প নিয়ে তোমার হঠাৎ এত মাথাব্যাথা কেন? তোমার কি ভয় হচ্ছে যে যারা হোটেলে মারা গেছে ওদের ভূত এসে তোমাকে ধরবে?"

"না, আমার চিন্তা ভূত নিয়ে নয়। কিন্তু যতদুর আমার মনে পড়ে, আমার ইন্টারভিউ নেবার সময় আপনি আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস টেনে আনেন, যেটার সাথে আমার কাজের কোন সম্পর্ক নেই। আপনি আমার পুরনো ভুলগুলোর কথা বলে আমাকে অপমান করেন।"

"তোমার এসব কথা বলার সাহস হচ্ছে কিভাবে?" রাগে আলম্যানের কথা আটকে যাচ্ছিল। "আমি তোমার চাকরি খাবার ব্যাবস্থা করছি।"

"আমার ধারণা অ্যাল শকলি বোধহয় সে ব্যাপারে আপত্তি জানাবে।"

"আর আমার ধারণা অ্যাল শকলির বন্ধুত্বের ওপর তুমি খুব বেশী ভরসা করছ।"

এক মুহূর্তের জন্যে জ্যাকের মাথাব্যাথা আবার পুরোদমে ফিরে এল। ও চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল, "এখন ওভারলুকের মালিক কারা? নাকি আপনার সেটা জানার মত উঁচু পদ নেই?"

"তুমি এখন বাড়াবাড়ি করছ, টরেন্স। ভুলে যেও না আমি তোমার বস। আমার সাথে এভাবে কথা বলার তোমার কোন অধিকার নেই..."

"ঠিক আছে, তাহলে আমি অ্যালকে একটা চিঠি লিখে প্রশ্নটা করব। সে সাথে আপনার ব্যাপারে আমার কিছু মতামত জানাবার অধিকার তোয়ামার আছে, নাকি?"

"ডারওয়েন্ট এখন আর হোটেলের মালিক নয়। যারা মালিক তারা সবাই নিউ ইয়র্কে থাকে। তোমার বন্ধু শকলি একটা বড় অংশের মালিক। প্রায় ৩৫% এর মত।"

"আর কে?"

"অন্য শেয়ারহোল্ডারদের নাম আমার তোমাকে জানাবার কোন ইচ্ছা নেই, টরেন্স। তোমার এই ব্যাবহারের ব্যাপারে আমি মালিকদের সাথে কথা বলব–"

"আর একটা প্রশ্ন।"

"আমার কোন ঠেকা নেই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবার।"

"ওভারলুকের ইতিহাসের ব্যাপারে আমি এখন যা জানি তার বেশীরভাগই আমি পেয়েছি বেসমেন্টের একটা পুরনো স্ক্র্যাপবুক থেকে। এই বইটা কার সেটা কি আপনি জানেন?"

"না।"

"বইটা কি গ্রেডির হতে পারে? হোটেলের আগের কেয়ারটেকার?"

"শোনো, টরেন্স," আলম্যান বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, "গ্রেডি পড়ালেখা জানত নাকি সে ব্যাপারেই আমার গভীর সন্দেহ আছে, ওর হোটেলের পুরনো খবর নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়।"

"আমি ওভারলুক হোটেলের ব্যাপারে একটা বই লিখবার কথা চিন্তা করছি। ওই স্ক্র্যাপবুকের মালিককে আমি বইয়ের শুরুতে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

"ওভারলুককে নিয়ে বই লেখা খুবই খারাপ একটা আইডিয়া, টরেন্স। বিশেষ করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি লেখা হয় তাহলে।"

"আপনার তো তা মনে হবেই।" জ্যাক বলল। ওর মাথাব্যাথা আবার ঠিক হয়ে গিয়েছে। ওর মাথা এখন ঝকঝকে পরিষ্কার, ও গভীর মনোযোগ দিয়ে লেখবার সময় যেমন থাকে। ওষুধগুলো ভালো কাজের তো! অন্যদের এমন হয় কিনা কে জানে, জ্যাক মনে মনে বলল, কিন্তু আমার ওষুধগুলো খাবার সাথে সাথে মাথা খুলে গেছে, ফুরফুরে লাগছে।

ও আলম্যানকে বলল, "আপনারা চান মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভরা গাইডবুক মার্কা একটা বই যেটা আশেপাশের পাহাড়ের ছবি আর হোটেলে হোমড়া-চোমড়া কারা এসেছে তাদের কথায় ভরা থাকবে।"

"যদি আমি ১০০% শিওর হতাম যে তোমার চাকরি গেলে আমার নিজের চাকরির কোন সমস্যা হবে না, তাহলে এই মুহূর্তে তোমাকে বের করে দিতাম।" আলম্যান কাটা কাটা সুরে জবাব দিল।

জ্যাক বলল, "আমার বইয়ে মিথ্যা বা সাজানো কোন কথা থাকবে না। যেটা সত্যি শুধু সেটাই লিখব।"

(তুমি ওকে খেপাচ্ছ কেন? তুমি কি চাও যে ও তোমাকে বের করে দিক?)

"তোমার বইয়ে তুমি যা ইচ্ছা তাই লেখো!" আলম্যান চিৎকার করে বলল। "কিন্তু তার আগে আমার হোটেল থেকে দূর হও!"

"ওভারলুক তোমার হোটেল নয়!" জ্যাকও পালটা চেঁচিয়ে উঠল, তারপর দড়াম করে রিসিভারটা আছড়ে রাখল।

ও বুথের ভেতরে রাখা টুলটায় বসে জোরে জোরে দম নিতে লাগল। ওর এখন একটু ভয় হচ্ছিল।

(একটু? নাকি অনেক?)

ও এখন ভেবে পাচ্ছিল না ও আলম্যানকে কেন ফোন করতে গেল।

(তুমি আবার মেজাজ খারাপ করেছ, জ্যাক)

হ্যা,হ্যা ও আসলেই করেছে। এখন আলম্যান যদি অ্যালকে ফোন করে দাবী করে ওকে চাকরি থেকে বের করে দেবার জন্যে? ও ওয়েন্ডিকে কি বলবে? হ্যা, সোনা, আমি আরও একটা চাকরি হারিয়েছি। আমার বস ২০০০ মাইল দূরে বসে ছিল, কিন্তু তাও তাকে এমন রাগিয়েছি যে সে আমাকে বের করে দিয়েছে।

জ্যাক নিজের ঠোঁট মুছল। ওর এক গ্লাস মদ দরকার। এক্ষণি, এক্ষণি। রাস্তার ওপাশে একটা ক্যাফে আছে, ওখান থেকে এক ক্যান বিয়ার নিয়ে নিলেই হবে...

ও অসহায়ের মত নিজের দুই হাত মুঠ করল।

ও আলম্যানকে ফোন করল কেন? যখন ওর মদের নেশা ছিল, তখন ওয়েন্ডি একবার বলেছিল যে জ্যাকের ভেতর একটা কিছু আছে যেটা নিজের ধ্বংস চায়। সেই প্রবৃত্তিটাই কি ওকে এখন বাধ্য করেছে ফোন করতে? ও কি আসলেই ভেতরে ভেতরে নিজের ক্ষতি করতে চায়?

ও চোখ বন্ধ করতে একটা পুরনো ঘটনা ওর সামনে ভেসে উঠল।

ও অনেক রাতে বাসায় ফিরেছে, বদ্ধ মাতাল, গায়ে রাস্তার ময়লা আর রক্ত লেগে আছে। ও বারের সামনের পার্কিং লটে একজনের সাথে মারামারি করেছে, তার ফল। বাসায় ঢুকেই ও প্রচণ্ড শব্দ করে একটা টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওয়েন্ডি এসে ওকে তীব্র স্বরে বকা দেয় : "মাতাল কোথাকার, নিজের খেয়াল থাকে না নিজের বাচ্চার খেয়াল তো রাখতে পারিস! ড্যানি মাত্র ঘুমিয়েছে, এখন তোর মাতলামির আওয়াজে ও উঠে যাবে!"

আচমকা টেলিফোন বেজে ওঠায় জ্যাক প্রায় লাফিয়ে উঠল। "কি?" ফোন ধরে ও জিজ্ঞেস করল।

"আপনার কলের জন্যে আরও সাড়ে তিন ডলার লাগবে, স্যার।" অপারেটরের গলা।

"বেশ, একটু ধর, দিচ্ছি।" জ্যাক নিজের পকেট থেকে কয়েনগুলো বের করে টেলিফোনের স্লটে ঢালল। তারপর বুথ থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর মাথায় তখনো আলম্যানের সাথে বলা কথাগুলো ঘুরছিল। ও বইয়ের ব্যাপারটা আলম্যানকে বলতে গেল কেন? গাধা কোথাকার। আলম্যান হয়তো এখন নিজের ক্ষমতা খাটিয়ে ওকে বইটা লিখতে বাধা দেবে। জ্যাকের উচিত ছিল রিসার্চ শেষ না করা পর্যন্ত বইয়ের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখা। ও আরামসে লেখা শেষ করে বই ছাপা হলে তারপর আলম্যানের মুখের সামনে আঙুল নাচাতে পারত। তা না করে ও আলম্যানের সাথে এখন ঝগড়া করল, আর নিজের বসকে শত্রু বানাল। কেন? এটা যদি নিজেকে ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকে ও না করে থাকে তাহলে কেন করেছে?

ও হাঁটতে হাঁটতে আরেকটা ওষুধ ফেলল নিজের মুখে। তেতো স্বাদটা এখন ওর ভালো লাগা শুরু হয়েছে।

ওর ওয়েন্ডি আর ড্যানির সাথে দেখা হল।

"আরে, আমরা তোমাকেই খুঁজছিলাম," ওয়েন্ডি হাসিমুখে বলল। "দেখেছ, বরফ পড়া শুরু হয়েছে?"

জ্যাক মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। "তাই তো।" ড্যানিও আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। ও জিভ বের করে রেখেছে যাতে তুষার ধরতে পারে।

"তোমার মাথাব্যাথার কি অবস্থা?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল।

জ্যাক হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল। "আগের চেয়ে ভালো। চল, বাসায় যাই।"

কথাটা বলে জ্যাকের খেয়াল হল এই প্রথম ও ওভারলুক হোটেলকে বাসা' বলে সম্বোধন করেছে। তারপর ওর মাথায় আর একটা চিন্তা খেলে গেল।

ওভারলুকের ব্যাপারে ওর যতই আগ্রহ থাকুক, ও এখনও হোটেলটাকে বন্ধ করে না, ওখানে থাকলে একটা চাপা অস্বস্তি বোধ করে। এজন্যেই কি আলম্যানকে ফোন করেছিল?

যাতে ওখানে কিছু ঘটার আগেই আলম্যান ওকে বের করে দেয়?

অধ্যায় ২১

রাতের ভাবনা

রাত দশটা। ওরা সবাই নিজ নিজ বিছানায় ঘুমাবার চেষ্টা করছিল।

জ্যাক শুয়ে শুয়ে ওয়েন্ডির নিশ্বাসের শব্দ শুনছিল। ওর জিভ থেকে এখনও ওষুধের তেতো স্বাদ যায়নি। ওর মাথায় ঘুরছিল সন্ধ্যাবেলার কথা, যখন ওরা হোটেলে ফিরে আসার পর অ্যাল শকলি ওকে ফোন করেছিল।

অপারেটর ওকে যান্ত্রিক স্বরে জিজ্ঞেস করে ও মিঃ অ্যাল শকলির ফোন ধরতে রাজি আছে কিনা। জ্যাক সম্মতি জানাবার সাথে সাথে অ্যালের গলা ভেসে এল।

"জ্যাকি! তুই এসব কি করছিস বল তো?"

"হ্যালো, অ্যাল।" জ্যাকের হাত আবার ওষুধের বোতলটা খুঁজতে আরম্ভ করল।

"আলম্যান আমাকে হঠাৎ করে ফোন করে তোর ব্যাপারে অদ্ভুত সব কথা বলতে শুরু করল। আর আলম্যান যখন নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে লং ডিসট্যান্স ফোন করেছে, তার মানে ব্যাপারটা আসলেই সিরিয়াস।"

"তোর চিন্তা করবার মত কিছু হয় নি, অ্যাল।"

"ব্যাপারটা কি খুলেই বল না। আলম্যান একবার বলে তুই নাকি আমাদের ব্ল্যাকমেইল করতে চাস, আবার বলে যে পত্রিকায় নাকি তুই ওভারলুক নিয়ে লেখালেখি করবি..."

"তেমন কিছুই না," জ্যাক বলল। "আমি শুধু আলম্যানকে একটু খোঁচা দিতে চাচ্ছিলাম। আমার ইন্টারভিউর সময় ও আমার অতীত টেনে এনে আমাকে অপমান করার চেষ্টা করেছিল। তারই একটু প্রতিশোধ আরকি। যেটায় আমার সবচেয়ে মেজাজ খারাপ হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওর ধারণা আমি ওভারলুক হোটেলে কাজ করবার যোগ্য নই। ওর প্রাণপ্রিয়, নিখুঁত ওভারলুক হোটেল। ওর মুখের ওপর দেবার মত জবাব আমি এখন পেয়ে গিয়েছি। বেসমেন্টে একটা স্ক্র্যাপবুক পেয়েছি। ওখানে ওভারলুকের সব গোপন কথা কে বা কারা ফাঁস করে দিয়ে গেছে। দেখে মনে হয় হোটেলের বিরুদ্ধে ভালোই ষড়যন্ত্র চলছে।"

"ষড়যন্ত্র? আশা করি তুই সিরিয়াস না, জ্যাক।" অ্যালের গলা ঠাণ্ডা শোনাল।

"না না। কিন্তু আমি দেখলাম আগে এখানে–"

"হোটেলের ইতিহাস আমার জানা আছে। আলম্যান বলল যে তুই নাকি হোটেলের নাম খারাপ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিস?"

"আলম্যান একটা মিথ্যুক!" জ্যাক চড়া গলায় বলল। "এটা ঠিক যে আমি ওভারলুক হোটেলকে নিয়ে একটা কিছু লিখতে চাই, এই হোটেলটায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের সব নামকরা ব্যক্তিত্বরা এসে থেকেছে। এটা নিয়ে একটা মজার প্লট দাঁড়া করানো যায়। তার মানে এই নয় যে আমি হোটেলের বদনাম করতে চাই। এখন আমার এসব করবার সময়ও নেই!"

"জ্যাক, আমি তোর কথায় ভরসা রাখব কিভাবে? "

জ্যাক বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না অ্যাল ওকে একথাটা বলেছে। "অ্যাল? কি বললি তুই–"

"ঠিকই বলেছি। জ্যাক, তুই তো এই হোটেলে কিছুদিন কাজ করেই খালাস, কিন্তু আমার ওভারলুকের সাথে আরও বিশ-ত্রিশ বছর থাকতে হবে। আমি তোকে যা ইচ্ছে তাই লিখতে দিতে পারব না।"

জ্যাকের গলা থেকে এখনও শব্দ বের হচ্ছিল না।

"আমি তোর উপকার করতে চেয়েছিলাম," অ্যাল তখনও বলে যাচ্ছিল, "কারণ আমরা দু'জন একসাথে অনেক খারাপ একটা সময় পার করে এসেছি। মনে আছে সেই সময়ের কথা জ্যাক?"

"মনে আছে," জ্যাক বিড়বিড় করল। ওর ভেতর এখন চাপা রাগটা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছিল। ব্যাপার কি? সবাই মিলে কি ঠিক করেছে ওরা জ্যাকের সাথে যা-তা ব্যাবহার করবে? প্রথমে আলম্যান, তারপর ওয়েন্ডি আর এখন অ্যাল।

"হ্যাফিল্ড ছোকড়াটাকে মারবার পর আমি তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বোর্ড আমার কথা শুনল না।" অ্যাল বলল। "তাই আমি তোকে হোটেলের এই চাকরিটা জুটিয়ে দেই, যাতে তুই কিছুদিন সময় পাস নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। আর এখন তুই আমার পিঠেই ছোরা মারতে চাচ্ছিস? বন্ধুরা কি এমন করে, জ্যাক?"

"না," জ্যাক নীচু স্বরে বলল।

জ্যাক বারবার ওয়েন্ডি আর ড্যানির কথা মনে করে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। ও যদি এখন বেফাঁস কিছু বলে ফেলে তাহলে ওর পুরো পরিবারকে পস্তাতে হবে।

"কি?" অ্যাল কড়া গলায় প্রশ্ন করল।

"না, বন্ধুরা এমন করে না। কিন্তু তুই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছিস না, অ্যাল। তোর কোন বড়লোক বন্ধুর দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। তুই ভুলে গেছিস মদের নেশায় তোর কি অবস্থা হয়েছিল? আমি সেখানে না থাকলে তোর কি হত?"

অ্যাল কিছু বলল না।

"আমাকে কি চাকরি থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে? তাহলে এখনই পরিষ্কার বলে দে।"

অ্যালের গলা ক্লান্ত শোনাল। "না, যদি তুই আমার জন্যে দু'টো জিনিস করতে রাজী থাকিস তাহলে।"

"ঠিক আছে।"

"তোর হ্যা বলার আগে আমি কি চাই সেটা শোনা উচিত না?"

"না। আমার ওয়েন্ডি আর ড্যানির কথা চিন্তা করতে হবে। তুই যা বলিস আমি সেটাই মেনে নেব।"

অ্যাল একমুহূর্ত অপেক্ষা করে তারপর বলল, "এক, আলম্যানকে তুই আর ফোন করতে পারবি না। কোন কারণেই নয়।"

"বেশ।"

"আর দুই-তোর কোন বই যেন কলোরাডোর কোন হোটেলকে নিয়ে না হয়।"

একমুহূর্তের জন্যে জ্যাকের তীব্র রাগ ওকে জবাব দিতে দিল না। আমি তোকে চাকরি দিয়েছি জ্যাক, আমার হুকুম অনুযায়ী তোর চলতে হবে।

"হ্যালো জ্যাক? শুনতে পাচ্ছিস?"

জ্যাক 'হ্যা' বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওর গলা থেকে গোঙ্গানী ছাড়া আর কিছু বের হল না।

"ভাবিস না যে আমি মনে করি তুই কি লিখবি না লিখবি তা নিয়ে কিছু বলার অধিকার আমার আছে। কিন্তু এই ব্যাপারটায়..."

"ডারওয়েন্ট কি এখনও কোনভাবে হোটেলটার সাথে জড়িত?"

"তোর এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না, জ্যাক।"

"ঠিক বলেছিস," জ্যাকের গলা মনে হল অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। "আমি যাই অ্যাল, ওয়েন্ডি বোধহয় আমাকে ডাকছে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে–"

ফোন রাখবার সাথে সাথে ব্যাথাটা শুরু হল। জ্যাক পেটের ওপর দু'হাত রেখে কুঁজো হয়ে গেল। ওর মাথা দপদপ করছিল।

ওয়েন্ডি একটু পরে যখন জ্যাককে খুঁজে পেল তখন ওর অবস্থা আগের

চেয়ে একটু ভাল হয়েছে। তাও ওয়েন্ডি এসে বলল, "জ্যাক, তোমাকে একদম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তুমি ঠিক আছ তো?"

"মাথাব্যাথাটা ফিরে এসেছে। আমি আজকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই। আজরাতে আমি আর লিখতে পারব না।"

রাতে ওরা দু'জন বিছানায় শুয়ে ছিল, ওয়েন্ডির উষ্ণ, নরম পা জ্যাকের পায়ের ওপর রাখা। জ্যাক শুয়ে শুয়ে ভাবছিল কিভাবে আজকে ওর অ্যালের সামনে ভিক্ষা চাইতে হয়েছে নিজের চাকরির জন্যে। ও মনে মনে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করল নিজের কাছে। আজ হোক, কাল হোক, ওভারলুককে নিয়ে একটা বই ও লিখবেই। হোটেলের সব রহস্যকে ও মানুষের চোখের সামনে উলঙ্গ করে ছাড়বে। সেদিন দেখা যাবে কে কার সামনে ভিক্ষা চাইছে।

জ্যাক পাশ ফিরে শুল। ও বুঝতে পারছিল যে ওর আজকে রাতে সহজে ঘুম আসবে না।

ওয়েন্ডি টরেন্স শুয়ে শুয়ে নিজের ঘুমন্ত স্বামির নিশ্বাসের শব্দ শুনছিল। জ্যাক কি নিয়ে স্বপ্ন দেখে? কোন বার, যেখানে কখনও মদ শেষ হয় না? যেখানে ওর বন্ধুরা সারারাত জেগে থাকে হই-হুল্লোড় করবার জন্যে। যেখানে ওয়েন্ডি টরেন্সের প্রবেশ নিষেধ।

কিছুদিন ধরে ওয়েন্ডির জ্যাককে নিয়ে ভয় হচ্ছে। সেই পুরনো, অসহায় ভয়টা, যেটা ওয়েন্ডিকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখত যখন জ্যাক কোন বারে বা বন্ধুর বাসায় বসে মদ গিলছে।

জ্যাকের মধ্যে এক এক করে মদের নেশার সব লক্ষণ ফিরে এসেছে, শুধু মদ খাওয়া বাদে। ও ঘন ঘন ঠোঁট মুছতে থাকে, লেখায় মন দিতে পারে না। আজ অ্যাল শকলি যখন ফোন করেছিল, তখন ওয়েন্ডি খেয়াল করেছে যে ওখানে একটা খালি ওষুধের বোতল রাখা ছিল। কিন্তু কোন পানির গ্লাস ছিল না। তার মানে জ্যাক আবার ওষুধ চিবিয়ে খাওয়া শুরু করেছে। ও এখন ছোট ছোট জিনিস নিয়ে বিরক্ত হয়ে যায়। বেশীক্ষণ চুপ থাকলে অস্থিরভাবে তুড়ি বাজাতে শুরু করে। তাছাড়া ও প্রতিদিন সকালে বেসমেন্টে যায় বয়লার চেক করবার জন্যে, আর সেখানে অনেকক্ষণ বসে থাকে।

সবচেয়ে দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে যে জ্যাক এখন রাগারাগি একদম বন্ধ করে দিয়েছে। ও যদি মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে, বা লাথি দিয়ে চেয়ার উলটে ফেলে তাহলে ওয়েন্ডি নিশ্চিন্ত থাকে, যে ওর রাগ বের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে জ্যাক একবারও গলা উঁচু করছে না, আর ওয়েন্ডির মনে হচ্ছে এভাবে রাগ চেপে রাখলে ও একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়বে।

তাছাড়া ড্যানিকেও কয়েকদিন ধরে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। যখন অ্যাল ফোন করেছে, তখন ড্যানির দু'চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা যাচ্ছিল। আর অ্যাল

শকলি কখনও কারও সাথে আড্ডা মারবার জন্যে ফোন করে না। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

পরে অবশ্য ড্যানি আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। ও যখন বই পড়ছিল তখন ওয়েন্ডি ওর পাশে এসে বসে। ড্যানির চোখের দিকে তাকিয়ে ওর আবার মনে হল যে ওর ছেলের ভেতর কিছু একটা আছে, যেটা ডক্টর এডমন্ডস ধরতে পারেননি।

"ঘুমোবার সময় হয়েছে, ডক।"

"আচ্ছা।" ড্যানির বইয়ের যে পাতা পর্যন্ত পড়া হয়েছে সেখানে একটা ভাঁজ দিয়ে উঠে পড়ল।

"তোমার অ্যাল আংকেল ফোন করেছিল।" ওয়েন্ডি বলল।

"তাই?" ড্যানির গলায় একটুও বিস্ময়ের ছোঁয়া নেই।

"ওদের মধ্যে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে কিনা কে জানে।"

"হ্যা, হয়েছে। অ্যাল আংকেল চায় না যে বাবা বইটা লিখুক।"

"কিসের বই, ড্যানি?"

"ওভারলুক হোটেলকে নিয়ে।"

ওয়েন্ডি ড্যানিকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল যে ও কিভাবে এসব কথা জানল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে থামিয়ে দিল। ঘুমোতে যাবার আগে ড্যানিকে এভাবে জেরা করা উচিত হবে না। তাছাড়া ওয়েন্ডি জানে ড্যানি কিভাবে সব কথা বুঝতে পারে। ডক্টর বিল স্বীকার না করলেও ওয়েন্ডি জানে যে ড্যানির ভেতর আলৌকিক ক্ষমতা আছে।

ও ঠিক করল যে ড্যানির সাথে ওর ওভারলুক হোটেল নিয়ে কথা বলবার সময় হয়েছে। আগামীকালই ও ড্যানিকে জিজ্ঞেস করবে। এ চিন্তাটা মাথায় আসবার পর ওয়েন্ডি একটু স্বস্তি পেল। ও চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ড্যানিও নিজের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল, ওর ঘুম আসছে না। ও ঘরের আশে-পাশে চোখ বুলাল। সবকিছুই সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা, ওর খেলনা, ওর বই। তারপরেও ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল কোথায় কি যেন একটা মিলছে না। যেমন ওর দেয়ালে একটা ছবি আছে, একটা ধাঁধার মত যেখানে কয়েকশ' মানুষ যুদ্ধরত আর তাদের মধ্যে থেকে রেড ইন্ডিয়ানদের খুঁজে বের করতে হবে। কয়েকজনকে ড্যানি বের করতে পেরেছে, ভয়ংকর রঙ করা চেহারা আর হাতে কুড়াল। কিন্তু যাদের বের করতে পারে নি তাদের নিয়েই ওর ভয়। ওরা লুকিয়ে আছে এখনও শত শত চেহারার আড়লে, আর যেকোন সময়, ড্যানি যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন কুড়াল হাতে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর অসহায়, অচেতন শরীরের ওপর।

এখানে আসবার পর থেকেই সবকিছু কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। বাবা এখন সবসময় মদ খাবার কথা চিন্তা করে, আগের চেয়েও বেশী। কোন কারণ ছাড়াই আম্মুর ওপর রেগে যায়। সারাদিন রুমাল দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছতে থাকে। আম্মুও বাবাকে নিয়ে চিন্তায় আছে। এটা বুঝতে কোন বিশেষ ক্ষমতার দরকার হয় না। মিঃ হ্যালোরান বলেছিলেন যে সব মায়ের ভেতরই একটু জ্যোতি থাকে। আর সেই জ্যোতি দিয়েই আম্মু বুঝতে পারছে যে কিছু একটা হবে। কিন্তু কি হবে সেটা বুঝতে পারছে না।

আর ড্যানিও এটা নিয়ে আম্মুর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল। ডক্টর বিল বলেছেন যে ওর টনির সাথে যেসব কথাবার্তা হয় সেসব আসলে ওর কল্পনা। এখন মাকে এগুলো নিয়ে কিছু বলতে গেলে মা যদি মনে করে যে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?

'মাথা খারাপ হওয়া' যে কি সে ব্যাপারে ড্যানি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। কিন্তু জিনিসটা যে ভাল নয় তা ও জানত। একবার ও যখন স্কুলের প্লেগ্রাউন্ডে খেলা করছিল তখন ওর বন্ধু স্কটি আঙুল দিয়ে একটা ছেলেকে দেখায়। ছেলেটা বিষন্ন চেহারা নিয়ে দোলনায় ঝুলছিল। স্কটি বলল যে ওর বাবা ছেলেটার বাবাটাকে চেনে, আর তার 'মাথা খারাপ' হয়ে গিয়েছে।

"তারপর ওর বাবাকে কয়েকটা লোক এসে ধরে নিয়ে গেছে।" স্কটি বলল।

"সত্যি? ওনার মাথায় কি হয়েছে?" ড্যানি জানতে চাইল।

"উনি পাগল হয়ে গিয়েছেন, লোকগুলো ওনাকে 'পাগলা-গারদে' নিয়ে গেছে।" স্কটি চোখ বড় বড় করে একটা আঙুল কপালের একপাশে তাক করে দেখাল।

"উনি কবে ফেরত আসবেন?"

"কক্ষনো-কক্ষনো-কক্ষনো নয়।" স্কটি গম্ভীর মুখে জবাব দিল।

সেদিন ড্যানি ওই ছেলেটার বাবা, মিস্টার স্টেঙ্গারের ব্যাপারে আরও চারটা খবর পেল :

১) মিস্টার স্টেঙ্গার একটা পুরনো পিস্তল দিয়ে বাসার সবাইকে খুন করবার চেষ্টা করছিলেন

২) মিস্টার স্টেঙ্গার বাসার অনেককিছু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন

৩) উনি এক বাটি ভর্তি ঘাস আর পোকা-মাকড় খেয়েছেন

৪) ওনার পছন্দের বেসবল টিম একটা খেলায় হেরে যাবার পর উনি

ওনার বৌকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন।

আর থাকতে না পেরে শেষে ড্যানি বাবাকে মিস্টার স্টেঙ্গারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বাবা ওকে কোলে বসিয়ে বোঝায় উনি আসলে পাগল হয়ে যাননি, উনি 'মানসিক ভার-সাম্য' হারিয়ে ফেলেছেন। ওকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হয় নি, নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। উনি কয়েকদিন ধরে খুব চাপের মধ্যে ছিলেন, তাই এমন হয়েছে। কিন্তু বোঝাবার সময় বাবা নিজের অজান্তেই একটা কথা বলেন, যেটা স্কটিও বলেছিল। মিস্টার স্টেঙ্গার যেখানে আছেন সেখানে 'সাদা কোট পরা মানুষরা' ওনার খেয়াল রাখেন। ওকে এখন অন্য সবার থেকে দূরে রাখা হবে, সারাদিন ওষুধ খেতে হবে আর অন্যরা যা বলবে তাই করতে হবে। ড্যানি এ জিনিসটা শুনে ভয় পেয়েছিল।

"উনি কবে ফেরত আসবেন, বাবা?"

"যখন উনি ভাল হয়ে যাবেন, ড্যানি।"

"মানে কবে?" ড্যানি তাও জানতে চাইল।

"সেটা তো এখন বলা সম্ভব নয়, ড্যানি।" জ্যাক বলল।

যার মানে হচ্ছে আসলে কক্ষনো-কক্ষনো-কক্ষনো নয়। তার কিছুদিন পর মিস্টার স্টেঙ্গারের ছেলে আর বৌ বাসা বদলে অন্য একটা জায়গায় চলে যান।

এই ভয়েই ড্যানি ওর মাকে কিছু বলতে চাচ্ছে না। যদি ওকে এরকম কোন জায়গায় নিয়ে বন্দি করে ফেলা হয়, যেখান থেকে ও আর ফিরতে পারবে না? এজন্যেই ও কখনো প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে কি দেখেছে সেটা কাউকে বলবে না, বা হোসপাইপটা কিভাবে ওকে তাড়া করেছিল।

ড্যানির কিছু না বলার আর একটা কারণ আছে। ও জানে যে বাবার জন্যে এটা শুধু একটা চাকরি নয়। এটা হচ্ছে শেষ সুযোগ নিজের অতীতকে পিছে ফেলার। ওয়েন্ডি-আম্মুকে আবার ভালোবাসার। নিজের লেখা শেষ করার। আর ড্যানি যদি বলে যে ওর অসুবিধা হচ্ছে তাহলে বাবার এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যখন ওরা প্রথম এসেছিল তখন বাবা এই সবগুলো জিনিসই করতে পারছিল। সমস্যাগুলো তো মাথাচাড়া দিয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে।

(এই অভিশপ্ত জায়গাটা মানুষকে অমানুষ করে দেয়)

কিন্তু ড্যানি নিজেকে যতই বোঝাক, ওর অস্বস্তি কমল না। ওভারলুক হোটেলের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

আর যখন বরফ পড়া শুরু হবে তখন কি হবে? তখন তো ওরা চাইলেও

বের হতে পারবে না।

ড্যানি শিউড়ে উঠে পাশ ফিরল। ও ঠিক করল যে ও আগামীকাল টনিকে ডাকবে। ও এখন আরও অনেকগুলো শব্দ পড়তে পারে। ও টনিকে দেখাতে বলবে রেডরাম মানে কি।

ওর বাবা-মা ঘুমিয়ে যাবার পরও ড্যানি অনেকক্ষণ জেগে থাকল। কিন্তু একসময় ওকেও ক্লান্তির কাছে হার মানতে হল। ওর দু'চোখ বুজে এল বাইরে বাতাসের গর্জন শুনতে শুনতে।

অধ্যায় ২২

ট্রাকের ভেতর

ওয়েন্ডি আর ড্যানি ট্রাকে করে সাইডওয়াইন্ডারে যাচ্ছে। দিনটা উজ্জ্বল আর পরিষ্কার। কিন্তু ওয়েন্ডির তাও একটু চিন্তা হচ্ছিল। ড্যানি মাথা নীচু করে বাবার লাইব্রেরি কার্ডটা হাতে উলটেপালটে দেখছে। ওয়েন্ডির মনে হল ওকে যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে, যেন রাতে ওর ঘুম হয় না ঠিকমত।

গাড়ির রেডিওটায় গান বন্ধ হয়ে একজন খবর পাঠকের গম্ভীর, মাপা গলা শোনা গেল। সে বলছে যে আজ রাত থেকে বরফ পড়া শুরু করবে। কেউ যদি রাস্তায় থাকে তাহলে সন্ধ্যা হবার আগেই বাড়ি ফিরবার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ওয়েন্ডি হাত বাড়িয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিল।

ড্যানি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "যাক, এখনও আকাশ একদম নীল হয়ে আছে। ভাগ্য ভাল বাবা আজকে বাগানের গাছ ছাঁটা শুরু করেছে, তাই না? কালকে থেকে বরফ পড়া শুরু করলে আর পারবে না।"

"হম্‌ম্‌," ওয়েন্ডি বলল।

"তুমি কি ভয় পাচ্ছ বরফ পড়লে কি হবে সেটা নিয়ে?" ও ড্যানিকে জিজ্ঞেস করল।

"না।"

ওয়েন্ডি একটা নিশ্বাস ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করল। ড্যানির সাথে ওভারলুক নিয়ে কথা বলবার এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর আসবে না।

"ড্যানি, আমরা যদি হোটেল ছেড়ে চলে যাই তাহলে কি তুমি খুশি হবে?"

ড্যানি মাথা নীচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল। "মনে হয়," ও বলল। "কিন্তু এটা তো বাবার চাকরি, তাই না?"

"মাঝে মাঝে আমার মনে হয়," ওয়েন্ডি সতর্ক গলায় বলল, "তোমার বাবাও ওভারলুক ছেড়ে যেতে পারলে খুশি হবে।" কথাটা শেষ করে ও কিছুক্ষণ নীরবে গাড়ি চালাল। সামনে একটা সংকীর্ণ মোড় আছে, সেটাকে সাবধানে পার করল।

ড্যানি কিছুক্ষণ মায়ের কথাটা চিন্তা করে দেখল। তারপর বলল, "না, আমার মনে হয় না।"

"কেন?"

"কারণ বাবা আমদের নিয়ে চিন্তা করে।" ড্যানি এখন সাবধানে, চিন্তা করে করে জবাব দিচ্ছিল। বাবার সবগুলো অনুভূতি বা চিন্তা বুঝবার ক্ষমতা ওর এখনও হয় নি, ও এখনও অনেক বাচ্চা।

"বাবা মনে করে..." ড্যানি আবার শুরু করে একটু থামল, আর মায়ের দিকে তাকাল। ওয়েন্ডি মনোযোগ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, ড্যানির দিকে নয়। ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল।

"বাবা মনে করে এখানে থাকলে আমাদের সবার উপকার হবে। আমাদের যদি এখানে একটু একলা একলা লাগেও, তারপরও আমরা সবাই একসাথে থাকলে সবাই সবাইকে বেশী ভালবাসব। তাছাড়া বাবা মনে করে যে এই চাকরিটা চলে গেলে ও আর কোন চাকরি পাবে না, আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে।"

"হম্‌ম্‌। বাবা কি আর কিছু মনে করে?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"হ্যা, আরও অনেক কিছু মনে করে, কিন্তু সেগুলো তো আমি বুঝতে পারি না। কারণ বাবা এখন বদলে গেছে।"

"জানি," ওয়েন্ডি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। "তুমি এসব জানলে কিভাবে, ড্যানি? টনি বলেছে?"

"না টনি না, আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি," ড্যানি বলল। "ডক্টর বিল বিশ্বাস করেন না যে টনি আছে, তাই না?"

"আমি বিশ্বাস করি," ওয়েন্ডি বলল। "আমি জানি না ও তোমার ভেতরে থাকে নাকি অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, কিন্তু আমি জানি ও আছে। আর ও...অথবা তুমি যদি মনে কর আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, তাহলে আমাদের আসলেই চলে যাওয়া উচিত। তোমাদের বাবা দরকার হলে কাজ শেষ করে গ্রীষ্মের সময় আমাদের সাথে দেখা করবে।"

"আমরা কোথায় থাকব? অন্য কোন হোটেলে?" ড্যানি চোখে আশা নিয়ে তাকাল।

"সোনা, আমাদের এতদিন হোটেলে থাকার টাকা নেই। আমাদের মায়ের বাসায় থাকতে হবে।"

ড্যানির চেহারা আবার নিষ্প্রভ হয়ে গেল। "আমি জানি, কিন্তু..."

"কি?"

"কিছু না।" ও বিড়বিড় করে বলল।

"না ডক, কোন কিছু লুকিয়ে রেখ না," ওয়েন্ডি আরেকটা মোড়কে পার

করতে করতে বলল। "তোমার কি মনে হয় আমাকে সবকিছু বলতে পার। আমি কথা দিচ্ছি যে আমি রাগ করব না।"

"আমি জানি তুমি ওনাকে পছন্দ কর না।" বলে জ্যাক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"কাকে?"

"নানুকে," ড্যানি বলল। "ওনার কথা ভাবলে তোমার রাগ হয়, আর দুঃখ হয়। আর ভয় হয়। যেন উনি আসলে তোমার মা নন। উনি তোমার ক্ষতি চান।" ড্যানি মায়ের দিকে ভয়ার্ত চোখ তুলে তাকাল। "আর আমিও ওখানে যেতে পছন্দ করি না, আম্মু। নানু সবসময় চিন্তা করে যে আমি তোমার সাথে থাকার চেয়ে ওনার সাথে থাকলে ভাল থাকব। উনি চান তোমার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে। আমি ওখানে যেতে চাই না আম্মু, তার চেয়ে ওভারলুকে থাকা ভাল।"

ওয়েন্ডির প্রচণ্ড খারাপ লাগল। ওর আর ওর মায়ের মধ্যে সম্পর্ক কি আসলেই এত খারাপ? আর ড্যানি যদি আসলেই ওদের মনের কথা পড়তে পারে তাহলে ছোট্ট ছেলেটার না জানি কত কষ্ট হয়। ওয়েন্ডির হঠাৎ নিজেকে নগ্ন মনে হল, শারীরিক নগ্নতার চেয়েও বেশী নগ্ন, যেন ও চাইলেও কিছু লুকাবার ক্ষমতা ওর নেই।

"তুমি আমার ওপর রাগ করেছ," ড্যানি মৃদু, প্রায় ধরা গলায় বলল।

"না ড্যানি, সত্যি না। আমি একটু চমকে গেছি, এই যা।" শেষ একটা মোড় পার করে ওয়েন্ডি একটু স্বস্তি পেল। এখান থেকে রাস্তা মোটামুটি সোজা।

"ড্যানি, আমি তোমার কাছ থেকে আর একটা মাত্র জিনিস জানতে চাই। তুমি কি সত্যি সত্যি জবাব দেবে?"

"হ্যা, আম্মু।"

"তোমার বাবা কি আবার মদ খাওয়া শুরু করেছে?"

"না," ড্যানি বলল। ওর মুখ থেকে আরও দু'টো শব্দ প্রায় বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু ও নিজেকে সংবরন করল। শব্দগুলো হচ্ছে : এখনও নয়।

ওয়েন্ডি গাড়ি চালাতে চালাতে ড্যানির পায়ের ওপর একটা হাত রাখল।

"তোমার বাবার মধ্যে অনেক খুঁত হয়তো আছে, কিন্তু ও আমাদের অনেক ভালবাসে। শুধু আমাদের জন্যেই ও মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমি জানি এর জন্যে ওর অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু ও আমাদের ভালবাসে দেখে খুব জোর দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে ওর আবার মদ না খেতে হয়। আর আমাদের উচিত তোমার বাবার পাশে দাঁড়ানো। তাই আমি বুঝতে পারছি না যে আমাদের হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হবে কিনা।"

"আমি জানি।" ড্যানি বলল।

"তুমি কি আমার জন্যে একটা কাজ করতে পারবে, ডক?"

"কি?"

"টনিকে ডেকে জিজ্ঞেস কর আমাদের ওভারলুকে থাকলে কোন ক্ষতি হবে কিনা।"

"আমি চেষ্টা করেছি," ড্যানি ম্লান গলায় বলল। "আজকে সকালেই।"

"তারপর?"

"ও আসেনি," বলতে বলতে ড্যানি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। "টনি আসেনি..."

"ড্যানি-না সোনা, কাঁদে না," ওয়েন্ডি হঠাৎ ওর এ অবস্থা দেখে কি করে বুঝতে পারছিল না।

"আম্মু, আমাকে নানুর বাসায় নিয়ে যেও না, আমি ওখানে থাকতে চাই না, আমি তোমাদের সাথে থাকতে চাই!"

"আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে।" ওয়েন্ডি পকেট থেকে একটা টিসু বের করে ড্যানির চোখ মুছিয়ে দিল।

"আমরা ওভারলুকেই থাকব।"

অধ্যায় ২৩

হোটেলের প্লেগ্রাউন্ডে

জ্যাক পোর্চে বেরিয়ে রোদে চোখ পিটপিট করল। ওর হাতে একটা ঝোপ ছাঁটার যন্ত্র, একটা হেজ ক্লিপার। ওর বাইরের অবস্থা দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আজকে রাতে বরফ পড়বে।

ও টপিয়ারিতে এসে দেখল যে খুব বেশী কাজ নেই। শুধু কয়েকটা পশুপাখি সাইজে একটু বড় হয়ে গেছে, ওগুলোকে ছেঁটে ঠিক করলেই হবে।

ও খরগোশটার কাছে যেয়ে ক্লিপারের বোতাম টিপল। একটা মৃদু গুঞ্জন করে যন্ত্রটা চালু হয়ে গেল।

জ্যাকের এই টপিয়ারি জিনিসটা কখনওই তেমন পছন্দ ছিল না। একটা ঝোপকে এভাবে বিকৃত করা ওর কাছে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে হয়।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিল। এসব নিয়ে এত মাথা না ঘামানোই ভালো।

ও আবার আকাশের দিকে তাকাল। রোদ থাকলেও আবহাওয়া একদমই গরম নয়। এখন বোঝা যাচ্ছে যে রাতে বরফ পড়তে পারে।

ক্লিপারটা হাতে নিয়ে ও কাজ শুরু করল। এধরনের কাজ দ্রুত করতে হয়, যত আস্তে করবে ততই ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। ও প্রথমে খরগোশের পেটটা একটু কমালো, তারপর ক্লিপার চালাল ওটার মুখে। যদিও জিনিসটা ঠিক মুখ নয়, কিন্তু দূর থেকে দেখলে আলো-ছায়ার খেলা আর দর্শকের কল্পনা মিলিয়ে একটা চেহারার রুপ ধারণ করে।

কাজ শেষ করে ও একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল সব ঠিক আছে কিনা। ঠিকই আছে।

"হোটেলটা আমার হলে তোদের সবগুলোকেই কেটে সাফ করে দিতাম।" জ্যাক বলল।

হোটেলটা ওর হলে জ্যাক পুরো টপিয়ারি সাফ করে এখানে কয়েকটা টেবিল বসিয়ে দিত, যাতে বিকালে এখানে বসে হোটেলের অতিথিরা চা খেতে খেতে গল্প করতে পারে।

ও আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি মনে করে যেন ও টপিয়ারিতে না গিয়ে প্লেগ্রাউন্ডে এল। বাচ্চাদের মন আসলে কখনওই বোঝা যায় না, জ্যাক মনে মনে বলল। ও আর ওয়েন্ডি ভেবেছিল এই খেলার জায়গাটা ড্যানির খুব পছন্দ হবে, কিন্তু ড্যানি এখানে একবারও এসেছে কিনা সন্দেহ।

ও হাঁটতে হাঁটতে ওভারলুকের মডেলটার কাছে এল। সামনের দিকটা ধরে টান দিতেই পুরো মডেলটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ভেতরটা তেমন সুন্দর নয়। রঙ করা, কিন্তু কোন ডিজাইন নেই। একদম ফাঁপা। ও আবার সামনের অংশটা জোড়া লাগিয়ে দিল।

ও প্লেগ্রাউন্ডের অন্য জিনিসগুলোও ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ওর নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল, যখন ওর বাবা ওকে নিয়ে পার্কে যেত। বাবা ওর ভাইদের চেয়ে ওকেই বেশী পছন্দ করত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে মাতাল হবার পর জ্যাকের তার হাতে মার খেতে হয় নি।

জ্যাক যখন স্লিপারটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল তখন শব্দটা প্রথম ওর কানে এল।

ও ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু কোন কিছু দেখে অস্বাভাবিক মনে হল না। প্লেগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে রোকে কোর্ট পর্যন্ত সবই ও আগে যেমন দেখেছিল তেমনই আছে। কিন্তু তাহলে ওর ঘাড়ের পেছন দিকটা শিরশির করছে কেন?

ও চোখ তুলে হোটেলের দিকে তাকাল, কিন্তু হোটেলের তরফ থেকে কোন উত্তর এল না।

এসব নিয়ে এত মাথা না ঘামানোই ভাল।

জ্যাক ঠিক করল ও কাজ শেষ করবে। ও আবার টপিয়ারির দিকে হাঁটতে শুরু করল। ওর অস্বস্তিটা এখনও যাচ্ছে না।

টপিয়ারিতে এসে ও আবার থমকে দাঁড়াল। এখানেই কিছু একটা ভুল মনে হচ্ছে। কি-কি-কি...?

(ওই যে)

খরগোশটা চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে বসে আছে। পেটটা ঘসা খাচ্ছে মাটির সাথে। কিন্তু জ্যাক না একটু আগেই ওটার পেট ছেঁটে ছোট করে দিল?

ও কুকুরটার দিকে তাকাল। আসবার সময় কুকুরটা দুই পা বাতাসে তুলে খাবার চাবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন ওটাও চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে, ঠোঁটের কাছটা যেন গজর্নের ভঙ্গিতে একটু বাঁকানো।

আর সিংহগুলো? সিংহগুলো রাস্তার আরও কাছে চলে এসেছে। ওরা এখন আর রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে নেই, ওরা রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক নিজের চোখের ওপর একটা হাত রেখে আবার হঠাৎ করে সরিয়ে নিল। কাজ হল না। পশুগুলো এখনও তেমনি আছে। ওর মুখ থেকে একটা ছোট্ট শব্দ বেরিয়ে এল, গোঙ্গানীর মত।

মাতাল অবস্থায় এমন জিনিস জ্যাক অনেক দেখেছে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রথম।

জ্যাক লক্ষ্য করল যে ও যখন চোখের ওপর হাত রেখেছিল তার মধ্যে কিছু সুক্ষ্য পরিবতর্ন ঘটেছে। কুকুরটা আরও এগিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে, ওটাঁর হাঁ আরেকটু চওড়া হয়েছে। কুকুরটার মুখের ভেতরের তীক্ষ্ম ডালপালাগুলো প্রথম দেখায় দাঁত বলে ভুল হয়। ওটার মাথা আরও নীচু হয়ে গেছে। ঝাঁপ দেবার আগের ভঙ্গি।

আরেকটা শব্দ।

জ্যাক এক ঝটকায় ঘুরে দেখতে পেল যে একটা সিংহ আরেক কদম এগিয়ে এসেছে। এটার মাথাও নীচু, প্রায় মাটির সাথে লেগে আছে।

আবার পেছনে শব্দ।

কোন সন্দেহ নেই, কুকুরটা আরও এক কদম এগিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ আগেও যেটা একটা ঝোপ ছাড়া আর কিছু ছিল না, দশ ফিট দূর থেকে না দেখলে বোঝাও যেত না যে এটা একটা কুকুরের আকৃতিতে কাটা, এখন পরিষ্কার কুকুরের রুপ ধারণ করেছে। কোন জাতির কুকুর জ্যাক সেটাও আন্দাজ করতে পারছে : জার্মান শেফার্ড। ভয়ংকর, শিকারী কুকুর।

পেছনে আরও কয়েকটা শব্দ শুনে জ্যাক আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরাল। ষাঁড়টাও নিজের জায়গা থেকে নেমে এসেছে। মাথা নীচু, ধারালো শিংগুলো ওর দিকে তাক করা। সিংহটা আরও এক পা এগিয়ে এসেছে।

(না, না, না, না-এটা হতে পারে না, অসম্ভব,অসম্ভব)

জ্যাক দুই হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল। ওর মাথা দপদপ করছিল। কান দু'টো এত গরম হয়ে গিয়েছে যে মনে হচ্ছে ধোঁয়া বের হবে। ওর কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

ও চোখ থেকে হাত সরাল।

কুকুরটা বেশ দূরে, সামনের দুই পা বাতাসে তোলা, যেন খাবার চাচ্ছে। ষাঁড়টা মাথা নীচু করে ঘাস খাবার ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। সিংহগুলো রাস্তার দুইপাশে দাঁড়িয়ে রাস্তাটাকে পাহারা দিচ্ছে। আর খরগোশটার পেট আবার দেখা যাচ্ছে, সুন্দর করে ছাঁটা।

জ্যাক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যখন ও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে গেল তখন ওর হাত থেকে পড়ে মাটিতে সিগারেট ছড়িয়ে গেল। ও বসে যখন হাতড়ে সিগারেটগুলো প্যাকেটে ভরছিল

তখনও ও পশুগুলো থেকে চোখ সরাবার সাহস পাচ্ছিল না। অবশেষে ও কোনমতে সিগারেটগুলো প্যাকেটে ভরে একটা কাঁপা কাঁপা হাতে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

ও হেজ ক্লিপারটা হাতে নিয়ে জোরে জোরে বলল, "আমি নিশ্চয়ই অনেক ক্লান্ত।" নিজের গলা শুনে ওর একটু ভাল লাগল, যেন ও আস্তে আস্তে বাস্তবে ফিরে আসছে। "এতদিনের দৌড়াদৌড়ি আর টেনশন...বোলতা...সবকিছু মিলিয়ে আমার মাথার ওপর চাপ ফেলছে।"

ও আস্তে আস্তে হেঁটে হোটেলে ফিরে গেল। যাবার সময় ও কমপক্ষে পাঁচবার পেছন ফিরে দেখল সবকিছু ঠিক আছে কিনা। হোটেলে ঢুকে ও নিজের রুমে গিয়ে একমুঠো মাথাব্যাথার ওষুধ মুখে ফেলল। তারপর বসে বসে নিজেকে বোঝাতে লাগল যে ও এতক্ষণ যা দেখেছে সেসব একটা ক্লান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

অনেকক্ষণ পর ও হোটেলের উঠানে ট্রাক ঢোকার আওয়াজ শুনতে পেল। ও উঠে নিজের বৌ আর ছেলের সাথে দেখা করতে গেল। এখন ও সুস্থ বোধ করছে। ড্যানি আর ওয়েন্ডিকে আজকের ঘটনাটা বলে শুধু শুধু ভয় দেখাবার কোন মানে হয় না।

অধ্যায় ২৪

তুষার

সন্ধ্যাবেলা।

জ্যাক ওয়েন্ডির কোমড়ে একটা হাত জড়িয়ে পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে। ওর আরেকটা হাত ড্যানির কাঁধে রাখা। ওরা সবাই মিলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

আকাশজুড়ে গম্ভীর, কাল মেঘ সন্দেহের আর কোন অবকাশ রাখেনি। রেডিওর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হতে চলেছে।

আজ থেকে তুষারপাত শুরু। আর এটা কোন হালকা, মৌসুমি তুষারপাত নয়। আজকে থেকে প্রায় প্রতি রাতে বরফ পড়বে, মাঝে মাঝে দিনেও। এক থেকে দুই দিনের মধ্যে পাহাড় থেকে নামার সব রাস্তা ডুবে যাবে বরফে। সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

আকাশে ঝড়ের আগমন দেখে ওরা তিনজন একই জিনিস অনুভব করল : স্বস্তি।

হোটেলে থাকবে না চলে যাবে এই কঠিন সিদ্ধান্তটা এখন ওদের আর নিতে হবে না।

ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করল : "আর কখনও কি গ্রীষ্ম আসবে?"

জ্যাক ওকে আরেকটু কাছে টেনে আনল। "দেখতে দেখতেই এসে পড়বে। চল ভেতরে যেয়ে খেয়ে নেই, এখানে ঠাণ্ডা লাগছে।"

ওয়েন্ডি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। ওরা ফিরে আসার পর থেকে জ্যাককে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। এখন ও আবার স্বাভাবিক হয়েছে।

ওরা তিনজন ভেতরে চলে গেল। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল না হোটেলটার ঠাণ্ডায় কোন অসুবিধা হচ্ছে। নীরব, অন্ধকার একটা আকৃতির মত ওভারলুক দাঁড়িয়ে রইল মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে। আর ভেতরে টরেন্স পরিবারের নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, যেভাবে একটা প্রকান্ড সাপ শিকার গিলে ফেলার পরও কিছুক্ষণ তার ভেতর নড়াচড়া দেখা যায়।

অধ্যায় ২৫

২১৭ এর ভেতরে

আড়াই সপ্তাহ বাদে ওভারলুকের চারদিক প্রায় দুই ফিট তুষারের নীচে ডুবে গিয়েছিল। দুই বার জ্যাক চেষ্টা করেছে একটা কোদাল দিয়ে হোটেলের দরজা থেকে রাস্তা পর্যন্ত জায়গাটা বরফমুক্ত রাখার। শেষে ও হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। লাভের মধ্যে ও শুধু দরজার সামনেটা পরিষ্কার করতে পেরেছে, আর ড্যানি এখন চাইলে ওর স্নোবোর্ড নিয়ে বাইরে খেলতে পারে। ওদের ফোনলাইন গত আটদিন ধরে নষ্ট। বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের একমাত্র সংযোগ হচ্ছে সিবি রেডিওটা।

এখন প্রত্যেকদিন বরফ পড়ে। কখনো ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মত, কখনো পুরোদমে। বাইরে তখন বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জনে কান পাতা যায় না। কিন্তু এখনও দুই-এক দিন রোদ ওঠে। সেই দিনগুলোতে ওরা সবাই মিলে বাইরে যায়, অন্য কোন কারণে নয়, শুধু অভ্যাসের বশে।

মাঝে মাঝে ওরা হোটেলের বেড়ার বাইরে ক্যারিবু নামে এক ধরণের হরিণ দেখতে পায়। প্রথম যেদিন ক্যারিবুগুলো এসেছিল সেদিন ওরা সবাই জানালা দিয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখেছে ওরা কি করে। প্রাণীগুলো কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর চলে যায়।

হোটেলের একুইপমেন্ট শেডে বেশ কয়েকটা স্নো-শু আছে, যেগুলোর মধ্যে থেকে জ্যাক তিনটা বের করে নিয়ে এল। ওয়েন্ডির অবশ্য স্নো-শু জিনিসটা কখনওই তেমন পছন্দ ছিল না। এই চ্যাপ্টা, ব্যাডমিন্টন-ব্যাটের মত দেখতে জিনিসগুলো বুটের নীচে লাগিয়ে নিতে হয় বরফের ওপর হাঁটার আগে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে বরফের মধ্যে পা না ডুবে যায়। জ্যাক নিজেও ভুলে গিয়েছিল কিভাবে এগুলো পরে হাঁটতে হয়। কিন্তু দু'-একদিন প্র্যাকটিস করে ও আবার কায়দাটা রপ্ত করে নিল। ওয়েন্ডি প্র্যাকটিস করতে যেয়ে নিজের গোড়ালী ব্যাথা করে ফেলল। ড্যানির অবশ্য কোন অসুবিধা হল না।

সেদিন দুপুর থেকেই বরফ পড়া শুরু হল। রেডিওতে আবহাওয়াবিদ জানাচ্ছিল যে এই এলাকার বাসিন্দারা আরও আট থেকে বার ইঞ্চি পর্যন্ত

তুষারপাতের জন্যে যেন প্রস্তুত থাকে।

জ্যাক আবার বেসমেন্টে বয়লার চেক করতে গিয়েছে। এখন এটা ওর জন্যে একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে-আর শীত আসার পর থেকে তো আরও বেশী-ওর কমপক্ষে দুইবার নীচে গিয়ে বয়লারের তাপমাত্রা আর প্রেশার ঠিক আছে কিনা তা মেপে দেখতে হবে।

আজকে বয়লার চেকিং শেষ হবার পর জ্যাক বেসমেন্টের যে অংশটায় কাগজপত্র জমিয়ে রাখা সেখানে এল। লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে ও পুরনো কাগজগুলো ঘেঁটে দেখতে লাগল। খোঁজা শেষ হলে ও একগাদা কাগজ কোলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল। শীতের প্রকোপে ওর চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার ওপর এই ধুলোয় ঢাকা বেসমেন্টে কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে ওর চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। ওকে বাল্বের ঘোলা হলুদ আলোতে একটা পাগলের মত দেখাচ্ছিল।

দলিল আর চিঠিপত্রের মাঝে জ্যাক কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস খুঁজে পেয়েছে। রক্তের দাগ লাগা এক টুকরো কাপড়। একটা পুরনো, ছেঁড়া টেডি বেয়ার যেটা দেখে মনে হয় ওটাকে ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করা হয়েছে। মেয়েদের ডায়রির একটা পাতা, দোমড়ানো আর বেগুনী রঙের। একটা অসমাপ্ত নোট, যেটায় লেখা : "প্রিয় টমি, আমার এখানে কেন যেন চিন্তা করতে অসুবিধা হচ্ছে। এখানে আমি আজব আজব স্বপ্ন দেখি, হা হা, আর রাতে এমন অনেক শব্দ শুনতে পাই যেগুলো শোনার কথা নয়," এ পর্যন্তই। নোটে একটা তারিখও লেখা, জুন ২৭, ১৯৩৪। আরও আছে একটা পুতুল, দেখতে অনেকটা ডাইনির মত, অনেক পুরনো দেখে ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। ধারালো দাঁত আর একটা চোখা টুপি ছাড়া আর কিছুই বেঁচে নেই। একটা কবিতার অংশও পাওয়া গেল, যেটায় লেখা :

মেডক
তুমি কি আছো?
আমি আবার ঘুমের মাঝে হাঁটছি
আমাকে বাঁচাও
কার্পেটের নীচে গাছপালার খেলা

জিনিসগুলো হয়তো তেমন কিছুই নয়, কিন্তু জ্যাক ওগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। ওর কাছে মনে হচ্ছিল এগুলো কোন ধাঁধার বিক্ষিপ্ত অংশ, যেগুলো ঠিক জায়গায় বসালে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হবে।

ড্যানি আবার রুম নং ২১৭ এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

চাবিটা ওর পকেটে খোঁচা দিচ্ছে। ও দরজাটার দিকে নেশাগ্রস্থের মত তাকিয়ে আছে।

ওর এখানে আসবার কোন ইচ্ছা ছিল না। ও এখন এখানে আসতে ভয় পায়। কিন্তু ওর কৌতুহলটা কিছুতেই যাচ্ছে না। কানের পাশে মাছির পাখার পিনপিন শব্দের মত

(অথবা বোলতার পাখা)

ওকে কৌতুহলটা বিরক্ত করতেই থাকে। আর মিস্টার হ্যালোরান তো বলেইছিলেন যে হোটেলে ও যা দেখবে সেটা ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না?

(তুমি কথা দিয়েছিলে)

(কিন্তু সব কথা না রাখলেও চলে, তাই না?)

চিন্তাটা মাথায় আসাতে ড্যানি প্রায় লাফিয়ে উঠল। এটা যেন ঠিক ওর চিন্তা ছিল না। যেন অন্য কারো গলা ওর মাথায় কথা বলছে।

(কথা দিয়ে কথা না রাখার মজাই আলাদা, রেডরাম। যা শপথ করেছিলে তা ভেঙ্গে ফেল, গুঁড়িয়ে ফেল, চুরমার করে ফেল!)

চোখ বন্ধ করে রাখো, জোরে চোখ বন্ধ করে রাখো তাহলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের জিনিসটা চলে যাবে।

ড্যানি তার প্রমাণও পেয়েছে। তাহলে এখন ২১৭ তে ঢুকে দেখতে দোষ কি? ও চোখ বন্ধ করলেই তো সব চলে যাবে।

এখানে আসার আগে ও করিডরে পড়ে থাকা পাইপটা তুলে জায়গামত রেখেছে। ও ধাতব মুখটায় খোঁচা মেরে বলেছে, "তুই আমার কোন ক্ষতি করতে পারবি না, তাই না? পারবি না, কখনওই পারবি না!" আর ওর নিজেকে প্রচণ্ড সাহসী মনে হয়েছে কারণ পাইপটা কোন জবাব দিতে পারে নি। তাও ড্যানি ওখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ায়নি। দ্রুত হেঁটে চলে এসেছে।

ও চাবিটা পকেট থেকে বের করে লকে ঢুকাল।

আস্তে করে ঘুরাতেই 'ক্লিক' করে একটা ছোট্ট শব্দ হল।

ও ধাক্কা দিয়ে দরজাটা একপাশে সরিয়ে দিল। দরজাটা নিঃশব্দে সরে গেল।

ভেতরে বেডরুম আর বসার ঘর মিলিয়ে একটা বড় ঘর। ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা, কারণ বরফ পড়া শুরু হবার পর বাবা সবগুলো জানালায় বাইরে থেকে শাটার লাগিয়ে দিয়েছে।

ও দেয়ালে হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচটা পেয়ে গেল। টেপার পর মাথার ওপর দু'টো বাল্ব জলে উঠল, আর ও ঘরটাকে আরও ভাল ভাবে দেখার সুযোগ পেল। মেঝেতে একটা নরম কার্পেট বেছানো, গাঢ় লাল রঙের। একটা

বড় ডাবল বেড, পরিষ্কার, সাদা রঙের চাদর দিয়ে ঢাকা। লেখার জন্যে একটা ডেস্ক। জানালাটা বেশ চওড়া। খোলা থাকলে এখান থেকে বাইরেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগার কথা। কিন্তু এখানে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

কিছুই না। একটা কাপড় রাখবার ক্লজেট, যেটার ভেতর এখন হ্যাঙ্গার ছাড়া আর কিছু নেই। একটা টেবিলে একটা বাইবেল। ওর বাঁ দিকে বাথরুমের দরজা। দরজাটা একটু খোলা, আর দরজার গায়ে একটা লম্বা আয়না লাগানো যেটায় ও নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে।

ড্যানি মাথা ঝাঁকাল।

হ্যা, ও যা দেখতে এসেছে সেটা বাথরুমের ভেতরেই আছে, কোন সন্দেহ নেই। ও আয়নাটার কাছে হেঁটে এল। মনে হচ্ছিল ওর প্রতিচ্ছবিও ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে দিল। তারপর মাথা গলিয়ে দিল ভেতরে।

ভেতরে চকচকে টাইল লাগানো মেঝেতে একটা হাই কমোড আর একটা বাথটাব বসানো। দেয়ালে সংযুক্ত বেসিনটার সামনে আরেকটা আয়না লাগানো। বাথটাবটার ওপরের অংশ একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা আর পা গুলো কোন শ্বাপদের পায়ের মত ডিজাইন করা।

কোন একটা অজানা আকর্ষন ড্যানিকে বাথটাবটার সামনে নিয়ে গেল। ওর মনে হল পর্দার পেছনে কিছু একটা আছে যেটা হয়তো বাবা বা আম্মু হারিয়ে ফেলেছে, আর ও যদি খুঁজে দিতে পারে তাহলে ওরা খুব খুশি হবে।

তাই ও পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল।

বাথটাবে শোয়া মহিলাটা মারা গেছে অনেকদিন আগে। তার চামড়া ফ্যাকাশে, নীল হয়ে গিয়েছে। পেটটা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠেছে, কোন লাশ অনেকদিন পানিতে ডুবে থাকলে যেমন হয়। সম্পূর্ণ নগ্ন, তার স্তনগুলো পচা ফলের মত দু'দিকে ঝুলছে। হাতের আঙুলগুলো বাথটাবের দুই সাইড আঁকড়ে ধরে আছে। তার চোখগুলো ঘসা কাঁচের মত সাদা আর ভাবলেশহীন, ড্যানির দিকে তাক করা। তার দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে একটা বিকৃত হাসির ভঙ্গিতে।

চিৎকার করতে যেয়ে ড্যানির গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না। ও মহিলার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে পেছাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ওর নিজের ব্ল্যাডারের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ছরছর করে ও প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলল।

মহিলা বাথটাবে আস্তে আস্তে উঠে বসেছে।

এখনও ভয়ংকর হাসিটা ওর মুখ থেকে যায়নি। মহিলা একবারও চোখ সরায়নি ড্যানির ওপর থেকে। সে উঠে বসার সময় ববফ ভাঙ্গার একটা ছোট্ট

শব্দ হল। সে একটা লাশ, আর সে বহুদিন আগেই মারা গেছে।

ড্যানি উঠে দৌড় মারল। ওর চোখ দু'টো মনে হচ্ছিল মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। ও যেয়ে ২১৭ এর দরজায় আছড়ে পড়ল। ও দমাদম কিল মারতে লাগল দরজায়, ওর এখন আর এটা বুঝবার মত অবস্থা নেই যে দরজা লক করা ছিল না, ও নব ঘোরালেই দরজা খুলে যাবে। ও কিল মারতে মারতেই শুনতে পাচ্ছিল মহিলার পায়ের শব্দ, সে এগিয়ে আসছে, আরও এগিয়ে আসছে-

ঠিক তখন ডিক হ্যালোরানের গলা ওর কানে বেজে উঠল, এত আচমকা, যে ড্যানির গলা থেকে একটা ছোট্ট কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল।

(আমার মনে হয় না ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে...ওরা বইয়ে আঁকা ছবির মত...চোখ বন্ধ রাখো তাহলেই দেখবে যে ওরা চলে গেছে)

ড্যানি এত জোরে চোখের পাতা চেপে ধরল যে ও চোখ জ্বলা শুরু করল। ও মাটিতে শুয়ে নিজের হাঁটু জড়িয়ে ধরে নিজে বারবার বলতে লাগল : ওখানে কিছু নেই, ওখানে কিছু নেই ওখানে কিছু নেই, ওখানে কিছু নেই-

কিছুক্ষণ সময় কাটল। ড্যানির মনে হল ওর পিছে আর কিছু নেই। ওর মাত্র মনে পড়েছে যে দরজাটা লক করা নয়, ও চাইলে বেরিয়ে যেতে পারবে। ও উঠে দরজাটা খুলতে যাবে ঠিক তখনই দু'টো বরফ-শীতল, স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধযুক্ত হাত ওর গলার দু'পাশে এসে পড়ল।

অধ্যায় ২৬

স্বপ্নের দেশে

ড্যানি যখন রুম ২১৭ এর বাসিন্দার সাথে ব্যস্ত, তখন ওয়েন্ডি নীচে একটা সোয়েটার বোনার চেষ্টা করছিল। ঘুমে ওর দুই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে। আরও পাঁচ মিনিট জেগে থাকার চেষ্টা করবার পর ও হাল ছেড়ে দিল। চেয়ারে বসে বসেই ওয়েন্ডি তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

জ্যাক টরেন্সও ঘুমিয়েও পড়েছিল, কিন্তু ওর ঘুম অতটা গভীর নয়। স্বপ্ন ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। অদ্ভুত স্বপ্ন, যেগুলো দেখবার সময় বোঝা যায় না যে স্বপ্ন দেখছে।

ও বেসমেন্টেই কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর কোলে রাখা প্রায় একশ' দলিল আর পেপারে ও চোখ বুলিয়েছে, যেন কোন একটা পৃষ্ঠা বাদ দিলেই ওভারলুকের রহস্য ও আর ভেদ করতে পারবে না।

জ্যাক ঠিক করেছে ও অ্যাল শকলির অনুরোধ রাখবে না। ওর প্লেগ্রাউন্ডে যে অভিজ্ঞতা হল তার পর থেকেই ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে ওভারলুককে নিয়ে ওর বইটা লিখতে হবেই। ওর যে হ্যালুসিনেশান হয়েছে সেটা ওর মস্তিষ্কের বিদ্রোহ, ওকে নিজের আত্মসম্মানের সাথে এত বড় সমঝোতা করতে হচ্ছে দেখে। যদি বইটা লিখবার ফলে ওর অ্যাল শকলির সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাই হোক। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে জ্যাক ইচ্ছে করে শুধু হোটেলের খারাপ দিকগুলো নিয়েই কথা বলবে। ওর লেখাটা হবে অনেকটা ওভারলুকের আত্মজীবনীর মত, আর প্রথম অধ্যায়টা হবে জ্যাক যে টপিয়ারির জানোয়ারগুলোকে চলতে দেখেছে সেটা নিয়ে। বইটা কারও ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে লেখা হবে না, না ওর মাতাল, বদমেজাজী বাবার ওপর আর না আলম্যানের ওপর। বইটা লেখা হবে কারণ ওভারলুক জ্যাককে অভিভূত করেছে। বইটা লেখা হবে সত্য উন্মোচনের জন্যে।

দলিলগুলো দেখতে দেখতে জ্যাকের চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। ওর নিজের বাবার কথা মনে পড়ছিল। একজন বিশালদেহী মানুষ, বাবা একটা

হাসপাতালের পুরুষ নার্স ছিল। জ্যাকের আরও দু'জন ভাই ছিল, আর একজন বোন, বেকি।

জ্যাকের সাথে ওর বাবার সম্পর্কটা ব্যাখা করা কঠিন। ব্যাপারটা ছিল অনেকটা ফুল ফোটার মত, যে ফুলের ভেতরটা পচে গেছে। ও সাত বছর বয়স পর্যন্ত নিজের বাবাকে অন্ধের মত ভালবাসত, বাবার চড়া মেজাজ আর যখন তখন হাত চালাবার অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও।

ওর এখনও বসন্তের সেই রাতগুলো মনে পড়ে। বড় ভাই ব্রেট নিজের কোন বান্ধবীর সাথে বাসার বাইরে, মেজো ভাই মাইক নিজের ঘরে কোন পড়া নিয়ে ব্যস্ত আর বেকি আর মা ড্রয়িং রুমে টিভির সামনে বসে আছে। আর জ্যাক, নিজের খেলনা ট্রাক নিয়ে খেলতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত কখন দড়াম করে বাসার দরজাটা খুলবে আর বাবার জোরালো গলা শোনা যাবে।

বাবা এসেই জ্যাককে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিত। নিয়ে বাবা ওকে বাতাসে ছুঁড়ে দিত, আবার ধরে ফেলত। তারপর আবার ছুঁড়ে দিত। ছোট্ট জ্যাক তখন উৎফুল্ল গলায় চিৎকার করত : 'লিফট! লিফট! আমি লিফটে চড়েছি!" যদিও দু'-একবার মাতাল অবস্থায় বাবা এটা করতে যেয়ে অঘটন ঘটায়। জ্যাককে ছুঁড়ে দেবার পর ধরতে না পারার কারণে জ্যাক আছাড় খায় মাটিতে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়ই বাবার আগমন ছিল সাত-বছর-বয়সী জ্যাকের জীবনে একটা আনন্দের মুহূর্ত।

জ্যাকের হাতে ধরা কাগজগুলো আস্তে আস্তে মাটিতে পড়ে গেল। ওর চোখদু'টো জড়িয়ে গেল ঘুমে।

এটা ছিল ওর সাথে ওর বাবার সম্পর্কের প্রথম দিককার কাহিনী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ও বুঝতে পারছিল যে ওর বড় ভাই-বোনরা সবাই বাবাকে ঘৃণা করে। আর ওদের মা, যে কখনও উঁচু গলায় কথা বলত না, বাবার সাথে ছিল শুধু দায়িত্ববোধের খাতিরে। তখনও পর্যন্ত জ্যাক বাবাকে ভয় পেলেও প্রচণ্ড ভালবাসত। বাবা যে ওর বড় ভাইদের সাথে কোন তর্ক হলেই ঘুষি-লাথি দিয়ে তার নিষ্পত্তি করতেন সেটা জ্যাকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হত না। বাবারা তো এমনই হয়, তাই না?

ওর ভালবাসা দমে যেতে শুরু করল নয় বছর বয়স থেকে, যখন বাবা ছড়ি দিয়ে মা'কে এত মারে যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। বাবার কালো, মোটা ছড়িটার কথা মনে পড়াতে জ্যাক ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল।

বাবা সেদিন মা'কে কোন কারণ ছাড়াই মেরেছিল। ওরা সবাই রাতের খাবার সময় টেবিলে বসেছে। বাবা আগেই বাইরে থেকে মদ গিলে এসেছে, এখন চোখ খুলে রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। মা সবাইকে প্লেট দিচ্ছিল। এমন

সময় বাবার হঠাৎ করে চোখ খুলে যায়। সে এক এক করে নিজের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে শেষে বৌয়ের ওপর দৃষ্টি স্থির করে। তারপর সে বিড়বিড় করে একটা কথা বলে। জ্যাকের মনে হয়েছিল বাবা কফি চাচ্ছে। মা মুখ খুলেছে জিজ্ঞেস করবে বলে, ঠিক তখন বাবা ছড়ি চালায় মায়ের মুখের ওপর। এক বাড়িতেই মায়ের নাক থেকে রক্ত ছিটকে বেড়িয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বাবা দ্বিতীয় আঘাতের জন্যে ছড়ি তুলে ফেলেছে। দ্বিতীয় বাড়িটা পড়বার সাথে সাথে বেকি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, আর মা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ছড়িটা ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। বাবা উঠে মায়ের অচেতন শরীরে আরও সাতবার মারবার সুযোগ পেল ব্রেট আর মাইক তাকে ঠেকাবার আগে। সে তখনও চিৎকার করছিল : "এখন শুনছিস আমার কথা? এখন শুনছিস? আজ আমি তোকে মজা বুঝিয়ে ছাড়ব, হারামজাদী!"

জ্যাকও তখন বেকির সাথে গলা মিলিয়ে কেঁদে ওঠে। ব্রেট ততক্ষণে বাবার হাত থেকে ছড়িটা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাবা তখনও এলোমেলো হাত ছুঁড়ছে ব্রেটের দিকে আর চেঁচাচ্ছে : "ফিরিয়ে দে আমাকে লাঠিটা, শয়তান! ওটা আমার! আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দে!" ব্রেটও চেঁচাচ্ছিল। ও বাবাকে বলছিল সামনে না আসতে, না হলে আজ ও বাবাকে মেরেই ফেলবে। ঠিক তখন মা উঠে দাঁড়ায়। মায়ের চুল রক্তে ভিজে গিয়েছিল। মা তখন কি বলেছিল সেটা জ্যাকের আজও অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে : "খবরের কাগজটা কার কাছে? তোমাদের বাবা পড়তে চাচ্ছে। বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে নাকি?" বলে মা আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাইক তখন ফোনে ধরা গলায় ডাক্তারের সাথে কথা বলছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন ডক্টর, আমাদের মায়ের অবস্থা ভাল নয়।

যে ডাক্তার আসলেন উনি বাবার হাসপাতালেই কাজ করেন। ততক্ষণে বাবার নেশা একটু কেটেছে। সে ডাক্তারকে মোটামুটি গুছিয়ে একটা গল্প বলে ফেলল। মা সিঁড়ি থেকে নামতে যে পা পিছলে পড়ে যায়, তারপর বাবা তাকে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসে। ডাইনিং টেবিলের কভারে রক্ত লেগে আছে কারণ বাবা চেষ্টা করেছিল সেই কাপড়টা দিয়ে মায়ের মুখ মুছিয়ে দিতে।

"আর তোমার বৌয়ের চশমা খাবার টেবিলে এসে পড়ল কিভাবে, মার্ক?" ডাক্তার বাঁকা সুরে প্রশ্ন করলেন। "ও কি এত জোরে হোঁচট খেয়েছে যে চশমাজোড়া ওর মুখ থেকে দশ ফিট উড়ে এসে টেবিলের খাবারের বাটির ওপর পড়েছে? ডাক্তারী জীবনে অনেককিছুই দেখেছি, মার্ক, কিন্তু এমন কখনও দেখি নি।"

বাবা শান্ত স্বরে জবাব দিল যে যখন সে মাকে এখানে বয়ে নিয়ে এসেছে তখনই হয়তো চশমাটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

এ কথাটা শুনবার পর তার চার ছেলেমেয়ের কারও গলা দিয়ে শব্দ বের হয় নি।

তার কিছুদিন পর বেট আর্মিতে যোগ দিয়ে বাসা ছেড়ে চলে যায়। জ্যাক এখনও বিশ্বাস করে বেট চলে গিয়েছিল তার কারণ শুধু বাবার মিথ্যাকথা আর অত্যাচার নয়, মা যে পরে ডাক্তারদের সামনে বাবার মিথ্যা কথাটাকে সত্যি বলে স্বীকার করেছে সেটাও। ও পরে ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মারা যায়।

মাইক বাসা ছেড়ে চলে যায় যখন জ্যাকের বয়স বার বছর। ও একটা ভাল ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি পেয়ে চলে যায়। তার এক বছর পর বাবা একটা স্ট্রোক হয়ে মারা যায়।

বাবার মোটা টাকার ইনশুরেন্স ছিল, আর সে মারা যাবার পর টাকাটা ওদের হাতে সে পড়ে।

জ্যাক আবার ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল।

স্বপ্নে ওর বাবার চেহারা আস্তে আস্তে বদলে ওর নিজের চেহারার মত হয়ে গেল। ছোট্ট জ্যাক হয়ে গেল ড্যানি। পেছন থেকে ওর মায়ের মৃদু গলা ভেসে আসছিল : একটু দাঁড়াও, জ্যাকি, একটু দাঁড়াও, খবরের কাগজ...

তারপর মায়ের গলাটা বদলে বাবার গলা হয়ে গেল। বাবা বলছে : মার শয়তানটাকে জ্যাকি, মেরে মজা বুঝিয়ে দে! বেয়াদব হয়েছে একটা, তোর কোন কথা শোনে না! মার! খুন করে ফেল!

বাবার গলাটা জোরালো হতে হতে এক সময়ে চিৎকারে রুপান্তরিত হল। জ্যাকও তখন পালটা চিৎকার করে বলল : চুপ থাকো! তুমি মরে গেছ! আমার আর তোমার কথা শুনতে হবে না! চুপ!

জ্যাকের চোখ খুলে গেল। ও প্রচণ্ড রাগে ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছিল। ওর সামনে রাখা রেডিওটা তখনও বেজে চলেছে। জ্যাকের মনে হল এতক্ষণ রেডিওটা থেকেই ওর বাবার গলা ভেসে আসছিল। না, জ্যাক নিশ্চিত যে রেডিওটা থেকেই বাবা কথা বলছিল। ও রেডিওটা মাথার ওপর তুলে এক আছাড় মেরে চুরমার করে দিল। তারপর টুকরোগুলোকে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল যাতে একদম গুঁড়ো হয়ে যায়। ও তখনও চিৎকার করে বলছিল : তুমি মারা গেছ! তুমি মারা গেছ!

ওর হুঁশ ফিরে এল দরজা ওয়েভির ধাক্কা আর গলা শুনতে পেয়ে : "জ্যাক! জ্যাক! কি হয়েছে?"

জ্যাক বোকার মত মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা রেডিওর ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে রইল। এখন স্নো-মোবিলটা ছাড়া বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ করবার ওদের আর কোন উপায় নেই।

অধ্যায় ২৭

অবশ

ওয়েন্ডি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছিল। ওপরের তলা থেকেও জ্যাকের চিৎকার ওর কানে এসেছে। ও এত ভয় পেয়েছে যে ও ডানেবাঁয়ে কোথাও না তাকিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে নীচে নামছিল। যদি ও দোতলা পার করার সময় ডানে তাকাতো তাহলে দেখতে পেত যে ড্যানি ওখানে করিডরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি। ও বুড়ো আঙুলটা মুখে দিয়ে চুষছে, আর ওর শার্ট ঘামে ভেজা। ওর গলার দুইপাশে নীল হয়ে ফুলে গেছে।

ওয়েন্ডি নীচে নেমে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। মেঝেতে সিবি রেডিওটা টুকরো টুকরো হয়ে পরে আছে, আর জ্যাক সেটার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। হে ঈশ্বর তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ-ওয়েন্ডি মনে মনে বলল, ও এখানে আসার আগে ভাবছিল ও ড্যানিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখবে, রেডিওটা নয়।

"ওয়েন্ডি?" জ্যাক শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "ওয়েন্ডি?"

তখন ওয়েন্ডি এক মুহূর্তের জন্যে জ্যাকের আসল চেহারাটা দেখতে পেল, যে চেহারাটা জ্যাক অন্য সবার কাছ থেকে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখে। একটা অসহায় পশুর চেহারা, যাকে একদল শিকারী কোণঠাসা করে ফেলেছে।

ও ধীর পায়ে ওয়েন্ডির দিকে এগিয়ে এল। ওর চোখ ছলছল করছে। এমন নয় যে ওয়েন্ডি ওকে আগে কাঁদতে দেখে নি, কিন্তু মদ খাওয়া ছেড়ে দেবার পর এই প্রথম। ও এগিয়ে এসে ওয়েন্ডিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। ওয়েন্ডি টের পেল যে ওর নিশ্বাসে কোন মদের গন্ধ নেই। থাকার কথাও নয়, এখানে তো কোন মদ নেই।

"কি হয়েছে?" ওয়েন্ডি জানতে চাইল। "জ্যাক, কি হয়েছে?"

কিন্তু জ্যাক এখনও ফোঁপাচ্ছিল। ও ওয়েন্ডিকে এত জোরে ধরে রেখেছে যে ওয়েন্ডির মনে হল ওর পাঁজর ভেঙ্গে যাবে।

"জ্যাক, বল আমাকে কি হয়েছে!"

অবশেষে ওর ফোঁপানি আস্তে আস্তে শব্দের রুপ নিল : "স্বপ্ন, আমি

একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি-জিনিসটা এত বাস্তব ছিল...আমার মনে হয়েছে যে বাবা আমার ওপর চিৎকার করছে...আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম রেডিওটা থেকে...তাই রেডিও ভেঙ্গে ফেলেছি...ওহ ওয়েন্ডি...এত খারাপ স্বপ্ন আমি কখনও দেখি নি..."

"তুমি অফিসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"না, এখানে নয়, বেসেমেন্টে," জ্যাক নাক টেনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। "আমি নীচে কয়েকটা পুরনো কাগজপত্র উলটেপালটে দেখছিলাম। তার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর আমি নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পড়েছি।" জ্যাক চারপাশে তাকিয়ে দেখল। "আমি তো কখনও ঘুমের মধ্যে হাঁটি না।"

"জ্যাক, ড্যানি কোথায়?"

"আমি জানি না। ও না তোমার সাথে ছিল?"

"আমি ভেবেছিলাম...ও তোমার সাথে আছে।"

ওয়েন্ডির চোখে নীরব সন্দেহ দেখে জ্যাকের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

"আমাকে কখনওই তুমি ভুলতে দেবে না, তাই না?"

"আমার মরার আগমুহূর্তে তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে যে উচিত শিক্ষা হয়েছে,মনে আছে তুমি ড্যানির হাত ভেঙ্গে ফেলেছিলে?"

"জ্যাক!"

"জ্যাক কি? অস্বীকার করবে যে তুমি আমার চিৎকার শুনে সেটাই চিন্তা করছিলে?"

"আমি শুধু জানতে চাই ও কোথায় আছে!"

"চেঁচাও! আরও চেঁচাও! তুমি চেঁচালেই তো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?"

ওয়েন্ডি ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জ্যাক এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ও ছুটে গেল ওয়েন্ডির পিছে পিছে। ও ওয়েন্ডির কাঁধে দুই হাত রেখে ওর মুখে নিজের দিকে ফেরাল।

"সরি, ওয়েন্ডি। স্বপ্নটা আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। মাফ?"

"হ্যা, কোন অসুবিধা নেই।" ওয়েন্ডির চেহারার অভিব্যাক্তি বদলালো না। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে বলল : "ডক! কোথায় তুমি?"

ও এগিয়ে যেয়ে হোটেলের মেইন দরজা খুলে বাইরে দেখল ড্যানি কোথাও আছে কিনা। নেই।

জ্যাক জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি নিশ্চিত যে ও নিজের রুমে নেই?"

"আমি যখন সোয়েটার বুনছিলাম তখন ও আমার রুমের বাইরে কোথাও খেলছিল। আমি নীচের তলা থেকে ওর গলা শুনতে পেয়েছি।"

"তারপর কি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"হ্যা। তো কি হয়েছে? ড্যানি!"

"তুমি যে এখন অফিসে এলে তার আগে কি তুমি ওর রুমে গিয়ে দেখেছ ও সেখানে আছে কিনা?"

"আমি..." ওয়েন্ডি থেমে গেল।

"যা ভেবেছিলাম।" জ্যাক মাথা নাড়ল।

ও একদৌড়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল, ওয়েন্ডি ওর পিছে। ওপরে উঠে জ্যাক হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেল, যেন কেউ ওকে ঘুষি মেরেছে। এত আচমকা দাঁড়ানোর ফলে ওয়েন্ডি ওর পিঠে ধাক্কা খেল।

"কি...?" বলতে বলতে ওয়েন্ডির চোখ পড়ল জ্যাক কি দেখছে সেটার ওপর।

ড্যানি তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষছে। ওর গলার দাগগুলো উজ্জ্বল আলোতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

"ড্যানি!" ওয়েন্ডি চেঁচিয়ে উঠল।

ওরা একসাথে দৌড়ে গেল ড্যানির কাছে। ওয়েন্ডি ওকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু ড্যানির তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলনা।

"ড্যানি, কি হয়েছে?" জ্যাক জানতে চাইল। "তোর গলায় এমন ব্যাথা কে দিয়েছে?"

জ্যাক হাত বাড়িয়ে ড্যানিকে ছুঁতে গেলে ওয়েন্ডি এক ঝটকায় ওকে কোলে তুলে নিল।

"খবরদার! ওকে ছোঁবে না! খবরদার বলছি!"

"ওয়েন্ডি–"

"শয়তান কোথাকার!"

ওয়েন্ডি ড্যানিকে কোলে নিয়েই এক দৌড়ে নীচে নেমে গেল। জ্যাক শুনতে পেল যে ও ওদের বেডরুমে গিয়ে ঢুকেছে। দরজার ছিটকিনি লাগানোর শব্দ এল।

জ্যাক অনেকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেছে যে ওর মাথা কাজ করছিল না। ওর স্বপ্নটা এখনও ওর মাথায় চেপে বসে আছে। আসলেই কি ও ড্যানির গলায় ওই দাগগুলো ফেলেছে? ওর বাবার কথা শুনে...না, এমন হতে পারে না। জ্যাক মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিল।

ওয়েন্ডি ড্যানিকে কোলে নিয়ে চেয়ারে বসে ওকে আদর করছিল। ড্যানির মধ্যে একটুও পরিবর্তন আসে নি। ও এখনও আঙুল মুখে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এটা যে জ্যাকের কাজ সে ব্যাপারে ওয়েন্ডির কোন সন্দেহ নেই। ও যেভাবে ঘুমের মধ্যে রেডিওটা ভেঙ্গেছে সেভাবে ড্যানিরও গলা টিপেছে। ওর কোন একটা সমস্যা হয়েছে, মানসিক সমস্যা। কিন্তু ওয়েন্ডি এখন কি করবে? সারা শীতকাল তো জ্যাকের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ওয়েন্ডির ভেতর থেকে ঠাণ্ডা গলায় একটা প্রশ্ন আসল, ওর মাতৃত্বের গলায় : জ্যাক ঠিক কতটা বিপজ্জনক?

একটা ভাল জিনিস এই যে জ্যাক ড্যানির গলার আঘাতগুলো দেখে নিজেও অবাক হয়েছে। হয়তো কাজটা ও ঘুমের মধ্যে করেছে বলে ওর মনে নেই। তার মানে কি জ্যাকের একটা অংশের ওপর এখনও ভরসা করা যায়? এই চিন্তাটা ওয়েন্ডিকে একটু আশ্বস্ত করল। হয়তো জ্যাক ওকে আর ড্যানিকে সাইডওয়াইন্ডারের হাসপাতাল পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারবে।

ওয়েন্ডি ড্যানির সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ওর নিজের মানসিক অবস্থাও এ মুহূর্তে খুব একটা ভাল নয়, নয়তো ও খেয়াল করত যে ড্যানির গলার দাগগুলো ঠাণ্ডা আর ভেজা ভেজা। কিন্তু জ্যাক যখন ওকে অফিসে জড়িয়ে ধরেছিল তখন জ্যাকের হাত একদম শুকনো ছিল।

এখন ওয়েন্ডির মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরছিল। ও কি জ্যাককে বলবে ওদের সাহায্য করবার কথা?

আসলে সিদ্ধান্তটা ওর হাতে নয়। এমনিতেও ও একলা কিছু করতে পারবে না। জ্যাককে ছাড়া স্নো-মোবিলটা চালানো সম্ভব নয়। তাও ওয়েন্ডির কষ্ট হচ্ছিল নিজের মনকে মানাতে।

আর জ্যাক যদি আবার ড্যানির ওপর হামলা চালায় তাহলে ও ঠেকাবে কিভাবে? এখানে কোন বন্দুক নেই। রান্নাঘরে অনেকগুলো ছুরি আছে ঠিকই, কিন্তু ওর আর রান্নাঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক।

অবশেষে ওয়েন্ডি ড্যানিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর পা কাঁপছে। ও ঠিক করে ফেলেছে ওর কি করতে হবে। এমুহূর্তে ওর এটা বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে জাগ্রত অবস্থায় জ্যাক ওদের ক্ষতি করতে চায় না। ও জ্যাককে যেয়ে বলবে ও যাতে ওয়েন্ডি আর ড্যানিকে ডক্টর বিলের কাছে দিয়ে আসে।

ও দরজা খুলে আস্তে করে ডাকল : "জ্যাক?"

ওয়েন্ডি সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে সিঁড়ি পর্যন্ত এল, কিন্তু এখানেও জ্যাকের দেখা নেই। ও সিঁড়িতে বসে চিন্তা করতে লাগল এখন কি করবে। ঠিক তখন জ্যাকের গলা শোনা গেল।

ও গান গাচ্ছে। গুনগুন করে গান গাচ্ছে।

অধ্যায় ২৮

"ওই মহিলাটা।"

জ্যাক কিছুক্ষণ আগে দোতলার সিঁড়িতে বসে চিন্তা করছিল। আর ও যত ভাবছিল ওর রাগ আস্তে আস্তে ততই বাড়ছিল। কোন লাভ নেই। ওয়েন্ডি ওকে কোনদিনই বিশ্বাস করবে না। ও চাইলে বিশ বছর টানা মদ না ছুঁয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কোন লাভ নেই। ওয়েন্ডি ওকে সারাজীবন একটা বদমেজাজী মাতাল হিসাবেই দেখবে। ওদের জীবনে যা কিছু খারাপ হবে সব জ্যাকের দোষ। ওরা যদি প্লেনক্র্যাশ করে মারা যায় তাহলে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগ মুহূর্তে ওয়েন্ডি ওকে বলবে প্লেনটা ক্র্যাশ করেছে জ্যাকের দোষে।

ওয়েন্ডির ড্যানিকে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ওর উচিত ছিল এক ঘুষিতে হারামজাদীর নাক ভেঙ্গে দেয়া! ওর কি অধিকার আছে যে ও জ্যাককে নিজের ছেলের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে?

হ্যা, প্রথমে জ্যাক অনেক ভুল করেছে, সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু তারপরে তো ও ঠিকই শুধরে গিয়েছে। এখন কোন কিছু না করেও যদি ওর গালি খেতে হয়, তাহলে তার চেয়ে খারাপ কাজ করে তারপর গালি খাওয়াই ভাল। ওয়েন্ডির তো ধারণা ও এখনও মদ খায়, তাই না? ও ওয়েন্ডিকে দেখিয়ে দেবে।

জ্যাক পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের ঠোঁট মুছল। ওর মুখে একটা কুৎসিত হাসি দেখা দিল। ওয়েন্ডি কতক্ষণ ভেতরে বসে থাকবে? একসময় না একসময় তো ওকে বের হতে হবেই, তাই না?

ও নীচতলায় নেমে এল। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরে তারপর ডাইনিং রুমে যেয়ে ঢুকল।

টেবিলগুলো সুন্দর, ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা। এখন এখানে কেউ নেই, কিন্তু

(খাবার দেয়া হবে রাত ৮টায়
মুখোশ উন্মোচন আর ড্যান্স মধ্যরাতে)

জ্যাক টেবিলগুলোর মাঝখানে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছু ভুলে গেল। ওয়েন্ডির সাথে ঝগড়া, বাজে স্বপ্ন সব মুছে গেল ওর মাথা থেকে। শুধু থাকল একটাই চিন্তা। সেদিন ডিনার পার্টিটা কেমন ছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে। সামনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। ডাইনিং হল আলোতে ঝলমল করছে। আর এই উজ্জ্বলতার বন্যায় গা ভাসিয়েছে আজ রাতের সব অতিথিরা। সবাই চোখ ধাঁধানো সাজপোশাক পড়া। এখানে একজন রাজকুমারী তো ওখানে একজন মধ্যযুগীয় সৈনিক।

সবার হাতে মদের গ্লাস, হাস্যোজ্জ্বল মুখ। এমন সময় একজনের গলা ভেসে এল : "মুখোশ খোলার সময় হয়ে গেছে!"

(লাল মৃত্যু সবার দিকে ধেয়ে আসছে!)

জ্যাক এখন কলোরাডো লাউঞ্জের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৪৫ এর সেই রাতে এখানে ছিল অফুরন্ত মদ, বিনামূল্যে।

জ্যাক কোন অজানা টানে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঢুকতেই একটা অদ্ভুত জিনিস ওর চোখে পড়ল। ও আগেও এখানে এসেছে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্যে। তখন বারের ওপর মদের বোতল রাখবার তাকগুলো একদম খালি ছিল। কিন্তু আজ আধো অন্ধকারে মনে হচ্ছে সেখানে থরে থরে বোতল সাজানো। এমনকি ও বাতাসে বিয়ারের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছে।

জ্যাক দেয়ালে হাতড়ে লাইটের সুইচটা জ্বেলে দিল।

কিছুই নেই। তাকগুলো খালি। ঠিক যেমন জ্যাক আগেরবার দেখে গিয়েছিল।

জ্যাক বোকার মত মাথা ঝাঁকিয়ে বারের অর্ধগোলাকৃতি প্রকান্ড ডেস্কটার দিকে এগিয়ে গেল। আবার কি ওর সাথে তাই হচ্ছে, প্লেগ্রাউন্ডে যেটা হয়েছিল? না, হতে পারে না। এভাবে চিন্তা করাটাও পাগলামি।

কিন্তু ও প্রায় নিশ্চিত যে ও বোতলগুলোকে দেখেছিল। একমাত্র প্রমাণ যেটা এখনও টিকে আছে হচ্ছে বিয়ারের গন্ধটা। বারে বিয়ারের গন্ধ থাকা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয় কিন্তু... এই গন্ধটা মনে হচ্ছিল নতুন।

ও ডেস্কের সামনে রাখা টুলগুলোর মধ্যে একটায় এসে বসল। এমনই কপাল, জ্যাক ভাবল, এতদিন পরে একটা বারে আসলাম আর সেটায় একফোঁটা মদ নেই। কিন্তু এখানে বসার পর পুরনো স্মৃতি ওকে বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এক গ্লাস মদ গলা দিয়ে কিভাবে জ্বলতে জ্বলতে পেটে নামে তা ওর মনে পড়ে গেল। ও অসহায়ের মত কিল মারল ডেস্কের ওপর।

"কি অবস্থা, লয়েড,"ও বলল। "আজকে তেমন লোকজন নেই, তাই না?"

লয়েড বলল না নেই। তারপর জিজ্ঞেস করল জ্যাক কি নেবে।

"তোমার প্রশ্নটা শুনে মন ভাল হয়ে গেল, লয়েড," জ্যাক বলল। "আমার মানিব্যাগে এ মুহূর্তে ষাট ডলার আছে, যে টাকাটা শীতকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত ওখানেই বসে থাকবে। কি বিপদ বল তো?"

লয়েড স্বীকার করল যে আসলেই ব্যাপারটা অমানবিক।

"তাহলে আমার জন্যে একটা কাজ কর। আমার বিশ গ্লাস মার্টিনি লাগবে। আমার সামনে এক এক করে বিশটা গ্লাস সাজিয়ে দেবে। পারবে না?"

লয়েড বলল যে ও পারবে।

জ্যাক টাকা বের করার জন্যে পকেটে হাত দিতে একটা ওষুধের বোতল বেরিয়ে এল। ওর টাকা বেডরুমে রাখা, ওর এখন মনে পড়ল। আর ওয়েন্ডি তো ওকে বেডরুমে ঢুকতে দেবে না। ভালই দেখালি তুই, খানকি।

"লয়েড, আমি টাকা আনতে ভুলে গেছি। আমাকে কি বাকিতে দেয়া সম্ভব?"

লয়েড বলল যে বাকিতে দিতে কোন অসুবিধা নেই।

"চমৎকার। লয়েড, তুমি চমৎকার একজন মানুষ।"

লয়েড ওকে ধন্যবাদ জানাল।

জ্যাক বোতল থেকে দু'টো ট্যাবলেট বের করে মুখে ফেলে দিল। ওর হঠাৎ মনে হল যে ওর দিকে অনেকে তাকিয়ে আছে। বারে যে অন্য টেবিলগুলো ছিল সেগুলো ভরে গেছে সাজপোশাক পড়া মানুষে, আর সবাই তাকিয়ে দেখছে ও কি করে।

ও এক ঝটকায় ঘুরল।

কেউ নেই বারে। সবগুলো টেবিল খালি। জ্যাক আবার ডেস্কের দিকে ফিরল। ওষুধের তেতো স্বাদে ওর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

"বাহ্, এর মধ্যেই হয়ে গেছে? চমৎকার। লয়েড, তোমার তুলনা হয় না। চিয়ার্স।"

জ্যাক নিজের বিশ গ্লাস কাল্পনিক মদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাতাসে যেন মার্টিনির গন্ধ ভাসছে।

"লয়েড, মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এমন কারও সাথে কি তোমার কথা হয়েছে?"

লয়েড বলল হ্যা, দেখা হয়েছে।

"এমন কাউকে দেখেছ যে মদ খাওয়া ছেড়ে দেবার পর আবার ধরেছে?"

লয়েড বলল ওর মনে পড়ছে না।

জ্যাক একটা কাল্পনিক গ্লাস তুলে মদটা মুখে ঢালল। তারপর গ্লাসটা নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পেছন দিকে। বার আবার মানুষে ভরে

গেছে, জ্যাক টের পাচ্ছিল। ওরা হাসাহাসি করছে জ্যাককে নিয়ে।

"শুনে রাখো লয়েড, যারা একবার ছেড়ে দেবার পর আবার মদ ধরে, ওদের সবার একটা ভয়ানক গল্প থাকে সেই সিদ্ধান্তটার পেছনে।"

ও আরও দু'টো গ্লাস খালি করে ছুঁড়ে মারল পেছনে। ওর এখন একটু একটু নেশা হচ্ছিল। ওষুধটার কারণে নিশ্চয়ই।

জ্যাক বলল, "যতদিন তুমি না খেয়ে আছ, সবাই তোমাকে বাহবা দেবে। সবাই তোমার বন্ধু। সবাই তোমার ওপর খুশি, তোমার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দেখে বিস্মিত। এত ভাল অনুভূতি পৃথিবীতে আর খুব কমই আছে।"

জ্যাক আরও দুই গ্লাস খালি করল। পেছনের লোকজনকে নিয়ে এখন ওর আর কোন মাথাব্যাথা নেই। দেখার এত ইচ্ছা থাকলে দেখুক, শালারা। দু'চোখ ভরে দেখে নে।

"কিন্তু লয়েড, একটু সময় গেলেই তুমি বুঝতে পারবে এই খুশি দীর্ঘস্থায়ী নয়। তোমার আশেপাশে যারা আছে ওরা সবাই তোমার দুর্বল অবস্থার ফায়দা লোটা শুরু করে। যেসব কাজ ওরা আগে করবার কথা চিন্তাও করতে পারত না, এখন সেগুলো করতে এক মিনিটেরও দেরী হয় না। কারণ ওরা জানে, ওরা জানে যে তুমি দুর্বল যে তোমার সমস্ত শক্তি খাটাতে হচ্ছে মদ থেকে দূরে থাকবার জন্যে।"

ও থামল। লয়েড ওর সামনে আর নেই। কখনও ছিলও না। মদের গ্লাসগুলোও জ্যাকের কল্পনামাত্র। এখানে শুধু আছে বারভর্তি মানুষ, যারা জ্যাকের দিকে আঙুল তুলে হিহি করে হাসছে।

জ্যাক আবার ঘুরে তাকাল। "হাসা বন্ধ ক–"

কেউ নেই। হাসির শব্দটা হঠাৎ করে টিভি অফ করে দেয়ার মত বন্ধ হয়ে গেছে। খালি টেবিলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জ্যাকের মাথায় একটা ভয়ংকর চিন্তা এল। ও কি আসলেই পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ওর একবার ইচ্ছা করল ও যে টুলটায় বসে আছে সেটা হাতে তুলে নেয়, তারপর পুরো বারটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিন্তু তা না করে ও গুনগুন করে গান গাওয়া শুরু করল।

ড্যানির চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর স্বাভাবিক চেহারা নয়, শূন্যদৃষ্টির, মুখে আঙুল দেয়া চেহারা। গলার দুই পাশে নীল দাগ, দেখলে মনে হয় শক্তিশালী দু'টো হাত ওর গলা চেপে ধরেছিল।

(কিন্তু আমি তো ওকে ছুঁই নি!)

"জ্যাক?"

ডাকটা এত আচমকা এল যে আরেকটু হলে জ্যাক চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যেত। ও ঘুরে দেখল যে ওয়েন্ডি এসেছে। ওর কোলে ড্যানি, যাকে

দেখাচ্ছে একটা মোমের পুতুলের মত।

"আমি ওকে ছুঁই নি।" জ্যাক ধরা গলায় বলল। "যেদিন আমি ওর হাত ভেঙেছিলাম তারপর একদিনও আমি ওর গায়ে তুলি নি।"

"এখন আর ওটা নিয়ে মাথা ঘামানো জরুরি নয়, জ্যাক। তার চেয়ে–"

"জরুরি!" জ্যাক এত জোরে ডেস্কে ঘুষি মারল যে ডেস্কটা কেঁপে উঠল। "অবশ্যই জরুরি!"

"জ্যাক, আমাদের ওকে শহরে নিয়ে যেতে হবে। ওর যে অবস্থা–"

হঠাৎ ড্যানি মায়ের কোলে নড়ে উঠল। ওর চেহারায় একটা অভিব্যাক্তি ফুটে উঠল, যেন ঘন কুয়াশার আড়ালে ক্ষীণ আলো। ওর ঠোঁট অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেল, আর ওর হাতদু'টো উঠে এল মুখের সামনে। তারপর আবার দু'পাশে পড়ে গেল।

ড্যানি একমুহূর্তের জন্যে আবার শক্ত হয়ে গেল। তারপর ওর পিঠটা বেঁকে গেল ধনুকের মত। আর তারপর শুরু হল চিৎকার।

ড্যানির গলা থেকে তীক্ষ্ম চিৎকার বেরিয়ে এল, একটার পর একটা। সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওর গলা। মনে হচ্ছিল একশ' ড্যানি একসাথে চিৎকার করছে।

"জ্যাক!" ওয়েন্ডি ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল। "কি হয়েছে ওর?"

জ্যাক টুল থেকে নেমে এল। ওর শরীর অবশ লাগছে। এত ভয় ও জীবনে পায়নি। কি হয়েছে ওর ছেলের?

ড্যানি জ্যাককে দেখতে পেল, তারপর ছিটকে বেরিয়ে এল মায়ের কোল থেকে। ও এত জোরে ধাক্কা দিয়ে ওয়েন্ডির হাত সরিয়ে দিল যে ওয়েন্ডি ভারসাম্য হারিয়ে বসে পড়ল পেছনের একটা চেয়ারে।

ও ছুটে গিয়ে জ্যাককে জড়িয়ে ধরল। "বাবা! ওই মহিলাটা বাবা! ওহ বাবা- ও জ্যাকের বুকে মুখ গুঁজে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

বাবা, ওই মহিলাটা।

"ওয়েন্ডি?" জ্যাকের গলা শান্ত, কিন্তু তার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিজয়ের আনন্দ। "কি করেছ তুমি ওকে?"

ওয়েন্ডি ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"জ্যাক, বিশ্বাস কর আমার কথা–"

বাইরে আবার বরফ পড়তে শুরু করল।

অধ্যায় ২৯

রান্নাঘরে কথা

জ্যাক ড্যানিকে কোলে করে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। ছেলেটা এখনও উচ্চস্বরে কাঁদছে জ্যাকের বুকে মাথা রেখে। কিচেনে এসে ও ওয়েন্ডির কোলে ড্যানিকে ফিরিয়ে দিল ওয়েন্ডির মুখ থেকে বিস্মিত ভাবটা এখনও যায়নি।

"জ্যাক, আমি জানি না ও কিসের কথা বলছে। প্লিজ জ্যাক, বিশ্বাস কর..."

"আমি বিশ্বাস করি তোমাকে।" জ্যাক বলল। যদিও এত দ্রুত আসামী আর বিচারকের ভূমিকাগুলো উলটে যেতে দেখে ওর ভালই লেগেছে। ও একটা সন্তুষ্ট হাসি গোপন করল। কিন্তু জ্যাক জানে যে ওয়েন্ডি ঠিকই বলছে। ও ড্যানির কোন ক্ষতি করার আগে দরকার হলে আত্মহত্যা করবে।

কিচেনের একটা চুলোয় একটা গরম পানির কেটলি বসানোই ছিল। জ্যাক এগিয়ে গিয়ে একটা কাপ ধূমায়িত পানিতে ভরে নিল। ও ওয়েন্ডিকে জিজ্ঞেস করল : "এখানে রান্নার কাজে ব্যাবহার করবার শেরি আছে না?"

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। "ওই কাপবোর্ডটার ভেতরে।"

শেরি হচ্ছে একধরনের অ্যালকোহল। গা গরম করতে সাহায্য করে। জ্যাক কাপবোর্ডের ভেতরে রাখা তিনটে বোতলের মধ্যে থেকে একটা বের করে দুই চামচ পানিটায় ঢালল।

তারপর দুধ আর চিনি মিশিয়ে চা তৈরি করে ও কাপটা ড্যানির হাতে ধরিয়ে দিল। ও এখনও কাঁদছে, কিন্তু ওর শরীরের কাঁপুনি কমে গেছে।

"এটা খেয়ে নে, ডক। জিনিসটা খেতে খুব বিশ্রী লাগবে, কিন্তু খেলে শরীরে শক্তি পাবি।"

ড্যানি মাথা ঝাঁকিয়ে কাপটা হাতে নিল। এক চুমুক খেয়ে ও মুখ বিক্রিত করল, কিন্তু বাবার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় চুমুক দিল। ওয়েন্ডি নিজের ভেতরে পুরনো হিংসার দংশন অনুভব করল। ও বললে ড্যানি খেত কিনা সন্দেহ আছে।

হিংসার পিছে পিছে ওয়েন্ডির মাথায় আরেকটা ভয়ংকর চিন্তা এসে ঢুকল।

ও কি নিজের অন্ধ হিংসার বশে মনে মনে এটা চাইছিল যে জ্যাকই আসল অপরাধী হোক? এজন্যেই কি এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল যে জ্যাকই ড্যানিকে ব্যাথা দিয়েছে? না...নিশ্চয়ই না। এভাবে ওর মা চিন্তা করে, ও নয়। কিন্তু একটা সত্যি কথা ও নিজের কাছে কখনওই অস্বীকার করতে পারবে না। যদি পুরো জিনিসটা আবার ঘটে, তাহলেও ওয়েন্ডি কোন দ্বিধা ছাড়াই জ্যাককে প্রথমে দোষী হিসাবে বিবেচনা করবে।

"জ্যাক–" ওয়েন্ডি শুরু করল। যদিও ও বুঝতে পারছে না ওর ক্ষমা চাওয়া উচিত নাকি নিজেকে ঠিক প্রমাণ করা উচিত।

"পরে," জ্যাক বলল।

ড্যানি কাপটা শেষ করল। জ্যাক নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, "ড্যানি, তুই কি বলতে পারবি আজকে তোর সাথে কি হয়েছিল? জিনিসটা জানা খুবই জরুরি।"

ড্যানি একবার মা আর বাবার মুখের দিকে চাইল। তারপর মাথা নীচু করে বলল, "আমি তোমাদের সবকিছু বলতে চাই। আমার আগেই বলা উচিত ছিল।"

"তাহলে বলিস নি কেন বাবা?" জ্যাক ওর কপালের চুল সরিয়ে দিল।

"কারণ আঙ্কেল অ্যাল তোমাকে চাকরিটা দিয়েছেন, আর...আমি বুঝতে পারছিলাম না এখানে থাকলে তোমার ভাল হবে না খারাপ হবে।"

ওয়েন্ডি জ্যাকের দিকে তাকাল। "তোমার মনে আছে, যেদিন আমি আর ড্যানি মিলে শহরে গেলাম, যেদিন তুমি টপিয়ারিতে কাজ করছিলে? সেদিন আমি আর ড্যানি হোটেলে থাকবার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছি।"

জ্যাক মাথা নাড়ল। টপিয়ারিতে কাজ করবার দিনটা ও সারাজীবনেও ভুলবে না।

"কিন্তু আমাদের আরও অনেককিছু নিয়ে কথা বলা উচিত ছিল, তাই না ডক?" ওয়েন্ডি নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

ড্যানি ম্লান মুখে মাথা নাড়ল।

"তোমরা কি নিয়ে কথা বলছিলে? আমার বৌ আর ছেলে আমাকে নিয়ে কি কথা বলতে–"

"বলছিলাম আমরা তোমাকে কতটা ভালবাসি সেটা।" ওয়েন্ডি বাধা দিল।

"তাও, পিঠপিছে কথা আমার পছন্দ নয়।" জ্যাক বলল।

"আমাদের সবার এখানে থাকা উচিত হবে কিনা আমরা তাই নিয়ে কথা বলেছি। ড্যানি ঠিকই বলেছে, প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল এই জায়গাটায় এসে তোমার উপকার হয়েছে।এখানে তোমার ওপর হুকুম চালাবার কেউ ছিল না, তুমি নিজেকে কাজে ব্যস্ত রেখেছিলে...কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই সবকিছু কেমন যেন বদলে গেল। তুমি সারাক্ষণ বেসমেন্টে বসে থাকা শুরু করলে।

ওখানে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলে...ঘুমের মধ্যে কথা বলা শুরু করলে।"

"আমি ঘুমের মধ্যে কথা বলি?" জ্যাক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"বেশীরভাগ সময়ই বোঝা যায় না তুমি কি বলছ। একবার শুধু বুঝেছি তুমি বলছ, 'মুখোশ খুলবার সময় হয়ে গেছে!'"

"হে ঈশ্বর।" জ্যাক নিজের কপালের দু'পাশে আঙুল ঘসল।

"তাছাড়া মদ খাবার সময় তোমার যে বাজে অভ্যাসগুলো ছিল সবগুলো এখন ফিরে এসেছে। তুমি এখন আর নাটকও লিখতে বসছ না, তাই না?"

"না, গত কয়েকদিন ধরে লেখা হয় নি...আমি নতুন একটা লেখা নিয়ে চিন্তা করছি।" জ্যাক বলল।

"সেই নতুন লেখাটা এই হোটেলকে নিয়ে, তাই না? অ্যাল শকলি তোমাকে মানা করেছে, তাও তুমি থামতে পারছ না।"

"তুমি সেটা জানলে কিভাবে?" জ্যাকের গলা চড়ল। "তুমি কি কান পেতে আমার কথা শুনছিলে? তোমার..."

"না, আমি তোমার কথা শুনি নি। ড্যানি আমাকে বলেছে।"

"সত্যি, ড্যানি?" জ্যাক ওর দিকে তাকাল।

"হ্যা। উনি অনেক রাগ করেছিলেন কারণ তুমি মিস্টার আলম্যানকে ফোন করেছ।"

"হে ঈশ্বর।" জ্যাক আবার বলল। "ড্যানি, তোর গলা টিপে ধরেছিল কে?"

ড্যানির চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। "২১৭ নাম্বার রুমের মহিলাটা," ও বলল। "মরা মহিলাটা।"

জ্যাক আর ওয়েন্ডি একে অপরের দিকে তাকাল।

"ড্যানি?" জ্যাক ওর কাঁধে একটা হাত রাখল। "সবকিছু খুলে বল, বাবা। আমরা তোর সাথেই আছি।"

"আমি জানতাম এই জায়গাটা ভাল নয়," ড্যানি বলল। "টনি আমাকে আসার আগে দেখিয়েছে।"

"দেখিয়েছে? কিভাবে?"

"স্বপ্নের মধ্যে। সবকিছু আমার মনে নেই, কিন্তু আমি ওভারলুক হোটেলকে স্বপ্নে দেখি, আর তার সামনে একটা খুলি আর দু'টো হাঁড় আড়াআড়ি করে একটা আরেকটার ওপর রাখা। আর কিছু একটা আমাকে তাড়া করছিল। খুব খারাপ কিছু...রেডরাম।"

"কি সেটা?"

"আমি জানি না," ড্যানি মাথা নাড়ল। "তারপর মিস্টার হ্যালোরানের সাথে আমার গাড়িতে কথা হল, উনি বললেন যে আমার ভেতরে জ্যোতি

আছে। ওনার ভেতরেও একটু একটু আছে, তাই উনি আমার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন।"

"জ্যোতি? মানে?"

"জ্যোতি হচ্ছে..." ড্যানি হাত দিয়ে একটা অস্পষ্ট ভঙ্গি করল। "কোন কিছু হবার আগেই যদি তুমি দেখতে পাও কি হবে। মিস্টার হ্যালোরান নিজের ভাই মারা যাবার অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে ও মারা যাবে।"

জ্যাকের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। "তুই এসব বানাচ্ছিস না তো, ড্যানি?"

ড্যানি দ্রুত দু'দিকে মাথা নাড়ল। "না," তারপর ও উৎফুল্ল গলায় যোগ করল : "আর মিস্টার হ্যালোরান বলেছেন উনি নাকি আমার মত জ্যোতি আর কারও ভেতর দেখেননি। আমরা দু'জন মুখ না খুলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারব।"

জ্যাক আর ওয়েন্ডি আবার দৃষ্টি বিনিময় করল। ওরা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

"মিস্টার হ্যালোরান আমার সাথে একলা কথা বলতে চেয়েছিলেন আমাকে সাবধান করবার জন্যে। যাদের ভেতর জ্যোতি আছে তাদের জন্যে নাকি এই জায়গাটা ভাল নয়। আমি সেটার প্রমাণও পেয়েছি। মিস্টার আলম্যান যখন আমাদের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট দেখাতে নিয়ে যান, আমি সেটার দেয়ালে রক্ত আর মগজের টুকরো দেখতে পাই।"

ওয়েন্ডির চেহারা সাদা হয়ে গেছে। ও জ্যাকের দিকে তাকাল।

জ্যাক ড্যানির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল : "এই জায়গাটার মালিকানা অনেকবার হাত বদল হয়েছে। মাঝখানে মালিকদের মধ্যে মাফিয়ার লোকজনও ছিল।"

"গুন্ডা?" ড্যানি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা, গুন্ডা।" জ্যাক এবার ওয়েন্ডির দিকে তাকাল। "এখানে একবার ডিতো জিনেলি নামে এক মাফিয়া সর্দার খুন হয়। পেপারে তার ছবিও এসেছিল। ড্যানির বর্ণনা সেই ছবির সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

"মিস্টার হ্যালোরানও এখানে কয়েকটা খারাপ জিনিস দেখতে পেয়েছেন," ড্যানি বলে যাচ্ছিল। "একবার প্লেগ্রাউন্ডে, আর একবার ২১৭ নাম্বার রুমে। উনি আমাকে মানা করেছিলেন রুমটায় যেতে, কিন্তু তাও আমি গিয়েছি। মিস্টার হ্যালোরান বলেছিলেন এখানে আমি যা দেখব ওরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" শেষের কথাটা ড্যানি বলার সময় নিজের গলার দাগ গুলোতে হাত বুলাল।

"প্লেগ্রাউন্ডে উনি কি দেখেছেন?" জ্যাক অদ্ভুত, শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

"জানি না। ওই পশুপাখির ঝোপগুলো নিয়ে কিছু।"

জ্যাক একটু চমকে উঠল।ওয়েন্ডির সেটা চোখ এড়াল না।

"জ্যাক? তুমি কি ওখানে কিছু দেখেছ?"

"না," ও জবাব দিল। "কিছু না।"

"ড্যানি, তোমাকে কোন মহিলা ব্যাথা দিয়েছে?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

ড্যানি ওদের বলল ও ২১৭তে যাবার পর কি কি হয়েছে। মহিলা ওর গলা টিপে ধরবার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ওর মনে হয় যে বাবা আর আম্মু ওকে নিয়ে ঝগড়া করছে আর বাবা আবার খারাপ জিনিসটা করতে চায়।

"ওর সাথে থাকো।" বলে জ্যাক উঠে দাঁড়াল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" ওয়েন্ডি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল।

"ওই রুমটায়। হোটেলে যদি আমরা বাদে অন্য কেউ থেকে থাকে, দেখা দরকার কে সেটা।"

"না! জ্যাক, খবরদার আমাদের একলা ছেড়ে যাবে না!" ওয়েন্ডির মুখ থেকে থুথু ছিটকে এল।

জ্যাক এক মুহূর্তের জন্যে থামল। "ওয়েন্ডি, তুমি তোমার মায়ের মত করছ।"

ওয়েন্ডি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ড্যানি ওর কোলে বসে আছে দেখে ও হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে পারছিল না।

"সরি," জ্যাক বলল। "কিন্তু আমার যেতেই হবে। আমি হোটেলের কেয়ারটেকার।"

ওয়েন্ডি কাঁদতেই থাকল। জ্যাক দরজা খুলে কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

"কেঁদো না, আম্মু," ড্যানি বলল। "বাবার ভেতর জ্যোতি নেই। এখানকার কোনকিছু বাবার ক্ষতি করতে পারবে না।"

"না, ড্যানি," ওয়েন্ডি কাঁদতে কাঁদতে বলল। "আমি সেটা বিশ্বাস করি না।"

অধ্যায় ৩০

আবার ২১৭তে

জ্যাক লিফটে চড়ে উপরে এল। ওর কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল যে ওরা হোটেলে আসবার পর এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার লিফটটা ব্যাবহৃত হচ্ছে। অবশ্য ও জানে যে ওয়েন্ডির মধ্যে একটু ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে। ও বদ্ধ জায়গা সহ্য করতে পারে না।

করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে জ্যাক আরও কয়েকটা পিল মুখে ফেলল। ২১৭ এসে পড়েছে। রুমটার দরজা সামান্য খোলা, চাবিটা এখনও নব থেকে ঝুলছে।

জ্যাকের ভেতর বিরক্তি আর রাগ মাথাচাড়া দিল। ড্যানিকে ও মানা করেছে একুইপমেন্ট শেড, বেসমেন্ট আর গেস্টদের রুমে না ঢুকতে। ওর ভয় কমলে ওকে শক্ত একটা বকা দিতে হবে।

জ্যাক চাবিটা খুলে নিজের পকেটে পুরল। ঘুরে ঢুকে ও প্রথমেই দেখল বিছানাটা এলোমেলো হয়েছে কিনা। ওটা ঠিক আছে দেখে ও বাথরুমের দিকে হাঁটা ধরল। জ্যাকের মনে একটা জিনিস বেশ কিছুক্ষণ ধরে খোঁচাচ্ছে। ওয়াটসন যদিও রুমটার নাম্বার বলে নি, কিন্তু জ্যাকের মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে সেই রুমটা যেখানে সেই উকিলের বৌ আত্মহত্যা করেছিল।

জ্যাক বাথরুমে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। সাদা টাইলের ফ্লোর, বাথটাব, কমোড...ওভারলুকের অন্য সব রুমের মতই। বাথটাবের পর্দাটা টেনে দেয়া।

জ্যাক আরেক কদম এগিয়ে আসতে পর্দাটা একটু নড়ে উঠল।

ড্যানির গল্পটা জ্যাক বিশ্বাস করে নি। ওর মনে হয়েছে অন্ধকার রুমে ড্যানির নিজের কল্পনা ওকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু এখন জ্যাকের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। একটা ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে গেল ওর মেরুদন্ড বেয়ে।

ও একটানে পর্দাটা সরিয়ে দিল।

বাথটাবটা শুকনো,আর খালি।

জ্যাক নীচু হয়ে বসে টাবের মেঝেতে একটা আঙুল বুলাল। শুকনো খটখটে। ড্যানি হয় ভুল দেখেছে নয়তো পুরো জিনিসটা বানিয়ে বলেছে। ওর

আবার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছিল যখন ও মেঝেতে টাওয়েলটা পড়ে থাকতে দেখল।

এখানে টাওয়েল কি করছে? সব টাওয়েল তো নীচতলার লিনেন কাপবোর্ডে থাকার কথা। ড্যানি কি ওটা নিয়ে এসেছে? মেইন চাবি দিয়ে কাপবোর্ডটাও খোলা যায়...কিন্তু ও কেন আনবে? ও টাওয়েলটা ধরে দেখল। এটাও শুকনো।

ও আবার চারদিকে তাকিয়ে সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখল। টাওয়েলের ব্যাপারটা একটু আজব, কিন্তু হোটেলের কোন কর্মচারীর এটা ভুলে ফেলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

হঠাৎ করে জ্যাকের নাকে গন্ধটা এল। সাবান।

তাও যেন-তেন সাবান নয়। মেয়েদের সাবান। পারফিউমের গন্ধযুক্ত।

(এটা তোমার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়)

(যেমন প্লেগ্রাউন্ডের ব্যাপারটা আমার কল্পনা ছিল?)

জ্যাক উঠে রুমের মেইন দরজাটার দিকে আগাল। আস্তে আস্তে ওর মাথাব্যাথা শুরু হচ্ছে। আজকে এত কিছু একসাথে ঘটছে...ও ২১৭ নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, জ্যাক মনে মনে নিজেকে বলল। একটা সামান্য টাওয়েল আর সাবানের গন্ধ নিয়ে এত মাথা গরম করবার কোন মানে হয় না।

ও দরজাটা খুলবার সাথে সাথে পেছনে একটা ছোট্ট শব্দ হল। কোন কাপড় টানলে সরসর করে যেমন শব্দ হয়। জ্যাক ইলেকট্রিক শক খাবার মত ঘুরে পিছে তাকাল। ও কম্পমান পায়ে আবার বাথরুমে যেয়ে ঢুকল।

ও যে পর্দাটা নিজের হাতে একটু আগে টেনে সরিয়েছে সেটা আবার কেউ টেনে বাথটাব ঢেকে দিয়েছে।

প্রচণ্ড ভয়ে জ্যাকের মনে হল ওর চেহারা অবশ হয়ে গেছে। ও অনুভব করছে যে পর্দার আড়ালে বাথটাবে কেউ শুয়ে আছে। খুব আবছাভাবে। সেটা আলোর কারসাজিও হতে পারে, ওর চোখের ভুলও হতে পারে। আবার কোন মহিলার বিকৃত লাশও হতে পারে।

জ্যাক নিজেকে বলল পর্দাটা টেনে দেখতে আসলেই কেউ বাথটাবে আছে কিনা। কিন্তু ওর শরীর ওর কথা শুনল না। ও ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ধীর পায়ে বেডরুমে ফিরে এল।

বাইরে যাবার দরজা বন্ধ।

ভয়ে জ্যাকের মুখ তেতো হয়ে গেছে। ও আস্তে আস্তে হেঁটে দরজাটা পর্যন্ত গেল। তারপর নবটা ধরে ঘোরাল।

(দরজাটা খুলবে না)

কিন্তু খুলে গেল।

জ্যাক লাইটটা বন্ধ করে একবারও পিছে না তাকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করবার পর ওর মনে হল ও আরেকটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। থপ্ করে কোন কিছু মাটিতে পড়ার শব্দ। যেন বাথটাব থেকে ভেজা কিছু নেমে এসেছে।

ও দরজাটা লক করতে যেয়ে আরেকটু হলে চাবিটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল। অবশেষে দরজাটায় তালা মেরে এক কদম পিছিয়ে জ্যাক সশব্দে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ও চোখ বন্ধ করেভাবতে লাগল। এসব কি হচ্ছে? প্রথমে প্লেগ্রাউন্ডে, তারপর লাউঞ্জে, এখন এখানে? ওর কি আসলেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

"না," ও কাঁদো কাঁদো গলায় ফিসফিস করল। "না, ঈশ্বর, প্লিজ না..."

ও হঠাৎ থেমে গেল। রুমের ভেতর থেকে একটা নতুন শব্দ আসছে। দরজার নব ঘোরানোর শব্দ?

জ্যাক দ্রুত পায়ে হেঁটে কাছে চলে গেল। পথে ওর আরেকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। দেয়ালে ঝোলানো হোসপাইপটার মুখ লিফটের দিখে ঘোরানো। আগেও কি মুখটা এ দিকেই তাক করা ছিল?

"এসব আমার মনের ভুল।" জ্যাক জোরে জোরে বলল। ওর চেহারা চেনা যাচ্ছে না। মুখ সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে।

ও লিফটে না চড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল।

অধ্যায় ৩১

রায়

জ্যাক কিচেনে ঢুকল চাবিটা হাতে লোফালুফি করতে করতে। ভেতরে ওয়েন্ডি আর ড্যানির অবস্থা তেমন ভাল নয়। ওয়েন্ডির কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। চোখের নীচে কাল দাগ পড়েছে। ড্যানিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। জ্যাক কেন যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করল। যাক, ও তাহলে একলা ভুগছে না।

ওরা দু'জন জ্যাকের দিকে মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

"কিছুই নেই ওখানে," জ্যাক বলল। "কিচ্ছু না।"

ওদের দিকে তাকিয়ে একটা আত্মবিশ্বাসী হাসি দিতে দিতে জ্যাকের মনে হল, মদ খাবার এত প্রচণ্ড ইচ্ছা ওর আর কখনও হয় নি।

অধ্যায় ৩২

বেডরুমে

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যাক আর ওয়েন্ডি নিজেদের বেডরুমেই ড্যানিকে ঘুমাতে বলল। জ্যাক স্টোরেজ রুম থেকে একটা ছোট্ট বিছানা বের করে নিয়ে এল ওর জন্যে। ড্যানি শোবার পনের মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ওয়েন্ডি হাতে একটা উপন্যাস নিয়ে বিছানায় বসে ছিল, আর জ্যাক টাইপরাইটারে বসেছে নিজের নাটক নিয়ে।

"বাল!" জ্যাক বলল।

"কি হয়েছে?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না।"

নাটকটা পড়ে জ্যাকের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে ও এই জিনিসটা লিখেছে। এটা কি? হাস্যকর একটা প্লট, আগেও যেটা একশ'বার একশ'টা নাটকে দেখানো হয়েছে। আর চরিত্রগুলোকেও এখন মেকী মনে হচ্ছে। জ্যাকের সাথে আগে এমন কখনও হয় নি। সাধারণত ও নিজের লেখা চরিত্রদেরকে বেশ পছন্দই করে, সেটা ভাল হোক বা খারাপ হোক। ওর নিজের লেখা সবচেয়ে পছন্দের গল্প হচ্ছে "মাংকি ইজ হিয়ার, পল ডেলং।" গল্পটা হচ্ছে পল ডেলং নামে এক লোককে নিয়ে যে শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন করে। শেষে ও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। পল ডেলংকে ওর বন্ধুরা মাংকি বলে ডাকত। জ্যাক এই চরিত্রটাকে খুব পছন্দ করে। ও গল্পে দেখিয়েছে যে মাংকির অপরাধগুলোর জন্যে একলা ও দায়ী নয়। দায়ী ছিল ওর ভয়ংকর অতীত। ওর বাবা ওর ওপর অত্যাচার করত। ও স্কুলে থাকতে এক সমকামীর ধর্ষনের শিকার হয়। এসব কারণে মাংকির মধ্যে যৌন বিকৃতি দেখা দেয়। ও একবার ধরা পড়ে যাওয়ার পর ওকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই হাসপাতালের অধ্যক্ষ, গ্রিমার নামে একজন লোক, তাকে ছেড়ে দেয় সে ভাল হয়ে গেছে এটা বলে। এই গ্রিমার চরিত্রটাকেও জ্যাকের ভাল লাগে। সে মাংকিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, কারণ তার হাসপাতালে এমনিতেই অনেক বেশী রোগী হয়ে গেছে,আর তাদের সবার খেয়াল রাখবার মত যতেষ্ট ডাক্তার

বা কর্মচারী নেই। তাছাড়া হাসপাতালে অন্যান্য বেশীরভাগ রোগীরই এমন অবস্থা যে তাদের পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা লোক থাকতে হয়। মাংকি নিজের প্যান্টে মলত্যাগ করে না, অপরিচিত মানুষদেরকে দেখলে হিংস্র হয়ে যায় না আর ঠিকঠাকভাবে কথা বলতে পারে। তাই অন্য, আরও সঙ্গীন অবস্থার কোন রোগীকে ছাড়ার চাইতে গ্রিমার মাংকিকে ছেড়ে দেয়াই উচিত কাজ মনে করে। জ্যাকের ওই বাচ্চাগুলোর জন্যেও কষ্ট হয়েছে, যাদের মাংকি নির্যাতন করে। ও নিজের সব চরিত্রকেই চেনে, তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ব্যাবহার, তাদের কাজকর্ম সবই বুঝতে পারে।

ও দ্য লিটল স্কুলও একই মনোভাব নিয়ে লেখা শুরু করেছিল। কিন্তু ইদানিং গল্পটার নানা খুঁত ওর চোখে ধরা পড়ছে। এমনকি নায়ক গ্যারি বেনসনকেও ওর আজকাল অসহ্য লাগা শুরু হয়েছে। জ্যাকের এখন ওকে মনে হয় মুখে মুখে বড় বড় বুলি ফোঁটানো একটা আঁতেল, যে নিজের টাকার জোরে সব কিনে নিতে চায়। যেন বেনসন এতদিন শুধু ভাল সাজার ভান করেছে, ও আসলে ভাল নয়। প্রথমে জ্যাকের নাটকটা লেখার উদ্দেশ্য ছিল ডেংকার চরিত্রটার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের একটা চিত্র তুলে ধরা। কিন্তু এখন ডেংকারকেই ওর বেনসনের চেয়ে ভাল লাগা শুরু হয়েছে। ডেংকার একজন নির্দোষ স্কুল শিক্ষক ছাড়া আর কিছু নয়, যে বেনসনের জালে পড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ও নাটকটা কিভাবে শেষ করবে তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

জ্যাক ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করছিল কিভাবে নাটকটাকে বাঁচানো সম্ভব এমন সময় ওয়েন্ডির গলা ওর কানে এল।

"-নিয়ে যাব কিভাবে?"

জ্যাক তাকাল ওর দিকে : "হম্‌ম্?"

"ড্যানির কথা বলছি, জ্যাক। ওকে শহরে নিয়ে যাব কিভাবে?"

একমুহূর্তের জন্যে জ্যাকের মাথায়ই ঢুকল না ওয়েন্ডি কি বলতে চাচ্ছে। বোঝার পর ও হাহা করে হেসে উঠল।

"এমনভাবে কথাটা বললে যেন শহরে যাওয়া কত সোজা!"

ওয়েন্ডির মুখে ব্যাথার ছাপ পড়ল।

"আমি জানি কাজটা সোজা নয় জ্যাক...কিন্তু তুমি ড্যানির দিকটা একবার ভেবে দেখ! ও কত বড় একটা ঝটকা খেয়েছে।"

"কিন্তু ও তো এখন ঠিক আছে, তাই না?" কথাটা বলতে বলতেই জ্যাকের মনে হল, ড্যানি তখন মুখে আঙুল দেয়া ভাবলেশহীন চেহারাটা ইচ্ছা করে বানায় নি তো? জ্যাকের বকা এড়াবার জন্যে? ও তো জানত যে ও ২১৭ তে ঢুকে জ্যাকের কথা অমান্য করেছে।

"তারপরেও," ওয়েন্ডি উঠে এসে জ্যাকের ডেস্কের পাশে বসল। "ওর গলার দাগগুলোর কথা ভুলে গেছ? কিছু একটা ওকে ব্যাথা দিয়েছে, জ্যাক। আমি চাই সেই জিনিসটা থেকে ওর দূরে থাকুক।"

"আস্তে কথা বল। আমার মাথাব্যাথা করছে। ওয়েন্ডি, এই জিনিসটা নিয়ে তোমার চেয়ে আমার চিন্তা কম হচ্ছে না। তোমার চিৎকার করার প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা, আমি চিৎকার করব না," ওয়েন্ডি গলার স্বর নীচু করে বলল। "কিন্তু জ্যাক, এখানে আমাদের সাথে কিছু একটা আছে, খুব খারাপ কিছু। আমাদের বাঁচতে হলে শহরে যেতে হবে।"

"শহরে যাব কিভাবে? তুমি কি আমাকে সুপারম্যান মনে কর?"

"আমি তোমাকে আমার স্বামী মনে করি।" ওয়েন্ডি আস্তে করে বলল। ও নিজের হাতে দিকে তাকিয়ে আছে।

জ্যাকের মাথা গরম হয়ে গেল। ও ডেস্কে এত জোরে একটা কিল বসাল যে টাইপরাইটারটা কেঁপে উঠল।

"তোমাকে কয়েকটা সত্যি কথা বলি, কেমন, ওয়েন্ডি? যদিও তুমি জিনিসগুলো জান, তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে না সেগুলো তোমার মাথায় ঠিকমত ঢুকেছে।"

ড্যানি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া শুরু করল। আমরা ঝগড়া করলে ওর সবসময় এমন হয়, ওয়েন্ডি মনে মনে ভাবল।

"ওর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিও না, জ্যাক।"

ড্যানির দিকে তাকিয়ে জ্যাকের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল। "সরি ওয়েন্ডি। আমি এত চেঁচাচ্ছি কারণ রেডিওটা ভাঙ্গার জন্যে আমিই দায়ী।"

"নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিও না," ওয়েন্ডি জ্যাকের কাঁধে হাত রেখে বলল। "তোমার এখন একটু রাগ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি নিজেও তোমার সাথে অনেক অন্যায় আচরণ করেছি। আসলেই আমি আমার মায়ের মত করি মাঝে মাঝে। কিন্তু কয়েকটা জিনিস ভুলে যাওয়া...খুব কঠিন। প্লিজ আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর, জ্যাক।"

"যেমন ড্যানির হাত?" জ্যাক শুকনো গলায় প্রশ্ন করল।

"হ্যা," বলে ওয়েন্ডি দ্রুত যোগ করল, "কিন্তু শুধু তুমি নও, আমি ড্যানিকে নিয়ে এমনিতেই অনেক চিন্তায় থাকি। ও খেলতে গেলে আমার চিন্তা হয়, স্কুলে গেলে চিন্তা হয়, বেশীক্ষণ পড়ালেখা করলে আমার চিন্তা হয়। আমি ওকে নিয়ে চিন্তা করি কারণ ও এত ছোট্ট আর নাজুক...আর এই হোটেলের কিছু একটা ওর ক্ষতি করতে চাচ্ছে। এজন্যেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, জ্যাক!"

ওর হাতের আঙুলগুলো জ্যাকের কাঁধে চেপে বসল। কিন্তু জ্যাক সরে গেল না। ও একটা হাত ওয়েন্ডির ডান স্তনে রেখে আদর করল।

"ওয়েন্ডি," বলে জ্যাক একমুহূর্ত অপেক্ষা করল ওর তরফ থেকে কোন বাধা আসে কিনা দেখবার জন্যে। কিন্তু ওয়েন্ডি কিছু বলল না। জ্যাকের শক্তিশালী হাত ওর স্তনে থাকাতে ওর আরাম লাগছিল। "আমি স্নো-শু পড়ে ওকে নীচে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি। আমাদের হয়তো দুই থেকে তিনদিন লাগবে যদি তাবু,খাবার-দাবার সব ব্যাগে করে নিয়ে যাই। এ এম-এফ এম রেডিওটা তো এখনও কাজ করে, আমরা নামবার আগে আবহাওয়ার খবর জেনে নিতে পারব। কিন্তু আমরা বাইরে থাকবার সময় যদি একদিনও তুষারপাত হয়...আমরা মারা যেতে পারি।"

ওয়েন্ডির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জ্যাক এখনও ওর স্তনে আদর করছিল, ওর বুড়ো আঙুলটা ঘোরাফেরা করছিল স্তনবৃন্তের চারপাশে। ওয়েন্ডির মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙ্গানী বেরিয়ে এল। ওর আদর খেয়ে নাকি ওর কথা শুনে সেটা জ্যাক ঠিক ধরতে পারল না। জ্যাক হাত বাড়িয়ে ওয়েন্ডির টপের একটা বোতাম খুলে দিল। ওয়েন্ডি পা ভাঁজ করে বসল। হঠাৎ করে ওর কাছে নিজের জিন্স অনেক টাইট মনে হচ্ছে।

"তার মানে তোমাকে তিন দিনের জন্যে একলা ছেড়ে যাওয়া। তুমি কি তাই চাও?" জ্যাকের হাত দ্বিতীয় বোতামটাও খুলে দিল।

"না।" ওয়েন্ডি গাঢ় গলায় বলল। ও একবার ড্যানির দিকে তাকাল। নিশ্চিন্তে আঙুল চুষছে। কিন্তু ওর কেন যেন মনে হচ্ছে জ্যাক কিছু একটা চেপে যাচ্ছে...কি সেটা?"

জ্যাক বাকি দু'টো বোতাম খুলে ওয়েন্ডির উর্ধ্বাঙ্গকে নগ্ন করে দিল। একটা স্তনবৃন্তে ও নিজের জিভ ছোঁয়াল।

"আমরা যদি এখানে থেকে যাই," জ্যাক এক মুহূর্ত থেমে বলল, "তাহলে কিছুদিন পর একজন রেঞ্জার এমনিতেই আমাদের খোঁজ নিতে আসবে। তখন আমরা বললেই হবে যে আমরা নীচে যেতে চাই।" ও আবার চুমু খেল ওয়েন্ডির স্তনে।

ওয়েন্ডির মুখ থেকে অস্ফুট একটা "আহ্হ্" বেরিয়ে এল।

(আমি কি কিছু ভুলে যাচ্ছি?)

"সোনা?" ওয়েন্ডি জ্যাকের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে প্রশ্ন করল, "রেঞ্জার আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে কিভাবে?"

জ্যাক আবার উত্তর দেবার জন্যে মাথা তুলল।

"হয় হেলিকপ্টারে নয়তো স্নো-মোবিলে।"

(তাইতো!!!)

"কিন্তু একটা স্নো-মোবিল না হোটেলেই আছে? আলম্যান তো তাই বলেছিল!"

জ্যাক উঠে বসল। ওয়েন্ডির চেহারা একটু লাল হয়ে গেছে, চোখ বড় বড়, কিন্তু জ্যাকের চেহারা একদম স্বাভাবিক। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে ও এতক্ষণ কোন নীরস বই পড়ছিল।

"যদি একটা স্নো-মোবিল থেকে থাকে তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই! আমরা তিনজনই একসাথে নামতে পারব।" ওয়েন্ডি উৎফুল্ল স্বরে বলল।

"ওয়েন্ডি, আমি জীবনে কখনও স্নো-মোবিল চালাই নি।"

"জিনিসটা শিখতে তো বেশীক্ষণ লাগার কথা নয়, তাই না? আমি ছোট ছোট বাচ্চাদেরও স্নো-মোবিল চালাতে দেখেছি। আর তুমি তো মোটরবাইক চালাতে পার। স্নো-মোবিল তো অনেকটা সেরকমই।"

"ওটা এতদিন গ্যারেজে পড়ে আছে, এঞ্জিনের কি অবস্থা কে জানে? তেলও আছে কিনা দেখতে হবে। ব্যাটারিও হয়তো খুলে রাখা হয়েছে। এত বেশী আশা না করাই ভাল, ওয়েন্ডি।"

ওয়েন্ডি এখন পুরোপুরি উত্তেজিত হয়ে গেছে। ও জ্যাকের দিকে আরও ঝুঁকে এল। জ্যাকের ইচ্ছে হল ওর গলাটা টিপে দিতে। তাহলে হয়তো ওর মুখ বন্ধ হবে।

"তেল কোন সমস্যাই নয়," ওয়েন্ডি বলল। "নীচে জেনারেটরের জন্যে তেলের অনেকগুলো ক্যান রাখা আছে। আর ওই ইকুপমেন্ট শেডেও নিশ্চয়ই একটা ক্যান আছে যেটা তুমি সাথে নিয়ে যেতে পারবে।"

"হ্যা।" জ্যাক বলল। আসলে একটা নয়, তিনটে ক্যান আছে।

"ব্যাটারিও নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও রাখা আছে। কেউ তো স্পার্কপ্লাগ আর ব্যাটারি খুলে রাখলে গাড়ি থেকে খুব বেশী দূরে রাখে না।"

"হুম্‌ম্‌," জ্যাক ঘুমন্ত ড্যানির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ও ড্যানির কপাল থেকে একগোছা চুল সরিয়ে দিল। ড্যানি নড়ল না।

"তাহলে এর পরে যেদিন আবহাওয়া ভাল থাকবে সেদিন তুমি আমাদের নিয়ে বের হচ্ছ?"

"হ্যা।" জ্যাক ছোট্ট করে বলল।

ওয়েন্ডি বিছানায় শুয়ে জ্যাকের দিকে একটা অর্থপূর্ণ ভঙ্গি করল। ওর শার্টের সবগুলো বোতাম এখনও খোলা।

অনেক পরে, যখন ঘরের সবগুলো বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, ওয়েন্ডি জ্যাকের হাতের ওপর মাথা রেখে চিন্তা করছিল যে এই হোটেলে কোন খারাপ কিছু লুকিয়ে আছে কথাটা কত অবিশ্বাস্য।

"জ্যাক?"

"কি?"

"ড্যানিকে কে ব্যাথা দিয়েছে তোমার মনে হয়?"

জ্যাক সরাসরি উত্তর দিল না। "ওর ভেতরে এমন কিছু একটা আছে যা আমাদের মধে নেই। আর ওভারলুকের মধ্যেও কিছু একটা আছে।"

"ভূত?"

"জানি না। এমনিতে আমরা ভূত বলতে যা বুঝি তা তো মনে হচ্ছে না। হয়তো এখানে যারা এসে থেকেছে তাদের সবার একটা ছায়া হোটেলের ভেতর রয়ে গেছে। সেভাবে দেখতে গেলে সব হোটেলেই ভূত আছে, বিশেষ করে বড় হোটেলগুলোতে।"

"কিন্তু বাথটাবে মহিলার লাশ...ও পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো?"

জ্যাক ওয়েন্ডিকে জড়িয়ে ধরল। "এ বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে কিছু সুপ্ত মানসিক অসুখ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"কিন্তু তাহলে ওর গলার দাগগুলো কোথা থেকে এল?"

জ্যাক একটু চিন্তা করে বলল, "মধ্যযুগের মানুষের মধ্যে স্টিগমাটা নামে একটা জিনিস দেখা যেত। যারা খ্রিস্টের চিন্তায় নিজেদের সারাদিন মগ্ন থাকত, তাদের হাতে আর পায়ে যীশুর মত ক্ষত দেখা দিত। বিজ্ঞানীরা মনে করে যে ওরা খ্রিস্টের সাথে এতটা একাত্ম হয়ে যেত যে নিজেদের বিশ্বাসের জোরে ওরা ক্ষতগুলো ফুটিয়ে তুলত।"

"তোমার ধারণা ড্যানি চিন্তা করে নিজের ক্ষতগুলো তৈরি করেছে।"

"ও কিন্তু আগেও ঘোরের মধ্যে নিজেকে ব্যাথা দিয়েছে। মনে আছে, বছর দুয়েক আগে যখন আমাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল তখন ও খাবার টেবিলে হঠাৎ করে ঘোরে চলে যায়, আর ওর মাথা টেবিলের সাথে বাড়ি খায়?"

"হ্যা, তা মনে আছে..."

"আর ও বাইরে খেলতে গেলেই শরীরে কাটাছড়া নিয়ে ফিরে আসে। ওর হাঁটুতে যে কতগুলো কাটার দাগ আছে তার কোন হিসাব নেই।"

"কিন্তু ড্যানির গলার ওই দাগগুলো কারও আঙুলের দাগ, জ্যাক। আমার কোন সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে।"

"এমনও হতে পারে যে," জ্যাক বলল, "ড্যানি ঘরটায় ঢুকবার পর ঘোরে চলে যায়। তখন ওর মনে হয় ওই ঘরে যা আছে সেটা ওর ক্ষতি করছে, কিন্তু আসলে করছে ও নিজেই।"

"কথাটা শুনতেই আমার গা শিউড়ে উঠছে।"

"আমারও," জ্যাক বলল। "প্রশ্ন জাগতে পারে যে ড্যানি একটা মহিলারই লাশ দেখল কেন। সেটারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখা আছে। মৃত মহিলার ছবিটা ওর অবচেতন মন টেনে বের করেছে। লাশ মানে পুরনো স্মৃতি, লাশ মানে মৃত্যুর প্রতীক। আর যেহেতু ওর অবচেতন মন লাশটার চেহারা ধারণ করেছে, এটাও ধরে নেয়া উচিত যে নিজের অবচেতন মনের হুকুমেই ড্যানি নিজের গলা টিপে

ধরেছিল।"

"থামো জ্যাক," ওয়েন্ডি বলল। "এখন আমার মনে হচ্ছে এর চেয়ে হোটেলে ভূত থাকলেই ভাল হত। ভূতের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়। নিজের কাছ থেকে তো আর পালান যায় না। ড্যানির কি স্কিৎজোফ্রেনিয়া হয়েছে তুমি বলতে চাও?"

"খুব বিরল এক প্রকৃতির স্কিৎজোফ্রেনিয়া," জ্যাক একটু অস্বস্তির সাথে বলল। "কারণ ও আসলেই মাঝে মাঝে মানুষের মনের কথা পড়তে পারে, আর সত্যি সত্যি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।"

"যদি তোমার কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তো ওকে এই হোটেল থেকে নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি।"

"কেন? ও যদি আমার কথা শুনে ওই ঘরটায় না ঢুকত তাহলে ওর কোন সমস্যাই হত না। এভাবে দেখলে দোষটা তো আসলে ওরই, তাই না?"

"কি বলছ, জ্যাক! কেউ ওকে গলা টিপে প্রায় খুন করে ফেলেছে এটা ওর দোষ?"

"না, না, তা বলছি না, কিন্তু..."

"উহুঁ," ওয়েন্ডি জোরে মাথা দু'দিকে নাড়ল। "আমরা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি। শেষে দেখা যাবে এসব নিয়ে এত চিন্তা করতে করতে আমরা নিজেরাই ভূত দেখা শুরু করেছি।" শেষের কথাটা বলবার সময় ও একটু হাসল।

"ফালতু কথা বোল না," জ্যাক বলল। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও জ্যাকের চোখ ঘরের একটা অন্ধকার কোণার দিকে চলে গেল, যেখানকার ছায়াটা দেখতে টপিয়ারির একটা সিংহের মত লাগছে।

"তুমি আসলেই ওই ঘরটায় কিছু দেখতে পাওনি?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

ছায়াটা এবার সিংহ থেকে বদলে একটা বাথটাবের রুপ নিল, যেটার পর্দার আড়ালে কেউ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

"তুমি তো আমাদের যত তাড়াতাড়ি পার নীচে নিয়ে যাচ্ছ, চাই না জ্যাক?"

জ্যাকের হাত দু'টো আপনা-আপনি মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল।

(ঘ্যান-ঘ্যান করা বন্ধ কর!)

"বললামই তো যাব। এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর। সারাদিন অনেক ধকল গিয়েছে।"

ওয়েন্ডি জ্যাকের গালে একটা চুমু খেয়ে চোখ বন্ধ করল। "আই লাভ ইউ, জ্যাক।"

"আই লাভ ইউ টু।" জ্যাক বলল বটে, কিন্তু ওর হাত এখনও মুষ্ঠিবদ্ধ। ওয়েন্ডি একবারও ভাবেনি ওরা নীচে নামবার পর কি হবে। সবর্সাকুল্যে ওদের

কাছে আছে ষাট ডলার, ওয়েন্ডির নব্বই ডলারের এনগেজমেন্ট রিং আর একটা এ এম-এফ এম রেডিও। এগুলো দিয়ে ওরা এক মাসও চলতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। আর জ্যাকের নিজের স্বপ্নের কথা তো বাদই দাও-ওর স্বপ্ন যে ও আমেরিকার একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হবে। কথাটা মনে হতে ওর হাতের মুঠো আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল। ওর নখগুলো হাতের তালুতে দেবে যাচ্ছে। এখন জন টরেন্স দারে দারে যেয়ে সাহায্য চাইবে, নিজের পরিবারের দোহাই দেবে। প্লিজ, আর দশটা ডলার হলে আমাদের এ মাসের খাওয়াটা হয়ে যাবে। অ্যাল শকলিকে বোঝাতে হবে কেন ওরা আচমকা হোটেলকে শীতের মাঝে ছেড়ে দিয়ে চলে এল। বুঝেছিস, অ্যাল, আমার ছেলে হোটেলের একটা রুমে ভূত দেখেছে। কিন্তু তোর ছেলে রুমে ঢুকল কিভাবে? ওটা আমারই দোষ, আমার নিজের ছেলেই আমার কথা শোনে না।

ওর হাতের তালু থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। স্টিগমাটার মত। হ্যা, পুরোই স্টিগমাটার মত। ওর বৌ ওর পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। আর কেন ঘুমাবে না? ওর তো কোন চিন্তা নেই। ও আর ওর আদরের ড্যানি তো হোটেল ছেড়ে চলে যাবে কয়েকদিনে মধ্যেই।

(মেরে ফেল ওকে!)

চিন্তাটা এক ঝটকায় ওর মাথায় চেপে বসল। এখনই ও চাইলে ওয়েন্ডিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ওর ওপর চেপে বসতে পারে। ওর কণ্ঠনালীতে দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দেয়া শুরু করলে ওর মরতে কতক্ষণ লাগবে? বেশীক্ষণ নয়, জ্যাক বাজি লাগিয়ে বলতে পারে। ওয়েন্ডির মুখ থেকে রক্ত ছিটকে আসবে, আর ওর চোখ থেকে আস্তে আস্তে জীবনের আলো নিভে যাবে।

জ্যাক অন্ধকারেই হাসল। তাহলে ওকে ঠিকমত মজা দেখানো হবে। হারামজাদী।

একটা ছোট্ট শব্দ শুনে ও ঘাড় ঘোরাল। ড্যানি আবার ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করছে। একটা অস্ফুট গোঙ্গানীও বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

শব্দটা শুনে জ্যাক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল। ওর আসল চিন্তা নিজেকে বা ওয়েন্ডিকে নিয়ে হওয়া উচিত নয়। ওর চিন্তা হবে ড্যানিকে ঘিরে। ছেলেটা যাতে ভাল থাকে। ওর যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে। ও উঠে এসে ড্যানির কম্বল ঠিক করে দিল। যে করেই হোক, ড্যানিকে এই হোটেলের বাইরে নিয়ে যেতেই হবে।

এখন ও আবার শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। অদ্ভুত।

জ্যাক আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে আরও হাজারও আবোল-তাবোল চিন্তা করতে একসময় ওর চোখ বুজে এল ঘুমে।

ও চোখ মেলে দেখল যে ২১৭ নাম্বার রুমের বাথরুমে দাঁড়িয়ে আছে।

ও কি আবার ঘুমের মধ্যে হাঁটা শুরু করেছে নাকি?

ও আশেপাশে তাকাল। বাথরুমের লাইটটা জ্বলছে, যদিও বেডরুমের লাইটটা নিভিয়ে রাখা হয়েছে। বাথটাবের পর্দাটা টেনে দেয়া। টাওয়েলটা মাটিতে পড়ে আছে, ভেজা আর স্যাঁতস্যাঁতে।

ওর ভেতর একটু একটু করে ভয় ঢুকতে লাগল। কিন্তু ভয়টা আচ্ছন্ন একধরনের ভয়, স্বপ্নের মত। ওর মনে হল না যে ও জেগে আছে। কিন্তু তাও ওর ভয় যাচ্ছিল না।

ও একটানে পর্দাটা সরিয়ে দিল।

বাথটাবের পানিতে জর্জ হ্যাফিন্ডের নগ্ন, মৃত শরীর ভাসছে। একটা ছোরা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর বুকে। জর্জের চোখদু'টো বন্ধ। ওর চারপাশের পানি হালকা গোলাপী রঙ ধারণ করেছে।

"জর্জ..." জ্যাক নিজের গলা শুনতে পেল।

জর্জ চোখ মেলল। চোখগুলো মানুষের চোখের মত নয়। সম্পূর্ণ সাদা, মার্বেল পাথরের মত। জর্জ আস্তে আস্তে বাথটাবে উঠে বসল। জ্যাক খেয়াল করল যে ওর বুকের ক্ষত থেকে কোন রক্ত বের হচ্ছে না।

"আপনি ইচ্ছা করে আগে ঘণ্টা বাজিয়েছেন।"

"না, জর্জ, আমার কথা শোন–"

"আমি তোতলাই না।"

জর্জের মুখে একটা বিকৃত, বাঁকা হাসি দেখা দিল। ওর একটা পা বাথটাব থেকে বেরিয়ে থপ করে মেঝের ওপর পড়ল। পানিতে ভিজে পায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে।

"প্রথমে তুমি আমার সাইকেলকে গাড়ি চাপা দিয়েছ, তারপর আগে ঘণ্টা বাজিয়েছ, আর এখন আমাকে তুমি ছুরি মেরে খুন করতে চাও?" জর্জ এগিয়ে এল জ্যাকের দিকে। ওর হাতে আঙুলগুলো বাঁকা, নখগুলো পচে গেছে। ওর শরীর থেকে শ্যাওলার গন্ধ ভেসে আসছিল।

"আমি তোমার ভালর জন্যেই আগে ঘণ্টা বাজিয়েছিলাম..." জ্যাক এক পা পিছিয়ে গেল। "আর আমি জানি শেষ ডিবেটটায় তুমি চিটিং করেছ।"

"আমি চিটিং করি না।আমি তোতলাই না।"

জর্জের হাত জ্যাকের গলা ছুঁল।

জ্যাক ঘুরে দৌড় দিল। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়ানোর পরও ওর মনে হল ও খুব আস্তে আস্তে আগাচ্ছে। ও বেডরুমে এসে ঢুকল।

"তুমি চিটিং করেছ!" জ্যাক রাগে, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "আমি তোমাকে প্রমাণ দেখাব!"

জর্জের আঙুল আবার ওর গলাকে ঘিরে ধরল। ওর বুক এত জোরে ধ্বকধ্বক করছিল যে ওর মনে হচ্ছিল ওর হৃৎপিন্ড পাঁজর ফেঁটে বেরিয়ে আসবে।

অবশেষে জ্যাকের হাত দরজার নব পর্যন্ত পৌঁছাল। এক টানে দরজাটা খুলে ও বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরে করিডর নয়, বেসমেন্ট। বেসমেন্টের মলিন হলুদ আলোটা মাথার ওপরে জ্বলছে। আর চারদিকে, যতদুর চোখ যায়, বাক্সের পর বাক্সভর্তি কাগজ আর কাগজ।

জ্যাক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। "দাড়াও,আমি এখনই প্রমাণটা খুঁজে বের করছি!" ও হাত দিয়ে একটা বাক্স তুলতে গেল। কিন্তু ছোঁবার সাথে সাথে বাক্সটা ছিঁড়ে একগাদা কাগজ মাটিতে পড়ল।

জর্জের হাত আবার ওর গলায় এসে পড়ল। এবার জ্যাক আর ভয় পেল না। ও এক ঝটকায় ঘুরে জর্জের মুখোমুখি হল, ওর চোখে হিংস্র দৃষ্টি। ওর হাতে কে যেন একটা ছড়ি ধরিয়ে দিল। দেখতে ঠিক ওর বাবা যে ছড়িটা নিয়ে হাঁটত তেমনি।

জ্যাক ছড়িটা শক্ত করে দু'হাতে ধরে মাথার ওপরে তুলল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল জর্জের মুখের ওপর। জর্জের মাথা ফেঁটে রক্ত বেড়িয়ে এল। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে।

"প্লিজ, মিস্টার টরেন্স," জর্জ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "মাফ করে দিন আমাকে।"

জ্যাক আবার ছড়িটা তুলল। তারপর আবার নামিয়ে আনল জর্জের মুখে। আবার। আবার। আবার।

জ্যাক থামল। ও জোরে জোরে দম নিচ্ছে। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস ওর চোখে পড়ল। ওর হাতের ছড়িটা বদলে একটা রোকে খেলার হাতুড়ির রুপ নিয়েছে।

যাকে ও এতক্ষণ মারছিল সে আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল। রক্তে ঢাকা চেহারাটা এখন আর চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু ছেলেটা অস্ফুট গলায় একটা কথা বলল : "বাবা–"

ড্যানি?

হে ঈশ্বর, না, না, না-

জ্যাক জেগে উঠল। ও ড্যানির বিছানার সামনে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সারা শরীর ঘামে ভেজা। ও ড্যানির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল :

"না ড্যানি। কক্ষনও নয়। আমি এমন কখনও হতে দেব না।"

ও কাঁপা কাঁপা পায়ে নিজের বিছানায় ফিরে গেল।

অধ্যায় ৩৩

স্নো-মোবিল

ইকুইপমেন্টের শেডের জানালা দিয়ে বাইরের মৃদু রোদটা জ্যাকের পিঠে এসে পড়ছিল। কাল সারারাত তুষারপাত হবার পর আজকে সকালে আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে।

ইকুইপমেন্ট শেডটা হচ্ছে একটা ছোট ঘর, যেখানে হোটেলের কিছু সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতি রাখা থাকে। এখানে হেজ-ক্লিপার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাইজের শাবল পর্যন্ত সবই আছে। একপাশে তিনটে টেবিল টেনিস খেলার টেবিলও রাখা ছিল।

জ্যাক হেঁটে টেবিলগুলোর কাছে গেল। টেবিলগুলোর পাশে, মেঝেতে রোকে খেলার সরঞ্জাম স্তূপ করে রাখা হয়েছে। তার দিয়ে একে অপরের সাথে বেঁধে রাখা কয়েকটা উইকেট, কয়েকটা বড়, রঙচঙ্গে কাঠের বল আর দুই সেট হাতুড়ি।

জ্যাক হাতুড়িগুলো দেখে এগিয়ে এল। ও ঝুঁকে একটা হাতে তুলে নিল। হাতুড়িগুলোর হাতল বেশী লম্বা নয়। ও গোলাকার নিজের চোখের সামনে ধরে ভ্রু কুঁচকে দেখতে লাগল।

ওর স্বপ্নটা এখন আর ওর ভাল করে মনে নেই। জর্জ হ্যাফিল্ড আর ওর বাবার ছড়ি নিয়ে কিছু একটা। তাও, জ্যাকের ভেতর কেন যেন রোকের হাতুড়িটা ধরবার পর থেকেই অপরাধবোধ দেখা দিয়েছে। ও অনুভূতিটাকে পাত্তা দিল না।

রোকে একসময় বনেদী খেলা ছিল। শুধু রাজা-জমিদারদেরই রোকে কোর্ট বানাবার মত যথেষ্ট জমি ছিল। এখন অবশ্য রাজা-রাজড়াদের দিন চলে গেছে। তাও, এখন চোখের সামনে সরঞ্জামগুলো দেখে জ্যাকের আপনাআপনিই শ্রদ্ধা হচ্ছে। ওর মনে পড়ল যে ও বেসমেন্টে একটা ছাতা পড়া রোকে খেলার নিয়ম-কানুনের বই দেখেছে। ওখানে লেখা ছিল যে ১৯২০ এর দিকে ওভারলুকে একটা রোকে টুর্নামেন্ট হয়েছে।

জ্যাক হাতুড়িটা দেখতে দেখতে মৃদু হাসল। জিনিসটার একটা মুখ নরম, কিন্তু আরেকটা মুখ প্রচণ্ড শক্ত। রোকে খেলতে একদিকে যেমন সুক্ষ্যতা আর

তীক্ষ্ণ চোখ দরকার, তেমনই শক্তিও দরকার।

খেলাই বটে একটা।

ও হাতুড়িটা দিয়ে বাড়ি মারার ভঙ্গি করল। হাতুড়িটা বাতাসে কেটে যাবার সময় যে শীষ তুলল সেটা শুনে জ্যাকের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

ও হাতুড়িটা আগের জায়গায় রেখে দিল। অনেক হয়েছে।

ও এবার মনোযোগ দিল এখানে ও যে উদ্দেশ্যে এসেছে, সেটাতে। স্নো-মোবিলটা শেডের একদম মাঝখানে রাখা। বেশ নতুন, এক দেখাতেই বোঝা যায়। গায়ে ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙ করা, মাঝামাঝি দু'টো লম্বা কালো দাগ চলে গেছে। নীচ থেকে যে স্কি দু'টো বেরিয়ে এসেছে সেগুলোও কালো রঙের। জ্যাকের রঙটা মোটেও পছন্দ হল না। সকালের ম্লান আলোতে হলুদ-কালো স্নো-মোবিলটাকে দেখতে একটা বিশাল বোলতার মত লাগছে।

ও নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের ঠোঁট মুছল। বাইরে একটা জোরালো বাতাস বয়ে গেল, যেটার ধাক্কায় জরাজীর্ণ ইকুপমেন্ট শেডটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে নড়ে উঠল। জ্যাক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল যে বাতাসটা একগাদা তুষার উড়িয়ে আকাশটাকে প্রায় সাদা করে দিয়েছে।

ও আবার চোখ ফিরিয়ে আনল স্নো-মোবিলটার দিকে। জিনিসটাকে ও যত দেখছে ওর ততই অপছন্দ হচ্ছে। এমনিতেই স্নো-মোবিল ওর খুব প্রিয় কোন বস্তু নয়। শীতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এই অপদার্থ যানবাহনগুলো। ধোঁয়া উড়িয়ে কালো করে দেয় গাছের পাতা।

ওর খবরে পড়া একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একটা ছেলে গভীর রাতে অনেক জোরে স্নো-মোবিল চালাচ্ছিল। ওর হেডলাইট বন্ধ করা ছিল। একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে চালাতে চালাতে ওর সামনে একটা তার এসে পড়ে, যেটা ও অন্ধকারে দেখতে পায়নি। ওর শরীর সোজা তার ভেদ করে চলে যায়, মাথাটা পড়ে থাকে রাস্তায়।

(ড্যানির চিন্তা না থাকলে আমি এতক্ষণে একটা হাতুড়ি নিয়ে স্নো-মোবিলটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম)

জ্যাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না। ওয়েন্ডি ঠিকই বলেছে। এই স্নো-মোবিলটা ওদের নীচে যাবার শেষ ভরসা। এটাকে নষ্ট করা আর ড্যানিকে মেরে ফেলা একই কথা।

"কপাল!" জ্যাক জোরে বলে উঠল।

ও স্নো-মোবিলের তেলের ট্যাংকের ক্যাপটা খুলে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, কতখানি তেল আছে বুঝবার জন্যে। খুব বেশী নেই, কিন্তু চলবে। দরকার হলে ও হোটেলের ট্রাক অথবা নিজের ভোক্সওয়্যাগন থেকে তেল বের করে নেবে।

ও এবার হুডটা খুলে দেখল এঞ্জিনের কি অবস্থা। না, আসলেই ব্যাটারি আর স্পার্কপ্লাগ খুলে রাখা হয়েছে।

ও ইকুউইপমেন্ট শেডের এদিকে ওদিকে খুঁজে দেখতে দেখতে একটা তাকের ওপর একটা বাক্স দেখতে পেল। বাক্সটা নাড়াতে ভেতর থেকে ধাতব কিছুর আওয়াজ ভেসে এল। স্পার্কপ্লাগ।

ও একটা টুল টেনে স্নো-মোবিলের পাশে বসল। তারপর একে একে চারটা স্পার্কপ্লাগ বাক্স থেকে বের করে এঞ্জিনে জায়গামত লাগিয়ে দিল।

এবার ব্যাটারি খোঁজার পালা। প্লাগগুলো ও যত সহজে পেয়ে গিয়েছিল ব্যাটারি অত সহজে পাওয়া গেল না। জ্যাকের অবশ্য তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। বরং ব্যাটারিটা না পাওয়া গেলেই ভাল। ওর ওপর থেকে একটা কঠিন সিদ্ধান্তের বোঝা নেমে যায় তাহলে।

পুরো ঘরে খুঁজেও কোন ব্যাটারি পাওয়া গেল না। কেউ হয়তো জিনিসটা নিয়ে গেছে। হয়তো ওয়াটসন নিজেই সুযোগ বুঝে হোটেল বন্ধ হবার দিন ব্যাটারিটা লোপাট করেছে।

যাক, এখানেই তাহলে ওদের নীচে নামবার অভিযানে সমাপ্তি। যেয়ে ওয়েন্ডিকে এখন খবরটা জানাতে হবে। বেরোবার আগে জ্যাক স্নো-মোবিলটার গায়ে দড়াম করে একটা লাথি মারল, আর সেই লাথির ঠেলায় ও যে টুলটায় বসে ছিল সেটা উলটে পড়ল।

বাক্সটা টুলটার ঠিক নীচেই রাখা ছিল।

জিনিসটা দেখে জ্যাকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

(আমি যা চাই সেটা কখনও হয় না!)

ঠিক যখন ও ভেবেছিল যে জিনিসটা নিয়ে ওর আর মাথা ঘামাতে হবে না, তখনই ওর কপাল ওকে মনে করিয়ে দিল যে ও কখনও খুশি থাকতে পারবে না।

না, এটা অবিচার। জ্যাক এটা নিজের সাথে হতে দেবে না। এই একবার জ্যাক টরেন্স জিতবে, ওর পোড়া কপাল নয়। জ্যাক মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ও বলবে যে ও ব্যাটারি খুঁজে পায়নি।

কিন্তু দরজাটা খুলবার সাথে সাথে একটা দৃশ্য ওকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করল। ড্যানি হোটেলের পোর্চে দাঁড়িয়ে একটা তুষারমানব বানাবার চেষ্টা করছে। যদিও বরফটা ঠিকমত মানুষের চেহারা নিতে রাজি হচ্ছিল না, তাও ড্যানি বারবার চেষ্টা করছে মাথাটায় একটা নাক বসাবার।

ঝকঝকে সাদা বরফ আর সাদা আকাশের নীচে ছোট্ট একটা ছেলে।

(কিভাবে তুমি ভাবলে যে তুমি ওকে মিথ্যা কথা বলবে?)

জ্যাকের হঠাৎ করে মনে পড়ল যে ও কাল রাতে ওয়েন্ডিকে মেরে ফেলার

কথা ভাবছিল। ও নিজের বৌকে গলা টিপে খুন করতে চেয়েছিল।

তখন, ঠিক তখন জ্যাক বুঝতে পারল যে ওভারলুক শুধু ড্যানির সাথেই ছলনা করছে না, ওর সাথেও করছে। ড্যানির মানসিকতাকে এখনও ওভারলুক বিকৃত করতে পারে নি, কিন্তু জ্যাকেরটা ঠিকই করেছে।

ও মুখ তুলে ওভারলুকের দিকে তাকাল। ওর মনে হল হোটেলের দু'পাশের জানালাগুলো দু'টো চোখ, আর চোখ দু'টো সরাসরি জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে।

জ্যাকের মাথা এখন পরিষ্কার কাজ করছে। ও হোটেলের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। হোটেলটা ড্যানিকে চায়। হয়তো ওদের সবাইকেই, কিন্তু ড্যানিকে সবচেয়ে বেশী। টপিয়ারির জন্তুগুলো আসলেই ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল, ২১৭ নাম্বার রুমে আসলেই এক মৃত মহিলার আত্মা থাকে...এমনিতে সেই আত্মার হয়তো কারও ক্ষতি করবার শক্তি নেই, কিন্তু ড্যানির অদ্ভুত ক্ষমতা তাকে জাগিয়ে তুলেছে। আরও কতগুলো আত্মা আছে এই হোটেলে? ওয়াটসন বা আলম্যান কেউ একজন ওকে বলেছিল যে রোকে কোর্টে একজন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যায়...চারতলায় একজন খুন হয়...আরও কতজন মারা গেছে এই হোটেলে? গ্রেডি কি হোটেলের কোন এক অন্ধকার কোণায় কুড়াল হাতে অপেক্ষা করছে, ড্যানি কখন ওকে জাগিয়ে তুলবে তার জন্যে?

ড্যানির গলায় আঙণলের দাগ

রেডিওতে জ্যাকের বাবার গলা

প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন

বেসমেন্টে খুঁজে পাওয়া স্ক্র্যাপবুক

ধাঁধার সবগুলো অংশ জ্যাকের মাথায় এক এক করে মিলে গেল। ও এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে আবার ইকুইপমেন্ট শেডের ভেতরে গিয়ে বাক্স থেকে ব্যাটারিটা টেনে বের করল। শেডের তাকগুলো থেকে খুঁজে বের করল একটা রেঞ্চ। তারপর দশ মিনিট এঞ্জিনের সাথে জোরাজুরি করে ব্যাটারিটা জায়গামত লাগিয়ে দিল।

ওরা যদি থেকে যায় তাহলে ওভারলুক ওদেরকে নিয়ে এই ইঁদুর-বেড়াল খেলা চালিয়েই যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা একজন আরেকজনকে মেরে না ফেলে, আর ওভারলুকের শত শত অপঘাতে মৃত আত্মার সাথে যোগ দেয়। এখানে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

(কিন্তু আমার এখনও যেতে ইচ্ছা করছে না!)

জ্যাক জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল, আর ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার মত কুয়াশা। ও যখন প্রথম এখানে এসেছিল ওর মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যে পুরো শীতকালটা এখানেই কাটাবে। এমনকি

ওয়েন্ডি যখন বারবার নীচে যাবার কথা বলা শুরু করেছিল তখনও জ্যাকের সিদ্ধান্ত বদলায়নি। হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়া মানে ওদের পরিবারের পথে বসে যাওয়া। জ্যাক আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর এখন মনে হচ্ছে হোটেলের আসল রুপটা ও না দেখলেই ভাল হত। ওর নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে যেমন বোঝা যাচ্ছিল না কে ঠিক আর কে ভুল, তেমনি জ্যাক বুঝতে পারছে না ওর এই পরিস্থিতিতে কে ঠিক, ওয়েন্ডি, যে নীচে যেতে চায় বর্তমানের বিপদ এড়াতে, নাকি জ্যাক, যে হোটেলে থাকতে চায় ভবিষ্যতের বিপদের কথা চিন্তা করে।

ভাবতে ভাবতে জ্যাকের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল।

সবকিছু আসলে ড্যানিরই দোষ। ওকে বরফে খেলতে দেখার আগে তো জ্যাকের মনে কোন প্রশ্ন ছিল না? ওর ওই অভিশপ্ত ক্ষমতা, জ্যোতি না কি যেন, ওটার জন্যেই এত অসুবিধা হচ্ছে। ও না থাকলে জ্যাক আর ওয়েন্ডির পুরো শীতকাল এখানে কাটাতে কোন সমস্যাই হত না।

(যেতে ইচ্ছা করছে না? নাকি পারবে না?)

ওভারলুক চায় না যে ওরা চলে যাক, আর জ্যাকও চায় না। ড্যানিও হয়তো চায় না। কে জানে, ও হয়তো এখন ওভারলুকেরই একটা অংশ হয়ে গেছে। হোটেলটা তো জানে যে ও একজন লেখক। হয়তো ওভারলুক চায় যে জ্যাক হোটেলের ইতিহাস মানুষের সামনে নিয়ে আসুক। আর ওর ছেলে আর বৌ যদি ওকে এটা করতে বাধা দেয়, তাহলে ওদের খতম করে দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই...

জ্যাকের মাথাব্যাথা একটু একটু করে ফিরে আসছে। আসল প্রশ্ন তো একটাই, তাই না? ওরা কি থাকবে, না যাবে?

ওরা হোটেল ছেড়ে চলে গেলে কয়দিন টিকবে? জ্যাকের চোখের সামনে আবার ওই দৃশ্যটা ফুটে উঠল : টরেন্স পরিবারের যাবার কোন জায়গা নেই, মানুষের কাছে চেয়েচিন্তে দিন কাটাতে হচ্ছে।

"যাই করি, আমাকেই হারতে হবে।" জ্যাক মৃদু স্বরে বলল।

হঠাৎ করে জ্যাক স্নো-মোবিলটার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর একটানে ইঞ্জিন থেকে ব্যাটারিটা খুলে ফেলল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে ও শেডের পেছনের দরজাটা খুলল। এখানে দুই দরজাটা থেকে দুই ফিট দূরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়। জ্যাক পাহাড়ের মুক্ত, তাজা বাতাসে লম্বা একটা শ্বাস নিল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাটারিটা ছুঁড়ে মারল পাহাড়ের নীচে।

হোটেলে ফিরে যাবার আগে পোর্চে দাঁড়িয়ে জ্যাক কিছুক্ষণ ড্যানিকে তুষারমানব বানাতে সাহায্য করল।

অধ্যায় ৩৪

টপিয়ারি

নভেম্বর ২৯, থ্যাংকসগিভিং উৎসবের তিনদিন পর। টরেন্স পরিবারের জন্যে উৎসবটা ভালই কেটেছে। ডিক হ্যালোরান ওদের জন্যে যে তিতিরটা রেখে গিয়েছিল ওয়েন্ডি সেটাকে রোস্ট করেছে। রোস্টটা এত বড় ছিল যে তিনজন মিলেও শেষ করতে পারে নি।

ড্যানির গলার দাগগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়েছে। টরেন্স পরিবারের মনে যে চাপা ভয় বসে গিয়েছিল তাও যেন আস্তে আস্তে কেটে গিয়েছে। থ্যাংকসগিভিং এর দিন বিকালে ওয়েন্ডি ড্যানিকে নিয়ে বাইরে বরফে খেলা করছিল, আর জ্যাক ভেতরে নিজের নাটক নিয়ে বসেছিল। নাটকটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

"তোমার কি এখনও ভয় হয়, ডক?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"হ্যা," ড্যানি ছোট করে উত্তর দিল। "কিন্তু এখন আমি ওসব জায়গায় আর যাই না যেখানে আমার ক্ষতি হতে পারে।"

"তোমার বাবা বলেছে যে কিছুদিন পর রেঞ্জাররা আমাদের খোঁজ নিতে আসবে। তখন হয়তো আমি আর তুমি নীচে চলে যাব। তোমার বাবা শীত শেষ করে আসবে। ড্যানি...আমাদের কোন উপায় নেই। আরও কিছুদিন এখানে থাকতেই হবে।"

"আচ্ছা," ড্যানি ভাবলেশহীন গলায় উত্তর দিয়েছিল।

এখন, থ্যাংকসগিভিং এর তিনদিন পর একটা সুন্দর বিকালে, বাবা আর আম্মু নিজেদের রুমে শুয়ে আছে। ওরা দু'জন এখন আগের মত খুশি আছে, ড্যানি জানে। আম্মু এখনও একটু একটু ভয় পায়, কিন্তু বাবার মনের অবস্থাটা অদ্ভুত। যেন বাবাকে খুব কঠিন কোন কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু যা করেছে সেটা নিয়ে বাবা খুশি। জিনিসটা যে কি ড্যানি সেটা এখনও বুঝতে পারছিল না। দুইবার ড্যানি চেষ্টা করেছে গভীর মনোযোগ দিয়ে বাবার মনের কথা পড়তে, আর দুইবারই একটা ছবির চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পায়নি। একটা কালো অক্টোপাসের মত প্রাণী, নীল আকাশকে ঢেকে ফেলছে। এরপর ড্যানি

চেষ্টা করা বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ দুইবারই ও খেয়াল করেছে যে বাবা ওর দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে আছে, যেন সে জানে ড্যানি কি করতে চায়।

এখন ড্যানি বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। বুট, স্নো-শু, ভারী জ্যাকেট আর স্কী-মাস্ক পড়া ড্যানিকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না।

ও এখন প্রায়ই হোটেলের পেছনের খোলা জায়গাটায় খেলতে যায়। বাইরে থাকলে ওর মনে হয় ওর ওপর থেকে একটা ছায়া সরে গেছে, ওর কাঁধ থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে।

আজকেও ওর হোটেলের পেছনেই যাবার কথা ছিল, কিন্তু একটা কথা মনে পড়াতে ড্যানি থেমে গেল। এখন বিকাল হয়ে গেছে। তারমানে হোটেলের পেছনদিকটা হোটেলের ছায়ায় ঢেকে গেছে। একমুহূর্ত চিন্তা করে ড্যানি সিদ্ধান্ত নিল যে ও আজকে হোটেলের সামনেই খেলবে। টপিয়ারির সামনে যে প্লেগ্রাউন্ড আছে সেখানে।

ডিক হ্যালোরান যদিও ওকে টপিয়ারিতে যেতে মানা করেছিল, ড্যানির কখনওই ওই উদ্ভট ঝোপজন্তুগুলোকে দেখে ভয় লাগেনি। তাছাড়া এখন ওগুলো সব তুষারে প্রায় ডুবে গিয়েছে। শুধু কয়েকটা পশুর মাথা বরফ ভেদ করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, অন্যগুলোকে তো দেখাই যায় না।

ড্যানি হোটেলের সামনের দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এল। ওর স্নো-শু পড়ে হাঁটতে তেমন অসুবিধা হয় না, কিন্তু ও এখনও ছোট দেখে বেশীক্ষণ হাঁটলে ওর পা ব্যাথা হয়ে যায়। তাই ও কিছুক্ষণ পর পর থেমে থেমে হাঁটে।

প্লেগ্রাউন্ড পর্যন্ত পৌঁছাবার পর ড্যানি দেখতে পেল যে বরফে ঢেকে যাবার পর জায়গাটাকে আরও সুন্দর লাগছে দেখতে। দোলনাগুলো যে শেকল থেকে ঝোলে সেগুলো জমে স্থির হয়ে গেছে। লুকোচুরি খেলার জন্যে যে জাঙ্গল জিমটা আছে সেটাকে মনে হচ্ছে বরফে লুকনো কোন প্রাচীন গুহা, আর ওভারলুকের মডেলটার চিমনিগুলো বাদে বাকি সবকিছু বরফের নীচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে জায়গাটাকে রুপকথার বইয়ের কোন ছবির মত দেখাচ্ছিল।

প্লেগ্রাউন্ডটার একপাশে দু'টো রঙ্গিন সিমেন্টের সুরঙ্গ আছে, যেখানে বাচ্চারা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে বা বের হতে পারবে। সুড়ঙ্গে ঢুকবার মুখগুলো এখনও বরফে ডুবে যায়নি। ড্যানি নীচু হয়ে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। ওর নিজেকে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী মনে হচ্ছিল, যারা বরফে ঢাকা পর্বতের চূড়ায় কোন গুহার ভেতর মশাল জ্বালিয়ে থাকে।

সুরঙ্গ থেকে বের হবার মুখটা বরফে একদম চাপা পড়ে গেছে। ড্যানি হাত দিয়ে বরফটা খুঁড়ে রাস্তা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল। একবার চেষ্টা করেই ও থেমে গেল। এখানকার বরফ খুঁড়ে বের হবার শক্তি বাবারও আছে

কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ ড্যানির খেয়াল হল যে ও একটা সরু টানেলের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে, যেটার সামনে দিয়ে বের হবার কোন রাস্তা নেই। কথাটা মনে হবার সাথে সাথে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও এখানে একদম একলা, বাবা-মা হোটেলের ভেতর ঘুমিয়ে আছে, আর ওভারলুক ড্যানিকে পছন্দ করে না।

ও কোনমতে নিজের শরীরকে মুচড়ে উল্টোদিকে ঘোরাল, ও যেদিক দিয়ে ঢুকেছে সেদিকে। তারপর দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে ও মুখের সামনে চলে এল। ঠিক যখন ও সুড়ঙ্গ থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন ওপর থেকে একরাশ বরফ পড়ে সুড়ঙ্গের এ মুখটাও বন্ধ করে দিল।

একমুহূর্তের জন্যে ড্যানি এত ভয় পেল যে ওর দম বন্ধ হয়ে গেল।

আমি এখানে আটকে গেছি! এখন এই অন্ধকারেই আমাকে মরতে হবে! এই অন্ধকারে একা একা-

এখানে ও একা নয়। সুড়ঙ্গে অন্য কিছু একটা আছে।

ড্যানির মনে হচ্ছিল ভয়ে ওর বুক ফেটে যাবে। হ্যা, কোন সন্দেহ নেই। কোন ভয়ংকর কিছু যেটা ওভারলুক এতদিন সামনে আনেনি, কিন্তু এখন ড্যানিকে অসহায় দেখে লেলিয়ে দিয়েছে। জিনিসটা কি হতে পারে? একটা বিশাল মাকড়সা? নাকি হিংস্র একদল ইঁদুর যেগুলো ড্যানিকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে? নাকি...কোন বাচ্চার লাশ, যে আগে ওর মতই এখানে আটকা পড়ে মারা গিয়েছিল?

ড্যানি পেছন থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল। কোনকিছুর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসার শব্দ।

ওর সামনে একটাই রাস্তা আছে। ও প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে সামনের বরফটা খুঁড়তে শুরু করল। এখানে যে বরফটা রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে সেটা অন্যপ্রান্তের বরফের মত শক্ত নয়। ও মিনিটখানেক খুঁড়বার পর বরফ ভেদ করে বাইরের আলো দেখা দিল। আলোটা দেখে ড্যানির সাহস বেড়ে গেল। ও দুই হাত মাথার সামনে রেখে সর্বশক্তি দিয়ে ডাইভ দিল সামনে।

এক লাফে ড্যানির শরীর সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এল। ও রোদে কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করল। ও উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জাঙ্গল জিমটার কাছে গেল। ওর একটা স্নো-শু ডাইভের কারণে প্রায় খুলে গিয়েছে। ও বসে সেটাকে ঠিক করল। এরমধ্যে একমুহূর্তের জন্যেও ও সুড়ঙ্গের মুখ থেকে চোখ সরায়নি। ভেতরের জিনিসটা কি ওর পিছে পিছে বেরিয়ে আসবে?

অনেকক্ষণ যাবত কিছুই হল না। ড্যানি আস্তে আস্তে শান্ত হল। হয়তো ভেতরের জিনিসটা সূর্যের আলো ভয় পায়।

(যাক আমি ঠিক আছি আর কোন ভয় নেই আমি এখনই হোটেলে ফেরত যাচ্ছি)

ওর পেছনে থপ করে একটা শব্দ হল।

ড্যানি এক ঝটকায় মাথা ফেরাল পেছনে। কিন্তু পিছে তাকাবার আগেই ও বুঝতে পেরেছে এটা কিসের শব্দ। হোটেলের ছাদ থেকে যখন ঝুপ করে মাটিতে একরাশ বরফ পড়ে তখন এরকম শব্দ হয়। টপিয়ারিতে কিছু একটা ঝাড়া দিয়ে নিজের শরীর থেকে বরফ ফেলে দিয়েছে।

কুকুরটা। যখন ড্যানি প্লেগ্রাউন্ডে আসে, তখন বরফের নীচে কুকুরের আকৃতিতে কাটা ওই ঝোপটা পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছিল। এখন কুকুরটার গায়ে কোন তুষার নেই, সাদা প্লেগ্রাউন্ডে সবুজ আকৃতিটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

ড্যানি এবার অতটা ভয় পেল না। ও এখন বাইরে, রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অন্ধকার সুড়ঙ্গে নয়। আর ওটা একটা কুকুর ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া আজকে অনেক রোদ উঠেছে। এমনও তো হতে পারে রোদের তাপেই বরফটা ঝরে পড়েছে?

এমন সময় ওর সুড়ঙ্গের মুখটায় আবার চোখ পড়ল। ও যা দেখল তাতে ও আবার স্থির হয়ে গেল। ও সুড়ঙ্গের মুখের বরফে যে গর্তটা খুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে সেখানে কিছু একটা নড়ছে। একটা হাত। কোন বাচ্চার হাত...?

ড্যানির এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হল ও আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, ২১৭-তে যেমন হয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। না, এখন ওর সজাগ থাকতে হবে। যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। সমস্ত মনোযোগ এ চিন্তাটায় দাও, অন্য কিছুতে নয়।

আবার পেছনে ঝুপ করে বরফ ঝরে পড়ার শব্দ হল। ও ঘুরে দেখল যে এবার একটা সিংহের শরীর থেকে ঝরেছে। সিংহটা মনে হল আগের জায়গা থেকে একটু এগিয়েও এসেছে। এখন প্লেগ্রাউন্ডের গেটের একদম কাছাকাছি।

আবার ভয় মাথাচাড়া দেবার আগেই ড্যানি ওটাকে দমন করল। ওর এখান থেকে পালাতে হবে।

ও ঠিক করল ও প্লেগ্রাউন্ডের সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে ঘুরে বের হবে। ও মাটির দিকে তাকিয়ে নিজের স্নো-শুগুলোর দিকে মনোযোগ দিল। আগাও, এক পা সামনে। তারপর আরেক পা। আরেক পা।

হাঁটতে হাঁটতে ও প্লেগ্রাউন্ডের অন্যপ্রান্তের বেড়াটার কাছে এসে পড়েছে। এখানে উঁচু হয়ে বরফ জমেছে। ওর বেড়া টপকাতে অসুবিধা হল না।

ওর ডান দিক থেকে আবার শব্দটা ভেসে এল। বরফ ঝরে পড়ার শব্দ। এবার ও ঘুরে দেখল দ্বিতীয় সিংহটাও এগিয়ে এসেছে। ওদের কোটর চোখগুলো ড্যানির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কুকুরটাও মাথা

ফিরিয়েছে ওর দিকে।

(আমি যখন তাকাচ্ছি না শুধু তখনই ওরা নড়তে পারছে-)

(তুমি একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী মনে রেখ ভয়ের কিছু নেই)

ড্যানির মনে হচ্ছিল ভয়ে, ঠাণ্ডায় ওর হাত পা অসাড় হয়ে গেছে। তারপর ওর মনে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতরের জিনিসটার কথা, আর ও আবার তৈরি হল এখান থেকে পালাবার জন্যে।

ও আস্তে আস্তে আবার হাঁটতে শুরু করল, বরফের ওপরে স্নো-শু পরে দৌড়নো সম্ভব নয়। ওর এখন ক্লান্তও লাগছে, আর অনেকক্ষণ স্নো-শু পড়ে থাকলে ওর পায়ে যে ব্যাথাটা দেখা দেয় সেটা শুরু হয়ে গেছে। সামনে ওভারলুক হোটেল যেন ওর জানালা চোখগুলো দিয়ে ড্যানির দিকে তাকিয়ে আছে, ও কি করবে তা দেখার জন্যে।

ড্যানি আরেকবার নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল। প্রথম সিংহটা আরও এগিয়ে এসেছে। ওটার দাঁড়াবার ভঙ্গিও বদলে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে ওটা লাফ দেবার জন্যে প্রস্তুত করছে নিজেকে।

ড্যানি মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল। আর পিছে ফেরা যাবে না। কিভাবে পালাবে এখান থেকে শুধু সেটার ওপর মনোযোগ দাও। আরেকটা পা ফেল সামনে। আরেকটা পা।

ড্যানি এখন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে সামনে আগাতে, কিন্তু ওর গতি বাড়ছে না। ওর দুই পায়ের গোড়ালীর ওপর চিনচিন করছে।

অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও ও ঘাড় ঘোরাল পেছন দিকে। সিংহটা এখন ওর থেকে মাত্র পাঁচ ফিট দূরে। জন্তুটার মুখ হা হয়ে ভেতরে চোখা চোখা দাঁতের মত ডাল দেখা যাচ্ছে।

এবার ড্যানি সবকিছু ভুলে দৌড় দেবার চেষ্টা করল সামনের দিকে। অন্ধের মত ও হাত ছুঁড়তে ছুড়তে আগাল সামনে, ওর পায়ের ব্যাথা ভুলে গিয়ে। ও পোর্চের একদম কাছে চলে এসেছে এখন।

ও পোর্চের সিঁড়িতে আছড়ে পড়ল, ওর গলা থেকে বেরিয়ে এল একটা নিঃশব্দ চিৎকার। ওর পেছন থেকে ফড়ফড় করে কাপড় ছেড়ার শব্দ ভেসে এল। আরও একটা শব্দ হয়েছে ড্যানির মনে হল, কিন্তু সেটা পেছন থেকে এসেছে না ওর কল্পনা থেকে ড্যানি এখনও বুঝতে পারছিল না।

একটা চাপা গর্জন।

রক্তের গন্ধ ভেসে এল ওর নাকে।

ড্যানি ফোঁপাতে শুরু করল। ওর পিছে তাকাবার আর সাহস নেই।

ও কতক্ষণ ওখানে শুয়ে ছিল ও জানে না। একসময় ওর সামনে হোটেলের দরজাটা এক ঝটকায় খুলে গেল, আর জ্যাক বেরিয়ে এল ভেতর

থেকে। ওর পরনে শুধু একটা জিন্সের প্যান্ট আর স্যান্ডেল। ওর পেছনে ওয়েন্ডি।

"ড্যানি!" ওয়েন্ডি ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল।

"ডক! ড্যানি, কি হয়েছে তোর?" জ্যাক ছুটে এসে ওকে কোলে তুলে নিল। ড্যানি দেখল যে ওর প্যান্টের পেছনদিকে, হাঁটুর ঠিক নীচে, কিছু একটা থাবা মেরেছে। প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে, আর ওর চামড়ায় ধারালো নখের দাগ। ও প্লেগ্রাউন্ডের দিকে তাকাল। বরফে সবগুলো পশু ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু কয়েকটার মাথা বেরিয়ে আছে তুষার ভেদ করে।

অধ্যায় ৩৫

লবিতে

ড্যানি নিজের বাবা-মাকে সবকিছুই খুলে বলল, শুধু সুড়ঙ্গের ভেতর কি হয়েছিল সেটা বাদে। ওর কেন যেন সুড়ঙ্গের কথাটা আবার মনে করতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু ও বলল কিভাবে সবগুলো জন্তুর শরীর থেকে বরফ ঝরে পড়েছিল, কিভাবে ওরা নেমে এসেছিল নিজেদের জায়গা থেকে।

ওরা তিনজন লবিতে বসে আছে, ফায়ারপ্লেসের পাশের সোফাটায়। জ্যাক ফায়ারপ্লেসে একটা বড় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ড্যানি সোফাটায় গুঁটিসুটি হয়ে বসে সুপে চুমুক দিচ্ছে। ওয়েন্ডি বসে আছে ওর পাশে, ওর মাথায় হাত বুলাচ্ছে। আর জ্যাক বসে আছে মেঝেতে। ড্যানির গল্পটা শুনতে শুনতে ওর মুখ শক্ত হয়ে গেল।

ড্যানির এখনও ঘটনাটা মনে করে শরীর কাঁপছিল। কিন্তু তাও ও নিজের মনকে দৃঢ় রাখল, যাতে ও না কাঁদে। ও যদি গল্পটা বলতে গিয়ে কান্নাকাটি করে, হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, (যেমন এখন করতে ইচ্ছা হচ্ছে), তাহলে বাবা-মা মনে করবে মিস্টার স্টেঙ্গারের মত ওরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ও গল্পটা শেষ করবার পর জ্যাক উঠে জানালার কাছে গেল। "ড্যানি, এদিকে আয়।" ও ডাকল ছেলেকে।

ড্যানি খেয়াল করল যে বাবার মুখে কালো মেঘ জমেছে। এই চেহারাটা দেখলে ওর ভয় হয়।

"জ্যাক..."

"আমি চাই ও শুধু একমিনিটের অন্যে এখানে আসুক।"

ড্যানি সোফা থেকে নেমে এগিয়ে এল বাবার দিকে।

"গুড। এখন বাইরে তাকা। কি দেখতে পাচ্ছিস?"

ড্যানি তাকাবার আগেই জানত ও কি দেখতে পাবে। সামনে ধুধু সাদা বরফের মধ্যে পায়ের দাগের দু'টো সারি। একটা হোটেল থেকে প্লেগ্রাউন্ডের দিকে গেছে, আরেকটা প্লেগ্রাউন্ড থেকে হোটেলের দিকে ফিরে এসেছে।

"শুধু আমার পায়ের ছাপ, কিন্তু বাবা-"

"আর ওই জন্তুগুলো?"

ড্যানির ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু আমি এখন কাঁদব না, ও আবার মনে করিয়ে দিল নিজেকে।

"সবগুলো বরফে ঢাকা।" ও ফিসফিস করে বলল। "কিন্তু বাবা–"

"জ্যাক, তুমি ওকে জেরা করছ–"

"তুমি চুপ থাকো! কি, ড্যানি?"

"ওরা পায়ে থাবা মেরেছে..."

"তুমি যে বরফে পিছলে পা কেটে ফেলনি সেটা আমরা কিভাবে বুঝব?"

ওয়েন্ডি ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। "তোমার হয়েছেটা কি, জ্যাক?" ও রাগী স্বরে প্রশ্ন করল। "ড্যানি কোন অপরাধ করে নি যে তুমি ওকে এভাবে জেরা করবে।"

জ্যাকের চোখের ঘোরটা যেন হঠাৎ কেটে গেল। "আমি ওকে বাস্তব আর কল্পনার পার্থক্য বোঝাবার চেষ্টা করছি।"

ও হাঁটু গেড়ে বসে ড্যানিকে জড়িয়ে ধরল। "ড্যানি, আসলে কিছু হয় নি, বুঝলি। তুই বোধহয় তোর একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলি।"

"বাবা?"

"কি, ড্যান?"

"আমি পিছলে পড়ে পা কাটিনি। আমার পায়ে নখের দাগ পড়েছে।"

ড্যানি অনুভব করল ওর বাবার শরীর আবার শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

"তাহলে হয়তো সিঁড়ির কোণায় লেগেছে।"

হঠাৎ করে ড্যানি বাবার হাত ছুটিয়ে সরে এল। ওর মাথায় বিদ্যুচ্চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেছে।

"তুমি জানো যে আমি সত্যি কথা বলছি!" ও ফিসফিস করে বলল।

"তুমি জানো কারণ তুমি নিজেও দেখেছ–"

জ্যাকের হাত বিদ্যুতের মত ড্যানির গালে আছড়ে পড়ল। এক সেকেন্ডের মধ্যে ওর ফর্সা গালে জ্যাকের পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে গেল।

ওয়েন্ডির মুখ থেকে একটা মৃদু গোঙ্গানী বেরিয়ে এল।

এক মুহূর্তের জন্যে ওরা তিনজন একটুও নড়ল না, তারপর জ্যাক সচকিত হয়ে নিজের ছেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল : "সরি ড্যানি, সরি, তুই ঠিক আছিস তো?"

"তুমি ওকে মারলে! শয়তান কোথাকার! তুই কখনওই বদলাবি না!" ওয়েন্ডি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

ওয়েন্ডি ড্যানিকে একটা বাচ্চাদের অ্যাসপিরিন খাইয়ে দিয়েছে। জ্যাক ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। এখন ও নিশ্চিন্তে নিজের বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমাচ্ছিল।

ওয়েন্ডি ব্যাজার মুখে বলল, "ড্যানি তো মাঝখানে আঙুল চোষা ছেড়ে দিয়েছিল। এই বদভ্যাসটা আমার মোটেও পছন্দ নয়।"

জ্যাক কিছু বলল না।

ওয়েন্ডি ওর দিকে তাকাল। "আমি যেটা বলেছি সেটার জন্যে কি তুমি রাগ করে আছো? বেশ,আমি ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তাই বলে তোমার ওকে মারা উচিত হয় নি।"

"আমি জানি," জ্যাক বিড়বিড় করে বলল। "আমি জানি সেটা। এখন আমি পস্তাচ্ছি। আমার উপর কি ভর করেছিল কে জানে?"

"তুমি কথা দিয়েছিলে যে ওকে আর মারবে না।"

জ্যাক ক্ষিপ্তচোখে ওয়েন্ডির দিকে তাকাল, কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর রাগ নেমে গেল। জ্যাকের এই চেহারাটা দেখে ওয়েন্ডির একটু ভয় হল। ওকে কি অসহায়, ভগ্ন লাগছে দেখতে।

"আমি ভেবেছিলাম আমি সবসময় নিজের কথা রাখি।"

ওয়েন্ডি এসে ওর দুই হাত নিজের হাতে তুলে নিল। "যা হবার হয়ে গেছে। এখন ভুলে যাও। রেঞ্জার আসলে তো আমরা সবাই নীচে যাচ্ছি, তাই না?"

জ্যাক মাথা নাড়ল, "হ্যা।" এবার ও সত্যি সত্যি নীচে যেতে চায়। কিন্তু ওর যখন মদের নেশা ছিল, তখন প্রত্যেকদিন সকালে উঠেই ও এমন করে মদ ছেড়ে দেবার কথা ভাবত। এবার সত্যি সত্যি ছেড়ে দেব। আর নয়। কিন্তু সেদিন রাতেই আবার ও বাসায় ফিরত মাতাল হয়ে, মুখে কড়া অ্যালকোহলের গন্ধ।

ও মনে মনে চাচ্ছিল যাতে ওয়েন্ডি ওকে জিজ্ঞেস করে টপিয়ারিতে ওর সাথে কি হয়েছিল-ড্যানিকে মারার আগে ও কি নিয়ে কথা বলছিল। ও একবার জিজ্ঞেস করলেই জ্যাক সবকিছু বলে দেবে। শুধু একবার।

তার বদলে ওয়েন্ডি যে প্রশ্নটা করল সেটা হচ্ছে, "তুমি চা খাবে?"

"হ্যা, এক কাপ চা হলে মন্দ হয় না।"

"এমন না যে দোষ তোমার একার," ওয়েন্ডি বলল। "আমার উচিত ড্যানির ওপর সবসময় চোখ রাখা। আর ওর যখন বিপদ হল তখন আমি কি করছিলাম? নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম হোটেলের ভেতরে।"

"বাদ দাও ওয়েন্ডি, এখন তো বিপদ কেটে গেছে, তাই না?"

"না," ওয়েন্ডি জ্যাকের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত করে হাসল। "আমার মনে হয় না বিপদ এখনও গেছে।"

অধ্যায় ৩৬

লিফ্‌ট

জ্যাক আবার ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছে। বিশাল বিশাল যন্ত্র ওকে তাড়া করছে, আর ও পালাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। যন্ত্রগুলোর চলবার সময় ঘটাং ঘটাং করে শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ করে ওয়েন্ডি লাফ দিয়ে ওর পাশে উঠে বসল। আর জ্যাক জেগে ওঠার পর শুনতে পেল কোন জায়গা থেকে আসলেই ঘটাং ঘটাং শব্দ আসছে।

"কিসের আওয়াজ?" ওয়েন্ডি ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। ওর প্রশ্নটা শুনে জ্যাক বিরক্ত হল। কিসের আওয়াজ সেটা ও কিভাবে জানবে? বিছানার পাশে রাখা ঘড়িটায় ও দেখল যে রাত বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

আবার শব্দটা ভেসে এল। একটা যান্ত্রিক গুঞ্জনের মত। এবার জ্যাক বুঝতে পারল শব্দটা কোথা থেকে আসছে। লিফট থেকে।

ড্যানি ঘুম থেকে উঠে বসল। "বাবা? বাবা?" ওর গলায় ভয় আর ঘুমে জড়ানো।

"আমরা এখানেই আছি, ডক," জ্যাক ওকে অভয় দিল। "আমাদের সাথে এসে শুয়ে পড়। তোর মাও জেগে গেছে।"

ড্যানি উঠে এসে ওদের মাঝখানে শুয়ে পড়ল। "শব্দটা লিফট থেকে আসছে।" ও ভয়ে ভয়ে বলল।

"হ্যা ডক। লিফটের শব্দ। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

"কি বল তুমি, ভয়ের কিছু নেই মানে? এত রাতে লিফট কে চালাচ্ছে?" ওয়েন্ডি আবার আতংকিত গলায় প্রশ্ন করল।

আবার গুঞ্জন। একবার লিফটটা চলছে, আবার থামছে।

ড্যানি কম্বলের নীচে ফোঁপাতে শুরু করল।

জ্যাক বিছানা থেকে নামবার উদ্যোগ নিল। "কোন শর্ট সার্কিট হয়েছে বোধহয়। যেয়ে দেখে আসি।"

ওয়েন্ডি খপ করে ওর হাত ধরে ফেলল। "তাহলে আমরাও তোমার সাথে যাব।"

"ওয়েন্ডি–"

কিন্তু ওয়েন্ডি জ্যাকের আপত্তি না শুনে ওর পিছে পিছে এল। ড্যানিকেও নিয়ে এল ওর সাথে।

জ্যাক তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এল ওদের দু'জনকে পেছনে ফেলে। ও করিডরের লাইটগুলো না জ্বালিয়েই আগাচ্ছিল। তাই ওয়েন্ডি আর ড্যানি ওর পিছে আসতে আসতে লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিল।

জ্যাক হঠাৎ করে থমকে দাঁড়াল। ওয়েন্ডিরা দেখতে পেল জ্যাক লিফটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে।

ড্যানির হাত ওয়েন্ডির হাতে শক্ত হয়ে চেপে বসল। ওয়েন্ডি ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে ওর চেহারায় ভয় আর দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে।

"আসো আমার সাথে।" ও বলল। ওরা দু'জন হেঁটে জ্যাকের কাছে গেল।

এখনও গুঞ্জন আর ঘটাং ঘটাং শব্দগুলো থামে নি। জ্যাক এখনও একদৃষ্টিতে লিফটের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ করে ওয়েন্ডির চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল, জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার মত। একটা পার্টি। একটা ব্যান্ড গান বাজাচ্ছে...চারদিকে চোখ ধাঁধানো আলো। আর সবাই...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের পোশাক পড়ে আছে? কি এসব?

ও ড্যানির দিকে তাকাল। ড্যানিকে দেখে মনে হচ্ছে যে ও কিছু একটা শুনতে পাচ্ছে যেটা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না। ওর মুখ একদম ফ্যাকাশে।

ঘটাং করে একটা শব্দ। লিফটটা ওদের সামনে এসে থেমেছে।

আস্তে আস্তে, মসৃণভাবে দরজাটা খুলে গেল। লিফটের লাইটের আলো এসে পড়ল ওদের সবার গায়ে। ভেতরে কেউ নেই।

(কিন্তু পার্টির রাতে লিফটটা একদম ভর্তি ছিল, তাই না? কোলাহলে মুখরিত ছিল লিফটের ছোট্ট ঘরটা...সবাই মুখোশ পড়ে আছে কেন?)

আবার ঘটাং। লিফটের দরজা বন্ধ হল। লিফটটা নীচে নেমে গেল।

"ব্যাপার কি?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল। "লিফটটার কি হয়েছে?"

"শর্ট সার্কিট, বললাম তো তোমাকে।" জ্যাক জবাব দিল। ওর মুখটা দেখতে পুতুলের মুখের মত প্রাণহীন লাগছে।

"আমার চোখের সামনে বারবার একটা পুরনো দৃশ্য ভেসে উঠছে!" ওয়েন্ডি চিৎকার করে বলল। "হে ঈশ্বর, জ্যাক, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?"

"কি দৃশ্য?" জ্যাক ভাবলেশহীন গলায় জিজ্ঞেস করল।

ওয়েন্ডি ড্যানির দিকে তাকাল। "ড্যানি, তুমি দেখেছ?"

ড্যানি মাথা নাড়ল। "হ্যা। আমি গানও শুনতে পাচ্ছি।"

"আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তোমরা দু'জন মিলে পাগলামি করতে চাও, সেটা তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমি তোমাদের খেলায় সামিল হতে রাজী নই।"

লিফটটা আবার চলছে।

জ্যাক ডান দিকে সরে এল। এখানে দেয়ালের সাথে একটা কাঁচের বাক্স লাগানো আছে। ও এক ঘুষিতে বাক্সটা ভেঙ্গে ভেতর থেকে একটা চাবি বের করল। ওর হাত কেটে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু ও পাত্তা দিল না।

"জ্যাক, প্লিজ, আমার কথা শোন..." ওয়েন্ডি জ্যাকের হাত ধরে বলল।

জ্যাক এত জোরে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যে ও আছড়ে পড়ল মাটিতে। ড্যানি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের পাশে বসল। "আমাকে আমার কাজ করতে দাও।" জ্যাক বলল।

লিফটটা আবার এসে ওদের সামনে থামতেই জ্যাক ওর হাতের চাবিটা লিফটের দরজার গায়ে একটা ফুটোতে ঢুকিয়ে দিল। ক্যাঁচ শব্দ করে লিফটটা দাঁড়িয়ে গেল। জ্যাক ঘুরে ওয়েন্ডি আর ড্যানির দিকে তাকাল। ওয়েন্ডি এখন উঠে বসেছে। ড্যানি একটা হাত রেখেছে মায়ের কাঁধে।

"ওয়েন্ডি, আমার...চাকরিই এটা..."

"জাহান্নামে যাক তোমার চাকরি।" ওয়েন্ডি পরিষ্কার গলায় বলল।

জ্যাক ঘুরে আবার লিফটের দিকে তাকাল। দরজাদু'টোর মাঝখানে যে ছোট্ট ফাঁকটা আছে সেখানে ও আঙুল ঢুকিয়ে জোরে দু'দিকে ঠেলা দিতে দরজাটা খুলে গেল।

"কিছুই নেই ভেতরে," জ্যাক বলল। "যা ভেবেছিলাম। শর্ট সার্কিটই হয়েছে।"

হঠাৎ করে জ্যাকের কাঁধে একটা হাত এসে পড়ল। ওয়েন্ডি। জ্যাক কিছু বলার আগেই ও টান দিয়ে জ্যাককে সরিয়ে দিল পিছে। আর লিফটটার ভেতরে ঢুকে ছাদের দিকে তাকাল।

"ওয়েন্ডি, কি করছ তুমি–" জ্যাকের গলায় রাগের চেয়ে বেশী বিস্ময়।

ওয়েন্ডি ছাদে হাত দিয়ে কি যেন বের করে আনল। তারপর মুঠো মেলল জ্যাকের সামনে। করিডরের আলোতে ওর হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা মুখোশ।

"এটা কি জ্যাক? এটাও কি শর্ট সার্কিটের জন্যে হয়েছে?" ওয়েন্ডি চিৎকার করে বলল।

জ্যাক বোকার মত তাকিয়ে রইল মুখোশটার দিকে।

অধ্যায় ৩৬

বলরুম

১লা ডিসেম্বর।

ড্যানি মনে মনে একটা তালিকা করে নিয়েছে। হোটেলের কয়েকটা জায়গা খারাপ, বাকিগুলোতে গেলে কোন অসুবিধা নেই। খারাপ জায়গাগুলো হচ্ছে : লিফট, বেসমেন্ট, গ্রেগ্রাউন্ড, রুম ২১৭ আর প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট। কিন্তু ও তখনও জানত না যে একতলায় যে বলরুমটা আছে সেটাও ওর খারাপ জায়গার তালিকায় যোগ হতে যাচ্ছে।

ড্যানি বলরুমটা এমনিই দেখতে এসেছিল। হোটেলে এতদিন থাকবার পরও ওর আগে এখানে আসা হয় নি। রুমটা বেশ বড়, আর হোটেলের অন্যান্য বেশীরভাগ রুমের মতই এটার জানালাও ঢাকা থাকার কারণে রুমটা সবসময় অন্ধকার হয়ে থাকে।

এখানে অনেকগুলো গোল গোল, ছোট টেবিল রাখা। টেবিলগুলো দু'জন মানুষ যাতে মুখোমুখি বসতে পারে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা টেবিলের দু'পাশে দু'টো করে চেয়ার উল্টিয়ে রাখা। ড্যানির কাছে মনে হল আম্মু গতকাল যে পার্টির কথা বলছিল সেটা নিশ্চয়ই এখানেই হয়েছে। ও এসে একটা চেয়ার সোজা করে তাতে উঠে বসল। এখানকার মেঝেতে যে কার্পেটটা আছে সেটা যে অনেক দামী তা এক নজরেই বোঝা যায়। লাল আর সোনালী রঙের কার্পেটটা নরম আর চকচকে। বাবা একবার ড্যানিকে বলেছিল নাচবার সময় কার্পেটটা গুটিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়।

পুরো বলরুমটায় ড্যানি ছাড়া কেউ নেই।

কিন্তু তাই বলে রুমটা খালি নয়। এখানে, ওভারলুকে, সবকিছুই অনন্ত কাল ধরে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ওভারলুকে সবকিছুই জীবন্ত। এখানে নষ্ট হয়ে যাওয়া ভিডিও টেপের মত একই দৃশ্য বারবার দেখা দেয়। আর এই বলরুমে যে দৃশ্য, যে স্মৃতি বন্দী হয়ে আছে সেটা হচ্ছে ১৯৪৫ সালের একটা পার্টি, যেখানে সবাই মুখোশ পড়ে আছে।

আর এই সবকিছু হচ্ছে ড্যানির কারণে।

ড্যানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টনি ওকে সতর্ক করেছিল আসার আগে, কিন্তু ড্যানি তাতে কান দেয় নি। এখন ওর কারণে ওভারলুকের সবগুলো বন্দী স্মৃতিতে নতুন করে জীবন ফিরে এসেছে।

ও ঠিক করল ও টনিকে আবার ডাকবে। ওর এখন সাহায্য দরকার, উপদেশ দরকার। ও একটা লম্বা দম নিয়ে চোখ বন্ধ করল।

(প্লিজ টনি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?)

কোন উত্তর নেই।

(প্লিজ?)

কোন উত্তর এল না।

ড্যানি আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল। চোখ খুলবার সাথে সাথে ও দেখতে পেল ওর সামনে, বাতাসে, একটা অন্ধকার গর্ত আবির্ভূত হয়েছে। গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ড্যানির মনে হল ও পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারটার ভেতরে...গভীরে...আরও গভীরে...

ও দৌড়াতে দৌড়াতে প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। আর যাবার কোন জায়গা নেই। বুম বুম শব্দটা ওকে এখনও তাড়া করছে, রোকের হাতুড়িটা একটু পরে পরে আছড়ে পড়ছে দেয়ালে।

(বেরিয়ে আয়! আজ তোকে মজা দেখাব–)

কিন্তু ড্যানির সাথে এখানে আরও একজন আছে। ওটা কি একটা ভূত...? না, সাদা পোশাক পড়া একজন মানুষ। ড্যানির থেকে একটু দূরে, ঝুঁকে বসে আছে মাথা নীচু করে। ওর ঠোঁটে অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ঝুলছে।

(আমি তোকে আজ মেরেই ফেলব হারামজাদা!)

সাদা পোশাক পড়া মানুষটা উঠে দাঁড়াল। এবার ড্যানি ওর চেহারা দেখতে পেল। হ্যালোরান। কিন্তু হ্যালোরান একটা সাদা বাবুর্চির পোশাক পড়ে আছে, ওদের বিদায় দেবার দিন ও যে নীল সুটটা পড়া ছিল সেটা নয়।

ড্যানির মাথায় ডিকের বলা একটা কথা ঘুরতে লাগল।

"যদি তোমার কোন ধরণের সমস্যা হয়...তাহলে আমাকে ডাকবে। জোরে, যেভাবে একটু আগে চিন্তা পাঠালে সেভাবে। যদি আমি শুনতে পাই, তাহলে আমি ফ্লোরিডা থেকে ছুটে চলে আসব।"

(ওহ্ ডিক তোমাকে আমার এখন দরকার আমার সমস্যা হয়েছে প্লিজ আসো)

কিন্তু ডিক ওর ডাকে সাড়া দিল না। তার বদলে ও নিজের সিগারেটটা পায়ের নীচে নেভাল, তারপর ঘুরে দেয়াল ভেদ করে হেঁটে চলে গেল।

আর ঠিক তখনই ওকে যে দানবটা তাড়া করছিল, যে হাতুড়ি দিয়ে ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়, সে করিডরের মাথায় দেখা দিল। করিডরের ম্লান আলোতে ওকে বিশাল দেখাচ্ছে।

(এইবার তোকে পেয়েছি হারামজাদা তোর আজ কোন নিস্তার নেই)

এমন সময় ড্যানির আবার একটা উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাবার অনুভূতি হল। ওর আশেপাশের দৃশ্য বদলে গেল। ও দেখতে পেল যে টনিও ওর সাথে নীচে পড়ছে। ওর ফিসফিস গলা ড্যানির কানে ভেসে এলঃ

(ড্যানি আমি আর তোমার কাছে আসতে পারছি না...ও আমাকে আসতে দিচ্ছে না...হ্যালোরানকে ডাকো...হ্যালোরানকে ডাকো...)

ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল "টনি!" আর ওর চারপাশের দৃশ্য আবার বদলে গেল।

ও এখন একটা বিশাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁচের গম্বুজে ঢাকা একটা ঘড়ি। ঘড়িটায় কোন সময় দেখাচ্ছে না, শুধু একটা তারিখ লেখা : ডিসেম্বর ২। আস্তে আস্তে ড্যানির মাথার ওপরে একটা ইংরেজীতে একটা লেখা ফুটে উঠল। রেডরাম। ড্যানি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল যে লেখাটার প্রতিবিম্ব ঘড়ির কাঁচে উলটো হয়ে পড়েছে, আর অবশেষে ওর কাছে রেডরাম কথাটার অর্থ পরিষ্কার হল।

Redrum হচ্ছে Murder।

সবকিছু রক্তের মত লাল রঙ ধারণ করল। ড্যানি চোখ মেলে দেখল ও বলরুমের চেয়ারটা থেকে পড়ে গেছে।

ওর শরীর থরথর করে কাঁপছে। ও নিজের সমস্ত মনোযোগ আর শক্তি দিয়ে একটা মানসিক চিৎকার ছুঁড়ে দিল :

(ডিক!!!)

অধ্যায় ৩৮

সিঁড়িতে

সোয়া সাতটা বাজে। ওয়েন্ডি লবি থেকে দোতলায় উঠতে যেয়ে দেখল ড্যানি সিঁড়িতে বসে একটা লাল বল হাতে নিয়ে খেলছে। আরও কাছে এসে ও শুনতে পেল যে ড্যানি গুনগুন করে একটা গান গাইছে। ওয়েন্ডি গানটা চিনতে পারল। এডি ককরান নামে একজন গায়কের গান, জ্যাক আগে প্রায়ই রেডিওতে এই গানটা শুনত।

ড্যানি মাথা নীচু করে বসে ছিল, তাই একদম কাছে আসার আগে ওয়েন্ডি ওর চেহারা দেখতে পায়নি। এখন ও দেখল যে ড্যানির ঠোঁট ফুলে গেছে, আর থুতনিতে শুকনো রক্তের দাগ। ওয়েন্ডির বুকের রক্ত ছলকে উঠল। জ্যাক ওকে আবার মেরেছে!

"কি হয়েছে তোমার, ডক?"

"আমি টনিকে আবার ডেকেছিলাম," ড্যানি বিমর্ষ স্বরে জবাব দিল। "বলরুমে। ওখানে চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছি বোধহয়। এখন আর ব্যাথা করছে না। শুধু মনে হচ্ছে আমার ঠোঁটটা অনেক বড়।"

"সত্যি?"

"হ্যা। বাবা মারেনি আমাকে।"

ওয়েন্ডি চোখে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। ও এখনও বলটা থেকে চোখ সরায় নি। ও আমার মনের কথা পড়ছে, ওয়েন্ডি মনে মনে বলল। আমার ছেলে আমার মনের কথা পড়ছে।

"টনি তোমাকে কি বলল, ডক?"

"তেমন জরুরি কিছু নয়।" ড্যানি বলল। এতক্ষণ কথা বলবার সময় একবারও ওর চেহারার অভিব্যক্তি বদলায় নি। "টনি আর এখানে আসতে পারবে না। ওকে ওরা আটকে ফেলেছে।"

"কারা?"

"হোটেলে যারা থাকে তারা।" অবশেষে ড্যানি মুখ তুলে তাকাল ওয়েন্ডির

দিকে, আর ও দেখতে পেল ড্যানির চোখজুড়ে ভয় আর ক্লান্তি চেপে বসেছে।

"ড্যানি...নিজেকে এভাবে...এভাবে কষ্ট দিও না।"

"হোটেলটা আমাকে সবচেয়ে বেশী চায়। কিন্তু তোমাকে আর বাবাকেও নিতে ওর কোন অসুবিধা নেই। এখন হোটেলটা বাবাকে মিথ্যা কথা বলছে, বলছে যে ও বাবাকেই সবচেয়ে বেশী চায়। যাতে বাবা আমাদের এখান থেকে নিয়ে না যায়।"

"ইস্, স্নো-মোবিলটা যদি নষ্ট না হত–"

"হোটেলটা চায় না যে আমরা চলে যাই। তাই ওটা বাবাকে বলেছে স্নো-মোবিলের একটা অংশ খুলে ফেলে দিতে। আমি এটা স্বপ্নে দেখেছি। বাবা এটাও জানে যে ২১৭ তে মহিলাটা আসলেই আছে।" ও আবার ভয়ার্ত চোখে তাকাল মায়ের দিকে, "তুমি আমাকে বিশ্বাস না করলেও কিছু করার নেই।"

ওয়েন্ডি একটা হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি, ড্যানি..." ও বলল। "তোমার বাবা কি আমাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে?"

"হোটেলটা ওকে করতে বলবে," ড্যানি বলল। "আমি মিস্টার হ্যালোরানকে ডেকেছি, উনি যাবার আগে বলেছিলেন আমি যদি ওনাকে ডাকি তাহলে উনি চলে আসবেন। কিন্তু আমি এখনও জানি না উনি আমার ডাক শুনতে পেয়েছেন কিনা। আর আগামীকাল–"

"আগামীকাল কি?"

"কিছু না।"

"তোমার বাবা এখন কোথায়?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল।

"নীচে। বেসমেন্টে। আজকে আর বাবা উপরে আসবে বলে মনে হয় না।"

ওয়েন্ডি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। "একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসছি। পাঁচ মিনিট।"

ওয়েন্ডি এক দৌড়ে কিচেনে যেয়ে ঢুকল। তারপর সোজা আগালো যে বোর্ডটায় ছুরি ঝোলানো থাকে সেটার দিকে। ও সবচেয়ে বড় ছুরিটা নামিয়ে একবার আঙুল দিয়ে পরখ করল ধার কিরকম। চলবে।

ড্যানি তখনও সিঁড়িতে বসে বলটা হাতে নিয়ে লোফালুফি করছিল। এমন সময় হঠাৎ ওর কানের পাশে একটা গলা বলে উঠল :

(হ্যা, তোমার এখানে ভাল লাগবেই...চেষ্টা করে দেখো একবার, ভালো লাগবে...লাগবেইইইইই...)

যেন হোটেলে বন্দী সবগুলো আত্মা একসাথে হাহাকার করে উঠেছে...যেন ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন মানুষদের ওদের দলে যোগ

করা, যাতে ওদের আর একলা না লাগে...কিন্তু যতই চেষ্টা করুক, ওদের একাকীত্ব কিছুতেই দূর হয় না...

ওয়েন্ডি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যেয়ে থমকে দাঁড়াল। ও ড্যানির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল : "তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো?"

ড্যানি মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

ওরা দু'জন সেদিন বেডরুমের দরজায় তালা মেরে শুলো, কিন্তু কারওই ভাল ঘুম হল না।

ড্যানি শুয়ে শুয়ে ভাবছিল :

(ও চায় এখানে থেকে যেতে, যাতে ওর কখনও মৃত্যু না হয়, যাতে ও এখানকার আত্মাদের সাথে চিরকাল থাকতে পারে, এটাই ও চায়)

ওয়েন্ডি ভাবছিল :

(দরকার হলে আমি ওকে নিয়ে পাহাড়ের আরও ওপরে উঠে যাব, যদি মরতেই হয় আমি এত সহজে মরতে রাজী নই)

ও ছুরিটা একটা তোয়ালেতে পেঁচিয়ে বালিশের নীচে রেখে দিয়েছে। অস্বস্তিকর চিন্তাগুলো মাথায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওয়েন্ডির তন্দ্রা এসে গেল।

অধ্যায় ৩৯

বেসমেন্ট

জ্যাক সারারাত এখানে বসে বসে পুরনো কাগজ ঘেটেছে। ওর ভেতর একটা অস্থিরতা কাজ করছে, যেন আর বেশী সময় নেই, ওকে যা করার এখনই করতে হবে। কিন্তু এখনও ও সেই সূত্রগুলো খুঁজে পাচ্ছে না, যেগুলো পেলে সবকিছু ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। পুরনো কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে জ্যাকের আঙুল হলুদ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল, সর্বনাশ, বয়লারটা তো চেক করা হয় নি!

যেন ওর সাথে একমত হয়ে বয়লারটা পেছন থেকে গুঙ্গিয়ে উঠল।

জ্যাক ছুটে গেল বয়লারটার কাছে। ওর চেহারা শুকনো লাগছে। গালে তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়ি।

মিটারের কাঁটাটা ২১০ পি.এস.আই. ছুঁই ছুঁই করছে। জ্যাকের মনে হল বয়লারের দু'পাশের স্ক্রুগুলো চাপের চোটে এখনই ছিটকে বেরিয়ে আসবে। এমন সময় একটা ঠাণ্ডা গলা ওর কানের পাশে বলে উঠল :

(ফাটতে দাও। ওপরে যেয়ে ওয়েন্ডি আর ড্যানিকে সাথে নিয়ে ভাগো এখান থেকে)

এক মুহূর্তের জন্যে জ্যাক গম্ভীরমুখে কথাটা চিন্তা করে দেখল। যদি বয়লারটা ফেটে যায়, তাহলে হোটেলটার একটা বড় অংশ উড়ে যাবে বিস্ফোরণে, আর যেহেতু জিনিসটা বেসমেন্টে, বিস্ফোরণের পর পুরো হোটেলটাই ধসে পড়বে। যে অংশগুলো ধসে পড়েনি সেগুলোতে আগুন ধরে যাবে। সব মিলিয়ে ওভারলুক ধ্বংস হতে দশ-বারো ঘণ্টার বেশী লাগবে না।

বয়লারটা আবার গুঙ্গিয়ে উঠল। কয়েকটা জায়গা থেকে 'হিস্‌স্' শব্দ করে ছুটে বেরুল ধোঁয়া।

কিন্তু জ্যাকের ঘোর তখনও কাটেনি। ওর একটা হাত বয়লারের ভাল্‌ভটার ওপর রাখা, যেটা ঘোরালে প্রেশার কমে যাবে, কিন্তু হাতটা নড়ছে না। জ্যাকের চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল।

(এই আমার শেষ সুযোগ)

ওর আর ওয়েন্ডির একটা যুক্ত জীবন বীমা করা আছে। যদি ওদের মধ্যে কেউ একজন মারা যায় তাহলে অপরজন চল্লিশ হাজার ডলার পাবে।

(একটা বিস্ফোরণ আর সাথে সাথে আশি হাজার ডলার)

মিটারের কাঁটাটা ২১৫ পি.এস.আই. এর ঘর ছুঁলো। বয়লারের ভেতর থেকে এখন একটা বিশ্রী শব্দ আসছে। অনেকগুলো বোলতা একসাথে উড়লে যেমন শব্দ হয় তেমন।

জ্যাক চমকে বাস্তবে ফিরে এল। এসব কি আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়? ও হোটেলের কেয়ারটেকার। ওভারলুকের যত্ন নেয়া ওর চাকরি।

ভাল্‌ভটা ঘোরাবার আগে একমুহূর্তের জন্যে জ্যাকের মনে হল ও বেশী দেরি করে ফেলেছে, বয়লারটা এখনই ফাটবে। কিন্তু ও শক্ত হাতে একটা মোচড় দিতেই বয়লারের গোঙ্গানী কমে এল। আরও কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে বয়লারটা শান্ত হয়ে এল। মিটারের কাঁটাটা নামতে নামতে ৮০ এর ঘরে থামল।

জ্যাক নিজের হাতের দিকে তাকাল। ওর হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। বয়লারের সাথে সাথে ভাল্‌ভটাও উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, ও এতক্ষণ টেরই পায়নি যে ওর হাত পুড়ে যাচ্ছে! কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, জ্যাক ভাবল, আমি ওভারলুককে পুড়িয়ে ফেলার কথা ভাবছিলাম। সেই ওভারলুক, যেটাকে ওর সবসময় আগলে রাখার কথা। ওর ভেতরে অপরাধবোধ জেগে উঠল। ও আর কখনও এমন হতে দেবে না।

ঈশ্বর, ওর এক গ্লাস মদ দরকার।

এমন নয় যে ও মাতাল হতে চায়। নিজের মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যেই ওর একটু মদ খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সারা হোটেলে রান্না করবার শেরি ছাড়া আর কিছু নেই। ওষুধগুলোও আর কাজ করছে না।

ওর মনে পড়ল ও লাউঞ্জের শেলফে অনেকগুলো বোতল দেখেছে একবার।

ও মাত্র বয়লারটা ঠিক করে হোটেলটাকে রক্ষা করেছে।ওভারলুক কি এর জন্যে ওকে কোন পুরস্কার দেবে না? ওর পা আপনা থেকেই চলতে শুরু করল। একবার লাউঞ্জে গিয়ে দেখাই যাক।

বাইরে ভোর হয়ে গেছে।

অধ্যায় ৪০

দিনের আলোয়

ড্যানি আঁতকে জেগে উঠল। ও স্বপ্নে দেখছিল যে হোটেলে আগুন ধরে গেছে, আর ও আর ওর আম্মু পুড়ে মারা যাচ্ছে।

ও শুকনো গলায় একটা ঢোক গিলে আম্মুর দিকে তাকাল। আম্মু এখনও ঘুমাচ্ছে। যাক, ও তাহলে ঘুমের মাঝে চিৎকার করে নি। ওর কেন যেন মনে হল ওরা সবাই একটুর জন্যে একটা অনেক বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছে।

(আগুন? বিস্ফোরণ?)

ড্যানি বাবাকে খুঁজে বের করবার জন্যে নিজের মানসিক ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দিল হোটেল জুড়ে। একটু খুঁজবার পরই ও বাবাকে পেয়ে গেল। বাবা নীচে কোথাও আছে। লবিতে। তার মাথায় খারাপ জিনিসটার চিন্তা ঘুরছে।

(এক গ্লাস মাত্র এক গ্লাস অথবা তার চেয়ে একটু বেশীও যদি খাই তাহলেও আমার সমস্যা হবে না হুইস্কি জিন রাম বিয়ার)

(বেরিয়ে যা ওর মাথা থেকে হারামজাদা!)

কেউ প্রচণ্ড জোরে গর্জে উঠল ড্যানির ওপর। ওর ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। গলাটা ওর বাবার নয়। কেউ বাবার গলা নকল করে কথা বলেছে, কিন্তু কোন মানুষের গলা এত নিষ্ঠুর, বিকৃত আর ভয়ংকর হতে পারে না।

ড্যানি এই গলাটা আগেও শুনেছে। টনি ওকে যে স্বপ্নগুলো দেখিয়েছে সেখানে।

ও বিছানা থেকে নেমে করিডরে বেরিয়ে এল। আর এসেই ওকে থমকে দাঁড়াতে হল।

ওর আর সিঁড়ির মাঝখানে একটা অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা বেশী লম্বা হবে না। তার ছোট্ট চোখদু'টো লাল হয়ে জ্বল্‌জ্বল করছে। লোকটা একটা অদ্ভুত সাজপোশাক পড়ে আছে, একটা কুকুরের মত পেছন থেকে একটা লম্বা লেজ বেরিয়েছে। মুখের ওপর যে মুখোশটা থাকার কথা সেটা লোকটা খুলে রেখেছে, ওর কাঁধের ওপর পড়ে আছে ওটা। একটা নেকড়ে অথবা কুকুরের মুখ।

লোকটার মুখে আর গালে রক্তের ছোপ লেগে আছে।

লোকটা ড্যানির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে গজরাতে শুরু করল। গর্জনটা অবিকল কোন হিংস্র পশুর মত ওর গলার গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে। ড্যানি লক্ষ্য করল যে লোকটার দাঁতেও রক্ত লেগে আছে।

লোকটা এবার কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল। ও চার হাত-পায়ে হেঁটে আগাতে লাগল ড্যানির দিকে।

"আমাকে যেতে দাও।" ড্যানি বলল।

"আমি তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলব," কুকুরমানব উত্তর দিল। ওর ঘামে ভেজা কালো চুল মাথার সাথে লেপটে আছে। ওর শরীর থেকে হুইস্কি আর শ্যাম্পেনের গন্ধ ভেসে আসছিল।

ড্যানি ভয় পেলেও নিজের জায়গায় থেকে নড়ল না। "আমাকে যেতে দাও।"

কুকুরমানবের মুখে বিকৃত হাসি ফুটে উঠল। "আমার ক্ষিদে পেয়েছে। তোর শরীরের কোন জিনিসটা দিয়ে শুরু করব ভাবছি। তোর নাক? গাল? নাকি হৃৎপিন্ড?" লোকটা ছোট ছোট লাফ দেবার ভঙ্গি করে ড্যানির দিকে এগিয়ে আসছে।

ড্যানি আর পারল না। ও ঘুরে দৌড় দিল পেছন দিকে।

"আমি আসছি তোকে ধরতে ডারওয়েন্ট," লোকটা চেঁচিয়ে উঠল ওর পেছন থেকে। "তুই যতই বড়লোক হোস না কেন, আমি তো জানি তুই কত খারাপ! তুই বিছানায় কি করিস আমি জানি!"

ড্যানি দৌড়াতে দৌড়াতে ওর বেডরুমের দরজা পর্যন্ত এসে পড়েছে। ও দরজাটা খুলে মাথা গলিয়ে দিল। আম্মু এখনও ঘুমাচ্ছে। তার মানে ও ছাড়া আর কেউ লোকটার গলা শুনতে পাচ্ছে না। ও আস্তে করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। হতে পারে পুরো জিনিসটাই ও কল্পনা করেছে। কিন্তু ও আর ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

ড্যানির চোখ থেকে পানি পড়তে লাগলো।

ও আর সহ্য করতে পারছে না। এখানে সবকিছু ওদের ক্ষতি করতে চায়। সবকিছু।

ও গাল থেকে পানি মুছে আবার নিজেকে শক্ত করল।

না, এভাবে ভাবলে হবে না। ওর নিজেকে বাঁচাতে হবে। নিজের বাবা-মাকে বাঁচাতে হবে। ও নিজের চোখ বন্ধ করে আবার মনোযোগ দিল :

(!!ডিক তাড়াতাড়ি এসো আমরা খুব বিপদে আছি!!)

এমনসময় হঠাৎ করে ড্যানি অনুভব করল ওর পিছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ও চোখ মেলে পেছনে তাকাল। টনির দেখানো স্বপ্নের দানবটা!

"এখনই তোর এসব শয়তানী বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি! তুই আমাকে কি ভেবেছিস? আমি তোর বাবা।"

ড্যানি ভয়ে বিছানার এক কোণায় সিঁটিয়ে গেল। ওর কানের পাশ দিয়ে াতাস কেটে গেল হাতুড়িটা। দানবটা একবার গর্জে উঠল ওর দিকে তাকিয়ে, রপর বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে ড্যানির অসুবিধা হল না। ওভারলুক ওকে সাবধান করে ছ, যাতে ও ডিককে আর ডাকার চেষ্টা না করে।

অধ্যায় ৪১

মদের নেশা

জ্যাক কলোরাড লাউঞ্জের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথা একদিকে কাত করা, আর মুখে মুচকি হাসি।

ও শুনতে পাচ্ছিল যে ওর চারপাশে ওভারলুক হোটেল জেগে উঠেছে।

ঠিক কিভাবে ও জিনিসটা বুঝতে পারছে সেটা ও নিজেও জানে না, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, ড্যানি যেভাবে অনেক কিছু দেখতে পায় সেভাবে জ্যাকও এখন দেখা শুরু করেছে। ও অনুভব করছিল যে হোটেলের অতীত আবার জীবন্ত হয়ে উঠছে, আর সেটা টরেন্স পরিবারকে নিজের ভেতর নিয়ে নিতে চায়। কোন অসুবিধা নেই, জ্যাক ভাবল। চমৎকার হয় তাহলে।

লাউঞ্জের ভেতর থেকে মানুষের কথা বলার গুঞ্জন ভেসে আসছে। ভদ্র হাসি। অভিজাত, গভীর উচ্চারণ। এসব শব্দ মিশে যাচ্ছে নীচু স্বরে বাজানো গানের সাথে।

জ্যাক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

"কি অবস্থা তোমাদের? আমি ফিরে এসেছি।" ও বলল।

"আমরা ভাল আছি মিস্টার টরেন্স," লয়েডের গলায় খুশি ফুটে উঠল। "বসুন, বসুন। কি নিবেন আপনি?"

"একটা মার্টিনি, লয়েড।" জ্যাক সন্তুষ্ট গলায় জবাব দিল। ও একটা টুল টেনে নীল সুট পড়া এক লোক আর ঘোলা চোখওয়ালা এক মহিলার মাঝখানে বসে পড়ল।

লয়েড মার্টিনিটা গ্লাসে ঢালতে ঢালতে জ্যাক ঘাড় ঘুরিয়ে পিছে তাকাল। সবগুলো বুথ মানুষে ভরে গিয়েছে। আর সবাই সাজপোশাক পড়া। কুকুরের, বেড়ালের, শেয়ালের। কয়েকজনের মুখে মুখোশ পড়া, কয়েকজনের নেই।

"আপনার কোন টাকা দেয়া লাগবে না, মিস্টার টরেন্স," লয়েড ওর সামনে গ্লাসটা রাখতে রাখতে বলল। "ম্যানেজার আমাকে বলে দিয়েছে।"

"ম্যানেজার?" জ্যাক একটু অবাক হল।

"জি, ম্যানেজার," লয়েডের হাসি আরও চওড়া হল। ওর শরীরের চামড়া অনেক ফ্যাকাশে, আর চোখ দু'টো কোটরে বসা। অনেকটা পুরনো লাশের মত। "উনি আপনার ছেলের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।"

জ্যাকের মনে হল কোথায় যেন হিসাব মিলছে না। লয়েড ড্যানির ব্যাপারে কথা বলছে কেন? আর ও বারে বসে কি করছে? ও তো অনেকদিন হল মদ খায় না।

ওরা ড্যানিকে চায় কেন? ড্যানির সাথে ওরা কি করতে চায়? ও লয়েডের চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ও মিথ্যা কথা বলছে কিনা। কিন্তু অন্ধকারে লয়েডের চোখ দেখা যাচ্ছে না।

তাছাড়া ওরা তো বলেছিল ওরা জ্যাককে চায় তাই না? ড্যানি অথবা ওয়েন্ডিকে নয়।

"কোথায় তোমার ম্যানেজার?" জ্যাক প্রশ্ন করল। ওর গলা শুনে মনে হল ও অনেকক্ষণ ধরে মদ খাচ্ছে।

লয়েড কিছু না বলে হাসল।

"তোমরা আমার ছেলের সাথে কি করতে চাও?" এবার জ্যাকের গলায় নগ্ন অনুনয়।

লয়েডের চেহারায় যেন ঢেউ খেলে গেল। ওর সাদা চামড়া বদলে অসুস্থ রঙ ধারণ করল। সারা মুখে ফুটে উঠল লাল লাল ফোসকা। ওর কপালে ঘামের মত রক্তের লাল ফোটা দেখা দিল।

(মুখোশ খুলে ফেলবার সময় হয়েছে!)

হঠাৎ জ্যাক টের পেল যে ওর পেছনের সব শব্দ থেমে গিয়েছে।

জ্যাকের গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ও ঢোক গিলল। ও কথা বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। "আ-আমি তোমাদের ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে চাই," ও কোনমতে বলল। "আমার ছেলের সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই..."

"মিস্টার টরেন্স," লয়েডের গলা পুরোপুরি স্বাভাবিক, ওর ভয়াবহ চেহারার সাথে একদমই বেমানান। "আপনার এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সময় হলে আপনার ম্যানেজারের সাথে দেখা হবে। আপনি মার্টিনিটা খেয়ে নিন।"

"খেয়ে নাও, খেয়ে নাও।" লাউঞ্জের সবাই একই সাথে বলে উঠল।

জ্যাক কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলল। আচমকা একজন লোক হাত

রাখল ওর কাঁধে। হোরেস ডারওয়েন্ট। ও জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বন্ধুবৎসলভাবে হাসল। জ্যাক দেখতে পেল যে লাউঞ্জের সবাই ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর পাশের নীল সুট পড়া লোকটা আস্তে আস্তে নিজের হাত তুলে কি যেন তাক করল জ্যাকের দিকে। একটা পিস্তল।

জ্যাক চোখ বন্ধ করে তিন ঢোকে গ্লাসটা খালি করে দিল। মদটা পেটে যাবার পর ওর বেশ ভাল লাগল। যেন ও কোনকিছুর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল, যেটা মাত্র ঘটে গিয়েছে।

"আরেক গ্লাস দিতে পারো, লয়েড।" ও গ্লাসটা এগিয়ে দিল সামনে।

অধ্যায় ৪২

পার্টিতে গল্প

কতক্ষণ ধরে জ্যাক লাউঞ্জে আছে ওর নিজেরও মনে নেই।

ও এখন অনেক ভাল মুডে আছে। অন্যদের সাথে ও এখন পার্টিতে যোগ দিয়েছে। প্রথমে কিছুক্ষণ ও সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে নাচলো, তারপর কুকুরমানবের সাথে প্রতিযোগিতায় নামল কে বেশী জোরে ঘেউ ঘেউ করতে পারে। সেটা শেষ হলে ও হাসতে হাসতে বারের দিকে ফিরছিল, তখন হঠাৎ ধাক্কা খেল সাদা মেস জ্যাকেট পড়া একটা লোকের সাথে।

"সরি," জ্যাক জড়ানো গলায় বলল। হঠাৎ করে ওর এই ভিড় আর ভাল লাগছিল না। ও চায় ওভারলুক আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাক। যখন জ্যাক টরেন্স হোটেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল।

"ব্যাপার না," মেস জ্যাকেট পড়া লোকটা উত্তর দিল। লোকটার কথা বলার ভঙ্গি খুব ভদ্র, কিন্তু ওর মুখ দেখলে ওকে একটা গুন্ডা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ও মদের গ্লাস আর বোতলে বোঝাই করা একটা কার্ট ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। "কিছু নেবেন কি? হুইস্কি, বিয়ার?"

"মার্টিনি।"

লোকটা একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল জ্যাকের হাতে। জ্যাক পিপাসার্তের মত পান করল।

"ঠিক আছে তো, স্যার?"

"হ্যা, ঠিক আছে।"

"বেশ। পরে দেখা হবে স্যার।" লোকটা আবার কার্ট ঠেলবার জন্যে উদ্যত হল।

জ্যাক ওকে থামাবার জন্যে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল।

"তোমার নামটা কি বল তো?"

লোকটা একটুও অবাক না হয়ে উত্তর দিল : "গ্রেডি, স্যার। ডিলবার্ট গ্রেডি।"

"কিন্তু...তুমি...আগে এখানে...কেয়ারটেকার..." জ্যাকের কথা বলতে কষ্ট

হচ্ছিল। ওর জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে।

"না স্যার, আপনি বোধহয় ভুল করছেন।"

"কিন্তু তোমার বৌ...আর দুই মেয়ে..."

"আমার বৌ এখন কিচেনে স্যার। আর আমার মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা তো কখনওই এত রাত জাগে না।"

"তুমি যখন কেয়ারটেকার ছিলে তখন তো..." জ্যাক অবশেষে কথাগুলো খুঁজে পেল, "তুমি তো ওদের খুন করেছ।"

গ্রেডির অভিব্যক্তি বদলালো না। "না স্যার, এমন কিছু হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না।" ও জ্যাকের শিথীল আঙুলগুলো থেকে গ্লাসটা ছাড়িয়ে আরও মার্টিনি ঢালল। তারপর জ্যাকের হাতে ফিরিয়ে দিল গ্লাসটা।

"কিন্তু তুমি..."

"স্যার, আপনি এই হোটেলের কেয়ারটেকার।"গ্রেডি বিনীত স্বরে বলল। "আপনি অনেকদিন ধরে এই হোটেলের কেয়ারটেকার। আমি জানি কারণ আমিও অনেকদিন ধরে এখানে আছি। আমাদের দু'জনকে একই ম্যানেজার চাকরি দিয়েছে।"

"আলম্যান?"

"আমি আলম্যান নামে কাউকে চিনি না, স্যার।"

"কিন্তু..."

"ম্যানেজার হচ্ছে–"গ্রেডি একটু থামল, "হোটেলটা স্যার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনাকে কে চাকরি দিয়েছে। আর কিছু জানার থাকলে আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

"না," জ্যাক আবার জড়ানো গলায় বলল। "না, আমি–"

"ও তো সবই জানে। কিন্তু ও আপনাকে কিছু বলে নি, তাই না, স্যার? বেয়াদবি নেবেন না স্যার, কিন্তু আমার মনে হয়েছে ও আপনার কোন কথাই শোনে না। এখনই অবাধ্য হয়ে গিয়েছে, এত কম বয়সেই।"

"হ্যা," জ্যাক বলল। "ঠিকই বলেছ।"

"ওর একটা উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার, বুঝলেন স্যার। আমার নিজের মেয়েরাই আগে এমন করত। একজন তো আমার এক বাক্স ম্যাচ চুরি করে হোটেলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ওদের অবশ্য আমি শুধরে দিয়েছি। এখন ওরা আর কোন ঝামেলা পাকাবার কথা চিন্তাও করে না। আর আমার বৌ তখন ওদের পক্ষ নিয়েছিল তখন ওকেও আমার একটু শিক্ষা দিতে হয়েছে।" গ্রেডি জ্যাকের দিকে তাকিয়ে নিরানন্দ একটা হাসি দিল। "বাবাদের অনেক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাই না স্যার?"

"হ্যা।" জ্যাক বলল।

"ওরা ওভারলুককে সেভাবে ভালবাসেনি যেভাবে আমি ভালবেসেছিলাম। আপনার বৌ আর ছেলেও একই ভুল করছে, স্যার। এই ভুলটা শুধরানোর দায়িত্ব আপনার। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি?"

"হ্যা," জ্যাক মাথা নাড়ল।

গ্রেডি ঠিকই বলেছে। ও এতদিন ড্যানি আর ওয়েন্ডির সাথে অতিরিক্ত ভাল ব্যাবহার করে ফেলেছে। ওরা জ্যাকের মাথায় চড়ে বসেছে। ওর আসলেই বাবা হিসাবে কিছু দায়িত্ব আছে। স্বামী হিসাবেও। সেই দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে অপরাধের উচিত শাস্তি দেয়া।

"আপনি জানেন তো স্যার," গ্রেডি জ্যাকের দিকে ঝুঁকে এল, যেন ও গোপন কোন কথা বলছে, "যে আপনার ছেলের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে? সেই ক্ষমতাটা দিয়ে ও বাইরের একজনকে ডেকে আনবার চেষ্টা করছে। যে আপনার আর ম্যানেজারের কাজে বাধা দিতে চায়।"

"বাইরের একজন? কে?"

"ওই হারামী বাবুর্চিটা, স্যার।"

"হ্যালোরান?"

"জি।" গ্রেডি একটু থেমে যোগ করল :

"ম্যানেজারসাহেব আপনাকে অনেক পছন্দ করেছেন, স্যার। আপনি যে ওভারলুকের ইতিহাসের ব্যাপারে এত আগ্রহী এটা দেখে উনি খুবই খুশি হয়েছেন। উনিই আপনার জন্যে বেসমেন্টে স্ক্র্যাপবুকটা রেখে দিয়েছিলেন। আপনি চাইলে এরকম আরও উপহার দেয়া হবে।"

"হ্যা...আমি চাই।" জ্যাকের গলায় অধীর আগ্রহ প্রকাশ পেল।

"ম্যানেজারসাহেব ভাবছেন যে আপনি ওভারলুকের জন্যে অনেক কিছু করতে পারবেন। আপনি যদি আমাদের একজন হয়ে যান, তাহলে আপনার দ্রুত উন্নতি হবে। কে জানে, একসময় হয়তো আপনি নিজেই ম্যানেজার হয়ে যাবেন।"

"সত্যি?"

"জি স্যার। আমাকেই দেখুন না, আমি হাইস্কুলও পাশ করিনি। কিন্তু এখানে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ চাকরি আছে। আর আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনার ভবিষ্যৎ তো উজ্জ্বল। কিন্তু এসবকিছুই আসলে নির্ভর করছে আপনার ছেলের উপর। ও কি রাজী হবে আপনি এখানে থেকে যেতে চাইলে?"

"ড্যানি?" জ্যাক ভ্রু কুঁচকালো। "আমার চাকরির ব্যাপারে কি আমি ওর কাছে উপদেশ চাবো নাকি? না, না, আমি যা বলব তাই হবে।"

"তাহলে আপনি দেখবেন যাতে ড্যানি কোন ঝামেলা না করে?"

"হ্যা, অবশ্যই।" জ্যাকের চোখের গভীরে রাগের একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল।

"চমৎকার। আসুন আমার সাথে।"

জ্যাক গ্রেডির পিছে হাঁটতে লাগল। ওর হাতের গ্লাসটা আবার কখন মদে ভরে উঠেছে ও খেয়ালই করে নি। দুই ঢোকে ও গ্লাসটা খালি করে দিল। আশেপাশে মানুষের হইহল্লা কমেনি। উচ্চস্বরে নৃত্যসঙ্গীত ভেসে আসছে বলরুমের ভেতর থেকে।

গ্রেডি ওকে একটা ফায়ারপ্লেসের সামনে নিয়ে এল। ফায়ারপ্লেসটার ওপর একটা তাকে একটা ঘড়ি রাখা। ঘড়িটা একটা কাঁচের গম্বুজে ঢাকা। দু'পাশে রুপোর হাতির মূর্তি। জ্যাক বিরক্ত হল। গ্রেডি ওকে একটা ঘড়ি দেখাবার জন্যে নিয়ে এসেছে? ও ঘুরে প্রশ্নটা করতে গেল, কিন্তু গ্রেডি উধাও হয়ে গিয়েছে।

"সময় হয়ে গিয়েছে!" ডারওয়েন্টের গলা ভেসে এল। "মুখোশ খুলবার সময় হয়ে গিয়েছে!"

ঘড়িটায় একটা সুরেলা ঘণ্টা বেজে উঠল। চোখ সেদিকে ফেরাতে জ্যাক দেখতে পেল কাঁচের গম্বুজটার ভেতর দু'টো ছোট্ট পুতুল বেরিয়ে এসেছে। একজনেরর হাতে একটা হাতুড়ি। অন্য পুতুলটা একটা বাচ্চা ছেলে। পুতুলদু'টো একটা আরেকটার দিকে এগিয়ে এল। লোকটার হাতুড়ি দড়াম করে নেমে এল বাচ্চাটার মাথার ওপর। এক ঝলক রক্ত ছিটকে এসে কাঁচে লাগল।

(কিন্তু পুতুলটার ভেতর থেকে রক্ত বের হল কিভাবে)

আরেকবার আছড়ে পড়ল হাতুড়িটা। আরেকবার। আরেকবার। রক্তে এখন পুরো গম্বুজটা ঢেকে গিয়েছে।

(লাল মৃত্যু সবার দিকে ধেয়ে আসছে!)

হঠাৎ জ্যাক অনুভব করল পেছনে সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ও ঘুরল। কোথাও কেউ নেই।

ওর মাথা প্রচণ্ড দপদপ করছে।

অধ্যায় ৪৩

ওয়েন্ডি

দুপুরবেলা।

ওয়েন্ডি আর ড্যানি সারা সকাল নীচতলা থেকে জ্যাকের গলা শুনতে পেয়েছে। জ্যাক চিৎকার করেছে, নিজের সাথে কথা বলেছে, গান গেয়েছে, এমনকি কুকুরের ডাকও ডেকেছে। ওয়েন্ডির এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে ওর স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গত একঘণ্টা যাবত নীচে সবকিছু নিস্তব্ধ। ওয়েন্ডি আর থাকতে না পেরে নীচে নামল কি হয়েছে দেখবার জন্যে। তবে নামার আগে ছুরিটা তোয়ালেতে পেঁচিয়ে নিজের গাউনের পকেটে নিতে ভুলল না।

ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কয়েকবার 'জ্যাক,' 'জ্যাক' বলে ডাকল। কোন জবাব নেই। ও জবাব আশাও করছিল না। জ্যাকের গলা শেষ শোনা গেছে লাউঞ্জের ভেতর থেকে। ওয়েন্ডি সেদিকেই হাঁটা দিল।

লাউঞ্জের দরজা ঠেলে ঢুকতেই মদের কড়া গন্ধ এসে ধাক্কা দিল ওর নাকে। কিন্তু গন্ধটা এল কোত্থেকে? বারের শেলফে তো কোন মদের বোতল নেই।

ও একটু সামনে এগিয়ে দেখতে পেল যে জ্যাক হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। ওকে দেখে ওয়েন্ডির রাগ পড়ে গেল। কি অসহায় লাগছে জ্যাককে দেখতে! যেন কোন বাচ্চা ছেলে অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ও দ্রুত পায়ে নিজের স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল।

"জ্যাক! জ্যাক, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?"

"পেয়েছি তোকে!" জ্যাকের একটা হাত খপ করে ওয়েন্ডির পায়ের গোড়ালী ধরে ফেলল। জ্যাক জেগেই ছিল। ওর মুখে একটা কুটিল হাসি দেখা দিল। হাসিটা দেখে ওয়েন্ডির মনে একটা ভয় ফিরে এল, অনেক পুরনো একটা ভয়, যে ওর মাতাল স্বামী ওকে একদিন মেরে ফেলবে।

"জ্যাক? চল তোমাকে উপরে নিয়ে যাই, তোমার অবস্থা বেশী ভাল নয়–"

"তোর আর ড্যানির তো খুব শখ এখানে থেকে ভাগার, তাই না? আজ পেয়েছি তোকে–" জ্যাকের আঙুল আরও শক্ত করে চেপে বসল ওয়েন্ডির গোড়ালীতে। ও আরেকহাতে ভর দিয়ে নিজের হাঁটুর ওপর উঠে বসল।

"জ্যাক, আমি পায়ে ব্যাথা পাচ্ছি!"

"তোর পা তো সবে শুরু, হারামজাদী!"

কথাটা শুনে ওয়েন্ডি স্তম্ভিত হয়ে গেল। ও নড়াচড়া করছে না দেখে জ্যাক ওর পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ও এখনও একটু টলছে।

"তুই আমাকে কখনওই ভালবাসতি না। এজন্যেই তুই এখান থেকে চলে যেতে চাস। জানিস না যে এখান থেকে চলে গেলে আমি শেষ হয়ে যাবো? আমার এখানে অনেক দা...দা...দায়িত্ব আছে। সবসময় তুই চাস আমাকে ছোট করতে। তুই নিজের মায়ের মতই হয়েছিস।"

"জ্যাক, থামো। তুমি মাতাল।" ওয়েন্ডি কাঁদতে কাঁদতে বলল। "আমি জানি না তুমি মদ কোথায় পেলে, কিন্তু তুমি মাতাল।"

"আমি জানি তুই আর তোর ছেলে মিলে আমার বিরুদ্ধে গুটি চালছিস। আমি জানি। চালছিস না?"

"না জ্যাক, প্লিজ, তুমি নিজেও জানো না তুমি কি আবোল-তাবোল বকছো–"

"মিথ্যুক!" জ্যাক চেঁচিয়ে উঠল। "আমি তোদের চিনি না মনে করেছিস? তুই আর ড্যানি মিলে আমার জীবন হারাম করে দিয়েছিস।"

ওয়েন্ডির মুখ থেকে আর কোন কথা বের হল না। জ্যাকের চোখে খুনীর দৃষ্টি। ও ওয়েন্ডিকে আসলেই মেরে ফেলতে চায়। তারপর ও ড্যানিকে মারবে। শেষে ওর আত্মহত্যার পর হোটেলটা শান্ত হবে।

"সবচেয়ে খারাপ জিনিস কি জানিস? তুই আমার নিজের ছেলেকে আমার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিস। তুই আমাদের সবসময় হিংসা করতি, তাই না? ঠিক তোর মায়ের মত।"

ওয়েন্ডি নির্বাক।

"দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি," জ্যাক বলল। ও নিজের দুই হাত এগিয়ে দিল ওয়েন্ডির গলার দিকে।

ওয়েন্ডি এক পা পিছিয়ে গেল। ওর মনে পড়ল যে ওর পকেটে ছুরিটা আছে, আর ও সেটা বের করবার জন্যে হাত বাড়াল। কিন্তু পকেট পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই জ্যাক ওর হাত ধরে ফেলল। তারপর মুচড়ে ওর পিঠের দিকে নিয়ে এল। জ্যাকের শরীর থেকে মার্টিনি আর ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে।

ওর আরেক হাত ওয়েন্ডির গলায় চেপে বসল।

ওয়েন্ডি পাগলের মত হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু জ্যাকের শক্তির সাথে ও কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় পেছন থেকে ড্যানির তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল : "বাবা! আম্মুকে ছেড়ে দাও! তুমি আম্মুকে ব্যাথা দিচ্ছ!"

তারপরে কি হল সেটা ওয়েন্ডি ঠিক বুঝতে পারে নি। একটা হুটোপুটি হল, ও দেখল যে ড্যানি বারের ডেস্কটার ওপর থেকে জ্যাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জ্যাকের হাত ওয়েন্ডির শরীর থেকে সরে গেল।

কিন্তু ড্যানির দুঃসাহসী প্রচেষ্টা কাজে লাগল না। জ্যাক এক ঝটকায় ড্যানিকে ছিটকে ফেলল। ওর দুই হাতের আঙুল আবার চেপে বসল ওয়েন্ডির গলায়। ওয়েন্ডির চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল।

ওয়েন্ডির হাত পাগলের মত মাটিতে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল যেটা ওকে এখান থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। আশ্চর্যজনকভাবে ও তেমন একটা জিনিস পেয়েও গেল। একটা খালি ওয়াইনের বোতল, যেটা বারে মোমবাতিদান হিসাবে ব্যাবহার করা হয়। ওর আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল বোতলটাকে,তারপর মাথার ওপর ওঠালো, আর সরাসরি নামিয়ে আনল জ্যাকের মাথায়।

জ্যাক ছেড়ে দিল ওয়েন্ডিকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও বুঝতে পারছে না ও কোথায় আছে। কিছুক্ষণ এলোমেলো পা ফেলে ও আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ওয়েন্ডি একটা লম্বা, কান্নাজড়ানো নিশ্বাস নিল। ও কোনমতে ডেস্কের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ গেল ড্যানির দিকে। ড্যানি চোখে অবিশ্বাস নিয়ে নিজের অজ্ঞান বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

"ড্যানি...শোন..." ওয়েন্ডির কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। ওর গলা এখনও ব্যাথা করছে। "যে আমাকে ব্যাথা দিতে চেয়েছে সে তোমার বাবা নয়। হোটেলটা ওর ভেতরে ঢুকে গিয়েছে ড্যানি...তাই আমি ওকে বাধ্য হয়ে ব্যাথা দিয়েছি।" ও কাশতে ওর মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল।

"হোটেলটা আস্তে আস্তে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে ড্যানি...ওটা এখন তোমার বাবাকে পুরোপুরি বশে এনে ফেলেছে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কি বলছি?"

ড্যানির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ও আস্তে করে মাথা নাড়ল।

"আমি জানি তুমি তোমার বাবাকে অনেক ভালবাসো। আমিও। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই লোকটা আর তোমার বাবা নয়। ওভারলুক

ওকে পুরোপুরি বদলে ফেলেছে।"

"আমি চাই বাবা আবার ভাল হয়ে যাক।" অবশেষে ড্যানির চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এল।

"আমিও সেটা চাই ড্যানি, কিন্তু আমাদের এখন কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না," ওয়েন্ডি এগিয়ে গিয়ে ড্যানিকে জড়িয়ে ধরল। "আমাদের ওকে এমন একটা জায়গায় রাখতে হবে যেখানে ও আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। পরে...যদি হ্যালোরান, বা পার্ক রেঞ্জাররা আসে, তাহলে ওরা আমাদের নীচে নিয়ে যেতে পারবে। আমাদের এখন সাহসী হতে হবে, বুঝেছ, বাবা?"

ড্যানি মাথা ঝাঁকাল। "আমারও মনে হয়...বাবাকে এখন আমাদের থেকে একটু দূরে রাখলেই ভাল। কিন্তু কোথায়?"

"প্যান্ট্রিতে! যেটা হ্যালোরান আমাদের প্রথম দিন দেখিয়েছিল। ওখানে অনেক খাবার আছে, তোমার বাবা চাইলে পুরো শীতকালই ওখানে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর আমরা কিচেনে আর ফ্রিজে রাখা খাবার খেয়ে থাকব। তবে ড্যানি, আমাদের এখনই যেতে হবে, তোমার বাবার জ্ঞান ফিরবার আগে। আমরা এখন ওকে বয়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু জ্ঞান ফিরলে ও সেটা করতে দিবে কিনা সন্দেহ আছে।"

ওরা কাজে লেগে গেল। জ্যাককে ধরাধরি করে প্যান্ট্রি পর্যন্ত নিয়ে আসতে ওয়েন্ডির ঘাম ছুটে গেল। ড্যানি সাহায্য করতে চাইলেও পারছিল না, ও এত ছোট যে ও বাবাকে একদিকে ধরলে উলটো আম্মুর আরও কষ্ট হত। ওয়েন্ডি জ্যাককে প্যান্ট্রির ভেতর শোয়ালো। ওর অজ্ঞান দেহ বয়ে আনতে গিয়ে ওয়েন্ডির এই শীতেও ঘাম ছুটে গেছে।

ও প্যান্ট্রির দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে আরেক বিপদ। দরজার একটা কব্জা ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে। খুলবার সময় কোন সমস্যা হয় নি, কিন্তু এখন দরজাটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ও দরজা নিয়ে ধস্তাধস্তি করবার সময় কিছুক্ষণের জন্যে ওর আর ড্যানির দু'জনেরই জ্যাকের দিকে খেয়াল ছিল না।

ঠিক তখনই জ্যাক চোখ মেলল।

"ওয়েন্ডি?"

ডাকটা শুনবার সাথে সাথে ওয়েন্ডি আতংকে জমে গেল। কিন্তু ড্যানি ঘাবড়াল না। ও চেঁচিয়ে উঠল, "আম্মু! দরজাটা বন্ধ কর, এখনই!"

ওয়েন্ডি ওর গলা শুনে সম্বিত ফিরে পেল। ও প্রাণপণে টান দিল দরজার হাতল ধরে।

ওদের পেছনে জ্যাক উঠে দাঁড়িয়েছে। ও এখনও টলছে, আর ওর চোখের দৃষ্টি এখনও ভয়ংকর। "কি করছিস তোরা?" ও খেঁকিয়ে উঠল।

ওয়েন্ডি ড্যানিকে একঝটকায় কোলে নিয়ে নিল। ও দেখতে পাচ্ছিল যে জ্যাক ওদের ওপর ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। শেষ একটা টান দিতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ। আর জ্যাকও ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝাঁপ দিল। দরজাটা বন্ধ হবার এক সেকেন্ড পর জ্যাকের শরীর দরজার ওপাশে আছড়ে পড়ল।

"বের হতে দে আমাকে এখান থেকে। তোদের দু'টোকেই আমি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব! দরজা খোল!"

ড্যানি বারবার নিজেকে বলতে লাগল : "ওটা বাবা, নয় হোটেলটা। ওটা বাবা নয়।"

ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে।

অধ্যায় ৪৪

জ্যাক

বেলা ৩টা।

জ্যাক প্যান্ট্রির ভেতর বসে ফুঁসছিল। ওয়েন্ডি আর ড্যানির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই নিজেদের রুমে বসে আরাম করছে। ওকে এখানে আটকে রেখে। কত বড় সাহস হারামীদের!

ও এখন বুঝতে পারছে ওর বাবা ওদের কেন এত মারতো। দোষ আসলে বাবার ছিল না। ওরা সবাই ছিল অকৃতজ্ঞ। লোকটা সারাদিন খাটতো নিজের পরিবারের জন্যে, আর দিন শেষে বাসায় ফিরে কি হত? সবার একশ' বায়নাক্কা, বাবা আমার সাথে খেলো, বাবা আমার স্কুলের পড়ায় সাহায্য কর, মার্ক আমাকে রান্নায় সাহায্য কর। ওরা কখনওই বাবার যেসব কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয় সেগুলোর ব্যাপারে জানত না, আর জানবার চেষ্টাও করে নি। অকৃতজ্ঞের দল। ঠিক যেমন ড্যানি আর ওয়েন্ডি এখন ওর সাথে করছে। জ্যাক শুধু চায় ওদের ভাল করতে, আর ওরা জ্যাককে বন্দী করে রেখেছে এখানে!

"চিন্তা করছেন কেন স্যার, আমরা তো আছি আপনার পাশে।" দরজার ওপাশ থেকে মসৃণ একটা গলা ভেসে এল জ্যাকের কানে।

জ্যাক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"গ্রেডি? এটা কি তুমি নাকি?"

"জি স্যার, আমিই। আপনি তো এখানে আটকে গেছেন দেখছি।"

"আমাকে বের হতে দাও গ্রেডি, এক্ষণি। ওরা আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে এখানে।"

"ওরা? একটা মেয়ে আর একটা বাচ্চা ছেলে? ম্যানেজারসাহেব তো এটা শুনলে খুশি হবেন না, স্যার।"

রাগে আর লজ্জায় জ্যাকের কান লাল হয়ে গেল। "আমাকে বের হতে

দাও, গ্রেডি। আমি ওদের মজা দেখাচ্ছি।"

"তা কি আপনি পারবেন, স্যার? আমাদের তো আপনার ওপর ভালই ভরসা ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হয়তো আমরা ভুল মানুষের সাথে কথা বলেছি। আপনার বৌকে তো আপনার চেয়ে চালাক মনে হচ্ছে। হয়তো আপনার বদলে ওনার সাথে যোগাযোগ করলেই ভাল হত।"

"গ্রেডি, আমাকে একবার বের হতে দিয়ে দেখ আমি ওদের কি অবস্থা করি।"

"আপনার ছেলেকে কি আপনি আমাদের হাতে তুলে দেবেন?"

"হ্যা!"

"আপনার বৌ আপনাকে সেটা সহজে করতে দেবে না, স্যার," গ্রেডি ঠাণ্ডা গলায় বলল। "আপনার ওনাকে মেরে ফেলতে হবে।"

"যদি তাই করতে তাহলে করব!"

খট করে একটা শব্দ হয়ে দরজাটা খুলে গেল। জ্যাক দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে। ওর মুখে বিজয়ীর হিংস্র হাসি। ও দেখল যে গ্রেডি যাবার আগে ওর জন্যে একটা উপহার রেখে গেছে।

ওর সামনে, মেঝেতে শোয়ানো একটা রোকে খেলার হাতুড়ি।

অধ্যায় ৪৫

রেডরাম

রাত ৮টা।

ড্যানি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওয়েন্ডিও নিজের বিছানায় কিছুক্ষণ ঘুমাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সকাল থেকে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো মনে করে ওর ঘুমের বদলে কান্না পাচ্ছিল। আসলেই কি ওর স্বামী পাগল হয়ে গেছে? যদি জ্যাক আর ঠিক না হয় তাহলে ওরা কি করবে? ওর মায়ের কাছে যাবে থাকতে?

নীচ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসায় ওয়েন্ডির চিন্তায় বাধা পড়ল। কি ব্যাপার? জ্যাক কি ছুটে গেছে? ও বিছানায় উঠে বসল। নীচে যেয়ে দেখতে হবে।

ও উঠে নিজের গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিল, আর একহাতে নিল ছুরিটা। তারপর সাবধানে চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে নীচে নেমে এল। ও সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নামবার সময় আবার শব্দ হল। ওয়েন্ডির মনে হল শব্দটা বলরুম থেকে ভেসে আসছে।

ওয়েন্ডি বলরুমে এল। এখানে কিছুই নেই। আধো-অন্ধকারে ঢাকা একটা ঘর, অনেকগুলো টেবিল আর ওলটানো চেয়ার রাখা।

হঠাৎ ওয়েন্ডির কানে সুন্দর একটা সুর বেজে উঠল। অনেক পুরনো একটা গানের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের। আর এক সেকেন্ড ওর চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা জীবন্ত হয়ে উঠল, যেটা ও সেদিন লিফটের সামনে দেখেছে।

বলরুমের প্রায় প্রত্যেকটা টেবিল ভরে গিয়েছে মানুষে। সবাই হাসাহাসি করছে, মদ খাচ্ছে। সবাই সাজপোশাক আর মুখোশ পড়া। জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু করে রাজকুমার পর্যন্ত সবই আছে এই পার্টিতে। ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল : "মুখোশ খুলে ফেলবার সময় হয়ে গেছে!"

আবার সবকিছু নিশ্চুপ।

কিন্তু ওয়েন্ডি অনুভব করল যে ও একা নয় বলরুমে। ও আস্তে আস্তে পিছে ফিরল।

জ্যাককে দেখে এখন আর ওর স্বামী বলে চেনা যাচ্ছে না। ওর দুই চোখ লাল, রক্তপিপাসু। ওর মুখে একটা বিকৃত, নিষ্ঠুর হাসি ঝুলছে। ও দুই হাতে শক্ত করে একটা রোকে খেলার হাতুড়ি ধরে আছে।

"তুই কি ভেবেছিলি আমাকে আটকে রাখতে পারবি?"

"জ্যাক–"

"চুপ মাগী! আমি জানি তুই কত খারাপ।"

ওয়েন্ডি কিছু বোঝার আগেই জ্যাক এগিয়ে এসে সজোরে হাতুড়িটা ওর পেটে বসিয়ে দিল। ব্যাথায় ওয়েন্ডির দম আটকে আসলো, ওর মনে হল ও এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ওর ছুরিটা খসে পড়ল হাত থেকে।

জ্যাকের হাসি আরও চওড়া হল। ও আবার হাতুড়িটা মাথার ওপর তুলল, এবার ও ওয়েন্ডির মাথা গুঁড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু ওয়েন্ডি সময়মত সরে গেল। হাতুড়িটা ওর মাথায় না লেগে লাগল পায়ে।

ওয়েন্ডির মনে হল ওর পা দু'টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু ওর মাথা তখনও কাজ করছিল। ও যদি এখন কিছু না করে, তাহলে জ্যাক ওকে মেরেই ফেলবে। ও নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্যাকের হাঁটুর নীচে একটা লাথি ছুঁড়ল।

জ্যাক একটা জান্তব গর্জন করে বসে পড়ল মাটিতে। ওয়েন্ডি মাটি থেকে ছুরিটা তুলে নিল নিজের হাতে, তারপর জ্যাকের পিঠে বসিয়ে দিল।

জ্যাক তীক্ষ্ম স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। ওয়েন্ডির মনে হল ও এত ভয়ংকর কোন শব্দ জীবনেও শোনে নি। যেন হোটেলের সবগুলো দরজা, জানালা আর মেঝে একসাথে চেঁচিয়ে উঠেছে। ওয়েন্ডির মনে হল চিৎকারটা যেন অনন্তকাল ধরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অবশেষে জ্যাক থামল। তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ওয়েন্ডি কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। জ্যাকের শরীর নিথর। ওয়েন্ডির চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এল। ও নিজের স্বামীকে মেরে ফেলেছে!

ও ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাঁটতে শুরু করল। ড্যানি এই শব্দে জেগে গিয়েছে কিনা কে জানে। ওয়েন্ডির পাও প্রচণ্ড ব্যাথা করছিল। ও বেডরুমে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে চায়।

ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে প্রায় দোতলায় পৌঁছে গিয়েছিল যখন ও পেছন দেখে ডাকটা শুনতে পেল।

"হারামজাদী, তুই আমাকে খুন করেছিস।"

অন্ধকার প্লাবনের মত ভয় ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওয়েন্ডিকে।

জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির নীচে। ও কুঁজো হয়ে আছে, আর ছুরির হাতলটা উঁচিয়ে আছে ওর পিঠ থেকে। ওর চোখে মণির কোন চিহ্ন নেই, দু'চোখই একদম সাদা। ওর বাঁ হাত থেকে হাতুড়িটা শিথীলভাবে ঝুলছে। হাতুড়িটার মাথায় রক্ত লেগে আছে। ওয়েন্ডির রক্ত।

"আজ তোকে মজা দেখাব হারামজাদী।"

ও ধীর পায়ে এগিয়ে এল সিঁড়ির দিকে।

অধ্যায় ৪৬

জ্যাক আর ওয়েন্ডি

ওয়েন্ডি খোঁড়া পা নিয়েই দৌড়াতে চেষ্টা করল। যে করেই হোক, বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। ওই পিশাচটা যাতে ড্যানি কাছে না যেতে পারে।

নীচে জ্যাক দাঁত বের করে হাসল। ওর ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ল। "আজ তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলব।" ও ধীর পায়ে আরেক ধাপ উঠল।

ওয়েন্ডি দু'কদম সামনে গিয়েই আছড়ে পড়ল। পায়ের ব্যাথায় ও এখন চোখে অন্ধকার দেখছে। দৌড়ানো তো দুরের কথা, ওর এখন হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছে। এভাবে চিন্তা করে লাভ নেই! ওর ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা গলা। শুধু ড্যানির কথা ভাবো!

ও জোর করে উঠে দাঁড়াল। জ্যাক সিঁড়ির মাঝামাঝি চলে এসেছে। ওয়েন্ডি খোঁড়াতে যেয়ে আবার পড়ে গেল। এবার আর উঠবার চেষ্টা না করে ও হামাগুড়ি দিয়েই আগাতে লাগল। আরও এক কদম, ওয়েন্ডি! আরও একটা!

অবশেষে ও দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। নবটা এক হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ও রুমের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল যে জ্যাক দোতলায় এসে পড়েছে।

"খবরদার! দরজা লাগাবি না!"

ওয়েন্ডি সর্বশক্তি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর ছিটকিনিটা আটকে দিল।

ওয়েন্ডি জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিল। ওদের বিপদ এখনও কাটেনি। ওর এখন ড্যানিকে নিয়ে ঘরের সাথে জোড়া দেয়া যে বাথরুমটা আছে সেটাতে ঢুকতে হবে। বাথরুমের দরজাতেও তালা মেরে দিতে হবে।

ও ঘুরল ড্যানিকে ডাকবে বলে। কিন্তু ড্যানির বিছানা খালি।

তারমানে ড্যানি কি ওদের গলা শুনতে পেয়েছে? না, না, ড্যানি তো ওদের মনের কথা পড়তে পারে! যখন জ্যাক ওকে মারতে চাচ্ছিল তখন জ্যাক

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে কোথাও লুকিয়ে গিয়েছে।

দরজায় একটা হাতুড়ি আছড়ে পড়ল।

ওয়েন্ডির সারা শরীর কেঁপে উঠল শব্দটা শুনে। ও ঝুঁকে বিছানার নীচে দেখল ড্যানি সেখানে আছে কিনা। নেই। ও নীচু গলায় ডাকল : "ড্যানি?"

আবার হাতুড়ির শব্দ।

এবার ও ক্লজেটের দরজা খুলল। হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে কাপড়গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল ও মাটিতে। ড্যানি এখানেও নেই।

আরেকটা আঘাত। দরজাটা এবার থরথর করে কেঁপে উঠল। দরজার ঠিক মাঝখানে একটা ফাটল দেখা দিল। ওপাশ থেকে চিৎকার ভেসে এল : "আজ তোদের মজা দেখিয়ে ছাড়ব! হারামজাদী! কি ভেবেছিস, তোরা যা ইচ্ছে তাই করে পার পেয়ে যাবি?" ও যদি আগে থেকে না জানতো যে দরজার ওপাশে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে ওয়েন্ডি কখনওই বিশ্বাস করত না যে এটা জ্যাকের গলা।

আর থাকতে না পেরে ওয়েন্ডি বাথরুমের দরজা খুলল। ড্যানি এখানেও নেই। ও ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ও শুনতে পেল জ্যাক দরজা ভেঙ্গে রুমে ঢুকেছে। ও এলোপাথাড়ি হাতুড়ি চালাচ্ছে। একটা ক্যাবিনেট উলটে পড়ল হাতুড়ির আঘাতে। দেয়াল ভাঙ্গার আওয়াজ। তারপর ওয়েন্ডির রেকর্ড প্লেয়ারটা দু'টুকরো হয়ে গেল। তারপর হাতুড়িটা আছড়ে পড়ল বাথরুমের দরজায়। দরজাটার ছোট একটা অংশ ফেটে ছিটকে পড়ে গেল নীচে। সেই ফুটোটা দিয়ে জ্যাকের চোখ দেখা দিল।

"তোর পালাবার আর কোন জায়গা নেই! এখন কোথায় যাবি, হারামজাদী?" ও আরেকবার আঘাত করে ফুটোটা আরও চওড়া করল। এবার ও নিজের চেহারা সরিয়ে একটা হাত গলিয়ে দিল দরজার ফুটোটা দিয়ে।

ওয়েন্ডির তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। জ্যাক নিজের দাড়ি কামাবার ব্লেডগুলো এই বাথরুমেই রাখে! ও খোঁড়া পা নিয়ে যত দ্রুত পারে হেঁটে গিয়ে সিংকের ওপরের ক্যাবিনেটটা খুলল। হ্যা, সামনেই তিনটে ব্লেড রাখা। ও একটা তুলে নিয়ে কঠিন মুখে দরজার দিকে আগাল। তারপর একটুও না থেমে জ্যাকের হাতের তিন জায়গায় ব্লেডটা চালিয়ে দিল।

জ্যাক চিৎকার করে উঠল। হাতটা সরে গেল দরজা থেকে।

হঠাৎ করে সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ওয়েন্ডি নিশ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছিল। একটু পর বাইরে থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। জ্যাক রুম ছেড়ে চলে যাচ্ছে!

ওয়েন্ডি আর পারল না। ও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অধ্যায় ৪৭

হ্যালোরানের পুণরাগমন

হোটেলের প্রধান দরজা এক ধাক্কায় খুলে দিয়ে হ্যালোরান ঢুকল ভেতরে। ও চেঁচিয়ে ডাকল : "ড্যানি? ড্যানি?"

ড্যানি প্রথম যেদিন ওকে মানসিকভাবে ডেকেছিল ও সেদিনই শুনতে পেয়েছে। ও ফ্লোরিডার সব কাজকর্ম ফেলে তখনই একটা প্লেনের টিকেট বুক করে সাইডওয়াইন্ডারে ফিরে আসবার জন্যে। এখানে এসে একটা স্নো-মোবিল ভাড়া করে সোজা চলে আসে হোটেল পর্যন্ত। যাত্রাপথে ও আবারও ড্যানির ডাক শুনতে পেয়েছে। ওর এখন ভয় হচ্ছিল যে ও বেশী দেরি করে ফেলেছে।

"ড্যানি!" ও আবার ডাকল, এবার আরও জোরে। কোন উত্তর নেই।

আশেপাশে চোখ বুলিয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। লবির কার্পেটটায় শুকনো রক্তের দাগ লেগে আছে। রক্তটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলায় শেষ হয়েছে। ওর কি আসলেই বেশী দেরি হয়ে গেছে?

হ্যালোরান সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। ও দোতলায় পা দেবামাত্র জ্যাক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। জ্যাক এতক্ষণ লিফটের ভেতর লুকিয়ে ছিল। হ্যালোরান এসেছে টের পেয়েই ও ওয়েন্ডির বেডরুম ছেড়ে এখানে চলে আসে।

"হারামী," জ্যাক নোংরা স্বরে হ্যালোরানের কানের পাশে ফিসফিস করল। "অন্যদের কাজে নাক গলালে কি হয় সেটা তোকে দেখাচ্ছি আমি।"

ও হাতুড়িটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল হ্যালোরানের গালে। হাড় ভাঙ্গার একটা বিশ্রী শব্দ হল, আর হ্যালোরান লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

"এবার ড্যানি।" জ্যাকের মুখের বিকৃত হাসিটা একবারও মিলিয়ে যায়নি।

অধ্যায় ৪৮

টনি

(ড্যানি...)

(ড্যানিইইই...)

ড্যানি অন্ধকার একটা করিডর ধরে হাঁটছে। অনেকটা হোটেলের করিডরগুলোর মত, কিন্তু পুরোপুরি নয়। ওর চোখে অন্ধকারে সয়ে আসার পর ও দেখতে পেল করিডরের একদম শেষপ্রান্তে একটা ছোট্ট আকৃতি দাঁড়িয়ে আছে। টনি।

"আমি কোথায়?"

"তুমি স্বপ্ন দেখছ। তুমি তোমার বাবা আর আম্মুর বেডরুমে শুয়ে আছ।"

"ড্যানি," টনি যোগ করল, "তোমার মায়ের অনেক বড় বিপদ। উনি মারাও যেতে পারেন। হয়তো মিস্টার হ্যালোরানও।"

"না!" ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল। ওর চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল করিডরের অন্ধকারে।

"ড্যানি, অস্থির হয়ে যাও না।"

"আমি ওদের মরতে দেব না!"

"তাহলে তোমার ওদের সাহায্য করতে হবে," টনি অস্পষ্ট গলায় বলে উঠল। "ড্যানি, তুমি তোমার মনের গভীরে একটা জায়গায় আছ। আমি যেখানে থাকি। আমি তোমার একটা অংশ, ড্যানি।"

"না, তুমি টনি। আমি আম্মুর কাছে যেতে চাই–"

"তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, ড্যানি, আর মনের গভীরে এই সত্যটা তুমি সবসময়ই জানতে।"

টনি এগিয়ে এল ওর দিকে। জীবনে প্রথমবারের মত, টনি এগিয়ে এল।

"শোন, তোমার বাবাকে ওভারলুক নিয়ে নিয়েছে। আর তোমার বাঁচার একটাই পথ আছে। তোমার বাবা যা ভুলে গিয়েছে সেটা তোমার মনে রাখতে হবে।"

কথাটা শেষ হবার সাথে সাথে ড্যানির চারপাশের দৃশ্য বদলে গেল। ও

এখন সত্যিকারের ওভারলুকের করিডরে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে বুম বুম শব্দ তুলে ধেয়ে আসছে বাবার রুপধারী পিশাচটা। ও এতদিন স্বপ্নে যা দেখেছে সেটা সত্যি হতে চলেছে! ড্যানি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

ড্যানির মাথায় বিদ্যচ্চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল। হোটেলের ছাদে একটা চিলেকোঠা আছে যেটাতে ওকে কখনও যেতে দেয়া হয়না ইঁদুরের বিষের ভয়ে। কিন্তু ড্যানি জানে যে চিলেকোঠাটায় ঢুকবার একটা গুপ্তদরজা আছে, যেটা চারতলার করিডরের ছাদে। ওই দরজাটা থেকে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টান দিলে একটা মই নেমে আসে। ড্যানি যদি একবার চিলেকোঠায় উঠে মইটা উঠিয়ে নিতে পারে, তাহলে জ্যাক ওকে ধরতে পারবে না।

ও লম্বা একটা দম নিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল। ওর পেছনে নিরন্তর জ্যাকের চিৎকার আর বুম বুম শব্দ হয়েই চলেছে।

ড্যানি চারতলার করিডরে এসে থামল। ওর দম ফুরিয়ে গিয়েছে। আর মাত্র কয়েক পা, ও বোঝাল নিজেকে। জোরে করে ও এগিয়ে এল করিডরের মাঝখানে। এসে ওর মুখ শুকিয়ে গেল।

ছাদের দরজাটায় তালা দেয়া।

বাবা নিশ্চয়ই কোন একসময় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল যাতে ড্যানি চাইলেও চিলেকোঠায় না যেতে পারে। ব্যাপারটা চিন্তা করে ড্যানির মুখে একটা কাষ্ঠ হাসি ফুটে উঠল।

অধ্যায় ৪৯

বাবা যা ভুলে গেছে

ওয়েন্ডির একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে এল। ওর সারা শরীর ব্যাথা করছে। ওর প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছু মনে পড়ল না। ও কোথায়, ব্যাথা পেল কিভাবে, দরজাটা ভাঙ্গা কেন ওর কিছুই মনে নেই। ও লম্বা একটা নিশ্বাস নিল, আর সাথে সাথে ওর সবকিছু মনে পড়ে গেল।

জ্যাক হঠাৎ করে চলে গেল কেন? ও কি ড্যানিকে দেখতে পেয়েছে? চিন্তাটা মাথায় আসতেই ওয়েন্ডি উঠে দাঁড়াল। তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। করিডরে ওর জন্যে আরেকটা চমক অপেক্ষা করছিল। হ্যালোরান।

হ্যালোরানেরও মাত্র জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওর মুখ থেকে রক্ত পড়ছে, আর একটা গাল বিশ্রীভাবে ফুলে গেছে। ও ওয়েন্ডিকে দেখে জড়ানো গলায় বলল : "শুয়োরের বাচ্চা আমার চোয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে।"

"মিস্টার হ্যালোরান?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল। তারপরই ওর মনে পড়ে গেল যে ড্যানি ওকে বলেছিল যে ও নিজের ক্ষমতা ব্যাবহার করে হ্যালোরানকে ডেকেছে। ও নিশ্চয়ই সেই ডাক শুনেই এসেছে।

"তুমি কি জানো ড্যানি কোথায়?" এবার হ্যালোরান ওকে প্রশ্ন করল।

ওয়েন্ডির কানে কিছুক্ষণ ধরেই একটা শব্দ আসছে। ও একটা আঙুল ঠোঁটের ওপর রেখে হ্যালোরানকে কথা বলতে নিষেধ করল।

এক মিনিট পর ও বলল : "হ্যা। ওরা দু'জনই ওপরে।"

ড্যানির আর যাবার কোন জায়গা নেই। করিডরের প্রত্যেকটা রুমে তালা দেয়া। ও পিছাতে পিছাতে ওর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল।

এমন সময় জ্যাক উঠে এল ওপরে। হাতের হাতুড়িটা বাতাসে বিপজ্জনকভাবে দুলছে, একটা সাপের ফণার মত। ও এগিয়ে আসতে ড্যানি ওর মুখের হাসিটা দেখতে পেল।

"এবার পেয়েছি তোকে হারামী। আজ তোকে মজা দেখাব। নিজের বাবাকে কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হয় আজ শিখিয়ে দেব তোকে।"

"তুমি আমার বাবা নও!" ড্যানি তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। ওর ভয় কেন যেন কেটে গিয়েছে। একজন মানুষ বোধহয় চাইলেও এতক্ষণ আতংকিত থাকতে পারে না ড্যানি যতক্ষণ থেকেছে।

"ফালতু কথা বলিস না," জ্যাক বলল। "অবশ্যই আমি তোর বাবা। আমি দেখতে তোর বাবার মত নই? তবে হোটেলের বাসিন্দারা আমাকে কথা দিয়েছে, আমি যদি তোকে ওদের হাত তুলে দেই তাহলে আমি ওদের একজন হয়ে যাব।"

"ওরা কথা দেয়, কিন্তু কথা রাখে না।"

"চুপ মিথ্যুক!" জ্যাক আবার চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কথাটা বলবার সাথে সাথে জ্যাকের মধ্যে একটা সুক্ষ পরিবর্তন দেখা দিল। ও চেহারার অভিব্যক্তি পালটে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে ড্যানির মনে হল ওর আবার ওর বাবাকে দেখতে পাচ্ছে।

"ডক...তুই কি করছিস? পালিয়ে যা এখান থেকে..."

"না, বাবা," ড্যানি দৃঢ়স্বরে বলল। "আমার পালাবার আর কোন জায়গা নেই। আমি আর পালাতে চাইও না।"

আবার জ্যাকের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। "খুব কথা শিখেছিস, না? তোর জিভ ছিড়ে ফেলব আমি। তোকে এক্ষণি মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া..."

ড্যানির মুখে আস্তে আস্তে একটা হাসি ফুটে উঠল। সে হাসিটা দেখেই হয়তো জ্যাকরুপী পিশাচটা একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। ও ড্যানিকে মারবার জন্যে হাতুড়িটা মাথার ওপর তুলেছিল, ওর হাত দু'টো সেই ভঙ্গিতেই থেমে গেল।

"আমি এখন বুঝেছি তুমি কি ভুলে গিয়েছ," ড্যানি বলল। "তুমি তো আজকে সকাল থেকে বয়লার চেক করনি, তাই না? ওটা একটু পরেই ফাটবে!"

"বয়লার!" জ্যাক-পিশাচ চেঁচিয়ে উঠল। "না, না, না, এটা হতে পারে না–"

"এমনই হবে!" ড্যানিও পালটা চিৎকার করল। "এই পুরো হোটেলটাই একটু পরে উড়ে যাবে!"

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল পিশাচটা ড্যানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তার বদলে হঠাৎ সেটা ঘুরে পেছনে হাঁটতে শুরু করল। ও হেঁটে লিফটে

ঢুকে গেল। লিফটটা নীচে নামবার আগে ভেতর থেকে একটা রক্ত জল করা চিৎকার ভেসে এল। পরাজয়ের চিৎকার।

ড্যানি নিজের সমস্ত মনোযোগ দিল যাতে চিন্তাটা আম্মু আর হ্যালোরানের কাছে পৌঁছে যায় :

(আম্মু ডিক তোমাদের এখনই হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে বয়লারটা ফেটে যাবে)

অধ্যায় ৫০

বিস্ফোরণ

তারপরের ঘটনাগুলো অতি দ্রুত ঘটে গেল। হ্যালোরান আর ওয়েন্ডি সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এল চারতলায়। ওয়েন্ডি ড্যানিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল : "ড্যানি! ড্যানি! হে ঈশ্বর, তোমার তাহলে কিছু হয় নি!"

ও এক ঝটকায় ড্যানিকে কোলে তুলে নিল। ও নিজের ব্যাথার কথাও ভুলে গেছে।

হ্যালোরান ড্যানির চেহারা দেখতে পেল। ওর মনে হল ড্যানি আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে, আর ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ড্যানি ওর দিকে তাকিয়ে আবার চিন্তাটা ছুঁড়ে দিল :

(ডিক আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে বয়লার ফাটার আগে)

ডিক মাথা নাড়ল। "ঠিক আছে।"

ও ওয়েন্ডির দিকে তাকাল। "আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। এখনই।"

"আমি কোন গরম কাপড় পড়ি নি, বাইরে–"

ড্যানি মায়ের কোল থেকে নেমে ছুটে গেল নীচে। এক মিনিট পর ও ফিরে এল, ওর হাতে মায়ের গ্লাভস আর কোট।

"ড্যানি, তোমার বুট পড়তে হবে–" ওয়েন্ডি শুরু করল।

"সময় নেই," ড্যানি বাধা দিল ওকে। ও হ্যালোরানের দিকে তাকাল আর হঠাৎ করে একটা ছবি ফুটে উঠল হ্যালোরানের মাথার ভেতর। কাঁচের গম্বুজে ঢাকা একটা ঘড়ি, যেটায় বারটা বাজতে মাত্র এক মিনিট বাকি আছে।

"হে ঈশ্বর," হ্যালোরান বলল। ও এক হাতে ওয়েন্ডিকে পেঁচিয়ে ধরল, আরেক হাতে ড্যানিকে। তারপর সোজা দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

বেসমেন্টে, যে জিনিসটা আগে জ্যাক টরেন্স ছিল সেটা এগিয়ে গেল বয়লারটার দিকে। বয়লারের মিটারের কাঁটা ২৫০ ছুঁই ছুঁই করছে। বয়লারটা প্রচণ্ড জোরে 'হিস্‌স্‌' করে উঠল, যেন শত শত সাপ একসাথে ফণা তুলেছে। জিনিসটা বলে উঠল : "না, না, এমন হতে পারে না–"

ওয়েন্ডি, ড্যানি আর হ্যালোরান মাত্র পোর্চে বেরিয়ে এসেছে যখন নীচ থেকে বিস্ফোরণের শব্দটা ভেসে এল। তার ঠিক দশ সেকেন্ড পর একটা গরম বাতাসের হলকা ছুটে এসে ওদের তিনজনকে ছুড়ে দিল সামনের দিকে।

প্রথমে ওভারলুকের জানালাগুলো গুঁড়িয়ে গেল। তারপর আগুনটা আস্তে আস্তে উঠে এল হোটেলের শরীর বেয়ে। আগুন গ্রাস করে নিল হোটেলের লিফটকে, সবগুলো রুম, সবগুলো করিডর। সবশেষে ধসে পড়ল হোটেলের টালি দেয়া ছাদটা।

ওরা তিনজন নিস্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ দেখছিল ওভারলুকের মৃত্যু। ওয়েন্ডি এখন সম্বিত ফিরে পেয়ে হ্যালোরানকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের নীচে নামবার কি কোন উপায় আছে?"

হ্যালোরান বলল, "আমি একটা স্নো-মোবিল নিয়ে এসেছি। ওটা নিয়ে আমরা পার্ক রেঞ্জারদের স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারব। তারপর ওরাই আমাদের নামাবার ব্যবস্থা করবে।"

ওরা তিনজন ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল স্নো-মোবিলটার দিকে।

উপসংহার

গ্রীষ্মকাল

হ্যালোরান কিচেনে ওর শিষ্যরা যে সালাদটা বানিয়েছে সেটা চেখে দেখল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ও জানাল রান্নাটা ঠিকই আছে।

ও এখন রেড অ্যারো লজ নামে একটা জায়গায় কাজ করে। রেঞ্জলি নামে একটা শহরের পাশে। ওয়েন্ডি আর ড্যানিও আপাতত ওর সাথে আছে। ওয়েন্ডির পাঁজরের দু'টো হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল জ্যাক ওকে হাতুড়ি দিয়ে পেটে মারবার পর। ওর শরীর এখনও পুরোপুরি ভাল হয় নি। আর ড্যানি...ড্যানির সাথে কথা বলতেই এখন হ্যালোরান যাচ্ছে।

ড্যানি লজের সুইমিংপুলের পাশে বসে ছিল। ওর পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে হ্যালোরান যেয়ে ড্যানির পাশে বসে পড়ল ওয়েন্ডি।

"কি অবস্থা, ডক?"

"ভাল, ডিক।"

"তুমি কি এখনও ঘুমালে বাজে স্বপ্ন দেখ?"

"না," ওয়েন্ডি ড্যানির হয়ে জবাব দিল। "এখানে আসার পর থেকে ওর আর ঘুমাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।"

ওরা সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর ওয়েন্ডি বলে উঠল : "অ্যাল শকলি যে চাকরিটার কথা বলেছে সেটা আমি নিয়ে নেব ভাবছি।"

হ্যালোরানের মুখে হাসি ফুটে উঠল। "ভাল। আমারও মনে হয়েছে চাকরিটা নিলে তোমাদের দু'জনেরই উপকার হবে।"

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। "ও আমাদের ম্যারিল্যান্ড নামে একটা শহরে থাকতে বলছে। আমারও শহরটা পছন্দ হয়েছে। খোলামেলা, হাসিখুশি পরিবেশ। ড্যানির জন্যে চমৎকার একটা জায়গা।"

"পুরনো বন্ধুদের আবার ভুলে যেও না।"

"প্রশ্নই আসে না। আর আমি ভুলে গেলেও ড্যানি আমাকে মনে করিয়ে দেবে।"

হ্যালোরান এবার নিশ্চুপ ড্যানির দিকে ফিরল।

"তোমার মাঝে মাঝে বাবার কথা খুব মনে পড়ে, তাই না ডক?"

ড্যানি মাথা নাড়ল। ওর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে। "মাঝে মাজে আমার মনে হয় বাবার জায়গায় আমি থাকলেই ভাল হত। সবকিছু আসলে আমার দোষ।"

"এমন বলে না বাবা। কিছুই তোমার দোষ ছিল না।" একটু থেমে হ্যালোরান যোগ করল, "কিছুদিন সময় দাও। তোমার সব দুঃখ, সব ব্যাথা আস্তে আস্তে চলে যাবে।"

"তুমি কি ততদিন আমার বন্ধু থাকবে?"

"নিঃসন্দেহে।"

হ্যালোরান জড়িয়ে ধরল ওকে।

• • •